

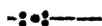
হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান ।

চতুর্থ খণ্ড ।



শ্রীজগদ্বন্দ্র রায়, এল্, এম্, এম্,

প্রফেসর অফ মেডিসিনা মেডিকা, হানিমান মেডিকেল কলেজ
ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ ।



প্রকাশক—শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ রায়, এম্, এ,
৪নং, বিভন রো, কলিকাতা ।

১৯২০

ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶ ।

কলিকাতা,
৫৮।১ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রট,
ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেসে
শ্রীকিশোরী মোহন বাক্‌চি দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন ।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যবিজ্ঞানের ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল।
৩য় খণ্ডের ত্রায় ইহাতেও ৩০ ফর্মায় ১৬টি ঔষধ আলোচিত হইয়াছে।
পূর্ব পূর্ব খণ্ডের ত্রায় ইহাও অনন্তসাপেক্ষ ও স্বাধীন। চারি খণ্ডে
সর্বশুদ্ধ ৫০টি প্রধান প্রধান ঔষধ ও তৎসঙ্গে প্রয়োজনীয় অপর বহুতর
ঔষধের আলোচনা করা হইয়াছে। কার্যক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিচিকিৎসায়
এতদপেক্ষা অধিক সংখ্যক ঔষধের সচরাচর প্রয়োজন হয় না।
এই ৫ টি ও তৎপুসঙ্গে আলোচিত অন্ত্য ঔষধের সাহায্যে সর্বপ্রকার
রোগচিকিৎসাই চলিতে পারে। তথাপি পুস্তকখানি সর্বদা সুন্দর করি-
বার জন্ত পরিশিষ্ট খণ্ডে সংক্ষেপে হোমিওপ্যাথিমতের ব্যবহার্য অপর
যাবতীয় ঔষধের আলোচনা করা যাইবে। ঐ খণ্ড এক্ষণে যন্ত্রস্থ।

রোগনিদান, রোগীর ধাতুপ্রকৃতি ও ঔষধের বিশেষ বিশেষ প্রদর্শক
লক্ষণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে হোমিওপ্যাথি-
চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করা অতীব দুঃস্থ। ঐ জ্ঞান লাভ করা
বহু গবেষণা, প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও বহুকালের অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ।
পাঠকগণ বাহাতে স্বল্প পরিশ্রমে স্বল্পকালমধ্যে ঐ অভিজ্ঞতা লাভ
করিতে পারেন তাহাই এই পুস্তক প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য। কেবল নিজের
কালব্যাপী অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন
ভিন্ন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ গ্যাতনামা চিকিৎসকের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ
পরম্পরার তুলনা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের প্রয়োগস্থল
নির্ধারণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছি। এই পুস্তকের
ভৈষজ্যবিজ্ঞান নামকরণ করিলেও ইহা একাধারে ভৈষজ্যবিজ্ঞান ও

সংসাবিজ্ঞান। শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকগণ এই পুস্তক পাঠে
কতমাত্র উপকার লাভ করিলেও শ্রম ফল জ্ঞান করিব।

প্রথম তিন খণ্ড পাঠকগণ যেরূপ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন
সেই আশা করিতে পারি এই খণ্ড তাঁহারা সেই ভাবে গ্রহণ
করবেন।

আমার পরম সুহৃদ শ্রীযুক্ত অম্বোদয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত
সুন্দরোপাধ্যায় গুহ মহাশয়দ্বয়ের নিকট এবারও প্রচুর সাহায্য
প্রাপ্তি। তজ্জন্ত তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

দ্বিতীয়বারের নিবেদন

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ্য বিজ্ঞানের ২য় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ
শিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ হইলেও এই খণ্ডটি প্রথম সংস্করণের
মুদ্রণ মাত্র, তবে ইহাতে পূর্ব সংস্করণে যে সকল মুদ্রাকরপ্রমাদ ও
সামান্য সামান্য দোষ ছিল তাহারই সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা
করা গিয়াছে। বিষয়গত পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন বড়ই গুরুতর কার্য,
যতঃ খণ্ডবিশেষের বিষয়গত পরিবর্তনাদি করিতে হইলে সমগ্র
খণ্ডের সহিত তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া পড়ে ;
কারণে ঐরূপ পরিবর্তনাদির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। সমগ্র
খণ্ডে নূতন সংস্করণ কালপর্য্যন্ত জগদীশ্বর জীবিত রাখিলে সেই
সময় পর্য্যন্ত বিষয়গত আবশ্যক পরিবর্তনাদি করিয়া গ্রন্থখানিকে সর্বদা সুন্দর
রূপে রাখিলাম।

বিভিন রো, কলিকাতা।

২৫শে পৌষ, ১৩২০।

}

নিবেদক

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সূচীপত্র ।

১।	ল্যাকেসিস্	১
২।	জেলসিমিয়াম্	৬৫
৩।	সিলিসিয়া	২৩
৪।	ভিরেটাম্ এল্‌বাম্	১২৪
৫।	নাইট্রিকাম্ এসিডাম্	১৫০
৬।	মিউরিয়েটিকাম্ এসিডাম্	১৭২
৭।	ফস্‌ফরিকাম্ এসিডাম্	১৮৭
৮।	ফস্‌ফরাস্	২০৮
৯।	থুঙ্গা	২৫২
১০।	এপিস্	২৮১
১১।	রাস্টক্সিকডেড্রেন	৩১৫
১২।	কেলি বাইক্রমিকাম্	৩৫৮
১৩।	ডিজিট্যালিস্	৩৭৯
১৪।	গ্র্যাফাইটিস্	৩৯৯
১৫।	অর্জেন্টাম্ নাইট্রিকাম্	৪২১
১৬।	অরাম্	৪৪৮

লেকচার ৩৫ (LECTURE X X X V) ।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis)

প্রতিনাম ।—টাইগণোকেফেলাস্ ল্যাকেসিস্ ।

সাধারণনাম ।—স্যান্স-হেডেড্ ভাইপার অব্ ব্রেজিল ।

জাতি ।—অকিডিয়া ।

প্রয়োগরূপ ।—টিংচার বা অরিষ্ট ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—এক মাস ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম ।—সাধারণতঃ ৬।৩০।২০।৫০০ ক্রম,
১০০০০০ (cm) ক্রম পর্য্যন্তও প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইতেছে ।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাঃ এস—অত্যধিক পাঠ জ্ঞান কোন যুগা বাক্তির মানসিক বিকার জন্মে, তাহার স্বভাববিরুদ্ধ হইলেও অত্যন্ত বাকপ্রিয় হয়; অতি বিস্তৃত ভাষায় অবিশ্রান্ত বক্তৃতা করিতে থাকে, কিন্তু বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যায় ও অতি বিভিন্ন জাতীয় বিষয়ের আলোচনা করে; সে বড় অবিবাসী ও নিকটস্থ বাক্তিদিগের প্রতি গর্কিতভাববিশিষ্ট ছিল, ৩০, আরোগ্য। ডাঃ গার্গসি—রোগী বিবাহিতা স্ত্রীলোক, দুর্বল এবং অস্থখী, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে আপনাকে বন্ধুহীন, পরিত্যক্ত এবং অস্থখী বোধ করিতেন; রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ হইলেও ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইত; ক্ষুধামান্দ্য; কোষ্ঠবদ্ধে মলদ্বারের সংকোচন-বোধ; মূত্র অত্যন্ত পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণ; তিনি বিশ্বাস করিতেন যে সাংসারিক কষ্টাদিই তাঁহার রোগের কারণ; ৪০০০০ (4০m), এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাঃ বের্লু—কোন বালিকা অত্যধিক পাঠের পর উন্নত ভাষা ব্যবহার করিত; ভাষার ব্যবহার বিষয়ে সে অত্যন্ত সাবধান ছিল, অনেক সময় একটী কথা ব্যবহার করিয়া পুনর্ব্বার তৎহলে অল্প উৎকৃষ্টর কথা ব্যবহার করিয়া তাহা সংশোধন করিত;

উপচয় ।—নিদ্রার পর; প্রাতঃকালে; সন্ধ্যাকালে; আবহাওয়ার
অত্যুষ্ণ অথবা অতি শীতল অবস্থায়; সূর্য্যতাপে; বসন্তকালে; গ্রীষ্ম-
কালে; সংস্পর্শে; অল্প, উগ্রবীর্য্য মদ্য, সিদ্ধনা এবং পারদ ব্যবহারে ।

উপশম ।—পরিহিত বস্ত্র শিথিল করিলে; উদ্গারে; তাপ-
সেবনে ।

সম্বন্ধ ।—ল্যাকেসিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, বেল, মার্কু,
নাক্স ভ, ফস এসি; তাপ, এল্‌কোহল, সল্ট বা লবণ । অল্প ইহার
ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায় ।

ল্যাকেসিসের পরে প্রযোজ্য ঔষব—আর্স, বেল, কার্ব ভেজ, কষ্টিক
কোণায়াম, মার্ক্যারি, লাইকো ।

ভয়াবহ বেদনা থাকিলে, কার্বাক্কল বা দম্বত্রণ রোগে, ইহার সহিত
টেরেণ্টুলা কুবেণের তুলনা করা আবশ্যক ।

ল্যাকেসিস সাহার পরে প্রযোজ্য—আর্স, বেল, মার্কু, নাই এসি,
হিপার ।

সে মনে করিত যে সে কোন অতিমানুষ শক্তির ক্ষমতাবাহীনে আছে; ২০০,
আরোগ্য । ডাঃ ফুট—অহিফেন ও মদ্যসেবননিবন্ধন ধাতুচর্কলতা বা বুদ্ধির হ্রাস :
স্বাভাবিক উত্তেজনা প্রবণতা ও অস্থিরতা; সময়ে নির্ব্বোধের ভ্রাম ও সময়ে বিহ্বল;
জিহ্বা শুষ্ক ও লোহিত; অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং উত্তেজক বস্তুক জন্ত অবিশ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা;
আমাশয়ে এবং বাম অণ্ডাধারদেশে স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা; ক্ষুধার অভাব হেতু কতিপয়
দিবস অনশনাবস্থা; অণ্ডাধারের বিবুদ্ধি; পদ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকট ক্ষীতি ও
তাহাতে গভীর ফাটা এবং রসস্রাবী ক্ষত; কোষ্ঠবদ্ধ; অর্শ; অনিয়মিত ঋতু; ২০০,
এক মাস ব্যবহারের পর ফস্ ও সাল্‌ফ দ্বারা আরোগ্য সম্পূর্ণ । ডাঃ মার্টিন—
ডিক্‌থিরিয়া পরিণাম দৃষ্টিবিকার; রোগী বালক; ডিক্‌থিরিয়া আরোগ্যান্তে দৃষ্টি-
দোষ ঘটমা দৃষ্টি বৃদ্ধির ভ্রাম হওয়ায়, তাহার বুদ্ধা পিতামহীর চশমা লাগাইলে দেখিতে
পাইত; ২০০, আরোগ্য । ডাঃ প্রেটেন—আরক্ত-জ্বরের পর গলক্ষত, তাহাতে রোগীর
প্রাণ-সংশয় হইয়াছিল, গলাধঃকরণ প্রায় বন্ধ হইয়াছিল; শক্ত বস্ত্র অপেক্ষা তরল বস্ত্র
খাইতে অধিক কষ্ট হইত; ৪০০০০ (40m) আরোগ্য । ডাঃ গুড্‌নো—অগুঢ়

কার্যপূরক ।—লাইকো ও নাই এসিডের ।

তুলনীয় ঔষধ ।—এপিস, আস', বেল, কষ্ট, সিক, হিপার.
লাইকো, মার্কু, ল্যাক্সা, নাই এসি, ফস, পাল্‌স, রাস, সাল্‌ফার ও
টেরেন্টুলা । গলদেশে পূর্ণবোধ বা তথায় বায়ুর পিণ্ড (Puff ball)
থাকার অনুভূতি গলাধঃকরণের চেষ্টায় অন্তর্হিত না হইলে ও ক্রমাগত
ফেনময় স্লেমা গিলিতে থাকিলে এবং গলার নিম্নে সঙ্কোচন-বোধ সহ
বিবিধিযা থাকিলে ইহা ল্যাক্টিক এসিড সহ তুলনীয় ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ ।—কৃষ্ণবর্ণ-
চক্ষু, ক্রোধপ্রবণ, বিমর্ষ এবং মানসিক-অবসাদপ্রবণ ও অলস
স্বভাবের ব্যক্তি । কটা কেশ ও কলঙ্কময় মুখবিশিষ্ট ক্রোধনস্বভাবের
নারী । স্থূলকায় অপেক্ষা, একহারা, শীর্ণ ব্যক্তি এবং রোগ কর্তৃক
যাহাদিগের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাদিগের পক্ষে

বালিকা, ২৬ বৎসর বয়স ; নাড়ীস্পন্দন ১০০. ডক উষ্ণ এবং শুষ্ক, মুখ অত্যন্ত লোহিত
বর্ণ ; নিদ্রালু ; বিড়বিড় শ্রলাপ করে ; গলদেশে বাম হইতে দক্ষিণ দিক বাপী
ডিক্‌পিরিয়ার ধূসরবর্ণ ঝিল্লী ; ৫০০, আরোগ্য । ডাঃ বেরিজ—গলদেশে সঙ্কোচন-
বোধ ; প্রথমে দক্ষিণ পার্শ্বে পরে সমুদয় স্থানে, আহারে বাধার অনুভূতি ; ৩৬
সপ্তাহ পর্য্যন্ত গলদেশের বাম দিকে তাপ ও চনচনি সহ স্বরভঙ্গ । একদিন রজনী
১১ টার সময় কষ্ট আরম্ভ হইয়া, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে বৃদ্ধি হয় এবং পূর্বাহ্ন ১১টা পর্য্যন্ত
থাকে ; ১০০০০০ (cm), আরোগ্য । ডাঃ ইয়মান—পচনশীল বা গ্যাংগ্রিনাস
নিউমোনিয়া ; প্রশ্বাসবায়ু ও গয়ারের ভয়াবহ দুর্গন্ধ ; নাড়ীস্পন্দন ১১০, প্রচুর স্লেমা-
নিষ্কাশন ; রোগীর বোধ যেন দক্ষিণ কুসুসের মধোর অংশ হইতে উষ্ণ বায়ু
নির্গত হয় ও তখনই দুর্গন্ধ গয়ার উঠে ; ৬, আরোগ্য । ডাঃ ক্রুটার—রোগীর বয়স
৪০ ; কতিপয় মাসের আমাশয়শূল ; রোগী পাণ্ডুর, শীর্ণ ; অতিশয় বস্ত্রপ্রদ বেদনা
আমাশয় প্রদেশে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে সমস্ত বক্ষে ও নিম্নে সমস্ত অস্ত্রে বিস্তার করে,
আহার করিলে উপশম হয় ও তাহার এক হইতে তিন ঘণ্টা মধ্যে অত্যন্ত বর্দ্ধিত
অবস্থায় পুনরাবর্তন করে ; ১২ আরোগ্য ।

অধিকতর উপযোগী । রজোদয় হইতে যে নারী সুস্থ থাকিতে পারে নাই এবং প্রকাশ করে তখন হইতে আর কখন সুস্থ বোধ করে নাই ।

ঋতুসন্ধি-রোগ (বিশেষতঃ ঋতুরোধকালের অথবা তাহার পরের) ।— অর্শ, রক্তস্রাব, তাপোচ্ছাস, তপ্তঘর্ষ্য এবং মূর্দ্ধার জ্বালাসহ শিরঃশূল ।

অধিক কালস্থায়ী দুঃখ, শোক প্রভৃতি মনোবেদনা এবং ভীতি, বিরক্তি, দ্বেষ, প্রেমনৈরাশ্র (অরাম, ইয়ে, ফস্ এসি) প্রভৃতি নিবন্ধন রোগ ।

শিরঃশূলে ললাটপার্শ্বের চাপ অথবা তাহা বিদূর্ণ হওয়ার ন্যায় অহুভূতি, মস্তকচালনায়, চাপে, মস্তক নত করিলে, শয়নে এবং নিদ্রান্তে বৃদ্ধি ; অতি ভয়ানক শিরঃশূলে নিদ্রাভঙ্গ হইবে বলিয়া রোগিনী নিদ্রা যাইতে ভীত ।

স্বাসারপান ; মানসিক উত্তেজনা ; ঋতুরোধ অথবা তাহার অনিয়মযুক্ত ও ঋতুসন্ধিকালের রোগ ; বাম পার্শ্বের সন্ধ্যাস রোগ ; মস্তকে রক্তোচ্ছাস জন্ম মূর্দ্ধাদেশে চাপ ও গুরুত্বের (সিপিয়া) এবং মস্তক পশ্চাদ্দেশে সীসক-চাপের (পেটো) অহুভূতি ; রক্তসঞ্চয়ী শিরঃশূল ও অর্শ-রোগগ্রস্ত মদ্যপায়ী, বাহারা বিসর্প ও সন্ধ্যাস রোগ-প্রবণ ।

তাপ এবং শৈত্যের অতিরিক্তিত দৌর্বল্য ।

মস্তিষ্কের উত্তেজনায়, মানসিক উল্লাস বশতঃ প্রায় ভবিষ্যৎ-জ্ঞানীর ন্যায় অহুভূতি-শক্তির ক্ষুরণ, কল্পনার জীবন্ত স্ফূর্তি ও বাগ্মিতার প্রাচুর্য্য হইয়া সর্বদাই কথা কহিবার প্রযুক্তি, এক বিষয় হইতে হঠাৎ বিষয়ান্তরে যায় এবং এক প্রসঙ্গ হইতে অনেক সময়ে অন্য প্রসঙ্গে নীত হয় ।

কোষ্ঠবদ্ধে, ক্রিয়াবসাদ নিবন্ধন সরলান্ত্রে বিষ্ঠা জমিয়া থাকে, বেগ হয় না ; মলদ্বার সঙ্কুচিত থাকার অহুভূতি (কণ্ঠি, নাই এসি) ।

নিয়মিত সময়ান্তর, কিন্তু স্বল্পকালস্থায়ী, অপ্রচুর ও দুর্বল ঋতুশ্রাব; ঋতুশ্রাবে সর্বপ্রকার বেদনার উপশম; সর্বাবস্থাতেই ঋতুশ্রাবকালে ভাল থাকে (জিঙ্ক)। অত্যন্ত ঋতুশ্রাবে ও রক্তোনিবৃত্তিকালে অর্শ জন্মে ও তাহা ফাঁসবদ্ধ হয়; অর্শের সূচিবোধবৎ অনুরূপ ভীতবেগে উল্কাভিমুখে যায় (নাই এসি)।

সামান্য কোন বস্তুও নাসিকারন্ধ্রের নিকটস্থ হইলে শ্বাসের বাধা জন্মায়; দূর হইতে, মুহূর্ত্তবেগে পাথার বাতাস দিতে বলে (দ্রুতবেগে, কার্ক ভেজ)।

নিজ্রাবেশমাত্রই শ্বাসপ্রশ্বাসের বোধ ঘটে (এমন কার্ক, গ্রিও, ল্যাক কেনি, ওপি)।

অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক বলক্ষয়ে সমুদয় শরীরের কম্প এবং দুর্বলতাপ্রযুক্ত রোগী পুনঃ পুনঃ নিদ্বেজ হইয়া পড়ে; প্রাতঃকালে এই অবস্থার বৃদ্ধি হয়। (সাল্ফার, টুবাকু)।

নিজ্রাবস্থায় (বাকো); ঋতুশ্রাবকালে (সিড্র); এবং হস্তমৈথুন প্রভৃতি নিবন্ধন জীবনীসন্ধয়ে ও প্রেমবিষয়ক ছেন বশতঃ মূর্গীর ফিট।

রক্তশ্রাববিশিষ্ট ঋতুদোষ, সামান্য ক্ষত হইতে সহজে প্রচুর পরিমাণে রক্তশ্রাব (ক্রোটোন, ক্রিয়োজোট, ফস); কৃষ্ণবর্ণ ও অসংযমনীয় শোণিত (ক্রোটন, সিকেলি); টাইফয়েড অবস্থায় ও ইয়ালা ফিবারে প্রগাঢ় দুর্বলতা (ক্রিয়োজোট)।

ভীক্স বেদনায়ুক্ত স্ফোটক, দগ্ধত্রণ বা কার্বাক্সল ও ক্ষত; দুষ্টত্রণ এবং শয্যাক্ত প্রভৃতির কৃষ্ণবর্ণ, নীলাভ ও কালচে-লোহিত বর্ণ এবং সাংঘাতিক অবস্থাবিমুখে গতিপ্রবণতা।

বিষজন্মিত ক্ষতের ও শবসংশ্রবোৎপন্ন বিকারের (পাইরজেন) কৃফল।

রোগকারণ ।—জৈবরসাপচয়, মানসিক উদ্বেগ ও শ্রম, অভ্যাস-গত অত্যধিক পরিমাণ, উগ্রবীৰ্য্য মত্তপাননিবন্ধন মত্ততা এবং অতিরিক্ত শৈত্যসংশ্ৰববশতঃ শরীরের আড়ষ্টতা বা ইহার সাধারণ রোগকারণ । অতিশয় সূর্য্যতাপসংস্পর্শ ও অভিঘাতপ্রযুক্ত রোগেও ইহা কার্য্যকরী হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—ইহা মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা ও স্নায়ুবেদনাশীল স্নায়ুগুণ্ডে গভীর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে । স্নায়ুকেন্দ্রে বিযক্রিয়া দ্বারা প্রভূত বলহানি, স্থানিক ও সৰ্ব্বাঙ্গীন আক্ৰমণ এবং অচৈতন্যাবস্থা উপস্থিত করে । নিউমগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর শ্বাসযন্ত্রশাখা আক্রমণ করিয়া ইহা গলদেশ, স্বরযন্ত্র, বায়ুনালা এবং হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনাপ্রবণতা উৎপন্ন করে । কিন্তু ইহা উপরিউক্ত যন্ত্রনিচয়ের প্রদাহোৎপাদক নহে । ইহা কেবল শোণিতকে বিষাক্ত করিয়া তাহার পচনশীলতা ও উগ্রতা আনয়ন করে ও তজ্জন্ত শোণিতের ফাইব্রিন বা সূত্রজান পদার্থ ধ্বংস হইয়া যায় । শোণিতের সংযামকশক্তি নষ্ট ও তাহা রুদ্ধময় হয় এবং রুদ্ধবর্ণ ধারণ করে । এবিধ দূষিত শোণিত সহজে ক্ষত হওয়ায় ত্বকের স্থানে স্থানে কালশিরা, দুর্ব্বলকর প্রদাহ, পুষশোথ, পচনশীল ক্ষত বা গ্যাংগ্রিন, এবং পুষ-বিষ-জ্বর বা পায়িমিয়া প্রভৃতি দূষিতপ্রকৃতিবিশিষ্ট রোগনিচয় এবং তাহার ফলস্বরূপ সৰ্ব্বাঙ্গীন পচনশীল বা টাইফয়েড অবস্থা উপস্থিত হয় ।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ ।—হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার্থ্য চারি প্রকার সর্পবিষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে ল্যাকেসিসের ঔষধ-গুণ প্রথমে ডাঃ হেরিং এবং তৎপরে কতিপয় কৃতবিদ্য চিকিৎসক দ্বারা অতি বিশদরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে । এই সকল বিবরণ পাঠে এবং ডাঃ হেরিংয়ের উদ্ধৃত, ডাঃ কুইনপ্রদত্ত ট্রাইগণোকেফেলাস-ল্যাকেসিস-সর্পদষ্ট কোন রোগীর বিষলক্ষণের বিবরণ হইতে মনুষ্যশরীরে ইহার ক্রিয়াবিষয়ে

আমরা যে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহা নিয়ে বর্ণিত হইতেছে । ফলতঃ, ল্যাকেসিস্ বা ল্যাম্স হেডেড্ ভাইপার নামক সর্পের বিষক্রিয়া ও লক্ষণসহ ইহার স্বজাতি গাজা ট্রিপুডিয়ান্স বা “গোকুরা”, ক্রোটেলান্স বা আমেরিকার রেটল্‌স্নেক এবং ইলাপ্স কোরেলিনাস্, এমন কি প্রায় সর্বপ্রকার বিষধর সর্পের বিষের ক্রিয়া ও লক্ষণেরই সাধারণ সাদৃশ্য আছে । ইহাদিগের ক্রিয়াদির যে প্রভেদ আছে তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে ।

“টাইগণোকৈফেলাস-ল্যাকেসিস্-সর্পদষ্ট কোন যুবক সৈনিক দংশন-মাত্র বজ্রাঘাতের অস্থভূতি সহ অজ্ঞানাবস্থায় ভূপতিত হয় । এই অবস্থায় বমন ও বিরেচন হইতে থাকে ; অস্থমান এক ঘণ্টার পর রোগী চৈতন্য লাভ করিয়া অবস্ত্র বা শারীরিক গহ্বণা, বন্ধস্থলে ব্যাকুলতা এবং অশ্রান্ত বমনোদ্বেগের বিষয় প্রকাশ করে । ক্রমে হস্ত এবং বাহুর প্রদাহ ও ক্ষীতি, মুখের শোথ, অবিশ্রান্ত তৃষ্ণা, বাহুর অত্যধিক বেদনা, লগ্নজ্বর এবং হৃকের শুষ্কতা উপস্থিত হয় । সপ্তম দিবস পর্য্যন্ত মলমূত্রের সম্পূর্ণ রোধ ঘটিয়াছিল । যুগ্মগুল শোণিত ও ক্ষীত, চক্ষু মলিন ও ঔজ্জ্বল্যহীন, নাড়ীস্পন্দন ক্ষুদ্র ও দ্রুত, হৃৎক শুষ্ক ও জ্বালাময়, জিহ্বা সমল এবং অতর্পণীয় তৃষ্ণা ছিল । হস্ত হইতে বন্ধ পর্য্যন্ত অসহনীয় বেদনা এবং হস্ত ও অঙ্গুলিনিচয়ের অত্যধিক ক্ষীতি এবং অসাড়া জন্মে । হস্তের দষ্টস্থানের পচনশীল অবস্থা, বাহু হইতে হৃৎক পর্য্যন্ত শরীরাংশের প্রদাহ ও ক্ষীতি এবং বাহুর ভিন্ন ভিন্ন স্থান পচনশীল-ফোকারূপ হওয়ায় অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা বাহুচ্ছেদ করিয়া তাহা বিদূরিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল ।

উপরিউক্ত বিবরণে সর্পবিষক্রিয়ার সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ না হইলেও তাহার গুরুত্ব ও সাংঘাতিকতা যথেষ্ট উপলব্ধি হয় । সর্পবহল দেশে আমাদিগের বাস, আমরাও অনেক সর্পদষ্ট ব্যক্তির জীবিত-কালের

লক্ষণ ও মৃত্যুর পর শবচিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছি। এই সকল বিবরণ হইতে সর্পদংশনাদি-বিষয়ক তথ্য নিয়ে বর্ণিত হইতেছে। এস্থলে জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন যে সর্পের জাতি, দংশনকালে সর্পের শারীরিক শক্তি প্রভৃতি এবং দংশনের সম্পূর্ণতা বা অসম্পূর্ণতা, নিষ্কিষ্ট বিষের পরিমাণ, মস্তিষ্কাদি স্নায়ুকেন্দ্র হইতে দষ্টস্থানের দূরত্ব এবং দংশনের কাল (বৎসরের ঋতু) প্রভৃতি অল্পসারে বিচক্রিয়ার তারতম্য হইয়া থাকে।

বসন্তাদিকালের ক্ষুধিত, তেজস্বী ও ক্রুদ্ধ সর্প ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞাত-সারে তাহাকে দংশন করিয়া দষ্টস্থানে যথোপযুক্ত পরিমাণে সতেজ বিষ নিক্ষেপ করিলে, রোগীর স্নায়ুকেন্দ্রে বজ্রাঘাতের তায় প্রবল বিধাঘাত বা “শক্” উপস্থিত হয় ও তাহাতে রোগী অকস্মৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে পারে। বিষহীন সর্প এবং ভেকাদি জন্তুর অলক্ষিত দংশনে বিষধর সর্প দংশনের অলৌক ভীতিতেও আমরা ব্যক্তিবিশেষকে অজ্ঞান মৃতবৎ অবস্থায় ভূপতিত হইতে দেখিয়াছি।

সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিলম্বে মৃত্যু হইলে অথবা বহু যত্ননা ভোগের পর জীবন রক্ষা পাইলে অবস্থানুসারে আংশিক অথবা ন্যূনাধিক সম্পূর্ণতাবিশিষ্ট বিচক্রিয়ালক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সর্পদংশনমাত্রই মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাদি শাবতীয় স্নায়ুমণ্ডলে এবং শোণিতে বিচক্রিয়া আরম্ভ হয়। নিউমোগ্যাপ্টিক স্নায়ুর আমাশয়-শ্বাস-যন্ত্র-শাখায় প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ইহা শ্বাসযন্ত্র ও আমাশয়ের ক্রিয়া-বিভ্রাট ঘটায়। দংশনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দষ্টস্থান ক্ষীত ও কৃষ্ণলোহিত হয় এবং তথা হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তপ্রাব হইতে থাকে ও দষ্টশরীরায়ণ কৃষ্ণবর্ণ ও সংযমিত-রক্তবৃত্ত হয়। ন্যূনাধিক কালবিলম্বে জ্ঞানতাপচনোৎপন্নবিধাক্ততা বা সেপ্তিসিমিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। অধিকাংশ রোগী অর্দ্ধ হইতে দুই ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। কখন দশ মিনিট মধ্যেই কখন বা ন্যূনাধিক যত্ননা ভোগ করিয়া দুই দিবস পরেও রোগীর মৃত্যু

হইতে দেখা গিয়াছে । অপেক্ষাকৃত অল্প সময় মধ্যে মৃত্যু ঘটিলে শ্বাসরুদ্ধ, গাত্রদাহ, অস্থিরতা ও বমন প্রভৃতি হইয়া শ্বাসরোধবশতঃ মৃত্যু হইয়া থাকে । কোন কোন রোগীর পেশী-আনর্জন, স্বল্পাধিক আক্ৰেপ ও মুখে গৈঁজলা দৃষ্ট হয় ; শরীর ক্লান্তবর্ণ হইয়া যায় । রোগী অধিককাল জীবিত থাকিলে অথবা কষ্ট ভোগের পর জীবন রক্ষা পাইলে পূর্বকথিতরূপ সেপ্তিসিমিয়া এবং অবস্থানুসারে ন্যূনাধিক টাইফয়েড্ বা পচনশীল লক্ষণাদি উৎপন্ন হয় । দুর্বলীভূত হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন হইতে থাকে । রোগী অতিশয় দুর্বল ও ঘর্ম্মসিক্ত হয় এবং তাহার শরীরের স্থানে স্থানে কালশিরা উৎপন্ন হইয়া একে পচনশীল, তরলীভূত ও ক্লান্তবর্ণ রক্তস্রাবের পরিচয় দেয় । ফলতঃ বিষক্রিয়ায় শোণিতের অতি গভীর পরিবর্তন সাধিত হইয়া তাহার তত্ত্বজ্ঞান বা ফাইব্রিন উপাদানের ও রক্তকণিকার বিশ্লেষণ ও ধ্বংস উৎপন্ন হয়, শোণিত ক্লান্তবর্ণ ধারণ করে ও তাহা জমাট বাঁধে না । দেহোপাদান এবিধ শোচনীয় দশাগ্রস্ত শোণিত-পোষিত ও টাই ফয়েড অবস্থান্নিত হওয়ায় সর্পের জাতিগত প্রকৃতি অনুসারে শরীর ও শরীরগহ্বর হইতে ন্যূনাধিক রক্তস্রাব, কালশিরা, পৃথশোথ এবং শরীরের স্থানে স্থানে দূষিত, পচা, শড়া বা গ্যাংগ্রিনাস্ দ্রুত প্রভৃতি উৎপন্ন হয় । অবস্থানুসারে অনেক স্থলে ন্যূনাধিক গভীরতা-বিশিষ্ট জ্বাৰা (Jaundice) লক্ষণ জন্মে । বিষক্রিয়ার চরমাবস্থায় প্রগাঢ়-টাইফয়েড বা সন্নিপাতরোগগ্রস্ত হইয়া রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় । বহু ক্রেশের পর জীবন রক্ষা হইলেও রোগীর ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীর্ণদেহ থাকিয়া যায় ও তাহা নানা রোগের আকরস্বরূপ হয় । নিম্নে ল্যাকেসিসের যন্ত্রগত সূক্ষ্ম লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে ।

ইহার মস্তিষ্কক্রিয়ায় অরুণশক্তির দুর্বলতা ঘটে ; লিখিতে বর্ণাশুদ্ধি হয় । সময়ের ধারণাবিষয়ে গোলমাল হয় । কার্যবিষয়ে অত্যন্ত স্নানলিক স্ফুর্তির ভাব উপস্থিত হওয়ায় মস্তিষ্কে একযোগে বহুবিধ

কল্পনায় উদয় হয়। অল্পভূতিশক্তির তীক্ষ্ণতা জন্মে; মানসিক উদ্দীপনায় ভবিষ্যৎবস্তুর আয় অল্পমিতিশক্তি বৃদ্ধি পায়; মানসিক উল্লাস। সন্ধ্যাকালে অত্যধিক কথা বলিতে থাকে। বিদ্রুপাত্মক দ্বন্দ্ব, ব্যাঙ্গ্যোক্তি, উপহাসনীয় কল্পনা, ভয়াবহ আকৃতি প্রভৃতি মূলক বক্তৃতার বিষয়ের অবিশ্রান্ত পরিবর্তন। উদাস্ত। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে রোগী অত্যন্ত নিমর্ষ ও উৎকণ্ঠায়ুক্ত, অতিশয় ঈর্ষান্বিত, অহঙ্কারী এবং সন্দ্বিগ্নচিত্ত। রোগিনী বিশ্বাস করে সে দৈব-ক্ষমতাবীনে আছে এবং মনে করে তাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার সংকাবের আয়োজন হইতেছে, তাহার পশ্চাতে শত্রু লাগিয়াছে; ঔষধকে বিষ জ্ঞানে ভীত। বোগী বক্তৃতা করে, গীত গায়, শিশু দেয় এবং বিসদৃশ ভাবে অঙ্গচালনা করে। খিট গিটে, বিষন্ন ও কলহপ্রিয়। জীবন তার বোধ হয়, আত্মহত্যার প্ররুতি জন্মে। মৃত্যুভীতি, শয্যায় নিদ্রা যাইতে ভীত। কেহ বিষ পান করাইবে বলিয়া ভীতি।

মস্তিষ্কানুভূতিবিকার বশতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে এবং চক্ষু মুদ্রিত করিলে ক্ষণিক শিরোগূর্ণন। একই বস্তুর দিকে তাকাইয়া থাকিলে, ঋতুসন্ধিকালে মুক্তবায়ুমধ্যে ভ্রমণে, বিসর্পরোগ অন্তিমুখী হইলে, শিরোগূর্ণন। শিরোগূর্ণনবশতঃ মুখের পাণ্ডুরতা। অর্দ্ধ-শরৎশূল সহ শিরোগূর্ণন। মস্তকে সীসক-চাপের আয় ওরুদ্বানুভূতি; মস্তকপশ্চাতে অধিক থাকে।

অল্পভূতিপ্রদ-স্নায়ুর ক্রিয়াবিকারবশতঃ হৃৎস্পন্দনসহ স্থান পরিবর্তনশীল স্নায়ুশূল। ছিন্ন করার আয়, চিমটি কাটার আয় এবং দপদপানি বেদনা। শরীরের স্থানবিশেষ স্পর্শসহিষ্ণু থাকে।

গতিদ-স্নায়ুর ক্রিয়া বিকৃত হইয়া রোগী মেজের উপর হামাগুড়ি দেয়, পুনঃপুনঃ থুথু ফেলে, হাস্য করে অথবা ক্রোধ প্রকাশ করে; আক্ষেপ

হইতে পারে। জজ্বার আক্ষেপ। বিকট ভঙ্গীতে পাদবিক্ষেপ ; শরীরের বাম পার্শ্ব দুর্বল। বামপার্শ্বের পক্ষাঘাত। সর্বশরীরের কম্প ; বলক্ষয় ও মুচ্ছা। হৃৎশূল, বিবমিষা, মুখের পাণ্ডুরতা এবং শিরোগুৰ্ণন হইয়া মুচ্ছার ভাব।

রোগী নিদ্রালু, কিন্তু স্ননিদ্রা হয় না। নিদ্রাকালে এ পাশ ওপাশ ও অঙ্গচালনা করে। সন্ধ্যাকালে ঔৎসুক্যভাব, চক্ষু উন্মীলিত করিয়া জাগ্রত থাকে। অশান্তি প্রদ নিদ্রা, পুনঃ পুনঃ স্বপ্ন ও নিদ্রা-ভঙ্গ। সামান্য কারণেই ভীতিপ্রযুক্ত নিদ্রাভঙ্গ। কামবিসময়ক স্বপ্ন। স্বপ্নাবস্থায় গাঢ় চিন্তা ;

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যয়ে দৃষ্টিশক্তির মলিনতা ; চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণ-বর্ণ ছায়ার কম্পমাধ গতি ; অনেক সময় তাহাতে পাঠ করা কঠিন হইয়া পড়ে। চক্ষুর সম্মুখে কোয়াসা। প্রদীপের চতুর্দিকে অগ্নিবৎ রশ্মিপূর্ণ ও উজ্জ্বল নীলবর্ণ চক্র এবং আঁকাদাকা আকৃতি দৃষ্ট হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়বিকারে শ্রবণশক্তির হ্রাস। কর্ণমধ্যে কীটের জায় শন শন শব্দ হয়। রসণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াবিপর্য্যয়ে মুখে অন্নাস্বাদ।

শিরঃশূল নাসিকামূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শিরঃ-শূল নিবন্ধন চক্ষুর সম্মুখে পক্ষসঞ্চালনবৎ দৃশ্য। মস্তকমধ্যে বেগে রক্তস্রোত বহে। মস্তকের তাপ। চাপবৎ শিরঃশূলে বিবমিষা। বাম ললাটের উচ্চ প্রদেশের গভীর স্থানে বেদনা। প্রত্যেকদিন প্রাতঃকালে গাত্রোপাশন করিলে চক্ষুর উর্ধ্বে ও মস্তকের পশ্চাতে শিরঃশূল। দক্ষিণ চক্ষুর উর্ধ্বে দপদপানি শিরঃশূল। মস্তকের অন্ততর পার্শ্বের তীক্ষ্ণ শিরঃশূল পেশীর টানটান ভাব উৎপন্ন করিয়া গীবা ও দ্বন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গীবা অনমনীয় ও জিহ্বা অবশ্য থাকে। ললাটপার্শ্বে চাপিত করার জায় ও বেগে বিদারণবৎ বেদনার স্বয়ং উপশম। মূৰ্দ্ধায় ধৌচানি ও গর্ভ করার জায় অল্পভূতি। শিরোগুৰ্ণন-সহ মস্তক-

পশ্চাতে সীসক-চাপের ত্রায় গুরুত্বানুভূতি। মুখের বামপার্শ্বের পেশীর চালনায় অথবা স্পর্শে, সূর্য্যতাপে ক্লান্তিবৎ অনুভূতিসহ মুর্দ্ধা হইতে নিয়ে সলাটের বামপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেদনা। মস্তকের বামপার্শ্বে অসাড়তা ও বিড়বিড়ির অনুভূতি এবং সন্ধ্যায় এবং প্রাতঃকালে স্পর্শে অথবা পেশী-চালনায় তথায় বিড়বিড়িসহ অসাড়তা। কেশ স্থলিত হয়; সূর্য্য রশ্মি ভাল লাগে না।

মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, মৃদবর্ণ ও ধূসরান্ত। মুখের বিসর্পবৎ প্রদাহ। পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল উষ্ণ ও লোহিতবর্ণ হয় ও ললাটপার্শ্বের সংযোগস্থির (Zygoma) ছিন্নবৎ বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তার করে। মুখের বামপার্শ্ব এবং অধ-চুয়াল স্ক্রীত ও স্পর্শে বেদনায়ুক্ত। পঞ্চম স্নায়ুধুগের বেদনা মুখমণ্ডলের বামপার্শ্ব ও চক্ষু আক্রমণ করে; তাপ মস্তক পর্য্যন্ত ধাবিত। ঐবাগ্রস্থির কাঠিলা গণ্ডা স্থি পর্য্যন্ত অনুভূত। মুখমণ্ডলের চুলকণা। অধ-চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

চক্ষুর জলস্রাব এবং আলোকাসহিষ্ণুতা। গলদেশ চাপিত করিলে চক্ষু ছুটিয়া বহিস্কৃত হওয়ার অনুভূতি। চক্ষুর শুভ্রাংশের পীতভা। চক্ষুর রক্তিমতা; কালক্ষেত্রে ক্ষত। চক্ষুমধ্যে ও তাহার উপরে তীক্ষ্ণ বেদনা।

কর্ণের শুষ্কতা; বাম-কর্ণপ্রদেশের ও গণ্ডস্থলের অসাড়তা। গলক্ষত নিবন্ধন কর্ণ বেদনা।

নাসিকার অনেক উপদ্রবের পরিণামে সর্দি হয়। মাথার ব্যথা ও ঐবাবে কাঠিলা জন্মিয়া নাসিকার সর্দি ও জলবৎ স্রাব, পশ্চাৎনাসারন্ধ্র লোহিতবর্ণ ও হাজায়ুক্ত এবং তাহাতে মামড়ির উৎপত্তি। নাসিকা হইতে ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব। মধ্যে মধ্যে হাঁচির আক্রমণ।

স্বরযন্ত্র-রোগে স্বরভঙ্গ; স্বর-যন্ত্রের শুষ্কতা, কাঁচা ও চাঁচা ভাবের অনুভূতি থাকে; তাহার স্পর্শসহিষ্ণুতা জন্মে; এবং রোগীর ঢোক গেলার ও অনবরত গলা ঝাঁকর দিবার প্রয়োজন। স্বর বাহির

হয় না, কেননা কোন বস্তু স্বরযন্ত্রমধ্যে থাকিয়া তাহার বাধা জন্মায়, গলা বাঁকর দিলে তাহা আলুগা করা যায় না, কিন্তু শ্লেষ্মা উঠে। হঠাৎ কোন বস্তু গ্রীবা হইতে স্বরযন্ত্রমধ্যে ছুটিয়া যাইয়া শ্বাসরোধ করে, তাহাতে নিদ্রাভঙ্গ ও স্বরযন্ত্রদ্বারের আক্ষেপ। পশ্চাদ্ধিকে মস্তক নত করিলে স্বরযন্ত্র ও গলদেশ বেদনা করে। হৃৎপিণ্ডের বাম-পার্শ্বের পশ্চাতে বক্ষমধ্যে জ্বালা হইয়া ষ্ঠাণ্যম-অস্থির মধ্যে বা সম্মুখ-বক্ষের মধ্যভাগে বেদনা। স্বরযন্ত্রে অসহনীয় বেদনা থাকায় তৎ-প্রদেশে কিছু লাগা সহ করিতে পারে না, শ্বাসরোধ ঘটে।

স্বরযন্ত্রে চাপ লাগায় ও গলদেশস্পর্শে, মুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে এবং ধূমপানে, গলমধ্যে গুড়গুড়ি ও তাহার ক্ষতের বিড়বিড়ির অল্পভূতিতে সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে শুষ্ক ও ব্যাকথেকে কাসির, নিদ্রাভঙ্গে বৃদ্ধি।

অবিশ্রান্ত গভীর-শ্বাসগ্রহণের আবশ্যকতা, উপবেশনাবস্থায় অধিকতর। মুখ অথবা নাসারন্ধ্র আবৃত করিলে, অথবা গলদেশ স্পর্শ করিলে; হস্ত চালনায়; জাগ্রত হইলে, আহারান্তে, অথবা কথা কহিলে, শ্বাসরুদ্ধ জন্মে; উপবেশনাবস্থায় সম্মুখে নত হইয়া থাকিলে তাহার উপশম। বক্ষ সঙ্কুচিত বোধ। প্রাতঃকালে এবং অরিতোপবেশনে ধীর, কষ্টকর এবং শাঁই শাঁই রবে শ্বাসপ্রশ্বাস।

বক্ষ পূর্ণ থাকে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি হইয়া কষ্টে সামান্য কিছু গয়ার উঠে। অনেককণ পর্য্যন্ত শাঁ শাঁ শব্দে কাসি হইয়া হঠাৎ প্রচুর পরিমাণ, ফেনময়, আটা শ্লেষ্মার নিষ্টিবন। নিদ্রাকালে বক্ষের কষ্ট। থু থু করিয়া অত্যধিক পরিমাণ দড়ি দড়ি শ্লেষ্মা ফেলে। অত্যধিক পরিমাণ জলবৎ, লবণাক্ত গয়ার কষ্টে উঠে, কিন্তু রোগী তাহা গিলিতে বাধ্য হইলে অনেক বেগের সহিত বমনে উঠিয়া যায়।

হৃৎপিণ্ডের চতুর্ধিকে লঙ্ঘোচন-বোধ। হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগের নিকটস্থ

বক্ষপ্রদেশের আক্ষেপবৎ বেদনায় হৃৎকম্প ও উৎকর্ষা ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনামুভূতিসহ দুর্বলতা। অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন। হৃৎপ্রদেশে অস্থিরতা ও কম্পসহ ব্যাকুলভাব; শয়ন করিলে শ্বাসরোধের উপক্রম; বক্ষে ভারি বোধ; হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত বোধ। হৃৎপিণ্ডের বেদনায় মূর্ছার ভাব, বিবমিষা, মুখের পাণ্ডুরতা ও বমন।

নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত ও ঝরিতগতি, অসম, ক্ষণলোপযুক্ত এবং পর্যায়ক্রমে পূর্ণ এবং ক্ষুদ্র।

শুক ও ফাটা ওষ্ঠ হইতে রক্তস্রাব। অধ ওষ্ঠ স্ফীত। নিদ্রার পর ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে দন্তে চাপিলে বেদনা। নষ্টদন্ত টুকরা টুকরা হইয়া যায়। দস্তাবরক-ঝিল্লীর প্রদাহে গণ্ডস্থল স্ফীত এবং তাহার চর্ম টান-টান, তপ্ত ও ভঙ্গুর থাকায়, বোধ হয় যেন ফাটিয়া গাইবে। দস্তমাড়ি নীলাভ, স্ফীত ও রক্তস্রাবযুক্ত; উষ্ণজলপানে তাহার বৃদ্ধি। ছিন্ন করার ঝায়, কাঁকিসহ টানের ও খোঁচার ঝায় সাময়িক দন্তবেদনা চুয়াল বাহিয়া কর্ণে যায়; নিদ্রান্তে, ভ্রমণ করার পর এবং উষ্ণ ও শীতল পানীয় পানে তাহার বৃদ্ধি।

জিহ্বা কখন শুষ্ক, লোহিতবর্ণ, কৃষ্ণাভ, কঠিন ও ফাটা; কখন স্ফীত ও ফোকাবৃত। জিহ্বার গুরুত্ব নিবন্ধন কথা কহা কঠিন, রোগী মুখ খুলিতে পারে না। জিহ্বা বাতির করিতে কাঁপে অথবা দন্তের পশ্চাতে আটকাইয়া যায়।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত। অত্যধিক আঠাল লালাস্রাব। মুখের জ্বালাময় বেদনা ও কাঁচাভাব হইয়া ছাল উঠিয়া যায় ও তাহাতে জাড়ি-বা হয়। মুখ টাটানিযুক্ত, ঝলসান, শুষ্ক এবং জাড়ি-বা-ময়।

গলদেশের কাঁচাভাব হইয়া গলা খাঁকর দিলে ধ্রুয়া উঠে। রক্ত-নীতে নিদ্রাভঞ্জে গলদেশ শুষ্ক থাকে, পিপাসা থাকে না। খালি খালি গেলার ভাব করিলে গলা স্ফীত ও তথায় দুইটি পিণ্ড মিলিত হইয়া গলা

রুদ্ধ হওয়ার অন্তর্ভূতি, খাদ্যবস্তু গিলিবার সময় অনেকটা তাল বোধ হয় । এক টুকরা রুটি গলায় আবদ্ধ থাকার অন্তর্ভূতিবশতঃ রোগিনী সর্বদা তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য । বাম টনসিলের ক্ষীতি অধিকতর ; গেলার উত্তমে গলা বন্ধ হয়, অথবা তাহাতে গলা হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনা করে ; গ্রীবাদেশ স্পর্শসহিষ্ণু । গলমধ্যে বেদনা ও টটানি বামদিকে আরম্ভ । কঠিন অপেক্ষা তরল পদার্থ গিলিতে অধিকতর কষ্ট ।

গলার বহিঃপ্রদেশ স্পর্শসহিষ্ণু ; ইহা প্রকৃত বেদনা নহে, এক প্রকার অস্বস্তির ভাব মাত্র ; সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে বা গলায় গাত্ৰবস্ত্র স্পর্শ করিলেই শ্বাসরোধের অন্তর্ভূতি ।

ক্ষুধার অভাব । অতপনীয় তৃষ্ণা, কিন্তু পানীয়ে অগ্রদ্বা ; শব্দ্যুকাদি পদার্থে, ওয়াইন ও উগ্রবায্য মধ্যে স্পৃহা ; কাফিপানের আকাঙ্ক্ষা এবং তাহা সচ্ছ হয় ।

আহারান্তে আমাশয়েব চক্ষণবৎ বেদনার উপশম, কিন্তু কাতপদ্য বণ্টার মধ্যে পুনরুত্থ । আহারান্তে শিরোঘূর্ণন ও অবসাদ, গলদেশের এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের রোধ, শ্বাসরুদ্ধ, আমাশয়ের ক্ষীতি, উদ্গার এবং তাপোচ্ছাস । অন্তবস্ত্তক্ষেপে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি । সর্পদংশন-লক্ষণ ব্যতীত উগ্র মধ্যে সকল রোগই বৃদ্ধি পায় ।

উদ্গারে উপশম । সকল বস্তুই অগ্নে পরিণত হয় ও বুক জ্বালা করে । পানান্তে বিবমিষা । মধ্যে মধ্যে বিবমিষার আক্রমণ হইয়া দুর্বলতা, শ্বাসরুদ্ধ ও হৃৎকম্প এবং শীতল বস্ম । বমনে ভুক্তবস্তু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার সহিত প্রচুর লালা উদ্গীর্ণ হয় ।

স্পর্শে আমাশয় বেদনায়ুক্ত । আহারমাত্রই অজীর্ণ-লক্ষণের উপস্থিতি এবং কৌষ্ঠিবদ্ধ থাকে । চক্ষণসহ আমাশয়ের চাপান্তর্ভূতি আহারে উপশম, কিন্তু আমাশয় খালি হইলেই পুনরাবর্ত্তন করে ।

যকৃতের তীক্ষ্ণ বেদনা আমাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত । কোন বস্তু উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত থাকার ও হ্রলবৈধার অহুভূতি । কুক্ষি-প্রদেশে কোন প্রকার চাপই লক্ষ্য হয় না । যকৃত-প্রদেশে সঙ্কোচনবৎ বেদনা । যকৃতের সান্নিধ্যে ক্ষত হওয়াব দ্বারা বেদনা । যকৃতের প্রদাহ ও পুষশোথ ।

উদরে বায়ু জন্মে ও উদর স্ফীত হয়, তাহাতে কোনপ্রকার চাপ লক্ষ্য হয় না । নিম্নোদর ও কটদেশে অগ্নিদাহবৎ জ্বালা কবে । উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে কঠনবৎ অহুভূতি জন্মিয়া মূর্ছার আক্রমণ । উদরেব দক্ষিণাংশে অক্ষাত্ত প্রদেশে শোথবৎ স্ফীতি বশতঃ রোগী পদ উর্দ্ধে শুটাইয়া চিৎভাবে শয়ন করিতে বাধ্য । পুষ জন্মিয়া উদর উষ্ণ ও স্পর্শসহিষ্ণু থাকে এবং কঁচাক হইতে উরুব নিম্নাভিমুখে বেদনায়ুক্ত কাঠিগ্র উৎপন্ন হয় ।

মলত্যাগকালে ও তাহান পবে মাছারেব জ্বালা । সরলান্ত ও গুহ-দ্বারেব সঙ্কোচন । মলত্যাগান্তে হাদিস নির্গত । মলদ্বারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুড়ির আঘাতবৎ অহুভূতি । মলদ্বারেব নিকটে বিষ্ঠা থাকে, কিন্তু মলবেগ অথবা বিষ্ঠার ত্যাগ হয় না । মলত্যাগের পূর্বে ও পবে গুহদ্বারেব আক্কেপিক বেদনা । গুহদ্বার কদ্ধ থাকাব অহুভূতি । মলত্যাগেচ্ছা ব্যতীতই সরলান্তমধ্যে অবিশ্রান্ত যন্ত্রণাপ্রদক্ষেপ হইতে থাকে । জলবৎ, কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধ বিষ্ঠার ত্যাগ । মধ্য রজনীর নিকটবর্তী সময়ে পুনঃ পুনঃ অথবা ইষ্ঠাৎ জলবৎ, দুর্গন্ধ অথবা উগ্র মূত্রের জ্ঞানবিশিষ্ট, নরম, উজ্জ্বল-পীতবর্ণ অথবা পচা ধস-থলে মলত্যাগ । অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ । মলত্যাগেব সময় অর্শের উটিকা নিঃস্রাস্ত ও প্রত্যেক কালি ও হাঁচির বেগে তাহাতে স্ফুটবেধের অহুভূতি ।

পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণবর্ণ, কেনোচ্ছলনকর মূত্র ত্যাগ । মূত্রস্থালীর চাপ হইয়া বায়ুদ্বার মূত্রবেগ । মূত্রস্থালীর পুরোভাগে ধোঁচ ও কঠনবৎ বেদনা অথবা টাট্টানি । অদম্য মূত্রবেগ । পার্শ্বপরিবর্তনক্রমে

উদর অথবা মূত্রনালীর অভ্যন্তরে একটি পিণ্ডাকার বস্তু গড়াইয়া যাওয়ার অস্বভূতি। মূত্রনালীর প্রতিচ্ছায়; মূত্রভ্যাগকালে দুর্গন্ধ স্লেষ্মার নিঃসরণ।

পুরুষ রোগীর অভ্যন্ত কামোদ্দীপনা। বার্ধ (Buboe) কঠিন ও দড়কচড়া ভাবের, তাহাতে নালীক্ষত এবং প্রমেপক জ্বর; শিষ্মাপ্রবণের দড়কচড়া ভাব।

স্থালোকদিগের কামেচ্ছার বৃদ্ধি। বাম অণ্ডাধার বা ওভারির দড়কচড়াভাব, দায়ুশূল ও পুঁথি সঞ্চয় প্রভৃতি। জ্বরাদি প্রদেশে স্ফীতির অস্বভূতি, স্পর্শসিহ্নতা-প্রযুক্ত বস্ত্র-সংস্পর্শও অসহনীয় এবং তেল মারা বেদনা। শোণিত নির্গত হইলে জ্বরাদি অণ্ডাধারের বেদনার উপশম। উদরে ছুরিকাঘাতের গায় বেদনা। রোগিনী বোধ করে যেন জ্বরাদি মথ উঠুক। নিয়মিত কাশে, কিন্তু নৃবেগে, অত্যন্ত পাতুস্রাব; রক্ত চাপ চাপ, ক্রমঃবর্ণ অথবা শীত।

ঋতুস্রাবের পূর্বে—মুক্ত বায়ুর আকাঙ্ক্ষা; শিরোগূর্ণন ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; বাম অণ্ডাধার প্রদেশে প্রসব বেদনার গায় বেদনা—অধিকতর; হিপসন্ধিতে ঘৃষ্টবৎ অস্বভূতি; পাতুস্রাব আরম্ভ হইলে সকলেরই উপশম।

প্রচুর শ্বেতপ্রদর সংস্পর্শে বহিস্থজনেন্দ্রিয় চনচন করে এবং সমুজ্জ্বলকায়ুজ্ঞ পৰিত্যক্ত বস্ত্রাংশ শুক হইয়া কঠিন হয়। স্লেষ্মার স্রাবসহ বহিস্থজনেন্দ্রিয় লোহিতবর্ণ ও স্ফীত।

গ্রীবাপশ্চাতের অনমনীয়তা এবং চাপে বেদনার অসহিষ্ণুতা। কটিবেদনায় বজ্রতা ও দুর্বলতার অস্বভূতি। কটিপশ্চাতে আকৃষ্টবৎ বেদনা হিপসন্ধি ও জজ্বা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বাহু এবং জজ্বার অত্যন্ত দুর্বলতা। জজ্বাহির সম্মুখে কনকনানি বেদনা, আহায়াস্তে জাহুর দুর্বলতা। ক্রত পদের বর্ষ্য। লোহিত বর্ণ

জজ্বা এবং পদের নীলাভ ও বেদনামুক্ত ক্ষোতি । জজ্বার উপরিস্থ গহী-
রতাহীন সমতল ক্ষত হইতে পাতলা, দুৰ্গন্ধ স্রাব, এবং ক্ষত নীলাভ
মণ্ডলবেষ্টিত । নিদ্রামাত্রই জজ্বার ঝাঁকিসহ খেতলানবৎ বেদনা ।

অঙ্গপরিস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতস্থান ভেকের ছাতার আয় কাঁপিয়া উঠে,
কালুচে লোহিত অথবা কটাসে বর্ণ ধারণ করে, তদুপরি বিন্দু বিন্দু
শুভ্র দাগ থাকে এবং মুছিলে জ্বালা করে । অগভীর ক্ষতের ওল-
দেশ বিকৃত ও নীলকণ্ঠ । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্ত্রগীচ্ছবৎ উদ্ভেদ ধীরে জন্মে,
রক্তবর্ণ কিম্বা নীলাভ হইয়া যায় । নিসর্পবৎ উদ্ভেদ । দক্ষত্বের
চতুঃপার্শ্ব নীললোহিত । পুরাতন ক্ষতস্থান বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রাব
এবং তাহার ক্ষতস্থান কালুচে লোহিত ও দেখিতে চেপ্টা স্ফাঞ্জর
আয় । সম্পূর্ণ গাত্রই চুলকায়ে ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।

ঋতুসন্ধি, বিশেষতঃ বর্ষায়সাদিগের শেষ ঋতুরোধ
কালের অথবা তৎপরে অর্শ, শোণিতস্রাব, তাপো-
চ্ছ্রাস, তপ্ত বস্মা এবং মূর্দ্ধার জালা, শিরঃশূল প্রভৃতি রোগ ।—

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি সর্পবিষ শোণিতের অতি প্রগাঢ়
উপাদানগত পরিবর্তন সাধিত করে, ইহা তাহার সঞ্চলন ক্রিয়াও
বিশেষ বিপ্লব উপস্থিত করিয়া মধ্যে মধ্যে শরীরোদ্ধতিমুখে
হঠাৎ রক্তগতির বৃদ্ধি করায় যখনওলের ঘোর বক্তিতা, মস্তক ও
তৎসম্বিহিত যন্ত্রাদিতে শোণিতাদিকোর লক্ষণস্বরূপ দপদপানি শিরঃশূল,
কর্ণ ও চক্ষুর শব্দালোকে অসঙ্ক ভাব, কর্ণমধ্যে মেঘগর্জনবৎ
উচ্চ শব্দ এবং বক্ষ ও হৃৎপিণ্ডের হস্তগতকর লক্ষণাদি উৎপন্ন
করে । শরীরোদ্ধে এই শোণিতোচ্ছ্রাসের অন্তঃস্থাবী সহকার
লক্ষণ স্বরূপ তৎপ্রদেশে তাপোচ্ছ্রাস বশতঃ মূর্দ্ধাদেশে জালা, মানঃস্ব

উত্তেজনা, শরীরের, বিশেষতঃ বকের জ্বালা এবং পদের শীতলতা প্রভৃতি জন্মে।

ভগ্নস্বাস্থ্য বালিকাদিগের রজোদয় কালে, বিশেষতঃ বহু সন্তানের প্রসব ও অন্ত্রাণ্ড রোগনিবন্ধন জীর্ণস্বাস্থ্য বর্ষিয়সীদিগের উপযুক্ত রজোশোণিত স্রাব না হইলে, ন্যূনাধিক শোণিত পৃষ্ঠকথিত রূপ বিকৃত অবস্থায় শরীরভাস্তরে থাকিয়া যায়। এবন্নিধ কারণেই বালিকা ও বর্ষিয়সীদিগের সম্ভবিত ঋতুস্রাব কালে বিশেষ বিশেষ রোগলক্ষণের বৃদ্ধি হইয়া ঋতুস্রাবের আরম্ভে হ্রাস পাইয়া যায়! ঋতুস্রাবের নিবৃত্তি হইতে পুনরুদয়ের পূর্ষ পর্য্যন্তকালে বালিকাদিগের এবং শেষঋতুবন্ধের পরবর্ত্তী কালে বর্ষিয়সীদিগের উপরিউক্ত রোগলক্ষণ বর্দ্ধিত অবস্থায় থাকে। অতএব ঋতুসন্ধিবিকার সম্বন্ধীয় রোগনিচয়—অর্শ, শোণিত স্রাব, তাপোচ্ছ্বাস, তপ্তবর্ম্ম, এবং মূর্দ্ধাদেশের জ্বালা ও শিরঃশূল প্রভৃতি—বিশেষতঃ বর্ষিয়সীদিগের পক্ষে, ল্যাকেসিস্ ঔষধের প্রধান প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। এ বিষয়ে ইহার সহিত তুলনীয় ঔষধ নিচয়ের প্রভেদ সিপিয়ার বর্ণনকালে নিবৃত্ত হইয়াছে।

স্যাণ্ডুইনেরিয়া ও ঋতুসন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাস সহ করতল ও পদতলের জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণের উপযুক্ত ঔষধ।

গণ্ডস্থলের সীমাবদ্ধ রক্তমাণ্ড ইহার বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণের স্থলাভিষিক্ত।

প্রধানতঃ শরীরের বামপার্শ্বে রোগের আক্রমণ এবং বামপার্শ্বে আরম্ভের পর দক্ষিণ পার্শ্বে গমন।—শরীরের বামপার্শ্বে আক্রমণ এবং বামপার্শ্বে আরম্ভের পর দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তার ল্যাকেসিসের একটি বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ। শরীরের বামপার্শ্ব আক্রমণ করা অথবা বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব

যাওয়া রাস প্রভৃতি কোন কোন ঔষধেও লক্ষিত হইয়া থাকে । কিন্তু ল্যাকেসিসের তায় তাহার ব্যাপকতা নাই, কেবল রোগবিশেষে পরিলক্ষিত হয় । শরীরের দীক্ষণ পার্শ্বে রোগের আক্রমণ হইয়া বামপার্শ্বে বিস্তৃত হওয়ায় লাইকোপডিছম ইহার প্রতিযোগী ঔষধ । অণ্ডাধার, অণ্ডকোষ, বক্ষ, মুখমণ্ডল প্রভৃতির রোগে ল্যাকেসিসের উপরিউক্ত প্রকৃতি বিশেষ প্রকাশ পায় ।

অত্যধিক স্পর্শসীহসুতা ।—এই স্পর্শসীহসুতা এতদূর তীক্ষ্ণ এবং বিশেষ প্রকৃতির যে আক্রান্ত স্থান হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা দূরের কথা, পরিত্রিত বস্তুর সংস্পর্শ পর্য্যন্তও অসহনীয় (এগারি) । ইহার বিশেষ প্রকৃতি এই যে বেলোডোনা অথবা এপিনেস তায় রোগী এই স্পর্শে বা চাপে আক্রান্ত স্থানে প্রকৃতি বেদনা পায় না, ইহা একরূপ বিশেষপ্রকৃতির অশস্তিপ্রদ অনুভূতি মাত্র । গলাদেশ, আমাশয়, গ্রীবা, উদর ও কটিদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহা বিশেষ প্রকাশ পায় ।

নিদ্রাভঙ্গে রোগের বৃদ্ধি অথবা কষ্টের বৃদ্ধিতেই নিদ্রাভঙ্গ, অথবা নিদ্রা মাত্রই রোগের বৃদ্ধি ।—ল্যাকেসিস্ রোগের একটি প্রধান প্রকৃতি এই যে সম্ভবতঃ রোগী নিদ্রা যাউলেই রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া অচিরে নিদ্রাভঙ্গ হয় ও রোগী অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতে থাকে । নিদ্রার পর সর্বপ্রকার রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি হইলেও মানসিক যন্ত্রণারই অধিকতর বৃদ্ধি হয় । তাহাতে রোগী আপনাকে বড়ই হতভাগ্য, ক্লিষ্ট ও দুঃখিত বোধ করে এবং উৎকণ্ঠাধিত হয় ।

অত্যধিক বাঙ্কপ্লিয়তা, বিষয় বিশেষের গল্প করিতে করিতে প্রসঙ্গাধীন বিষয়ান্তরে গমন ।—রোগীর মানসিক উল্লাসের ভাব উপস্থিত হওয়ায় ভবিষ্যৎ বস্তুর তায় অনুভূতি ও জাজ্ঞল্যমান কল্প-

নার উদয় হইয়া বড়ই গল্পপ্রিয় হয় । এই প্রবৃত্তি এতাদৃশ স্মৃতিপ্রাপ্ত হয় যে রোগী এক বিষয় সম্বন্ধে বলিতে বলিতে যখনই বিষয়ান্তরের সংস্রব উপস্থিত হয় তখনই পূর্ব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নূতন বিষয় সম্বন্ধে বলিতে থাকে । বারম্বার এইরূপ হওয়াই ল্যাকেসিস লক্ষণের বিশেষ প্রকৃতি । এগারিকাস রোগী প্রফুল্লতা সহ হাস্যোদ্দীপক, অসংলগ্ন কথা বলে ; প্ল্যামনিয়াম ক্রমাগত নানা বিষয়ের কথা বলিতে থাকে ; হাইসাসিয়ানাস একই বিষয় পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকে ।

উপরে ল্যাকেসিসের যে সমুদয় প্রধান প্রধান প্রদর্শক লক্ষণের বিষয় উল্লিখিত হইল তদ্ব্যতীতও রোগবিশেষে ইহার অনেক বিশেষ প্রকারের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহা অতীত কোন ঔষধে তদ্রূপ প্রাধান্য লাভ না করায় ল্যাকেসিসের প্রদর্শকরূপে গৃহীত হয় । এরূপ বিশেষ প্রকৃতির লক্ষণাদি মধ্যে গলদেশ, বক্ষ, উদর ও মলদ্বার প্রভৃতি স্থানের রোগ-বিশেষে সঙ্কোচনের অনুভূতি ; বাতাসের আবশ্যকতা বশতঃ রোগী পাখার বাতাস দিতে বলে, কিন্তু সামান্য বাতাস বা সঞ্চালিত বায়ু নাসিকা ও মুখের নিকটে আসিলে শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা জন্মে বলিয়া দূর হইতে ধীরভাবে বাতাস করিতে বলে ; যে কোন প্রকার রোগেই স্রাবান্তে ও স্রাবহওয়ার পরে রোগের উপশম প্রধান প্রদর্শক ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল ।—সর্দিজ, স্নায়বিক বা বাতজ এবং শোণিতসঞ্চয়িক প্রভৃতি নানাপ্রকার শিরঃশূলের অবস্থাবিশেষে ল্যাকেসিস্ আমাদিগের সাহায্যকারী ঔষধ । শীতান্তে গ্রীষ্ম সমাগম, অথবা শীতল আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন, স্রাব্যতাপ, মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা,

শোক দুঃখাদিনিবন্ধন মানসিক অবসাদ, অজীর্ণাদি উদররোগ এবং ঋতু-সন্ধিকালীন শোণিত ও শোণিতসঞ্চালনের বিকার প্রভৃতি ইহার শিরঃ-শূলের কারণ। ইহাতে মস্তকের নানা স্থান আক্রান্ত হইয়া থাকে। মৃগ-মণ্ডলের স্নায়ুশূলে (Prosopalgia) মস্তকের পার্শ্ব আক্রমণ করিলে বাম চক্ষুর উর্দ্ধ প্রদেশ অধিকতর আক্রান্ত হয়। বেদনা ও দপনপানি প্রভৃতি অতি তীক্ষ্ণ এবং প্রবল হইয়া থাকে। সর্দি কালীন বেদনায় গ্রীবাংশ-চাতের কাঠিগু জন্মে এবং সর্দিস্রাব আরম্ভ হইলে বেদনার উপশম হয়।

ল্যাকেসিস্ শিরঃশূলে সাধারণতঃ রোগিনী শয়ন করিতে পারে না। শয়নে বেদনার বৃদ্ধি হয়। মুখমণ্ডল ও চক্ষু ঘোর লোহিত মুখ ও চক্ষুপত্র ক্ষীত এবং স্পর্শসহিষ্ণু থাকে। শরীরচালনায় বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি। তরঙ্গবৎ অনুভূতিসহ বেদনা গ্রীবা ও মস্তকপশ্চাৎ বাহিয়া মস্তকোপরি বিস্তৃত, ইহাই ল্যাকেসিস্ বেদনার সাধারণ প্রকৃতি। উপরি উক্ত ত ক্ষে তরঙ্গে বেদনার আক্রমণ নাড়ীস্পন্দনের সমসাময়িক না হইলে তাহাকে স্নায়বিক বেদনা বলিয়া জানিতে হইবে। ঋতুসন্ধি কালের অথবা অগ্নান্ত কারণে শোণিত সঞ্চালনের বিশৃঙ্খলাপ্রযুক্ত বেদনাতরঙ্গ নাড়ী স্পন্দনের সহিত সমসাময়িক হইয়া বেদনার শোণিতসঞ্চয়িক প্রকৃতি প্রকাশ করে। শরীরচালনা সহ বেদনারুদ্ধির সংশ্রব থাকিলেও চালনাকালে তাহার বৃদ্ধি হয় না। ভ্রমণ অথবা স্থান পরিবর্তনান্তর রোগী উপবেশন করিলে বেদনাতরঙ্গ প্রবলতব বেগে উঠিতে থাকে এবং কিছুকাল ঐ ভাবে থাকিয়া পূর্ববৎ নিয়মিত ও স্থায়ী তরঙ্গে পুনরাগত হয়। ইহাদিগের সাধারণ শিঃশূল প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে আরম্ভ হইয়া কিছুকাল পরে নিবৃত্তি পায়। শিরঃশূল কালে মধ্যে মধ্যে চিস্তার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং দৃষ্টিমালিন্য ঘটে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির শিরোঘূর্ণন, বমন ও বিবমিষা উপস্থিত হয়। শিরোঘূর্ণনে রোগী বামদিকে পতনোন্মুখ হয়।

সিঙ্কনা—সর্দি বসিয়া শিরঃশূলে ইহা উপকারী। দমকা বা তাহাদের সামান্য সংস্পর্শেও বেদনার বৃদ্ধি হয়।

ব্রাহ্মনি এবং পাল্‌স—বসি সর্দির শ্লেষ্মা ঘন ও পীতবর্ণ থাকিলে প্রথম ঔষধে, শ্লেষ্মা সবুজবর্ণ থাকিলে দ্বিতীয় ঔষধে উপকার করে।

জেল্‌স—রোগী নিশ্চল ও আবিলাগ্রস্ত থাকে এবং আয়ুশূল মস্তক পশ্চাৎ হইতে ললাট দেশ ও মুখমণ্ডল আইসে।

মিনিয়াইটিস্ বা মস্তিষ্কবেষ্টে বিল্লীপ্রদাহ।—মস্তিষ্কের অতি তীক্ষ্ণ বেদনা হইলে রোগী মধো মধো চীৎকার করিয়া উঠে, জিহ্বায় বীজগুড়ি বাজগুড়ি লোহিত প্যাপিলিনিচয় উন্নত হইয়া উঠে এবং জিহ্বা আবৃত করে; শিরোলুষ্ঠন হয় ও রোগী উপাধান মধো মস্তক প্রবেশ করাইবার জন্য মস্তক ঘূর্ণত করে। আরক্ত জ্বর বা স্ফালোটিনা এবং বিসর্প প্রভৃতির উদ্ভেদ সম্যক বাহির না হইয়া অথবা বহিষ্কৃত হইবার পর পুনঃ বসিয়া রোগ জন্মিলে **ল্যাকেসিস্** বিশেষ কাণ্ডকারী। প্রথমতঃ রোগী অত্যন্ত নিদ্রালু থাকে ও হৃৎকম্প হয়, অবশেষে সংজাহীন হইয়া পড়িলে কষ্টে চেতন করা যায়।

বিসর্প, স্ফালোটিনা বা আরক্ত জ্বর প্রভৃতির শিরঃশূলে অথবা সন্ধ্যাস বা এপপ্লেক্সি ঘটিত মস্তিষ্কবিল্লীপ্রদাহের শিরঃশূলে **বেলেডোনা** ও **ল্যাকেসিস্** মধো বেদনার তীক্ষ্ণতার কথঞ্চিৎ তারতম্য বাতীত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষিত হইলেও মথেষ্ট প্রভেদও আছে। **বেলেডোনা** রোগের প্রাথমিক অবস্থার ঔষধ। এ অবস্থায় রোগীর সংজাহীনতা বর্তমান থাকিলেও তাহার সম্পূর্ণ অবসাদ ঘটে না। চমকিয়া উঠা, উচ্চ চীৎকার ও দন্ত কিড়িমিড়ি এবং ভীতি প্রযুক্ত মধো মধো জাগিয়া উঠা প্রভৃতি উদ্দীপনার লক্ষণ বর্তমান

খাফিয়া মস্তিস্কীয় প্রদাহের প্রবলাবস্থা প্রকটীত করে। নাড়ী প্রায়শঃ সৰল থাকে, গভীরতর রক্তাধিক্য বশতঃ মুখরক্তিমাদি উজ্জ্বল ও অবস্থা বিশেষে ঘোরাল হয়। স্থালেটিনাদি ঘটিত রোগে উদ্বেদ সম্পূর্ণ বহির্গত না হইলেও স্থানে স্থানে যাহা দৃষ্ট হয় তাহা লোহিত বর্ণ থাকে। **ল্যাকেসিস** রোগীর ত্রায় ইহার রোগীর শোণিতবিকার এবং জীবনীশক্তির অবসাদনিবন্ধন উদ্বেভেদের নীলাভা ভগ্নঃ কৈশিক বিঘ্নার স্রাবান্নতা ও তাহাতে পূয় সঞ্চারে আশঙ্কা অথবা পূঁয়ের উৎপত্তি এবং অঙ্গসীমার শীতলতা বর্তমান থাকে না। অনেক সময় **বেলাডোনা** প্রয়োগের পরেও মস্তিস্কীয় বলক্ষর, শোণিতবিকার এবং পক্ষাঘাতের উপক্রমাদি লক্ষণ উপস্থিত হইলে **ল্যাকেসিস** প্রয়োগের আবশ্যকতা জন্মে। এ অবস্থাতেও নিদ্রাবস্থায় চীৎকার প্রভৃতি **ল্যাকেসিস**ের পূর্বকথিত লক্ষণ বর্তমান থাকে ; নাড়ী দ্রুত ও দুর্বলতর হয়, শরীরে তাপের অসমতা ঘটে, মানসিক অবসাদ ও তন্দ্রাদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রোগাবস্থার পরিবর্তন প্রকটিত করে।

মানসিক বিকার—উন্মাদ রোগ, অবসাদবায়ু বা চিন্তোদ্বেগ, বিষাদোন্মত্ততা, গুল্মবায়ু, মদাত্যয়, সৃতি-কোন্মাদ, কামোন্মাদ এবং জলাতঙ্ক প্রভৃতি।—**ল্যাকেসিস**ের মানসিক ক্রিষাবিঘ্নব এতদূশ বিপরীত ভাবাপন্ন ও বৈচিত্র্যবিশিষ্ট যে অবস্থাবিশেষে এতদ্বারা আমরা সর্ব প্রকার মানসিক রোগেই উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি, ইহা বলিলে কিছুই অতুক্তি দোষ ঘটে না। ইহার অধিকাংশ মানসিক রোগ ত্রীলোকদিগের মধ্যে দেখা গিয়া থাকে। সর্পবিষের ক্রিয়া যেক্রপ দুর্বলতামূলক এবং সহজে পচনশীল বা টাইফয়েড পরিবর্তনশীল, ইহার

উন্মাদাদি মানসিক বিকার লক্ষণও তদনুরূপ দুর্বল প্রকৃতির । কখন কখন ক্রোধাদি উগ্রলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহা মূলে দুর্বল প্রকৃতি বিশিষ্ট । ইহার মানসিক বিকারোৎপন্ন ভ্রান্তি, আত্মগ্লাবা, সন্দেহ, দীর্ঘা, অলিক ধর্মভীতি ও ব্যাকুলতা প্রভৃতি দুর্বল মানসিক গুণেরই পরিচয় প্রদান করে ।

উন্মাদ রোগে রোগী বড়ই তাত্ত্বিক, হিংসা, ঘেন্না, বৈর-নির্যাতন এবং নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিরত থাকে । মানসিক শক্তি ক্রান্ত হইয়া কখন কখন লক্ষণাদি মগপায়ীর মততার ভাব ধারণ করে । রোগীর হাবভাব, চালচলন তদনুরূপই হয় । মুখ ও চক্ষু ঘোর লোহিতবর্ণ ও স্নেহ এবং মস্তক তপ্ত থাকে, রোগী চলিতে টলে ও তাহার পদস্থলন হয় । জিহবার গুরুত্ব ও কথার জড়তাসহ নানাপ্রকার ভুল কথা বলে এবং বাক্যপ্রবৃত্তির অস্বাভাবিক স্মৃতি হওয়ায় রোগী অনবরত গল্প করিতে থাকে ; কোন গল্পই শেষ হয় না, গল্পের বিশেষ কোন কথার সংক্ষেপে অল্প গল্প আরম্ভ করে । ফলতঃ ল্যাকেসিসের মানসিক বিকার মাত্রেই উপরি উক্ত বাক্যপটুতা দেখা যায় । গলনলীর রোধভাব এবং গ্রীবাদেশে অসোয়াস্তির অনুভূতিতে তথায় গাত্র-বস্ত্র সংস্পর্শ অসহিষ্ণুতা এবং অঙ্গসীমান্তের শীতলতাাদি দুর্বলতার লক্ষণ বর্তমান থাকে । রোগের অতি প্রগাঢ় অবস্থায় গভীর অচেতনতা উপস্থিত হয় এবং অধঃচ্যুতের কুলিয়া পড়া প্রভৃতি শোচনীয় লক্ষণ দেখা দেয় ।

ল্যাকেসিসের অধিকাংশ রোগের ভ্রায় ইহার সর্ববিধ মানসিক রোগও বসন্তকালে, শীতল আব হাওয়ার পর গ্রীষ্মাগমে, বর্ষাকালে, উষ্ণ জলে স্নান করিলে এবং নিদ্রান্তে বৃদ্ধি পায় ।

চিকিৎসাবোধ, বিশ্বাসদোষাত্মকতা ও গুণ্যবাস্য রোগ লক্ষণ অধিকাংশ সময়ে যুবতী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পরিলক্ষিত

হইয়া থাকে। তাহার বড় সন্দেহগ্রস্ত হয়, আপনার বয়স্মদিগের প্রতিও নানা বিষয়ে অলীক সন্দেহযুক্ত ও ঘেঁষপরবশ থাকে। কখন কখন রোগের অতি বৃদ্ধিতে স্বামী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা প্রভৃতি অতি নিকট আত্মীয়ের ওপরও সন্দেহচিহ্ন হয়। সকল ব্যক্তিই যেন তাহার অনিষ্ট করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে, এইরূপ চিন্তাভিভূত থাকিয়া যৎপরোনাস্তি মানসিক অশান্তি ভোগ করে। কল্পনায় নানা প্রকার রোগের আশঙ্কা করে। ল্যাকেসিস্ রোগীর কল্পনার ইয়ত্তা থাকে না, মনে করে সে উন্মাদ হইয়াছে, তাহার মৃত্যু হইবে অথবা সত্যি তাহার মৃত্যু ঘটয়াছে, সংকারের চেষ্টা হইতেছে।

ল্যাকেসিসের ধর্ম্মোন্মাদ ও গুণ্যবাস্তু প্রভৃতি অতি আশ্চর্য্য ভাব ধারণ করে। রোগিনী মনে করে তাহার উপর দৈব দৃষ্টি পড়িয়াছে, সে দৈবাধীনে থাকিয়া দৈবজ্ঞানানুসাবে কার্য্য করিতেছে। বিশ্বাস করে সে দৈবাদেশ শ্রবণ করে, অথবা তাহার স্বপ্নাদেশ হয়। কখন চুরি, ডাকাইতি ও হত্যা করা প্রভৃতি দুষ্কার্য্যের আদেশের কথাও প্রকাশ করে। কখন বা দূত বিশ্বাস জন্মে যে সে কোন দুষ্কার্য্য করিয়াছে, তজ্জন অনুরোধোচনা এবং প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। অনেক সময়ে ল্যাকেসিস্ রোগীর ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীব তীক্ষ্ণতা জন্মে। রোগিনীর নিদ্রা হয় না, সমস্ত দিবা ও রজনী চক্ষু তাকাইয়া জাগত থাকে, সামান্য শব্দ, দূরস্থ ঘড়ি বাজার শব্দ, এমন কি প্রাচীরে মক্ষিকা বিচরণের শব্দ পর্য্যন্তও তাহার অশান্তির কারণ হয়। অনেক রোগীতে উপরি উক্ত মানসিক বিকারসহ কষ্টপ্রদ জ্বপিও লক্ষণ উপস্থিত হইয়া অধিকতর কষ্টের কারণ হয়। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে বোধগম্য হইবে যে প্রায় সর্ব্বপ্রকার মানসিক রোগেরই অবস্থাবিশেষে ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। ল্যাকেসিসের মানসিক লক্ষণ বহুভাষিতার জন্য প্রসিদ্ধ,

এজন্ম ইহার সর্বপ্রকার মানসিক রোগেই তৎপ্রতি লক্ষ রাখিয়া অত্যন্ত ঔষধের সহিত প্রভেদ স্থিরীকরণের প্রয়োজন। আমরা ইতিপূর্বে স্ট্রাম, হাঙ্গুসা এবং এগার্লিকাস সহ ইহার প্রভেদ দেখাইয়াছি।

একটিহা রেসিমোলা—ঋতুরোধনিবন্ধন মানসিক বিকার, স্মৃতিকোন্মাদ এবং মদাতায় রোগে ইহার বহুভাষিতা লক্ষিত হয়। রোগী নিদ্রাহীন থাকে, কল্পনায় ইন্দুর প্রভৃতি দৃষ্ট করে ও নানা বিষয়ক কথা বলিতে থাকে এবং গল্পের এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যায়। রোগী ক্রমাগত অবস্থান পরিবর্তন করে। ল্যাকেসিস্ রোগীর জায় হস্তকম্পন, উদরাময় এবং দুর্বলতা সহ গল্প ও ভ্রমদৃষ্টি বর্তমান থাকে। •

প্যারিস কোহাড্রিফালিসা—রোগিনী অত্যন্ত মানসিক উৎক্লেশতা সহ প্রেম বিষয়ক গল্প করিতে থাকে।

মদাতায় রোগে **ত্ৰিপিসাম**, ধর্মোন্মাদে দৈব ক্ষমতাধীনে থাকার বিষয়ে **এনাকার্ডিয়াম**, নিদ্রাস্তে মানসিক অবসাদের বৃদ্ধিতে **এলুমিনা**, **পাল্‌স** এবং **সিপিসা**, এবং কামোন্মাদে ইহা **হাঙ্গুসা** সহ তুলনীয়।

চক্ষুরোগ—**দৃষ্টিমালিণ্ড**, চিত্রপত্রে রক্তস্রাব বা **রেটিনাল্ এপপ্লেক্সিস্**।—ল্যাকেসিস্ রোগের অতি প্রগাঢ় অবস্থায় যখন মস্তিষ্কবিকার নিবন্ধন শিরোগূর্ণন প্রভৃতি এবং হৃৎপিণ্ডের দৌর্বল্য বশতঃ হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তদবস্থায় হৃৎকম্পসহ রোগীর শিরোগূর্ণন হইয়া মূর্ছারভাব, দৃষ্টিলোপ, দৃষ্টিমালিণ্ড, চক্ষুর সন্মুখে রক্তবর্ণ পদার্থের উপস্থিতি প্রভৃতি দৃষ্টবিকার জন্মে। চিত্রপত্রের স্রুত রক্ত শোষণেও ইহার ব্যাতি আছে; চিত্রপত্রের এই রোগে ইহা **ক্রটেলাস**, **ফস্** ও **আর্গিকা** সহ তুলনীয়।

স্ক্‌ফুলাস্‌ অফ্‌ থালমিয়া (গণ্ডমালা ঘটিত চক্ষুপ্রদাহ) । — চক্ষুতে জ্বালাকর এবং সূঁচি ও তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা হইয়া মস্তক-পার্শ্বের পশ্চাতে এবং উপরিভাগে বিস্তৃত হয় । চক্ষুর আলোকাসংস্কৃতা জন্মে । চক্ষু এবং চক্ষুপুটের স্পর্শে চুলকণা ও হলবেধবৎ অশ্রুভূতির এবং অগ্ন্য সকল লক্ষণেরই নিদ্রান্তে বৃদ্ধি হয় । দৃষ্টিমালিষ্ঠ থাকে এবং চক্ষুর সম্মুখে পক্ষসঞ্চালনবৎ কৃষ্ণবর্ণ ছায়া দৃষ্ট হয় ।

ক্রোটেলাস্‌—কনীনিকাপ্রদাহ বা কর্ণিয়াইটিস্‌ রোগে চক্ষুর চতুর্দিকে কর্ণনবৎ বেদনা, প্রাতঃকালে চক্ষুপুটের স্ফীতি এবং ক্র-শূল প্রভৃতি ঋতুকালে বৃদ্ধি হইলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে ।

কর্ণনাদ বা টিনিটাস অরিস্মা :—কর্ণ মধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়া চালনা করিলে যদি শোর, গুন্‌গুন্‌ প্রভৃতি নানাপ্রকার কর্ণরব উপশমিত হয়, তাহা হইলে কর্ণের সার্দি, রোগের কারণ বলিয়া জানিতে হইবে । কর্ণমল বা ঠেল পরিবর্তিত হইয়া কাইয়ের ন্যায় ও দুর্গন্ধযুক্ত । কর্ণপশ্চাতে স্ফীতি ও কাঠিষ্ঠ জন্মিয়া দপদপানি বেদনা । ইহাতে **ল্যাকোসিস্‌** উপকারী । অবস্থাবিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধও প্রযোজ্য ।

হিপার সাল্‌ফ—কাণ পাকার উপক্রমে দমকা বায়ু সংস্পর্শ বশতঃ বেদনার বৃদ্ধিতে, বেদনার অসহিষ্ণু ভাব জন্মিলে এবং রোগ বিশেষরূপে আরক্ত জ্বরসংস্রবে হইলে হিপার উপকারী ।

ক্রোটেলাস্‌—বস্ত্র ধোঁাদি বা অগ্ন্য কোন বস্ত্র দ্বারা কাণ রুদ্ধ থাকার ও কাণ হইতে কর্ণমল বাহিয়া পড়ার অশ্রুভূতি জন্মিলে উপকারী ।

কনাস্মা—কর্ণরোগে অধিক পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ কর্ণমল থাকিয়া যায় ।

নাসিকাসর্দি ও পিনাস বা পুতিনশ্চরোগ :—নাসিকার তরুণ সর্দিরোগের শ্রাব জলবৎ তরল থাকে । **ল্যাকোসিস্‌** সর্দির

স্রাবারন্তের পূর্বে অর্থাৎ স্রাব বসিয়া যাইয়া মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার বাম পার্শ্বে ও ললাটদেশে দপ্‌দপানি বেদনা হইলে এবং গ্রীবার কাঠিগু জন্মিলে স্রাবারন্তে তাহার উপশম হয়। কখন কখন ল্যাকেসিস্ সর্দিতে নাসিকা-সান্নিধ্যে রসবিষিকা জন্মে, মুখ এবং অন্ধিপুটের রক্তিমতা ও স্ফীতি থাকে ; গাত্রে শীত হাঁটিয়া বেড়ায়, হৃৎকম্প হয় এবং সমস্ত শরীরের শিথিলতা জন্মে। শারীরিক শিথিলতা-উৎপাদক আবহাওয়াযুক্ত বসন্তকাল ল্যাকেসিস্ সর্দির আক্রমণের অল্পকাল।

পারদের অপব্যবহার ও পুরাতন উপদংশ ষটি পুরাতন পিনাস-বোগের অবস্থাবিশেষে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। এরোগে ইহা ক্যালি বাই, নাই এসি, মাকু'রিয়াস ও ল্যাক কেনি সহ তুলনীয়।

ক্যালি বাই—কঠিন, আটা ও টানিলে সূত্রবৎ স্রাব বিশিষ্ট রোগ কখন কখন গলমধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গলরোধ করে।

নাই এসি—নাসিকারন্ধ্রে ক্ষত এবং দুর্গন্ধ, পীতবর্ণ স্রাব। রক্তবর্ণ চাপ মিশ্রিত রক্তস্রাব।

মাকু'রিয়াস—নাসিকা হইতে সবুজাভ ও পুতিগন্ধ পুষ্প স্রাব। নাসিকাস্থির স্ফীতি।

ল্যাক কেনি—উপদংশষটি পিনাস রোগে মুখের কোণ ও নাসিকা পক্ষ ফাটা থাকে।

কাসি বা কফ।—ল্যাকেসিসের কাসি শুষ্ক, আক্ষিপিক ও শ্বাসরোধকর এবং রক্তনীতে শুড়ুশুড়িয়ুক্ত। নৈস্নৈকিকিল্লী প্রায় স্রাবহীন ও বোধাধিক্যযুক্ত। স্বরযন্ত্রে চাপ দিলে, এমন কি সামান্য বস্ত্রসংস্পর্শে, মুক্ত বায়ুতে এবং নিদ্রাস্তে কাসির বৃদ্ধি। আটাল স্লেমা স্বরযন্ত্রসহ সংলগ্ন থাকায় উঠাইতে পারা যায় না।

ডাঙ্গকা মল্লা—অনেক সময় পরিণা আক্কেপিক কাসি এবং স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালী হইতে সহজেই প্রচুর স্লেম্মার নিষ্টিবন । সিন্ত আব হওয়ায় কাসির বৃদ্ধি ।

হাঁপানি বা এজ্‌মা ।—নিদ্রান্তে বিশেষতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রোথিত হইলেই ল্যাক্সিসেন্সের হাঁপানির বৃদ্ধি । ইহার হাঁপানির ফিটের কালে নাসিকা ও মুখের নিকট বস্তাদি লইলে, স্বরযন্ত্র সামান্য স্পর্শ করিলে এবং হস্ত নাড়িলে রোগ অসহনীয়রূপে বৃদ্ধি পায় । অবশেষে প্রচুর জলীয় স্লেম্মা নিষ্টুত হইয়া কষ্টের শাস্তি হয় । বকের সঙ্কোচনাত্মক ও হৃৎকম্প উপস্থিত থাকায় রোগ অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক ।

ব্রঙ্কাইটিস্ বা নলৌষ ।—কখন কখন * নাসিকার সর্দি অধঃপ্রসারিত হইয়া বায়ুনলী বা ব্রঙ্কাই আক্রমণ করিলে তাহার শুষ্কশুভি হইয়া অতি উদ্বেগকর ও কষ্টপ্রদকাসির উৎপত্তি হয় ; নিদ্রাবেশ হইলেই কাসির উদ্বেগ উপস্থিত হইয়া গলার রোধ ঘটে এবং নিদ্রা ভঙ্গ হয় । ইহাতে পূর্ববর্ণিত হাঁপানি রোগের প্রায় সমস্ত লক্ষণই উপস্থিত থাকে । গলদেশ, চক্ষু, কণ এবং মস্তকের বেদনা হয় ।

নিউমোনিয়া ।—ল্যাক্সিসেন্সের ঔষধগুণ পরীক্ষায় তরুণ নিউমোনিয়ার চিহ্ন স্বরূপ ফুস্‌ফুসের রক্তাধিক্য, তত্ত্বজ্ঞান বা কাইব্রিণের সক্ষয় প্রভৃতি কোন বিকারাবস্থা উৎপন্ন হওয়া দৃষ্টিগোচর হয় নাই । একারণ প্রকৃত নিউমোনিয়া রোগে ইহার প্রয়োগিতা সম্ভবে না । তবে যে সকল রোগীর বক্ষ পূর্ব হইতে শুটিকা বা টিউবার্কুল সংস্থিতিবিবন্ধন রূপ থাকার অবস্থায় নিউমোনিয়া হয় অথবা স্বাস্থ্যভঙ্গকারী নানা প্রকার পুরাতন রোগাক্রমণে যাহাদিগের পূর্ব সঞ্চিত ধাতুগত টিউবার্কুল বীজ অবয়ব ধারণ ও ফুস্‌ফুস

আক্রমণ করিয়া তাহার প্রবাহ উপস্থিত করে, তাহারিণেরই রোগের শেষাবস্থায় ইহার প্রয়োগ হয় । রোগের এই অবস্থায় কুসকূসের ধ্বংস-মূলক পরিবর্তনে তাহার পচনশীল ক্ষত, গ্যাংগ্রিন, বিশেষতঃ পুয়শোধ প্রভৃতি সাজ্বাতিক রোগ জন্মে ও রোগী টাইফয়েড অবস্থাগ্রস্ত হয় । শ্বাসরোধের উপক্রম হয় ও কাসিতে শ্বাস প্রবাহের বর্ধিতা জন্মে । রক্তময় ও ফেনিক মল্লয়া, পুয় এবং অবস্থা বিশেষে ধ্বংসাবশেষ কুসকূসাংশপূর্ণ গায়ার নিষ্ঠূত হয় । প্রশ্বাস বায়ুতে ও মুখে ভয়ঙ্কর পুতিগন্ধ । রোগের তীব্র অবস্থায় কুসকূসের উপরিউক্ত শোচনীয় অবস্থা, মূত্র ও অস্পষ্ট প্রলাপ, ঘণ্ট এবং অসাদ প্রভৃতি টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত হইলে ল্যাকেসিস্ প্রয়োগের আবশ্যিকতা জন্ম । রোগ বার কুসকূস আক্রমণ করে ।

উপরিউক্ত অবস্থা, অর্থাৎ কুসকূসে পুয়সঞ্চর প্রভৃতি ও রোগীর টাইফয়েড লক্ষণাদি উপস্থিত হইবার পূর্বে সঞ্চিত প্রদাহিক রসাদি শোধন বন্ধে সাল্ফার প্রয়োগের আবশ্যক হইলেও পুয়জননাদি ধ্বংসক্রিয়া আরম্ভ হইলে তাহার প্রয়োগে রোগের বৃদ্ধিরই সাহায্য করিয়া থাকে । বক্ষরোগের অবস্থাবিশেষে কখন কখন ইলোপ্স্ দ্বারাও উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় । তাহাতে উভয় কুসকূসচূড়া আক্রান্ত হইলেও বিশেষ আক্রমণ দক্ষিণ কুসকূসে হয় । প্রাতঃকালে বেদনার অতিরিক্তিতে রোগী শয্যাশিথ হইতে পারে না । জলপানান্তর বক্ষমধ্যে শৈত্যানুভূতি জন্মে । কাসিলে বক্ষমধ্যে, বিশেষতঃ দক্ষিণ কুসকূসের চূড়ায় তীক্ষ্ণ বেদনা হইয়া বোধ হয় যেন তাহা ছিন্ন হইল । রক্তবর্ণ রক্তময় গায়ার নিষ্ঠূত হয় । অস্থিত জন্মে যেন ছৎপিণ্ড নিষ্কাশিত হইতেছে ।

থাক্সাকাস বা থাইসিস্ ।—টিবাকুলার বা শুটিকাসংস্থি থাইসিস্ রোগ নিরাকরণে ল্যাকেসিস্ প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতাহীন ।

টাইফয়েড জ্বর, নিউমোনিয়া প্রভৃতি দ্বিতরোগ কর্তৃক নিশ্চেষ্ট টুবাকুল-
সীজের ক্রিয়া ক্ষুণ্ণপ্রাপ্ত হইয়া সাবয়বে কুসকুস আক্রমণ করিলে নিম্ন
প্রদর্শিত সাংঘাতিক লক্ষণে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে । ইহা কুসকুসের
ধ্বংসমূলক ভগ্নাবস্থা বলিয়া জানিতে হইবে । বমনের ভাবযুক্ত কাসির জন্ম
রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হয় ; রবারের তায় কাঠিগযুক্ত, সবুজাভ, পুষাকার
শ্লেষ্মাময় গয়ার, গলরোধকর বমনের তায় চেষ্টা দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হয় ;
নিদ্রাকালে বিশেষরূপে রোগীর গ্রীবা, স্বন্ধ ও বক্ষদেশে প্রচুর বর্ধ হয়,
এবং রোগীর নাড়ী ও শরীর দুর্বলতার চরম সীমার উপস্থিত হয় ।
ফলতঃ এ অবস্থায় ল্যাকসিস আনাদিগের শেষ ভরসা স্থল
বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ।

হুদ্রোগ বা হার্টডিজিজ্ ।—ইতিপূর্বে হৃৎপিণ্ডে, শোণিতে
ও শোণিতসঞ্চলন ক্রিয়ায় সর্পবিষের প্রভূত ক্রিয়া থাকার বিষয়
উল্লিখিত হইয়াছে । শোণিতসঞ্চলনের অসামঞ্জস্যভূত ক্রিয়ায় ইহা
মস্তকান্তিমুখে শোণিতস্রোতের বৃদ্ধি করে এবং তাহার অবশ্রম্ভাবী ফল
স্বরূপ মস্তকাদি শরীরেরোক্তাংশে তাপোচ্ছ্বাস বপতঃ তদেশের তাপ বৃদ্ধি
প্রভৃতি এবং পদের শীতলতা উপস্থিত হয় । মূলতঃ ইহা হৃৎপিণ্ডের
দুর্বলকর বস্তু । যান্ত্রিক পরিবর্তন নিবন্ধন হৃৎপিণ্ডকপাটাদির
রোগে ইহার কোন কার্য্য নাই । যান্ত্রিক রোগ জন্মই হউক,
সাধারণ দুর্বলতা বশতঃই হউক, আর হৃৎকপাটের যান্ত্রিক বিকৃতি বশতঃ
কুসকুস ও হৃৎবেষ্টমধ্যে রসসঞ্চয় বা শোথের চাপাদি জন্মই হউক, ইহা
হৃৎপিণ্ডের বলাগান ও শোথশোষণের সাহায্য করিয়া শ্বাসকষ্টাদি নানা
প্রকার বন্ধগার উপশম করিতে সক্ষম ।

হৃৎকম্প হয় এবং হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সঙ্কোচনবৎ অহুভূতি জন্মে ।
হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে শ্বাসবরোধের ভয়াবহ যন্ত্রণায় রোগী বোবায় ধরার তায়
নিদ্রোথিত হয় । বক্ষদেশে কোন প্রকার চাপ সহ করিতে পারে

না । শ্বাসরোধাদি বন্ধকষ্টের বৃদ্ধি হয় বলিয়া রোগী শয়ন করিতে অক্ষম । পুরাতন **এণ্টাইটিস্** বা বৃহৎমণীগ্রন্থাহে রক্তহীনতা ও শোথের উৎপত্তি হইলে ইহার বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হয় । বৃদ্ধদিগের হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর কোমল বস্তুপূর্ণ অর্কবুদ বা “এথারোমা” রোগের ইহা উপশমকারী ।

ক্যালি হাইড্রিসডিকাম—ইহাতেও নিদ্রাবস্থায় হৃৎপিণ্ড-প্রবেশে শ্বাসরোধের অনুভূতি বশতঃ নিদ্রাতঙ্গে রোগী শয্যা ত্যাগ করিতে বাধ্য ।

গ্র্যাফাইটিস—উপরিউক্ত রূপ লক্ষণ সহ হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে শৈথ্যভূতি জন্মে । শেষোক্ত লক্ষণ **পেট্রিলিসাম** এবং **নেট্রাম মিউরিসোটিংকামে**ও দৃষ্টিগোচর হয় ।

ন্যাজা ট্রিপুডিস্যানাম—হৃৎপিণ্ডকপাটের রোগ নিবন্ধন শুষ্ক কাসি এবং হৃৎপিণ্ডের ভৌতিকম্পাদিত অবস্থার ভায়া ভাব ইহা দূরীকরণে সমর্থ ।

দন্তরোগ ।—ধ্বংসিত দন্ত গুড়ার আকারে স্থলিত হইলে **ল্যাকেসিস্** তাহার ঔষধ । দন্তবেষ্টিকিল্লীর গ্রন্থাহ এবং দন্তমূলের পুয়শোথও ইহা প্রযোজ্য—দন্তমাড়ী ক্ষীত, নীলাভ এবং দপদপানি-বেদনাদুক্ত । ইহাতে **মার্ক**, **হিপার** এবং **সিলিকন** ও কার্য্যকারী ।

ম্যাকু'লিস্যাস ও **ল্যাকেসিস্**—দন্তমূলের পক্ষে **ল্যাকেসিসেসেন্স** সমক্ৰিয়াশীল ঔষধমধ্যে **ম্যাকু'লিস্যাস্** সর্বোচ্চ পদের অধিকারী । **ল্যাকেসিসেসেন্স** ভায়া দন্তমাড়িগ্রন্থাহ, দন্তধ্বংস এবং তজ্জনিত দন্তমূলের পুয়শোথ প্রভৃতিরও ইহা উপশমকারী । **ডেন্টাইন** (dentine) দস্তোপাদানের রোগেও ইহা কার্য্যকারী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । **ম্যাকু'লিস্যাসেসেন্স** দন্তে ছিন্নবৎ দিপদিপ

দন্তবেদনা তীব্রবেগে মুখমণ্ডল ও কর্ণে যায়, ল্যাক্সিসেসের দন্ত মাড়ি ক্ষীত, কাল্‌চেলোহিত এবং নীলাভ হয়, অথবা এতই টান টান ও তপ্ত থাকে যে দেখিলে বোধ হয় যেন এখনই ফাটিয়া যাইবে। শয্যা-তাপে মার্কেল দন্তকণ্ঠের বৃদ্ধি হয়। অনেক সময়ে মার্কেল কার্যপূরকরূপে এবং যে স্থলে মার্কারিল অপব্যবহার রোগের কারণ, তথায় প্রথমেই ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। শুভ্র কিনারাবুক্ত সমল দন্তমাড়ি মার্কেল প্রদর্শক।

মুখকত—জাঁড়াঘা, পচা ক্ষত বা ক্যাংক্রাম অরিস্ প্রভৃতি।—সাধারণ মুখকত রোগে জিহ্বা, মুণ, গলগহ্বর এবং তালু প্রভৃতির ঔষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ হইয়া ন্যূনাধিক ক্ষীতি, লোহিতাভা, বেদনা ও স্থানে স্থানে ন্যূনাধিক ক্ষুদ্র, বৃহৎ ক্ষত জন্মে। মুখ হইতে লাল নিৰ্গত হয় এবং তাহাতে দুৰ্গন্ধ থাকিতে পারে। পারিপাক্যকার, শৈত্যসম্পর্শ এবং হামাদি রোগ ইহার সাধারণ কারণ। পারদের অপব্যবহারও রোগের অন্ততম কারণ।

এতদপেক্ষা গুরুতর কারণসমূহ হ্রষিত বা পচা ক্ষত দ্বারা দন্তমাড়ি, গণ্ড ও গলদেশ আক্রান্ত হইলে যে বিবর্ণ, পচা ও দুৰ্গন্ধ ক্ষত জন্মে, তাহাতে আক্রান্ত শরীরস্থানের ন্যূনাধিক অংশ শসিয়া পড়িতে পারে, দন্ত শিথিল ও স্থলিত হয়। গ্ৰীহা প্রভৃতি রোগ ও মার্কারিল অপব্যবহার নিবন্ধন শোণিতের অপকৃষ্টতা এবং হীনাবস্থা এইরূপ রোগের কারণ। ইহাতে নিম্নলিখিত ঔষধাদি তুলনীয়।

ব্যাপ্‌টিসিস্ এবং ল্যাক্সিসিস্—উভয় ঔষধেরই কাল্‌চেলোহিত অথবা নীলাভ দন্তমাড়ি হইতে রক্ত পড়ে। মুখ-লালার বৃদ্ধি ও দুৰ্গন্ধ হয় এবং পচা উদয়াময় জন্মে। বস্মা রোগের চরম অবস্থার মুখকত প্রথমতঃ উভয় ঔষধই কার্যকারী। পরস্পরের সাধারণ লক্ষণের প্রভেদ না থাকিলেও প্রথম ঔষধে জিহ্বার

মধ্যস্থলের উর্দ্ধাধভাবে হরিদ্রা অথবা কটা কলক ও কিনারার উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ এবং দ্বিতীয়ে জিহবার, বিশেষতঃ তাহার অগ্রভাগের লালবর্ণ, শুষ্কতা ও ওজ্জ্বল্য এবং কিনারা ও অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোকার আচ্ছাদন উভয় ঔষধকে বিশেষরূপে প্রভেদিত করে ।

নাইট্রিক এসিড—উগ্র মুখলালার ক্ষতকর গুণ, মুখে স্ফুটন শলাকা দ্বারা খোঁচানিবৎ বেদনা, ক্ষতের ও নাড়ির শুভ্রতা এবং মুখের অবলারণযুক্ত স্থানে বৈধার জ্বায় বেদনা ইহার বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে ।

মিউরিয়েটিক এসিড—ইহার ক্ষতনিচয় গভীর, নীলাভ ও কৃষ্ণবর্ণ কিনারায়ুক্ত । মুখের শ্লেষ্মক ঝিল্লীর স্থানে স্থানে ছাল উঠা থাকে এবং তাঙ্গ ক্ষতনয় হয় ।

আর্সেনিক এবং **ল্যাকেসিস্**—অনেক বিষয়েই উভয় ঔষধ তুল্যলক্ষণযুক্ত । নাড়ির কালচেলোহিতবর্ণ, রক্তপ্রাব, জিহ্বাপার্শ্বের ফোকাবৎ দৃশ্য এবং অঙ্গের ক্ষতসহ উদরাময় উভয় ঔষধেই প্রায় সমভাবে থাকে । **আর্সেনিক**ে অপর ঔষধা-পেক্ষা আক্রান্ত স্থানে অধিকতর জ্বালা থাকে, অস্থিরতাবশতঃ রোগী অস্থির ভাবে চটফট করে এবং অত্যধিক দুর্বল হয় । দুগ্ধিত ক্ষত বা ক্যাংক্রাম অরিস্ রোগেও উভয় ঔষধেই পচা, ধসা ক্ষত একই প্রকার নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ হয় ; কিন্তু **আর্সে** বেদনা ও জ্বালার অধিকতর তীব্রতা থাকায় রোগীর অস্থিরতা ও উৎকর্ষা জন্মে এবং রোগী মৃত্যু আশঙ্কায়ুক্ত ও অধিকতর বলহীন হয় ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিস্সা—ইহার মুখক্ষত নীলাভায়ুক্ত লোহিত অথবা কালচেলোহিত । **মার্কারিউর** অপব্যবহার অথবা উপদংশযটিত মুখক্ষত হইলে ও অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা বশতঃ মুখ বলিয়া যাইলে এবং চক্ষুর চতুর্দিকে নীলবর্ণ রেখা পড়িলে ইহা উপকারী ।

সালফুরিক এসিড—ইহাতে অত্যধিক দুর্বলতা, ঈষৎ পীতভ মাড়ি ও গাঢ় পীতবর্ণ বর্ণ থাকে । রোগী, অত্যন্ত উত্তেজনা-প্রবণ হয়, ক্রম ক্রমে বলে এবং কম্প হওয়ায় কষ্ট প্রকাশ করে । কিন্তু কম্পের বহিঃপ্রকাশ হয় না ।

স্যালিসিলিক এসিড—বিগলনবিশিষ্ট সাধারণ ক্ষতে জ্বালা ও নিঃশ্বাসে পচাগন্ধ থাকিলে উপকারী ।

ল্যাইকোপোডিয়াস-লাইক জিহ্বার নিম্নে বল্গাবৎ শৈথিল্যক বিস্তারিত বা ফ্রিনামের নিকটের ক্ষত, ল্যাকেসিস জিহ্বাশ্রেণীর ক্ষত এবং নাই এসি, ফাইটল ও নেট্রাম হাইপলক্স গণ্ডাভ্যন্তর ক্ষতের আরোগ্যে প্রশংসিত ।

ফাইটলাক্স—শারীরিক ও ক্ষতের লক্ষণে উভয় ঔষধ মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে । অত্যধিক দুর্বলতা, দৃষ্টিমালিন্য, মুখের বসাবাস, চক্ষুর চতুর্দিকে নীলবর্ণ রেখা, মুখের টাটানি বেদনা এবং প্রচুর লালারাত্র উভয় ঔষধেই ন্যূনাদিক আছে । গলাধঃকরণকালে ফাইটলেনের জিহ্বামূলে অত্যধিক বেদনা ল্যাকেসিস হইতে প্রভেদক ।

হেলিবরাস—ইহার মুখের গলিত ক্ষত হরিদ্রাভ ও উচ্চ কিনারাযুক্ত ।

ক্রিসোজোটি—ধ্বংসপ্রাপ্ত দন্তের শূলে মুণের বামপার্শ্বে বেদনা । দন্ত ক্রম ক্রমপ্রাপ্ত হওয়ায় মাড়ি হইতে রক্ত পড়ে । রক্ত কৃষ্ণ-বর্ণ থাকে । সংশ্লিষ্ট বেদনা জ্বালাময় এবং রোগী উত্তেজনাপ্রবণ । শিশুদিগের তায় আক্ষেপও হইতে পারে ।

সুজা—মাড়ির সংলগ্ন স্থানে দন্ত ক্ষয়িত হয়, দৃশ্যতঃ চূড়া স্ফুট থাকে । দন্তমাড়িতে রেখাকার কালচে লোহিত কলক দৃষ্ট হয় । পীতবর্ণ দন্ত চূড়া হইয়া পড়িতে থাকে ।

গলক্কত—টনসিলগ্রন্থি-প্রদাহ বা টনসিলাইটিস্ প্রভৃতি ।—গলমধ্যে পিণ্ডের জ্বায় পদার্থের অস্বভূতি গেলার চেষ্টা করিলে অধঃ অভিমুখে যায় ও পরেই স্বস্থানে আইসে । গলার লক্ষ্যোচন নিবন্ধন খাস প্রস্থাসের কষ্টে নিদ্রাতদ্রহয়, অথবা নিদ্রার পর কষ্টের বৃদ্ধি হয় । কঠিন বস্ত্র অপেক্ষা তরল বস্ত্র গেলায় অথবা ফাকা গেলার চেষ্টায় অধিকতর কষ্ট, তরলবস্ত্র নাসিকাপথে বাহির হইয়া যায় । গলার বহির্দর্শে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু ও গলমধ্য নীলাভলোহিত । প্রকৃত রোগেরতুলনায় গলার কণ্টারুভূতি অধিকতর, ফলতঃ গলার প্রকৃত বেদনাপেক্ষা অবজ্ঞব্য অস্বস্তি ভাবই অধিক । ইহা বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট উত্তেজনাপ্রবণ গলক্কতের পক্ষেও উপকারী । ডাঃ গুল্‌চাম বলেন, ল্যাকেসিস্‌রোগে গলা এবং গলনলীর গভীর দেশে এক্রপ পুরাতন প্রদাহাক্রান্ত গ্রন্থি দৃষ্ট হয় না, যাহার রোগারোগ্যে ক্যান্সি বাই, মাকু'রিসাস. এবং হিপারের প্রয়োজন হইতে পারে ।

টনসিলগ্রন্থি প্রদাহ বামপার্শ্ব আক্রমণ করিলে অথবা বামপার্শ্বের রোগ দক্ষিণপার্শ্বে বিস্তৃত হইলে ল্যাকেসিস্‌ দ্বারা উপকার হয় । ইহার অজ্ঞাত বিশেষ লক্ষণ মধ্যে সময়ে সময়ে খাসরোধের উপক্রম, কঠিন অপেক্ষা তরলবস্ত্র গেলায় অধিকতর কণ্টারুভূতি ও তাহার নাসিকাপথে নিঃসরণ, গলাধঃকরণ কালে গলার বেদনার তীর-বেগে বামকর্ণাভ্যন্তরে গমন ও গলার বহির্দর্শে অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণুতা প্রভৃতি প্রধান । ইহাতে স্ফীতির অত্যধিক ঘোরবর্ণ, ও উদ্দীপ্ত ভাব থাকে এবং ইহার পুয় বিকৃত, পাতলা ও দুর্গন্ধ । মুখক্কত, গলক্কত এবং টনসিলাইটিস্ প্রভৃতি রোগ অনেক সময়ে যুগপৎ উপস্থিত হয় ।

ডিফ্‌থিরিয়া বা সিবিল্লিক দূষিত গলক্কত ।—ইতিপূর্বে সাধারণ গলক্কত লক্ষণে যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে,

ডিফ্‌থিরিয়াতেও তৎসদৃশ লক্ষণই উপস্থিত হয়। প্রভেদ এই যে, বর্তমান রোগের প্রকৃতি যেক্রপ দুষিত ও সাজ্বাতিক, লক্ষণ-নিচয়ও তক্রপ দুষিত, ধ্বংসাত্মক এবং সাজ্বাতিক প্রকৃতির। অতি দ্রুত পচনশীল (Gangrenous) ও সাজ্বাতিক রোগে সর্পবিষ মাত্রই অতি ফলপ্রসূ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ফলতঃ রোগবিষ ও সর্পবিষ উভয়ের মধ্যে যে অতীব নিকট সাদৃশ্য এবং নিশ্চিত ক্রিয়া-সমতা বর্তমান, কিঞ্চিদুঃখ্যাবনেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। ডাং গিল্‌মান বলিয়াছেন, ডিফ্‌থিরিয়া রোগে “ল্যাকেসিস্ অপেক্ষা কোন ঔষধের অধিকতর ব্যবহার হয় না।”

ল্যাকেসিস্‌রোগ ক্ষীতি, ব্যাপ্তি, গভীরতা, পচনশীলতা (Gangrene) এবং সাজ্বাতিকতাদি সৰ্ব্ব বিষয়েই অত্যাশ্রয় ঔষধের শীর্ষস্থান অধিকার করে। রোগ অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গলদেশে নাসিকারন্ধ্রপুশ্চাৎ, জিহ্বা এবং স্বরযন্ত্র প্রভৃতির অতি গভীরতর আক্রমণে ইহার ব্যাপকতাপ্রকাশিত হয়। গলাভ্যন্তর ও গগনবাহিদৈশস্থ রসগ্রাস্তি প্রভৃতি গভীর উপাদান আক্রান্ত ও ক্ষীত হইয়া কখন কখন চিবুক, গলদেশ ও বক্ষ সমতল হইয়া যায়, গলার চিহ্নমাত্র থাকে না। অতি দুষিত, পচনশীলতার অত্যাশ্রয় লক্ষণ মধ্যে গলাভ্যন্তরের কৃষ্ণনীলাভলোহিত বর্ণ, পাতলা ক্লেদময়, ক্ষতকর নিঃসরণ, ক্ষীত গলদেশের পচা সড়া দৃশ্য, শারীরিক দৌর্বল্য, নাড়ীর ক্ষীণতা ও দ্রুতগতি, মুখের ও প্রাশ্বাসের পচা দুর্গন্ধ এবং অতি শীঘ্র মস্তিষ্কের অবসন্নতা ও সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া রোগের ভয়াবহ এবং শোচনীয় অবস্থার পরিচয় দেয়। “রোগের বামপার্শ্ব আক্রমণ অথবা বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণপার্শ্বে গতি, গলদেশের অত্যধিক স্পর্শসহিষ্ণুতা এবং কঠিন অপেক্ষা তরলতর বস্তু গলাধঃকরণে অপেক্ষাকৃত অধিক কষ্টাহুত্ব ও তাহার

নাসিকাপথে নিষ্ক্ৰমণ প্রভৃতি ল্যাকেসিসের প্রদৰ্শক লক্ষণ বৰ্ত্তমান থাকে ।

ক্ৰটেলান্—অধিকতর রক্তস্রাব ইহার প্রদৰ্শক । মুখগহ্বর ও নাসারন্ধ্র প্রভৃতি সৰ্ব্বস্থান হইতেই শোণিত স্ৰবণ হয় ।

ন্যাজা—স্বরস্র অধিকতর আক্রান্ত হইলে ইহা প্রয়োজ্য । কালচেহোহিত গলদেশ, পুতিগন্ধযুক্ত শ্বাস, থুক থুক গলাভাঙ্গা কাসি, স্বরযন্ত্ৰের ও শ্বাসনলীর কাঁচা ভাবের (raw) এবং শ্বাসরোধের অস্বভূতি বশতঃ রোগীর গলদেশ চাপিয়া ধরা প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য ।

ল্যাক্ কেনাইনাম, লাইক্ এবং এপিস্—গলদেশের বাহরভ্যন্তরের ক্ষতি ও অজ্ঞাত অনেক বিষয়ে ল্যাক্ কেনা, ল্যাকেসিসের সদৃশ । লাইক্‌র অপরাহ্ন ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি, দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রমণ এবং ভীত, অসন্তুষ্ট অথবা ক্রুদ্ধ অবস্থায় শিশুর নিজান্তক এবং এপিসের গলদেশে শোথবৎ ক্ষীতি, হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা ও জিহ্বাপার্শ্বের রসবিশিক প্রভৃতি উভয় ঔষধের ল্যাকেসিস হইতে প্রভেদক ।

কার্বলিক এসিড—প্রবল দূষিত প্রকৃতির জ্বর, বেদনার অভাব, অত্যধিক শ্বাসসঞ্চর, মুখের পুতিগন্ধ, শিরঃশূল, স্ফূৰণ নাড়ী, বিষমিয়া এবং দুৰ্বলতা ইহার বিশেষ লক্ষণ । উপরিউক্তরূপ রোগে কার্বলিক এসিডের আরোগ্যশক্তি দৰ্শনে ডাং ডিউয়ি অনুমান করেন যে এলিওপ্যাথি মতের এণ্টিটক্সিন বা রোগবিষয় চিকিৎসার সাফল্য এণ্টিটক্সিনের কার্বলিক এসিডের উপর নির্ভর করা অসম্ভব নহে ।

ব্যাপ্তিসিহ্না—পচনশীল রোগনিবারণ পক্ষে ইহাও একটি ক্ষমতাশালী ঔষধ। দুর্গন্ধ উষ্ণ প্রস্রাব, কালচে লোহিত বর্ণ গলদেশে গ্রন্থিস্থিতি, পৃষ্ঠ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতি ও শরীরের খেংলানবৎ কনকনানি বেদনা, বিবের মাদকতার জ্বায় যুথের ক্রুফান্ত শোণিতপ্রভা এবং জিহ্বার লোহিতবর্ণ এবং শুষ্কতা প্রভৃতি টাইফয়েড লক্ষণ ইহার বিশেষ প্রকৃতি প্রতিপাদন করে।

কাস্—**ব্যাপ্তিসিহ্নার** জ্বায় রোগের পচনশীলতা এবং গ্রন্থির স্থিতি ও জিহ্বার শুষ্কতা অথবা বিদীর্ণাবস্থা প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

অজীর্ণরোগ বা ডিস্পেপ্সিয়া।—পারদ ও কুইনাইনের অপব্যবহারে এবং অতিরিক্ত মদ্যপানে **ল্যাক্সিসেন্স** অজীর্ণ রোগ জন্মে। আমাশয়ের দুর্বলতা নিবন্ধন রোগী নিত্যন্ত সাদা সাদে খাদ্যও পরিপাকে অক্ষম। সামান্য খাদ্য আহার করিলেই আমাশয়ের গুরুত্বাহুভূতি জন্মে। অল্পবস্তু আদৌ সহ্য করিতে পারে না। আমাশয়ের চর্কণবৎ বেদনা থাকিলে আহারকালে অথবা তাহার অব্যাহিত পরেই তাহার উপশম হয়, কিন্তু গুরু আমাশয়ের টানিয়া নামাইবার জ্বায় অহুভূতি এবং অন্ত্রাত অজীর্ণ লক্ষণ অচিরেই দেখা দেয়। শঙ্কু জাতীয় বস্তুতে রোগীর লালসা জন্মে এবং অনেক সময়ে রোগী তাহা পরিপাক করিতে পারে।

যকুংরোগ—জ্বাৰা, পুষ্পশোথ।—**ল্যাক্সিসেন্স** যকুং রোগের প্রধান কারণ মধ্যে অতিরিক্ত মদ্যপানই সৰ্ব্বপ্রধান। ফলতঃ উল্লিখিত বস্তু ঘটিত অমিতাচারই ইহার সৰ্ব্বপ্রকার উদররোগের কারণ। সর্পবিষ মাত্রই জ্বাৰা লক্ষণ উৎপন্নকারী। মদ্যপানিদিগের পুষ্পশোথ রোগেও যকুং বদ্ধিত, চাপে বেদনায়ুক্ত হইলে ও তাহাতে মদ্যপানি বেদনা থাকিলে **ল্যাক্সিসেন্স**

উপশমকারী । পরিহিত বস্ত্র-সংস্পর্শের অসহনীয়তা এতলেও ইহার শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক ।

উদরাময়, আমরক্তরোগ এবং কোষ্ঠবদ্ধ ।—অন্ত্ররোগে ল্যাকেসিসেন্ন বিশেষ প্রসিদ্ধি না থাকিলেও সাধারণতঃ মদ্য-পান্যদিগের কোষ্ঠবদ্ধে এবং কখন কখন আমরক্তরোগের অতি চরমাবস্থায় যখন অন্ত্রের পচা অবস্থা উপস্থিত হইয়া বিষ্ঠা মড়ি পচার দ্বারা দুর্গন্ধবিশিষ্ট হয় এবং বিষ্ঠা ক্লেদ, দৃঢ় বিচালিবৎ কৃষ্ণবর্ণ পচা রক্ত ও স্থলিত পচা অস্থানশ মিশ্রিত থাকিয়া টাইফয়েড লক্ষণ প্রকাশ করে, তখন ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে । ইহার কোষ্ঠবদ্ধের বিষ্ঠাও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত । মলদ্বারের সংকোচন অথবা ছিপি আঁটা ভাবেই অনুভূতি জন্মে । মিংস মলবেগ থাকে । মলনিঃসরণান্তে সরলাঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুড়ির আঘাতবৎ অনুভূতি ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ । অর্শ জন্মে এবং মলবেগে সরলাঙ্গে বহির্নিষ্কাশিত হয় । কখন কখন পর্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় দেখা দেয় । উদরাময়ের বিষ্ঠা জলবৎ ও অসহনীয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট থাকে । অত্যন্ত দুর্বলতাসহ পুরাতন উদরাময় প্রত্যেক বসন্তাগমে প্রত্যাবর্তন করিলে অথবা বৃদ্ধি পাইলে ইহা মহৌষধ । জিহ্বা রক্ত ও লোহিতবর্ণ এবং উন্নত ক্ষীত । মদ্য ও অন্ন বস্ত্র রোগ বৃদ্ধি করে এবং রোগীর কটিদেশ স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে ।

হিপার—অনেক লক্ষণে ল্যাকেসিস্ সদৃশ হইলেও লালসাধারা প্রভেদিত হয় । রোগীর ওয়াইন মদ্যে ও আচারে আকাজ্ঞা জন্মে । আমাশয়ের শিথিলতা নিবন্ধন কষ্টানুভূতি আহারে উপশম হয়, কিন্তু পরিপাক ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই নানা প্রকার উদর-যন্ত্রণা দেখা দেয় । নরম বিষ্ঠাও সহজে নির্গত হয় না ।

সিফনা ও ল্যাকেসিস—সিফনার পরিপাক-

বিকার আহারান্তে অত্যন্ত দুর্বলতা ও আলস্য উপস্থিত করে। ইহাতে কাকিবিজ খাইতে ইচ্ছা হয়। কল আহারে ইহার উদরাময় ও উদরে বায়ু জন্মে। আহারান্তে উভয় ঔষধেই উদরের পূর্ণতার অনুভূতি হয়। কিন্তু **সিফনাস** যে বেদনা জন্মে উদ্গারে তাহার উপশম হয় না। তিক্তাস্বাদ ও তিক্তোদ্গার উভয় ঔষধে থাকিলেও **ল্যাকেসিস** রোগী খাওয়ার চর্কণকালে স্বাভাবিক আশ্বাদ পায়, কিন্তু গলাধঃকরণের পরে মুখে অপকৃষ্ট আশ্বাদ জন্মে।

পীতবর্ণ জলবৎ, অজীর্ণ ও দুর্গন্ধ বিষ্ঠা এবং বাতকর্ম্ম উভয় ঔষধে থাকিলেও **চাক্সনার** রক্তনীতে ও আহারান্তে রোগের বৃদ্ধি অপর ঔষধে নাই এবং **সিফনাস** রোগীর শক্তির অধিকতর অপচয় ঘটে। আশ্রয়রোগে পচা মাংসের দুর্গন্ধযুক্তবিষ্ঠা কৃষ্ণবর্ণ ও শরীরের শীতলতা ও প্রভূত দুর্বলতা উভয় ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয়। রোগের কারণ মালেরিয়া হইলে যদিও অনেক সময়ে **সিফনা** দ্বারাই ফল প্রত্যাশা করা যায়, কিন্তু রোগের উল্লিখিত শোচনীয় অবস্থায় **ল্যাকেসিস**ও পরিত্যাজ্য নহে। স্নায়বিক স্পর্শসিহ্নতাও উভয় ঔষধে দৃষ্টতঃ সমপ্রকার বলিয়াই বোধ হয়। কোমল স্পর্শে কষ্টানুভূতি, উর্দ্ধোদরের স্পর্শসিহ্নতা বেদনা এবং পরিহিতবস্ত্র সংস্পর্শেও অস্বস্তিরভাব উভয় ঔষধেই সমান। কিন্তু **সিফনার** স্নায়বিক অসিহ্নতা বা উত্তেজনাপ্রবণতা সর্বাঙ্গীন বা সাধারণ, **ল্যাকেসিসের** তাহা কেবল হৃকের অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুসীমান্তে থাকে। সাধারণ অনুভূতির জড় ভাব দৃষ্ট হয়। যদি কোন প্রবল ও দ্রুত বলক্ষয়কারী প্রদাহে অথবা শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণ জীবনী শক্তির ক্ষয় প্রযুক্ত টিস্যুবিগ্লেবনাদি টাইফয়েড লক্ষণের ফলস্বরূপ দুর্গন্ধ উদরাময় জন্মে, বিশেষতঃ যদি প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর উপস্থিত থাকে, তাহাতে **চাক্সনা** অস্বার্থ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ইহার প্রসিদ্ধ রক্তহীনতার লক্ষণ

স্বরূপ পাণ্ডুরতা, কর্ণে ঘণ্টা ধ্বনিবৎশব্দ এবং সহজে মুচ্ছা যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণও বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

মাকুলিসিয়াস—ইহা অনেক লক্ষণে ল্যাকেসিসের তুল্য হইলেও ইহার ক্ষুধানাশ, জিহ্বালেপ, বিবিধাঘাত কষ্ট, আমাশয়ের স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা, আমাশয়োর্দ্ধের কোটরবৎ স্থানে চাপ দেওয়ায় মৃত্যুকল্প মুচ্ছারভাশ, আমাশয়ের গুরুত্ব বশতঃ সামান্য আহারেও ক্লিয়া পড়ার অনুরূপতা এবং ল্যাকেসিসের আমাশয়োপরি পরিহিত বস্ত্র সংস্পর্শের সহিষ্ণুতার পরিবর্তে ইহার উভয় কক্ষি প্রদেশের সমগ্রকার স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা, পূর্ণতার অনুরূপতা এবং উদয় হইতে উর্দ্ধদিকে চাপ ও রোগীর দক্ষিণ পার্শ্বে চাপিয়া শয়নের অক্ষমতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যরূপে অপর হইতে প্রভেদ করে। মাকুলিসিয়ার চিত্তোদ্বেগ বর্তমান থাকিলে রোগী সন্দীহচিত্ত, উৎকর্ষাশ্রিত হয় এবং রজনীতে শোণিতের চাক্ষু্যোৎপন্ন উত্তেজনায় অস্থির হইয়া পড়ে। শোষণ উত্তেজনা ল্যাকেসিসের জড়ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরক্তরোগে মাকুলিসিয়ার পরে অনেক সময়ে তাহার কুফল সংশোধনার্থ ল্যাকেসিসের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আসেনিক এবং ল্যাকেসিস—উদররোগে আসেনিক রোগীরও উদর ও শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়, কিন্তু আসেনিক মানসিক ও উপাদানগত অত্যন্ত উত্তেজনা প্রবণতা বর্তমান থাকায় তাহার বহিঃপ্রকাশ হয় না এবং রোগীও তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। রোগী অত্যন্ত উৎকর্ষাশ্রিত এবং অস্থির থাকিয়া এ পাশ ও পাশ করে ও কখন কখন তাহাতে মুচ্ছা যায়। ল্যাকেসিস রোগী জীবনীশক্তির কয়ে অবসন্ন ও জড়বৎ হইয়া পড়ে। ইহাতেও স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবণতা থাকে, কিন্তু তাহা ইহার পেশীর সঙ্কোচনে এবং ত্বকের স্পর্শসহিষ্ণুতায় প্রকটিত হয়।

প্রথম ঔষধে মুখের আস্থাদের অভাব অথবা তিক্ত, অন্ন এবং পচাতে ভাব থাকে। আমাশয় যেন জলপূর্ণবৎ স্ফীত বোধ হয়। অন্ন ও কাকিতে লালসা জন্মে এবং ল্যাকেসিসের তায় কাকি সহ হয়। রোগী জ্বালা বোধ করে। জিহ্বা কর্কশ ও লাল এবং আমাশয়ের মুহু প্রদাহে আহাৰান্তে উৎকর্ষ ও কষ্ট বোধ। মধ্যে মধ্যে, কখন বা সাময়িক ভাবে (রাত্রি ১২টা) বিবমিষা হইয়া রোগী অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় ঔষধের তায় ইহাতেও নানাপ্রকার পদার্থের বমন হয়, কিন্তু ইহার আমাশয়িক উত্তেজনা প্রবণতা ঘটিত অনিয়মিত ও আক্কেপিক বমন ইহাকে অপর হইতে প্রভেদিত করে। মদ্যপান-দিগের স্নায়বিক দুর্বলতা ও কম্পনের নিবারণে ল্যাকেসিস উপযোগী। ইহার আমাশয়ের আক্কেপিক সঙ্কোচন আহারে ক্ষণিক নিবৃত্তি পায়; রোগী আম ও পিত্ত বমন করে। আর্সেনিক রোগীর আমাশয়ে সাময়িক জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং বিদাহী অন্ন ও তরকারি ভক্ষণ থাকায় জলপান মাত্রই বমন হইয়া যায়।

ক্যাডমিস্‌সাস্‌—ইহাতে বিবমিষা, পীতাম্ব অথবা কৃষ্ণবর্ণ বমন, পচা ও লবণাক্ত উদ্‌গার, মুখের শীতল ঘর্ষ, আমাশয়ের জ্বালাযুক্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা, নিম্নান্তের কামড়ানি বেদনা এবং বিয়ার মদ্যপানান্তে থল্লী উপস্থিত হয়। উভয় ঔষধেই আমাশয় অথবা উদর স্পর্শে স্পষ্ট স্পর্শসহিষ্ণুতা, অল্পবেষ্ট প্রদাহনিবন্ধন স্ফীত উদরের স্থানে স্থানে জ্বালাযুক্ত টাটানি বেদনা, এবং আমরক্তরোগের তায় দুর্গন্ধ, রক্তময়, কৃষ্ণ বর্ণ অল্পশ্রাব ও অল্পের সঙ্কোচন এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকে। আর্সেনিকের খেদ ও যন্ত্রণা বাজক অবয়ব, বেদনা থাকিলেও অস্থিরতা-সহ শরীর চালনার বর্ত্তমানতা, যন্ত্রণার ছটফট করিয়া গড়া গড়ি দেওয়া এবং মুড়াভীতির উপস্থিতি ইহাকে উভয় ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

অস্ত্রে কতের বিগলন ও খলিয়া পড়ার ভাব এবং দুর্গন্ধ, পুষ্কাকার

ক্লেদের নিঃসরণ ও শোণিতপ্রাব আস' ও ল্যাকেসিস্ উভয় ঔষধেই প্রায় তুল্য এবং উভয় ঔষধেই জীবনীশক্তির অন্তিম দশা, বিদীর্ণ ওষ্ঠ, জিহ্বা ইহাতে রক্তকরণ এবং হস্তপদাদির সীমাংশের শীতলতা উপস্থিত হয়। কিন্তু এরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও উভয় ঔষধই আপন আপন বস্তুগত ধর্ম্মানুবন্ধক্রিয়া প্রকাশে বিরত না হওয়ায় আসেনিকের মানসিক উত্তেজনাপ্রবণতা এবং ল্যাকেসিসের স্পর্শ ও চাপে অসহিষ্ণুতা বর্তমান থাকিয়া উভয়ের স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত করে।

কার্ব ভেজিটেবিলিস্—ইহা এবং ল্যাকেসিস্ উভয় ঔষধই মদ্যপায়ীর পরিপাক দুর্বলতায় উপকারী। ইহার উদরক্ষীতি বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ, অগ্ননালীর সঙ্কুচিত ভাব, পরিত্রিত বস্ত্র সংস্পর্শে কটি দেশের অস্বস্তি, পুতিগন্ধ, রক্তময়, পচা ও পুরাকার বিষ্ঠা এবং সাধারণ পতনাবস্থা বা কোলাপ্স প্রভৃতি ল্যাকেসিসের তুল্য।

ইহাতে কার্বির আকাজ্জা থাকে কিন্তু অপরের দ্বায় তাহাতে কষ্টের লাভ হয় না। দুগ্ধ উত্তয়েরই সহ হয় না, কিন্তু সর্পবিষে তাহা পানের আকাজ্জা থাকে। বসাময় পদার্থ, দূষিত মাংস, অথবা মৎস্ত, শলুক শ্রেণীর বস্তু, বায়ুজননশীল খাদ্য, বরফ অথবা তৎসংশ্রবীয় বস্তু, ভিনিগার এবং অল্প ও বাষ্পোৎপাদক শাক সবজি কার্বি ভেজের রোগ বৃদ্ধি করে। ইহার উদগার অগ্নাস্বাদ ও পচা, ঢেতুর উভয় ঔষধেই উদরক্ষীতির উপশমকারী, ইহা ল্যাকেসিসের অল্প এক প্রকার অবজ্ঞা অশান্তিরও শান্তিবিধায়ী। উদগারান্তে উভয়েরই শ্বাসপ্রশ্বাস নির্বোধ হয়। উদরোর্ধ্ব প্রদেশ ইহাতে উর্দ্ধাভিমুখে টান টান ও আকৃষ্ট ভাবের অপনোদনে কার্বির এবং উদরক্ষীতিনিবন্ধন শ্বাসারোধ ভাবের উপশমদ্বারা ল্যাকেসিসের এই উদগারের উপকারিতা প্রকাশিত হয়।

কার্বোভেজে আহাৰান্তে নিদ্রানুতা এবং পূর্ণতা প্রযুক্ত উদর হঠাৎ ফাটিয়া যাওয়ার অমুভূতি জন্মে। ইহাতে আহাৰান্তে গুরুত্বানুভূতি অতি ব্যাপক ; ইহা আমাশয়ে থাকে, মস্তকে সীসক চাপের ত্রায় অমুভূতি দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং গুরু উদর যেন টানিয়া নামায়। আহাৰান্তে আমাশয়ের জ্বালার বৃদ্ধি হইয়া গলদেশ পর্য্যন্ত বিড় বিড় করিয়া উঠিতে থাকে।

ল্যাকেসিসের আমাশয় এবং উদরে পূর্ণতা ও চাপে কোন ভাবি বস্তু থাকার অমুভূতি জন্মে। পূর্ণ ভোজনের অমুভূতি বশতঃ মানসিক অবসাদ উপস্থিত হয়। রোগীর আমাশয় ও অস্ত্রে যেন কোন পিণ্ডাকার বস্তু থাকার অমুভূতি জন্মে। উদরের জ্বালাসহ কঠিন স্ফীতিতে বোধ যেন অশাভিমুখে প্রস্তর খণ্ড নামিতেছে, তজ্জন্ত রোগী স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে, অথবা সাবধানের সহিত পাদক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। ইহা **ল্যাকেসিসের** প্রদর্শক সঙ্কেচনানুভূতিরই প্রকার ভেদ বলিয়া অহমিত।

কার্বোর নিঃসারিত বায়ু অধিকতর পচা ও দুর্গন্ধময় এবং নাতকক্ষ্য হইলে তাহা আর্দ্র ও মলদ্বারের জ্বালাকর। অস্ত্রে অধিকতর বায়ু আটকাইয়া (incarcerated) অধিকতর জ্বালা হয়। ইহার বায়ু মূত্রস্থলীতে ও কটিমধ্যে ঠেল মারে। **ল্যাকেসিস্** রোগীর আহাৰ কালে আমাশয়ের চৰ্ক্ষনবৎ অমুভূতি ও বেদনার উপশম থাকে ; আহাৰে আমাশয়ের জ্বালা, রোগীকে সম্মুখে বক্র হইতে বাধ্য করে, এক্রপঃ সঙ্কেচনবৎ বেদনা, এবং থাকিয়া থাকিয়া শ্বাসরোধকারী বেদনা **কার্বোর** নিবারিত হয়। ইহার জ্বালা আমাশয় হইতে উর্দ্ধে বক্র ও অধঃদেশে উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সরলাস্ত্রের ক্রিয়ায় **কার্বোর** কুহন ও **ল্যাকেসিসে** সঙ্কেচন অধিকতর থাকে ; বায়ুর চাপজন্ত প্রথম ঔষধের সরলাস্ত্রের সঙ্কেচন

এবং দ্বিতীয়ের নিম্ন মলবেগ উপস্থিত হয়। মদ্য মাংসাদির অমিতা-
চারে উভয়েরই মীলাভ অর্শগুটিকা বন্ধির্নিজ্জাত হয়। ল্যাকেসি-
সিসের সঙ্কোচনামুহূর্ত্তি এবং শিরঃশূলের অধিকতর দপদপানি
প্রকৃতি ও কার্কেলের শিরঃশূলের অধিকতর গুরুত্বামুহূর্ত্তি এবং
অত্মাপেক্ষা উদরাময়ের অধিকতর তরলতা উভয়কে বিলক্ষণ প্রভেদিত
করে।

কল্‌চিকাম এবং **ল্যাকেসিস**—আমাশয়ের শৈত্যামু-
হূর্ত্তি (ইলাপ্স) ও জ্বালা, পরিহিত বস্ত্রের অসহিষ্ণুতা, বমন এবং
অতিসার, মলদ্বারের আক্ৰেপ, মলত্যাগে কুহন, দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ ও
বিষ্ঠা ত্যাগ, স্পর্শসহিষ্ণুতা, অত্যন্ত বলক্ষয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের ধীরতা এবং
নাড়ীর দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণে উভয় ঔষধই নানাদিক সমতা প্রকাশ
করে। কিন্তু **কল্‌চিকাম** খাদ্য বস্তুর ভ্রাণে বিবমিষার বৃদ্ধি,
রোগী স্থির ভাবে থাকিলে বমনের নিরন্তর, ইন্ডিয়াদির অসহিষ্ণুতাব
বশতঃ উজ্জ্বল আলোক, স্পর্শ অথবা উগ্র ভ্রাণ প্রভৃতিতে রোগীর উত্তে-
জনাপ্রবণতা, সাংঘাতিক ওলাউঠার দ্বারা অতিসার ও বমন এবং ইহার
প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর নিম্ন মলবেগসহ গুরুত্বারের সঙ্কোচন
ইহাকে অপর হইতে বিশেষরূপে প্রভেদিত করে।

ক্যাসি বাই এবং **ল্যাকেসিস**—আমরক্তরোগে ইহারা
অতি নিকট সমক্যুক্ত। উভয়েরই জিহ্বা লোহিতবর্ণ, ফাটা ও মসৃণ এবং
বিষ্ঠা কৃষ্ণাভ্যুক্ত। রোগের অতি প্রগাঢ় অবস্থায় লক্ষণাত্মকভাবে
ইহারা পরস্পর অকৃতবলের পরে প্রযোজ্য। প্রথম ঔষধের জিউলির
আটা বা জেলির দ্বারা ও কখন কখন টানিলে সূত্রবৎ স্লেষ্মায় বিষ্ঠা
এবং দ্বিতীয়ের ভয়াবহ দুর্গন্ধ বিষ্ঠা পরস্পরকে প্রভেদিত করে।

কল্‌কুলেসিসর আন্তরিক অন্ত্রলোম গতির (Peristalsis) স্বল্পতা,
মলত্যাগান্তে সরলান্ত্রের কুহনের বর্তমানতা (ইয়ে) যথেষ্ট প্রভেদক।

কলে রোগের বিবিধায় মুখলালার অভ্যন্তরীণ বুদ্ধিসহ সামান্য
গৌরবাল্যেই বয়সের প্রত্যাবর্তনে কল্‌চি ল্যাক-
সিসের তুল্য হইলেও অস্বাভাবিক লক্ষণ দ্বারা উভয়কে অতি সহজেই
প্রভেদিত করা যায়।

উদরযন্ত্রপ্রদাহ—অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্,
অন্ত্রপ্রদাহ বা এণ্টারাইটিস্।—এই সকল রোগে ল্যাক-
সিস্, বেল, মার্ক, রাস এবং কল্‌চিকাস প্রভৃতি
ঔষধের মধ্যে কল্‌চি ল্যাকসিসের সাদৃশ্য আছে, এ কারণ ইহাদিগকে
তুলনা করিলে ল্যাকসিসের প্রয়োগগুলি বোধগম্য হইবে।
বেলের সহিত ইহার প্রভেদ পূর্বেই দর্শিত হইয়াছে।

রোগের প্রবল অবস্থায় জ্বরাদি লক্ষণের প্রবলতা থাকিলে বেল-
ডনার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

মার্কুরিয়াস্ ও ল্যাকসিস্—এই সকল রোগে
মার্কের পরে ল্যাকসিসের অধিকার কাল। প্রথম ঔষধের
শান্তিহীন ঘর্ম ও ক্রুদ্ধময় বিষ্ঠা (ত্যাগ হউক বা না হউক), অনিবার্য
কুশ্বনের বর্তমানতা, দ্বিতীয়ের নান্দিক টাইফয়েড লক্ষণের উপস্থিতি,
জ্বর উচ্চ করিয়া চিত্তভাবে শয়ন এবং বাম পার্শ্বে অবস্থানপরিবর্তনে
দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে তদ্বিকে পিণ্ডবৎ পদার্থ গড়াইয়া যাওয়ার অভূত্বিত,
উভয়ের প্রভেদক।

সরলান্দ্ৰ এবং গুহাদ্বারে উভয় ঔষধের ক্রিয়ার প্রভেদ এই যে,
মার্কুরিয়াসে অধিকতর লগ্নতাবের কুশ্বন থাকে ; দেখিতে প্রদাহযুক্ত ও
ক্লান্ত সরলান্দের বহিঃস্থলন হয় বা হালিস জন্মে। ল্যাক-
সিসের কুশ্বন আক্কেপিক প্রকৃতির, থাকিয়া থাকিয়া হয়, এবং
তাহার সহিত মলদ্বারের সঙ্কোচন বর্তমান থাকিয়া স্থলিত সরলান্দ্ৰাংশ
ফাঁসবদ্ধ করিয়া রাখে। উভয় ঔষধেই পুরাতন কেষ্টবদ্ধ দৃষ্ট হয়। প্রথম

ঔষধের মলত্যাগে অত্যন্ত ক্লেশ থাকে ও বিষ্ঠা আটাবৎ অথবা বুরবুরে হয় এবং মলত্যাগ কালে গাত্রে শীতের ভাব উপস্থিত হয়।

গুহ্বাঘারের সঙ্কোচনকারী ঔষধের মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয় উল্লেখযোগ্য—

বেল—মলঘার ও জননেন্দ্রিয়াভিমুখে চাপ ও ঠেলাযারা বেগ এবং পর্যায়ক্রমে গুহ্বাঘারের সঙ্কোচন; আমরক্তরোগে গুহ্বাঘারের সঙ্কুচিত অবস্থা।

কষ্টিকাম—মলঘারের আক্কেপিক সঙ্কোচনসহ নিফল মলবেগ, উৎকর্ষা ও বৃদ্ধরক্তিমা।

নাই এসি—সরলাস্ত্রে কাঠখণ্ড ছুটিয়া থাকি এবং সবলাস্ত্র ছিন্ন হওয়ার অহুত্বসহ মলত্যাগ কালে এবং তাহার পরেও অনেক সময় পর্যন্ত মলঘারের সঙ্কোচন।

নেট মিউ—মলত্যাগকালে সরলাস্ত্রের সঙ্কোচনের অহুত্ব, নিষ্ঠা ত্যাগে মলঘারের বিদারণ, বারবার নিফল মলবেগ এবং গুহ্বাঘারের আক্কেপিক সঙ্কোচন।

ইগ্নে—সরলাস্ত্রের স্নায়ুশূল; সঙ্কোচনসহ কর্ডন ও তীরবেধবৎ বেদনা; গুহ্বাঘারের সঙ্কোচন মলত্যাগান্তেও বর্তমান থাকে। ইহার লক্ষণাদি গুহ্বাঘার লক্ষণের স্যায় অসামঞ্জস্যভূত, নিয়মহীন ও ধামখেয়ালী ভাবের।

তপিস্যাম—উদরশূলে কোষ্ঠবদ্ধসহ মলঘারের আক্কেপযুক্ত সঙ্কোচন। **প্লাস্মামেও** এইরূপ।

উপরিলিখিত ঔষধনিচয় হইতে ল্যাকেসিসকে প্রভেদ করিতে হইলে ইহার বিশেষ লক্ষণের—সরলাস্ত্রের অতি বহুলাংশ বেগ, কিন্তু তাহার সঙ্কোচনাবস্থা বর্তমান থাকায় বেগ দিতে এতাদৃশ কষ্ট, যে রোগী বেগ দিতে নিরস্ত থাকে—বিষয় চিন্তা করা আবশ্যিক। অর্শ বহির্নিষ্কাশ ও সঙ্কুচিত থাকে। **মেন্ডিক্লিন্সামে**

মলত্যাগের পর বহির্নিষ্কাশিত সরলাত্মের সঙ্কোচন ও গুল্মহারের চাপ।

পুষ্পলক্ষণ, পচন বা গ্যাংগ্রিণ আরম্ভ হইয়া যোগ দুর্বলপ্রকৃতি ও টাইফয়েড লক্ষণ প্রকাশ করিলে প্রধানতঃ যথাক্রমে ক্লাস প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগ কাল উপস্থিত হয়। তন্মোগ্রস্ত ক্লাস রোগীর জ্বর ক্রমে প্রবলতা প্রাপ্ত অথবা বদ্ধিত হইতে থাকে। কটাবর্ণ জিহ্বার শুষ্কত্বকবৎ অবস্থা এবং জিহ্বাগ্রে ত্রিকোণাকার লোহিতবর্ণ স্থান। জলবৎ, পচা, ক্রোদময়, হরিদ্রাবর্ণ এবং রক্তযুক্ত উদরাময় সহ প্রায়শঃ উরু বাহিয়া ছিন্নবৎ বেদনা; রোগী নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে মল ত্যাগ করে—ল্যাকেসিসে কটি হইতে উরু পর্যন্ত কাঠিন্য উপস্থিত হয়। ডিম্বাশীতল রোগের ক্ষীত স্থান চাপিলে ক্লাস রোগী উপশম পায়, ল্যাকেসিস্ রোগীর তাহা স্পর্শসহিষ্ণু। সরলাত্মসমিহিত কোষিকোপানানপ্রদাহ (periproctitis) আঘাত বশতঃ হইলে ক্লাসই তাহার ঔষধ, কিন্তু তাহাতে পুষ্পলক্ষণের পর নিঃসরণের চিহ্ন দেখা না দিয়া সমিহিত প্রদেশ নীলক্লকবর্ণ উপস্থিত করিলে ল্যাকেসিস্ দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

ল্যাকেসিসেন্ন বিশেষ লক্ষণ মধ্যে উদরের স্পর্শ-সহিষ্ণুতা, প্রদাহযুক্ত উদরদেশের সঙ্কোচন এবং সূচিবেধানু-ভূতির কটিদেশ ও উরুর অভিমুখে বিস্তার এবং জাহ্নসন্ধি উল্লে রাখিয়া রোগীর চিত্তভাবে শয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রোপ্লাম—ইহার অধোদরের দক্ষিণ কটিদেশের (ইলিওসিকাল প্রদেশ) টান টান জাব ও ক্ষীতির স্পর্শে ও চালনায় বেদনা। উদর-প্রাচীরের সংহরণ। বিষ্ঠার ভ্রাণযুক্ত বমন ও উদগার।

কলুচিকম ও ল্যাকেসিস—উভয় ঔষধেই প্রগাঢ় বলহানি, লক্ষ্যহীনতা, উদরের তাপ এবং অঙ্গলীমাদির শীতলতা উপ-

হিত হয়; নাড়ী সূত্রবৎ স্পীণ হইয়া যায়; রোগীকে উত্তোলন করিলে মস্তক পশ্চাৎপার্শ্বে ও নিম্ন চুয়াল অধঃদিকে বুলিয়া পড়ে; মুখ বিকটাকার হয়, রোগী কষ্টে জিহ্বা বাহির করিতে পারে এবং অসাড়ে মলত্যাগ হইতে থাকে। কিন্তু কলুচির—উদরক্ষীতি অন্ত্রাপেক্ষা অধিকতর। শুভ্র আঁইসের তায় অথবা ছিবড়া (Shreddy) পদার্থযুক্ত বিষ্ঠা; জিহ্বা পুরু কটা লেপযুক্ত অথবা তাহার মূলদেশ সলেপ এবং অবশিষ্টাংশ উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ এবং অধোদর স্পর্শসহিষ্ণু থাকায় ইহা ল্যাকেলিস হইতে প্রভেদ প্রদর্শন করে।

আঁশিকা—লক্ষণ—প্রগঢ় স্ফুটন ও ফুৎকারসহ শ্বাস-প্রশ্বাস, জিহ্বা শুষ্ক এবং তাহার মধ্যাংশ উর্দ্ধাধভাবে কটাবর্ণ, ও উদর স্ফীত এবং রোগীর অনৈচ্ছিক মলমূত্রত্যাগ। ইহার প্রভেদক লক্ষণ এই যে, রোগীর গাত্রে কালশিরা দেখা দেয় এবং শরীরের ঘূষ্টবৎ বেদনা নিবন্ধন রোগী অস্থির থাকে, কিন্তু শয্যোপকরণ সমান এবং অবস্থানের পরিবর্তন করিয়া দিলে উপশম বোধ করে।

মূত্রবন্ধ রোগ—লালামেহ বা এলুমিনিরিয়া, রক্তমেহ বা হিমেটুরিয়া এবং মূত্রস্থালী প্রদাহ বা সিস্টাইটিস।—এহলেও প্রকৃত রোগাপেক্ষা রোগীর সাধারণ অবস্থার উপর ল্যাকেলিস সিন্সের প্রয়োগ নির্ভর করে। এলুমিনিরিয়া রোগে মূত্রের লক্ষণ অপেক্ষা শ্বাসপ্রশ্বাসবিকার, নিদ্রার পরে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি ও শরীরের নীলাভা, এবং মূত্রস্থালী প্রদাহ রোগে তল্লক্ষণাপেক্ষা মূত্রের পচিবন্ধ (মূত্র মূত্রস্থালী অভ্যন্তরে অধিক কাল থাকার উপর নির্ভর করে না, সর্বাঙ্গীন রসরক্তাদির দূষিত ও পচিবন্ধ প্রকাশ করে মাত্র) ল্যাকেলিস প্রয়োগের উপযুক্ত প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

রক্তমেহ রোগেও ইহার সমপ্রণীর্ণ ও সমকক প্রভেদ-

ল্যাসেন্স দূষিত, টাইকয়েড অরাদির স্তায় শোণিতের পড়া শড়া অবস্থা প্রকাশক লক্ষণ বুট্ট হইলে ল্যাকেসিস প্রযোজ্য । একারণে এই রোগে মূত্রের অধঃদেশে বিগ্নেয়িত শোণিতকণিকা ও পচিত সূত্রজান পদার্থ বা কাইত্রিণের খিতিয়া পড়া এবং মূত্রের দৃষ্টিবিচালির স্তায় কৃষ্ণবর্ণ অবয়ব ল্যাকেসিসেন্স বিশেষ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত ।

জলশোথরোগ বা ডিপ্‌সি।—আরক্ত অর বা স্বালেটিনা উপরিউক্ত লালামেহরোগের একটি বিশেষ কারণ বলিয়া পরিচিত । আরক্ত অরে লালামেহরোগ উৎপন্ন হইয়া শর স্বলনের বিলম্ব হইলে সর্বাঙ্গীন জলশোথ জন্মে এবং তাহাতে সম্পূর্ণ মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয় অথবা তাহার স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ অংশ থাকে । বহুকাল ধরিয়া অমিত মাত্র পান্যশক্ত ভগ্নবাহ্য রোগিদিগের জলশোথে ল্যাকেসিস, কলগ্রন্থ শোথিত শরীরস্থানের অকু নীলকৃষ্ণাত থাকে ।

উপরিউক্ত কৃষ্ণঅংশযুক্ত মূত্র হেলিবরাসেও দেখিতে পাওয়া যায় কল্‌চি, নেট মিউ, এসিড কার্বলিক এবং ডিজিটেলিসেও কৃষ্ণবর্ণ মূত্র দেখা যায় । এপিস, এমন বেনজোয়েট, আস, এসিড, বেজেগা, আপি, ত্রপি, কার্ব ভেজ, কেলি কার্ব এবং টেল্লিবিছের মূত্র কৃষ্ণাত আবিগম্য । ল্যাকেসিসের মূত্র বুদবুদ উচ্ছলন বিশিষ্ট । কিন্তু উল্লিখিত অপর কোন মূত্রেই তরুণ হয় না ।

হেলিবরাস—ইহার জলশোথে ইঞ্জিয়াত্বৃতির অবলাদ, পেশীর দৌৰ্ব্বল্য, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও স্ফীতি এবং জিউলিয় আটা বা জেলির ন্যায় আমযুক্ত বিষ্টার বর্তমানতা প্রভেদক । শয়ানাবস্থায় ইহার রোগীর খালপ্রখালের কষ্টের উপশম ল্যাকেসিস ও আসেন্স বিপরীত ।

ডিজিটেলিস—ইহার কান্‌চে, দোলা ও অগ্রচূর মূত্রসহ হৃৎ-

পিণ্ডের চূর্ণলতা বশতঃ মুর্ছার ভাব ও নীলাভ মুখ ল্যাকেলিসেন্সের লক্ষণে দৃষ্ট হইলেও ল্যাকেলিসেন্সের বরবস্ত্র ও বকের লক্ষোচনপ্রযুক্ত কষ্ট এবং ডিজিটার বক্ষমধ্যে স্থানরোধক লক্ষোচনে যেন বক্ষযন্ত্রাদির একত্র জড়ীভূত হওয়ার ভায় অস্থিত উভয়কে প্রভেদিত করে। ডিজিটার্লিনিসে আমাশয়প্রদেশ দমিয়া যাওয়ার ভায় বোধ হওয়ার মূত্রের অস্থিত ভায়ে ।

টেরিবিস্থ—ইহার ঘোলা মূত্র ধূমের ভায় বর্ণযুক্ত ও কাকিচূর্ণ-বৎ তলানিবিধিষ্ট। ইহাও আরক্ত জরাস্ত্রের জলশোধে উপকারী। শ্বাসকষ্ট বশতঃ রোগীকে ধরিয়া বসাইয়া রাখিতে হয়। জিহ্বা শুষ্ক ও চক্চকে, রোগী তদ্রাগস্ত। কিড্‌নিরোগের প্রথম রক্তাধিক্যাবস্থায় ইহা উপযোগী। ল্যাকেলিসন্স অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর উদর-ক্ষীতি, মূত্রভ্যাগে জ্বালা ও পৃষ্ঠবেদনা থাকে।

এপিস—ইহাও ল্যাকেলিসেন্সের ভায় আরক্তজরাস্ত্রিক জলশোধে উপকারী। উভয় ঔষধেই লালামেহ, পাচা রক্ত মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ অপ্রচুর মূত্র এবং শ্বাসকষ্ট থাকে। কিন্তু এপিসে প্রায়শঃ তৃষ্ণা-হীনতা, সাদাটে বকের স্থানে স্থানে আমবাতের উদ্ভেদ, শোথযুক্ত অঙ্গে লোহিতবর্ণ ফুজুড়ি অথবা গোলাপী রক্তের বিসর্পবৎ আবরণ থাকে। কিড্‌নিরোগ নিবন্ধন এবং মেনযুক্ত অপ্রচুর মূত্রে শোণিত না থাকিলেও এপিসেন্স সুম্পষ্ট জ্বংবিকার লক্ষণ ও মানসিক অস্থৈর্য্য ইহার নির্দোষে যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু উপরিউক্ত মূত্র শোণিতমিশ্রিত থাকিয়া কৃষ্ণবর্ণ, আবিলময় ও কাকিচূর্ণবৎ তলানিযুক্ত হইলে, দণ্ডায়মানাবস্থায় রোগীর পদের নীতলতা ও শ্বাসকষ্ট জন্মিলে, শ্বাসনালীর প্রতিষ্ঠার বশতঃ যে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় সেয়া নিষ্ঠূত হইয়া তাহা উপশম পাইলে এবং বরবস্ত্রের আক্কেপিক লক্ষোচন হইলে ইহাকে রক্তাক্ত ঔষধসহ তুলনা করার আবশ্যক।

অ্যাসেনি কিক—মূত্র দেখিতে গোময়মিশ্রিতবৎ হইলে এবং সন্ধ্যাকালে শয়নের চেষ্টায় শ্বাসকৃচ্ছের বৃদ্ধি ও ১২টা রক্তনীতে তজ্জন্ত নিদ্রাভঙ্গ এবং শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত হইয়া তাহার হ্রাস পাইলে ইহা **এপিসি** এবং **ল্যাকেসিস্** হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে ।

ল্যাকেসিস্—নিদ্রাবেশ মাত্র শ্বাসকৃচ্ছের বৃদ্ধি এবং অভ্যস্ত পরিমাণ ঘন, আটাল ও ঝিল্লোসংলগ্ন শ্লেষ্মা কাসিয়া উঠাইলে তাহার উপশম ইহাকে **এপিসি** এবং **অ্যাসেনি** হইতে প্রভেদিত করে। **অ্যাসেনি** অপেক্ষা ইহাতে পরিহিত বস্ত্রসংস্পর্শের অসহিষ্ণুতা অধিকতর থাকে । উভয় ঔষধেই দম্ব আটকাইবার ভীতিপ্রযুক্ত ত্বরিত পরিহিত বস্ত্র ছিন্ন করিয়া শিথিল করে। অধিকন্তু বৃগাহুভূতির অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার বর্তমানতায় **ল্যাকেসিস্** অল্প ঔষধ হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে ।

ক্যাপ্টিকাম—ইহা আমাশয়, অন্ত্র এবং কিডনীর শৈথিল্য ঝিল্লোর অতি প্রগাঢ় রক্তাধিক্য উপস্থিত করে । ইহার ঘোলাটে ও এলুমেনযুক্ত (লালা) মূত্র নিরবচ্ছিন্ন মসীর ত্রায় কৃষ্ণবর্ণ । জলশোথ থাকে । কিন্তু ইহার মূত্রস্থলী গ্রীবার সঙ্কোচক পেশীর উত্তেজনার প্রাধান্যসহ মূত্র-ত্যাগান্তে মূত্রস্থলীর কুঙ্কন এবং বিশেষতঃ স্নায়বিক দুর্বলতাসহ তাহার বোধাধিক্য থাকায় গাউটরোগগ্রস্ত রোগিদিগের পক্ষে ইহার উপযোগিতা ইহাকে সম্যক প্রকারে **ল্যাকেসিস্** হইতে প্রভেদিত করে ।

উপদংশরোগ বা সিফিলিস্—**মার্কানির** অপব্যবহারের কুফল সংশোধন করিতে ও কঠোর পচা, লড়া অবস্থা থাকিলে তাহা দূর করিতে **ল্যাকেসিসেন্স** প্রয়োগ হইয়া থাকে । ইহার বিশেষ প্রকৃতির গলকত, কঠোর চতুর্দিকে নীলাভার বর্তমানতা, রক্তনীতে অস্থিবেদনার উপস্থিতি, প্রবল শিরঃশূল এবং কঠোর গলিত অবস্থা প্রভৃতি **ল্যাকেসিস** প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ মধ্যে গণ্য ।

অথবা পরিমাণ পারদ লেবনে জন্মার নীলাভ অক্বেস্টিভ অগভীর

কত, টিবিয়া অস্থির কত (caries), আক্রান্ত জন্বা অংশের স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা এবং কালচে লোহিত বর্ণ, গলাভ্যন্তরের কত এবং রক্তনীতে অস্থিবেদনা প্রভৃতি লক্ষণেও ল্যাকেসিস প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অবস্থা বিশেষে ল্যাকেসিস ক্তরোগে নিম্নলিখিত প্রকৃতিও প্রকাশ করে।

১। ক্তের চতুর্দিকস্থ স্থানে ফুঁড়ি, ফোকা ও পুয়ণ্ডটিকা। ২। ক্তের চতুর্দিকস্থ স্থানের জ্বালা। ৩। পুতিগন্ধবিশিষ্ট স্রাব। ৪। ক্তের অগভীরতা। ৫। ক্তবর্ণ ক্তের গলিতাবস্থা।

ল্যাকেসিস ক্ত স্পর্শ করিলে অধিকতর জ্বালা হয়; চতুঃপার্শ্বে নানাবিধ কলঙ্ক থাকে। ইহার জন্বার ক্ত অগভীর ও বিস্তৃত এবং তাহা হইতে অত্যন্ত স্রাব নির্গত হয়; ক্তের চতুর্দিকস্থ স্বকে ক্তবর্ণ ফোকা জন্মিলে তৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; কখন বা ক্তের স্রাব হঠাৎ বন্ধ হইলে রোগীর বুদ্ধির জড়তা ও গাত্রের শীতলতা জন্মে, জন্বা শোথিত হয় এবং শিরাপ্রদাহের (Phlebitis) চিহ্ন স্বরূপ শিরার গতিপথের সমন্বয়ে নীললোহিত স্ফীতি দেখা দেয়। ল্যাকেসিসের এই সকল লক্ষণ আস, কার্ক ভেজ, সিকেলি ও সিক্সনা সহ তুলনা করা যাইতে পারে। আস রোগীর প্রভূত দুর্বলতা সত্ত্বেও আয়বিক উত্তেজনা ঘটিত অস্থিরতা; কার্ক ভেজ দুর্বলতায় শারীরিক শীতলতা ও নিশ্চেষ্টভাব, শীতল স্বপ্ন এবং শীতল প্রবাস প্রভৃতি পতন লক্ষণ; সিকেলি যন্ত্রণার শৈত্যপ্রয়োগে উপশমন এবং অত্যধিক স্রাব নিবন্ধন জীবনীশক্তির ক্ষয়; শোণিতাপচয় প্রযুক্ত চাম্বনার প্রভূত দুর্বলতা এবং রক্তহীনতার লক্ষণাদি; ল্যাকেসিসের ক্তের মড়ি পচা দুর্গন্ধ ও বিশেষ প্রকারের স্পর্শসহিষ্ণুতা প্রভৃতি উপরি উক্ত নানাবিধ লক্ষণ, পরস্পরকে প্রভেদিত করে।

হিপ্পাক্রিস সল্ফার ও ল্যাকেসিস্—উভয়েই লম্বা-
বিশিষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ উপদংশ রোগে পারদেব কুকল সংশোধনেই
ইহাদিগের লম্বাণবস্তার বিশেষ প্রকটন। **ল্যাকেসিসেন্স** কতের
চতুর্দিকের নানাধিক নীলাভা এবং **হিপ্পাক্রিস** কতের স্পর্শা-
সহিষ্ণুতা থাকিলেও, **ল্যাকেসিস** তায় জীবনীশক্তির ক্ষয়িতাবস্থা।
হিপ্পাক্রিস দৃষ্টিগোচর হয় না। **লাইকপোডিস্** সর্প-
বিষেরক্রিয়ায় সম্পূর্ণকারী ঔষধ। **লাইক** কালচে ধূসরভ
পীত বর্ণের উপদংশখটিত গলকতের গলার দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ,
ললাটেদেশের তাত্রবর্ণ পীড়কা, ক্ষত মাত্রেই নিরাময়োন্তেক শক্তি-
হীনতা বশতঃ জড়ভাব, রজনীতে ছিন্নবৎ আলাকর বেদনার বৃদ্ধি এবং
পূয়ের স্বর্ণপ্রতিম পীতবর্ণের বর্তমানতা ইহাকে **ল্যাকেসিস** হইতে
প্রভেদিত করে। **নাইট্রিক এসিড** ও **ল্যাকেসিসেন্স**
তায় জন্মা প্রভৃতি স্থানের পচা লড়া ও গলিত কতের ঔষধ। কিন্তু
ইহার কতের কিনারার অসমতা ও কতের অতিবর্জিত মাংসাস্তুর হইতে
সহজে রক্তস্রাব এবং ইহার গলকতের খোঁচাবৎ বেদনা ও উর্দ্ধাধঃ ওঠের
সংযোগ কোণের কাটাভাব ইহাকে অপরাপর ঔষধ হইতে স্বাতন্ত্র্য
প্রদান করে।

পুংজনেন্দ্রিয় রোগ, ধ্বজভঙ্গ।—অতিরিক্ত মন্যপানাদি-
ষটিত অনিতাচার **ল্যাকেসিস** রোগের প্রকৃষ্ট কারণ মধ্যে গণ্য।
রোগীর কামেচ্ছার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যন্ত্রগত শক্তির অভাবে
উপযুক্ত লিঙ্গোপাধি হয় না এবং য়েতৎকালনের অসম্পূর্ণতা বশতঃ সুখো-
দয়ের অভাবে রোগীর মানসিক অশান্তি জন্মে।

স্ত্রীজনেন্দ্রিয়বিকার—ঋতুসন্ধিরোগ।—কোন কোন
বালিকা সোরাদোষাদি বশতঃ এক্রপ হীনস্বাস্থ্য থাকে যে তাহাদিগের ঋতু
স্রাবচাক্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এইরূপ ঋতুদোষ প্রযুক্ত তাহারা প্রথম

ঋতু হইতেই নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অপরন্তু বর্ষায়সীদিগের বহু সন্তান এসবাদি কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিলে শেষ জীবনে উপযুক্ত সময়ে ঋতু বন্ধ না হওয়ায় তাহারাও নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হয়।

বালিকাদিগের প্রথম ঋতুর আগমে গোণিতস্রাবের অপ্রচুরতা এবং বর্ষায়সীদিগের ঋতুস্রাবের হঠাৎ রোধ নিবন্ধন যে সকল রোগ জন্মে তাহার পক্ষে ল্যাকেসিস্ উপযোগী ঔষধ। এই সমুদয় রোগের মধ্যে অর্শ, রক্তস্রাব, মূর্ছাদেশের জ্বালা এবং শিরঃশূল প্রভৃতি অধিকাংশ সময়ে বিশেষ কষ্টপ্রদ। তদ্ব্যতীত বর্ষায়সীদিগের মধ্যেই ল্যাকেসিস্ রোগের অধিকতর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কম্পাষিত নাড়ী, দপ্পদপানি শিরঃশূল, মস্তকান্তিমুখে শোণিতোচ্ছ্বাস, তাপ ও পদের শীতলতা এবং ত্বংলিঙের সঙ্কোচন প্রভৃতি ইহাদিগের প্রায় চিরসহচর হইয়া পড়ে।

এমিল নাইট্রাস্—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাসে ডাং ডিউই ইহার ৩০ ক্রম প্রয়োগের উপদেশ দেন।

ষ্ট্রেন্সিস্থানা কার্বনিকা—বস্ত্রাবরণ দ্বারা মস্তক গরম রাখিলে বয়ঃসন্ধিকালের মস্তকের তাপোচ্ছ্বাস প্রযুক্ত কষ্টের উপশম।

স্যাঙ্কুইনেরিস্থা—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাস, এবং প্রচুর ঋতুস্রাবসহ শিরঃশূল।

ক্যালোডিস্থাম—বর্ষায়সীর ঋতুরোধ কালের যৌনিকগুণন।

একনাইট—ঋতুরোধকালে শোণিতসঞ্চালনের বিশৃঙ্খলা বশতঃ **একনাইটের** এসিডলবণের আবির্তাবে উপযোগী। ডাং হিউজ এছলে লক্ষণানুসারে গ্রানইন দ্বারা উপকার পাইয়াছেন।

ভেরেট্রাম ভিরডি—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাসে ডাং ডিউই ইহাকে সর্বোচ্চ পদ প্রদান করিয়াছেন।

হিপারিস সল্ফার ও ল্যাকেসিস্—উভয়েই লম্বণ-
বিশিষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ উপদংশ রোগে পারদের কুকল সংশোধনেই
ইহাদিগের লম্বণবস্তার বিশেষ প্রকটন। **ল্যাকেসিসেন্স** কতের
চতুর্দিকের নানাধিক নীলাভা এবং **হিপারিস** কতের স্পর্শা-
সহিষ্ণুতা থাকিলেও, **ল্যাকেসিস** জ্বর জীবনীশক্তির ক্ষয়িতাবস্থা
হিপারিসে দৃষ্টিগোচর হয় না। **লাইকপোডিয়াম** সর্প-
বিষেরক্রিয়ার সম্পূর্ণকারী ঔষধ। **লাইক** কালচে ধূসরভ
পীত বর্ণের উপদংশবটিত গলকতের গলার দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ,
ললাটদেশের তাদ্রবর্ণ পীড়কা, ক্ষত মাজেরই নিরাময়োন্তেকক শক্তি-
হীনতা বশতঃ লড়াই, রক্তনীতে ছিন্নবৎ আলাকর বেদনার বৃদ্ধি এবং
পূয়ের বর্ণপ্রতিম পীতবর্ণের বর্তমানতা ইহাকে **ল্যাকেসিস** হইতে
প্রভেদিত করে। **নাইট্রিক এসিড** ও **ল্যাকেসিসেন্স**
জ্বর জন্মা প্রভৃতি স্থানের পচা লড়া ও গলিত কতের ঔষধ। কিন্তু
ইহার কতের কিনারার অসমতা ও কতের অভিবর্জিত মাংসাস্থর হইতে
সহজে রক্তস্রাব এবং ইহার গলকতের খোঁচাবৎ বেদনা ও উর্দ্ধাধঃ ওঠের
সংযোগ কোণের কাটাতাব ইহাকে অপরাপর ঔষধ হইতে স্বাতন্ত্র্য
প্রদান করে।

পুংজনেন্দ্রিয় রোগ, ধ্বজভঙ্গ।—অতিরিক্ত মদ্যপানাদি-
বটিত অনিতাচার **ল্যাকেসিস** রোগের প্রকৃষ্ট কারণ মধ্যে গণ্য।
রোগীর কামেচ্ছার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যন্ত্রগত শক্তির অভাবে
উপযুক্ত লিঙ্গোপাধি হয় না এবং য়েতৎকালনের অসম্পূর্ণতা বশতঃ সুখো-
দয়ের অভাবে রোগীর মানসিক অশান্তি জন্মে।

স্ত্রীজনেন্দ্রিয়বিকার—ঋতুসন্ধিরোগ।—কোন কোন
বালিকা সোরাদোবাধি বশতঃ এক্রপ হীনদ্বাষ্ট্য থাকে যে তাহাদিগের ঋতু
স্রাবচক্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এইরূপ ঋতুদোষ প্রযুক্ত তাহারা প্রথম

ঋতু হইতেই নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে । অপরন্তু বর্ষায়সীদিগের বহু সন্তান প্রসবানি কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিলে শেব জীবনে উপযুক্ত সময়ে ঋতু বন্ধ না হওয়ায় তাহারাও নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হয় ।

বালিকাদিগের প্রথম ঋতুর আগমে গোণিতস্রাবের অপ্রচুরতা এবং বর্ষায়সীদিগের ঋতুস্রাবের হঠাৎ রোধ নিবন্ধন যে লকল রোগ জন্মে তাহার পক্ষে ল্যাকেসিস্ উপযোগী ঔষধ । এই সমুদয় রোগের মধ্যে অর্শ, রক্তস্রাব, মূর্ছাদেশের জ্বালা এবং শিরঃশূল প্রভৃতি অধিকাংশ সময়ে বিশেষ কষ্টপ্রদ । তদ্ব্যবস্থ্য বর্ষায়সীদিগের মধ্যেই ল্যাকেসিস্ রোগের অধিকতর প্রাদুর্ভাব দেখা যায় । কম্পাষিত নাড়ী, দপ্পদপানি শিরঃশূল, মস্তকান্ধিমুখে শোণিতোচ্ছ্বাস, তাপ ও পদের শীতলতা এবং ত্বণ্ডিলিঙের স্কোচন প্রভৃতি ইহাদিগের প্রায় চিরসহচর হইয়া পড়ে ।

এমিল নাইট্রাস্—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্চাসে ডাং ডিফুই ইহার ৩০ ক্রম প্রয়োগের উপদেশ দেন ।

ষ্ট্রিন্সিক্রান্ কাৰ্কনিকা।—বজ্রাবরণ দ্বারা মস্তক গরম রাখিলে বয়ঃসন্ধিকালের মস্তকের তাপোচ্চাস প্রযুক্ত কষ্টের উপশম ।

স্যাঙ্কুইনেরিস্সা—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্চাস, এবং প্রচুর ঋতুস্রাবসহ শিরঃশূল ।

ক্যালোডিস্লাম—বর্ষায়সীর ঋতুরোধ কালের যোনিকণ্ডুয়ন ।

একনাইট—ঋতুরোধকালে শোণিতসঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা বশতঃ একনাইটের এসিডলব্ধের আবির্ভাবে উপযোগী । ডাং হিউজ এছলে লক্ষণানুসারে গ্রানাইন দ্বারা উপকার পাইয়াছেন ।

ভেরেট্রাম ভিরডি—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্চাসে ডাং ডিফুই ইহাকে সর্বোচ্চ পদ প্রদান করিয়াছেন ।

**অণ্ডাধার বা ওভারিরোগ—অণ্ডাধারপ্রদাহ বা ওভা-
রাইটিস্ এবং অণ্ডাধারের অর্কদরোগ বা টিউমার।—**
বাম অণ্ডাধারের রোগে **ল্যাকেসিসেন্স** বিশেষ ক্ষমতা দৃষ্ট হয়।
ইহা তাহার প্রদাহ ও অর্কদ প্রভৃতি রোগারোগ্য করিতে লক্ষ্য। রোগ
দক্ষিণ অণ্ডাধার অক্রমণ করিলেও বামযন্ত্রে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ
যন্ত্রে যায়। অণ্ডাধারের তরুণ ও পুরাতন প্রদাহ, পুণস্কার, সাধারণ-
বিবৃদ্ধি, অর্কদরোগ এবং স্নায়ুশূল প্রভৃতি যে কোন রোগে আক্রান্ত
ওভারিপ্রদেশে বস্ত্রাদির স্পর্শে অসহিষ্ণুতা এবং জরায়ুস্রাবে বেদনার উপশম
প্রভৃতি **ল্যাকেসিসেন্স** প্রসিদ্ধ লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা দ্বারা
উপকার হইয়া থাকে। অপ্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ ও দুর্গন্ধ ঋতুশোণিতের
ক্ষীণভাবে নির্গমণ, হিপ বা বক্ষন সন্ধির বেদনা এবং বাম ওভারির
অধোভাগে ঠেল মারার অনুভূতি প্রভৃতি ইহার রোগের অন্ত্যন্ত লক্ষণ।

জিঙ্কাম—বাম অণ্ডাধারে ছিদ্র করার দ্বারা বেদনা, ঋতুস্রাবে
এবং স্বল্পচাপে উপশম; পদের অস্থির ভাবে চালনা ইহার অগ্রতম লক্ষণ।

গ্র্যাফাইটিস্—ইহাতে বাম অণ্ডাধারের ক্ষীতি ও কাঠিন্য
এবং ঋতুস্রাবের বিলম্বে অথবা অপ্রচুরতায় দক্ষিণ অণ্ডাধারেরও
বেদনা হইয়া থাকে।

আভেস্টোম মেট—বাম ওভারির ঘূটবৎ বেদনা এবং
অনুভূতি যেন ওভারি বর্জিত হইতেছে।

ন্যাক্সা—বাম ওভারির প্রবল ঋতুবৎ বেদনা।

টাইফয়েড জ্বর বা সন্নিপাত জ্বরবিকার।—এই জ্বরের
শেষভাগের অতি সাংঘাতিক অবস্থায় **ল্যাকেসিসেন্স** প্রযুক্ত হয়। রোগী
অজ্ঞানান্তিভূত থাকে, নিম্ন চুরাল ঝুলিয়া পড়ে এবং মুহূর্মুহু স্বরে অলংলয়
প্রলাপ কথন অথবা বহুভাষিতা বর্তমান থাকিতে পারে। এই সমুদয়
লক্ষণ রোগীর মস্তিষ্কীয় পক্ষাঘাতের উপক্রমাবস্থা সূচিত করে। অতি

অসহনীয় পুতিগন্ধময় উদরাময় থাকে। এপিসের তায় কম্পমান ও শুক জিহ্বা বাহির করিতে দস্তুর পশ্চাতে আটকাইয়া যায়। তপিস-স্রোমেও মস্তিষ্কের অবশতার স্ফূটন হইয়া নিম্ন চ্যুয়াল বুলিয়া পড়ে, কিন্তু এই অবস্থায় ঘোরলোহিতবর্ণ মুখশ্রী এবং নাসিকাধ্বনি বর্তমান থাকিয়া ইহার স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত করে। পেশীআনর্ডনে হাঙ্গস্রাস্রা-নাসের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়। রক্তস্রাবের প্রধাত্তবিশিষ্ট রোগের ল্যাকেসিস প্রধান ঔষধ; অস্ত্র হইতে রক্তবর্ণ রক্তস্রাব হয়; ফলতঃ প্রত্যেক শরীরদ্বার হইতেই রক্তস্রাব হইতে পারে, স্পর্শসহিষ্ণুতা লক্ষণ বর্তমান থাকিলে তাহা ইহার নিশ্চিত প্রদর্শক মধ্যে গণ্য।

পীতজ্বর বা ইয়াল ফিবার।—ইহা অতি সংঘাতিক প্রকৃতির রোগ। ইহার চিকিৎসায় ল্যাকেসিস বিলক্ষণ ব্যাতি লাভ করিয়াছে। বমন, উদরের স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা, কটাবর্ণ জিহ্বা, প্রলাপে ধীরে ধীরে কথাবলা, বিবাম্বা, দুর্গন্ধ অতিসারাদি শারীরিক নিঃস্রব এবং রক্তবর্ণ মূত্র প্রভৃতি এবং বিযজ্রিয়া প্রযুক্ত দূষিত স্নায়বিক লক্ষণাদি ইহার প্রদর্শক।

সালফুরিক এসিড—রক্তবর্ণ রক্তস্রাব, অত্যধিক ঘর্ম বশতঃ বলহীন, পচা গন্ধযুক্ত উদরাময় এবং মূত্রের অপ্ৰচুরতা দ্বারা ইহা নির্ঝাচিত হয়।

আর্জেন্টাম নাই—ইহাও পীতজ্বরের অন্ততম প্রশংসনীয় ঔষধ। বমন ইহার প্রয়োগোপযোগী লক্ষণ। বিশেষতঃ বমন অতি সাম্ভাব্যিক প্রকৃতি ধারণ করিয়া রোগীর পতনাবস্থা উপস্থিত করিলে ইহা দ্বারা মহোপকার সাধিত হয়।

সবিরামজ্বর।—শরৎকালের কুইনাইন আবদ্ধ সবিরাম জ্বর বসন্ত কালে পুনরাবর্তন করিলে ল্যাকেসিস দ্বারা উপকার হয়। অপরদ্ব্য ১টা অথবা ২টার সমস্ত শীতকম্পের আক্রমণ। শীতের সময় রোগী

পাত্রে উপরূপরি বহু শীতবস্ত্রের চাপা দিতে কহে। ফলতঃ শীত নিবারণ করা অপেক্ষা কম্পের কাঁকি হইতে শরীর স্থির রাখাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য এবং ল্যাক্সেসিস্, নির্ম্মাচনের প্রদর্শক। (জেলুসিমিস্কামও এই উদ্দেশ্যে শরীর চাপিয়া রাখিতে বলে।) অরের অগ্ন্যস্ত লক্ষণের মধ্যে জ্বালার তীব্রতা, ও হৃৎপিণ্ডের কষ্টাহুভূতি এবং তন্দ্রা অথবা বহুভাবিতা প্রধান।

কার্ক ভেজ—ইহার অরও বৎসরে বৎসরে প্রত্যাবর্তন করে এবং ল্যাক্সেসিস্ ন্যায় তাপকালে বহুভাবিতা, তৃষ্ণাহীনতা এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট থাকে। **কুইনাইনেস্** অপব্যবহার বশতঃ জীর্ণ, শীর্ণ ও দুর্বল রোগীর শীতের অবস্থায় তৃষ্ণার আধিক্য এবং অনেক সময় শীতল শ্বাস ও জাহুর শীতলতা থাকে। লক্ষ্যাকালের আক্রমণে তৃষ্ণার অভাব ও জ্বালাযুক্ত তাপোজ্জ্বাল হয়। উদরক্ষীতি, একতর পার্শ্বের—সাধারণতঃ বামপার্শ্বের—শীত ও অধিকতর পতন বা কোলাপস লক্ষণ ইহার বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে।

মিনিস্সাহিসিস ও ল্যাক্সেসিস্—শরীরলীমাদির শীতলতায় প্রায় উভয়েই সমতুল্য। কিন্তু ল্যাক্সেসিস্ নীললোহিত রক্ত, স্রববৎ নাড়ী ও প্রগাঢ় দুর্বলতা দ্বারা স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হয়।

ভেরেট্রাম এলুবাম—ইহার শীতাবস্থায় তৃষ্ণা, ঘর্কের নীলাভা, শীতলতা ও স্থিতিস্থাপকতার অভাব, হস্তের নীলাভা এবং মুখ, মুখগহ্বর ও জিহ্বার শীতলতা, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা ও শ্বাসকৃচ্ছ এবং ললাটদেশে শীতল চটুচটে বর্ষ প্রভৃতি ইহাকে ল্যাক্সেসিস্ হইতে প্রভেদিত করে। তাপ প্রয়োগে ইহার কোন লক্ষণের উপশম হয় না।

আসেন্সিক—তাপের বহিঃপ্রয়োগে রোগোপশম, মুখ ও জিহ্বার শীতলতা, মুখমণ্ডলের নীলাভা এবং শরীরের বিশেষ বিশেষ

অংশের নীলবর্ণ ইহার বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপক । প্রভূত দুর্বলতা সত্ত্বেও রোগী উৎকর্ষাসহ অস্থির থাকে এবং গাত্রে শীতল চটচটে বর্ষ হয় । মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের উপক্রম হইতে থাকে ।

ক্যান্সার—স্বক্ বরফবৎ শীতল হইলেও অভ্যন্তরীণ তাপ থাকায় রোগী গাত্রবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে । মুখ মূতের ভ্রায় পাণ্ডুর, অঙ্গাদি নীলাভ এবং সাধারণতঃ প্রশ্বাস বায়ু তপ্ত থাকে । আক্ষেপ হয়, স্বর বলিয়া যায় এবং অবশেষে সংজ্ঞালোপ ঘটে ।

লাইকোপোডিস্মাস—ল্যাকেসিসের পরে ইহার প্রয়োগ । যে সময় রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত অথবা হতভম্বের ভ্রায় হইয়া যায় এবং বরফোপরি শয়নের ভ্রায় গাত্রের শীতলতা জন্মে তখন ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হয় । একপদ উষ্ণ ও অপর পদ শীতল থাকা ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ । রোগী বোধ করে যেন তাহার শোণিত লবলনক্রিয়ার রোধ হইতেছে ।

আরক্তহর বা ক্যালোটিন ।—মারাত্মক আরক্ত রক্তের পক্ষে ল্যাকেসিস্ উপযোগী ঔষধ । পীড়কার অসম্পূর্ণ ও ধীর উদ্ভেদে শিশু তন্দ্রাগ্রস্ত হয় । পীড়কা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, তাহাদিগের মধ্যে মধ্যে বিজাতীয় উদ্ভেদ দৃষ্ট হয় । জিহ্বা সমল ও পীতভ, গলদেশ প্রদাহযুক্ত এবং গ্রীবাগ্রাহনিচয় ক্ষীত । ক্লাস অপেক্ষা ইহার রোগী অধিকতর দুর্বল এবং যোগ মারাত্মক প্রকৃতির । যোগ অতি সাম্ভাবিতিক প্রকৃতি ধারণ করিলে অবস্থাবিশেষে ল্যাকেসিস্ ও ক্লাস অপেক্ষা কখন কখন হাইড্রসাইক্লানিক এসিড ও অধিকাংশ সময়ে মিউরিস্কোটিক এসিড অধিকতর কলপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হয় । মিউ এসিড পীড়কা বিরল থাকে এবং তাহাদিগের ব্যবধান স্থানে কালশিরা অথবা নীলবর্ণ কলজ জন্মে এবং অস্থির শিশু গাত্রবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে ।

স্বক্ নীল লোহিতাভ হইয়া যায়। অত্যন্ত দুর্বলতা, প্রলাপ, দ্রুত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ী, দুৰ্গন্ধ প্রশ্বাস, নাসিকার বিদাহী স্রাব, রক্তস্রাব ও বেদনায়ুক্ত মুগ্ধকৃত প্রভৃতি টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগীর শোচনীয় অবস্থার পরিচয় প্রদান করে। **আসেনিক** রোগীর পীড়কার অসম্পূর্ণ উদ্বেদ বশতঃ শিশুর সৰ্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হইয়া পরে সংজ্ঞানাশ ঘটে।

হামজ্বর (মিজলুস)।—দুৰ্বিত, সাংঘাতিক প্রকৃতির রক্তস্রাবী অথবা কালা হামজ্বরে সাধারণতঃ **ল্যাকেসিস**, **অটেনাস** এবং **আসেনিক** সাহায্যকারী। শক্তির অত্যধিক অপচয়ে দুর্বলীকৃত অপচ অস্থির রোগীর পুতিগন্ধবিশিষ্ট ও অধিক-তর দুর্বলতা উৎপাদক উদরাময়, কালশিরা এবং অজ্ঞাত টাইফয়েড লক্ষণ বর্তমান থাকিলে **আস**; কালা হামরোগে **অটেনাস** এবং পূৰ্ব্ববর্ণিত প্রসিদ্ধ প্রদর্শক লক্ষণের প্রকাশ হইলে **ল্যাকেসিস** প্রযোজিত হয়। ডাং গডি **আসেনিককে** অব্যর্থ মহোষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি ইহার প্রতিষেধক এবং নিরাময়িক উভয়বিধ গুণই স্বীকার করেন। দেশব্যাপক ও অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির হাম রোগের পূৰ্ব্বরূপাবস্থার অস্পষ্ট লক্ষণাদিও ইহাতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

উপরিউক্ত প্রকৃতির টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে বসন্ত রোগেও **ল্যাকে**, **আস** এবং **অটেনাস** প্রযোজ্য। ইহাতে **ব্যাপ্টিসিমিলার** লক্ষণও উপস্থিত হইতে পারে। অতিরিক্ত রক্তস্রাবসহ আক্রান্ত স্থানে ঘৃষ্টবৎ বেদনায় **হেমায়েলিন** দ্বারা কার্য্য হইতে পারে।

বিসপ্‌রোগ (ইরিসিপেলাস)।—**ল্যাকেসিস** রোগ শরীরের বাম পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তৃত হয়।

আক্রান্ত শরীরস্থান প্রথমে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ থাকিয়া পরে নীললোহিত হইয়া যায়। কোষিক উপাদান (সেলুলার টিস্যু) বিশেষরূপে আক্রান্ত ও প্রদাহিক রসপূর্ণ হয়। রোগী তন্মাত্রান্ত থাকে, প্রলাপে বহু-ভাবিতা থাকিতে পারে এবং আক্রান্ত শরীরাংশের স্থিরিত পচা সড়া অবস্থায় পরিণতি (গ্যাংগ্রীণ) হইবার চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

ষ্ট্র্যান্সমিস্যাম—প্রচণ্ড প্রলাপ লক্ষণে ব্যবহার্য্য।

আসেনিকাম—হঠাৎ আক্রমণশীল ও দ্রুত বর্দ্ধিস্থ রোগ। গভীর শারীরিক লক্ষণ—শোথ, অস্থিরতা, বমন এবং উদরাময়—উৎপন্ন করিলে ইহা প্রযোজ্য। রোগ স্থানপরিবর্তনশীল।

সাল্ফার—কালব্যাপী ও স্থান পরিবর্তনশীল রোগ। অনেক স্থলে ইহাকে মধ্যগামীরূপে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।

ভেরেট্রাম ভিরিডি—কোষিকোপাদানের অতি প্রবল ও তরুণ প্রদাহের বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

দাহিকা (পৃষ্ঠব্রণ, কার্বাঙ্কল)।—এ রোগে ল্যাকেসিস্ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। আক্রান্ত স্থানের পার্শ্ববর্তী ত্বক্ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া উঠে ও অতি দীর্ঘ গতিতে অল্প অল্প পুষ্প জন্মে। ক্ষীতির নীলাভলোহিত বর্ণ প্রভৃতি রক্তদোষের লক্ষণ দেখা দেয়। রুগ্ন স্থান শীতল জল দ্বারা ধোত করিলে জ্বালা উপশম হয়। ক্ষতস্থানের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকের উৎপত্তি ইহার বিশেষ প্রদর্শক। পচা, ধসা ও পুতিগন্ধবিশিষ্ট পৃষ্ঠব্রণেয় অবস্থার বিশেষে ল্যাকেসিস্ অথবা কার্বাঙ্ক ভেরেট্রাম প্রয়োজন হয়। পচা, ধসা পৃষ্ঠাঘাতের রোগীর চরম দুর্দৈর্ঘ্যাবস্থার-তয়াবহ বেদনা নিবারণে টেরেন্টুলা কুবেন্সিস্ মহোপকারী ঔষধ। ক্ষীতির কেন্দ্রস্থানে শীত্ৰকাল বীজ অর্থাৎ শাঁসের উৎপত্তি ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

কর্কটিকা বা ক্যান্সার।—ল্যাক্সিস রোগে রুগী শরীরাত্মের পার্শ্ববর্তী স্থান ক্ষীণ ও নীললোহিতাভ হয় এবং ক্ষত হইতে অত্যন্ত পুয়শ্রাব হইতে থাকে। ইহার অন্ত্যন্ত বিশেষ লক্ষণ ওষধ নির্বাচনে সাহায্যকারী।

মারাত্মক ত্রণ (ম্যালিগন্যান্ট পাশ্চুল)।—ইহাতেও শোণিতের উপরিলিখিত বিষদ্বিত অবস্থা ও তদানুসঙ্গিক লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ল্যাক্সিসেসের প্রয়োগ হয়। ডাং ডান্‌হাম ইহার সহিত ত্রাণি ব্যবহার করা অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনা করিতেন। ডাং ফ্যারিং-টনও ইহার পক্ষপাতী ছিলেন।

পুয়শোথ (এব্‌সেস)।—পুয়শোথের অতি দূষিত ও জড়-ভাবাপন্ন অবস্থায় পাতলা, কৃষ্ণবর্ণ, উগ্র, ক্লেদযুক্ত এবং দুর্গন্ধ শ্রাব হইলে ল্যাক্সিসেসের প্রয়োগ হইয়া থাকে। শোথযুক্ত স্থান ঈষৎ নীল-লোহিতাভ হয়। কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শোণিতরসাদি দেহোপাদান বিকৃত করিলে যে রোগ জন্মে তন্নিরাকরণে ইহা উপযোগী। অধিক কাল ব্যাপী দূষিত পুয়শ্রাব নিবন্ধন প্রলেপক অরের (হেকট্রিক) চিকিৎসায় কার্য ভেজ হইতে উপকার প্রত্যাশা করা যায়। পেরিটিড গ্রন্থি ও ককতলস্থ গ্রন্থির পুয়শোথ রোগে রক্তরঞ্জিত জলীয় পুয়শ্রাব হইলে রাস টক্সেস উপকার হয়। বিষদ্বিত শোণিতের বর্তমানতা এবং পুয়শোথের দৃঢ়ত্ববৎ (Carbunculous) প্রকৃতি রাস প্রয়োগের বিশেষ প্রদর্শক। ল্যাক্সিসেসে পাতলা ও উগ্র ক্লেদযুক্ত পুয় শ্রাব হয়। উপরিউক্ত দূষিত, ও আরোগ্যচিহ্নরহিত পুয়শোথের অন্ত্যন্ত ওষধ আসে নিকাম্। অত্যধিক দুর্বলতা, জলীয় ও উগ্র ক্লেদযুক্ত পুয়শ্রাব, আক্রান্ত শরীরাত্মের পচা, শ্বেতা ও গলিত (Gangrenous) অবস্থা প্রাপ্তির উপক্রম এবং অসহনীয় জ্বালাময় বেদনার বর্তমানতা অবিলম্বে আসে নিক্স প্রদর্শন করে।

লেক্চার ৩৬ (LECTURE X X X VI) ।

জেলসিমিয়াম (gelsemium) ।

প্রতিনাম ।—জেলসিমিয়াম সেম্পারভাইরেনস্ ।

সাধারণ নাম ।—ইয়াল জেলামাইন ।

জাতি ।—লগেনিয়েসি ।

জন্মস্থান ।—আমেরিকার দক্ষিণ প্রদেশোৎপন্ন লতা বিশেষ ।

প্রয়োগরূপ ।—টাট্কা মূলের অরিষ্ট বা টিংচার ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—কতিপয় ঘণ্টা ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম ।—সাধারণতঃ মূল অরিষ্ট ও ১ ×

প্রভৃতি নিম্ন ক্রমে, ১০০০ ক্রম পর্যন্ত ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় । *

* লক্ষপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল, যথা—ডাঃ হইন—ভদ্র মহিলা, বয়স ৫২, ভ্রান্তি বশতঃ বৈদ্যাতিক শক্তি দ্বারা শরীর আচ্ছন্ন থাকার বিশ্বাসে ঋটিকার সময় বাতায়নের নিকটস্থ হইত না ও কল্পনায় সর্বদা মনুষ্যের কথা শুনিত ; ক্ষুধা ও নিদ্রার হ্রাস হইয়াছিল ; ৬. উপশম ; ডাঃ মর্গ্যাণ—ভ্রাতার মৃত্যুতে হৃৎস্পন্দন, মানসিক অবসাদ ও নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি ; হৃৎপিণ্ডে টাটানির অনুরূপতা, কাল্পিত্যে পারিত না ; ১০০০, আরোগ্য । ডাঃ স্মল—ভদ্র মহিলার শিরোধূর্ননসহ দৃষ্টিমালিন্য এবং অরকালে মত্তবৎ হইত ; ৩, আরোগ্য । ডাঃ মর্টন—স্ত্রীলোক, বয়স ৩৫ ; ২০ দিন স্থায়ী মত্তক পন্দাতের আলাবৃত্ত মুদ্রবেদনা পূর্বাঙ্কে উপস্থিত হইয়া চলিতে কষ্ট হইত ; ঐকক পেঙ্গীর আনন্দন ; নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠা ; গরে বিষদৃষ্টি ঘটিয়া অক্সিপাট এদেশের আলাকুর বেদনা । ঐষায় কোল বস্ত্রাদি কশা থাকিলে বৃদ্ধি ; মুর্দ্ধায় চাপ দিলে হ্রাস, ৩০, আরোগ্য ।

উপচয় ।—আর্দ্র আবহাওয়ায়, বিছাৎময় ঝটিকার পূর্বে, কুসংবাদে, বিশ্রামে, ধূম পানে, আত্ম রোগ বিষয়ক চিন্তায়, রোগীর যাহাতে কৃতি হইতে পারে এরূপ বিষয় বলিলে, চালনায় বা স্পর্শে, তরল পদার্থে ভীতি থাকায় তাহার উল্লেখ ।

উপশম ।—যুক্ত ও শীতল বাতাসে ।

সম্বন্ধ ।—জেল্‌সিমিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—সিঙ্কনা, কফিয়া, সন্ট বা লবণ ।

তুলনীয় ঔষধ ।—একন, ইগ্নে, নাক্স ভ, আর্জে নাই, ব্যাপ্টি, বেল, ব্রায়, কপ্তি, সিমিস, কনা, সিঙ্ক, ওপি, রাস, স্ট্রাম, ভেরেট ভি ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ ।—উত্তেজনাশ্রবণ, স্পর্শসহিষ্ণু এবং অসহনশীল ব্যক্তি, হস্তমৈথুনরত স্ত্রী পুরুষ (কেলি ফস), শিশু, অল্পবয়স্ক ব্যক্তি ও বাত্যাচ্ছন্ন ওজ্রবায়ুধাতুর (ক্রকাস, ইগ্নে) স্ত্রীলোক ।

রোপিনী চুপ করিয়া ও একা থাকিতে ভালবাসে, কথা শুনিতে ভাল বাসে না, কিম্বা কোন কথা না কহিলেও (ইগ্নে) তাহার নিকটে কাহারও থাকা ইচ্ছা করে না ।

মৃতাভীতি (আস), রোগী সম্পূর্ণ সাহসহীন ।

সমুদয় শরীরের, জিহ্বার, হস্তের এবং পদের দুর্বলতা ও কম্প ।

ডাং বায়ু—কোন বিধবা স্ত্রীলোকের জ্বপিগের ক্রিয়াবোধ হওয়ার অনুভূতিতে দুই প্রহর রজনীতে নিদ্রোখিত হইয়া পাইচারি করিতে বাধ্য হইত ; ২০, আরেগা । ডাং, পেজ—৩৪ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকের প্রথম প্রসবকালে জ্বরবহ কন্টালসন ; জরায়ু মুখ জত্যন্ত কঠিন ; জরায়ুতে অধিক এমনিয়ান রস ছিল ; ১, প্রসব । ডাং পেজ—২৬ বৎসরের বালিকার প্রথম প্রসবকালে জরায়ু মুখ ও বোনিয়ারাদি সঙ্কুচিত ও কঠিন ; ১, প্রসব ।

মনশ্চাঞ্চল্যকর অথবা অমঙ্গলসূচক সংবাদ (আনন্দ বিহীনতা, কফিয়া), ও আকস্মিক ভাবোত্তেজনা নিবন্ধন রোগ, অসাধারণ আসন্ন বিপদচিন্তায় উদরাময়, রক্তভূমিতে ভীতি, সম্ভাব্য উপস্থিত হইলে ভীতি ও শঙ্কা (আর্জে নাই), সূর্য্যতাপ অথবা গ্রীষ্মতাপ বশতঃ অবসাদ ।

শিরোবর্ণন—মস্তক পশ্চাৎ হইতে বিস্তৃত (সিলিক), তাহাতে দ্বিষদৃষ্টি, দৃষ্টিমালিণ্য ও দৃষ্টিলোপ ; গাত্রচালনার চেষ্টায় মত্ত ভাবের অহুভূতি ।

পতিত হইবার ভীতি প্রযুক্ত শিশু রক্ষয়িত্রীকে ধারণ করে অথবা শয্যা আঁকড়াইয়া ধরে (বরাক্স, স্ত্রানি) ।

পেশীপরম্পরার মধ্যে সামঞ্জস্যভূত ক্রিয়ার অভাব (কেলি ব্র); মস্তিষ্ক বর্ণিত ও বিশৃঙ্খল, মস্তকের পেশী ইচ্ছার বশবর্তী হয় না ।

গ্রীবা-মেরুদণ্ডে আরম্ভ শিরঃশূল বিস্তৃত হওয়ায় চক্ষুগোলক ও ললাট ফাটিয়া যাওয়ার ঞ্চায় অহুভূতি, (স্ত্রান্স, সিলিক ও উপরিউক্ত রূপে আরম্ভ, কিন্তু অর্ধ মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত); শিরঃশূলের পূর্বে অন্ধত্ব (আইরিল, কেলি বাই, ল্যাক ডি); ধূমপানে বেদনার বৃদ্ধি এবং প্রচুর মূত্রত্যাগে নিবৃত্তি ।

চক্ষুর উর্ধ্বে মস্তক বেড়িয়া পটি জড়ান থাকার অহুভূতি (কার্কলিক এসি, প্লাটি, সালফ); মস্তকত্বকের টাটানি । বৃদ্ধ বয়সে নাড়ী ধীরগতি ।

চক্ষুপুটের অত্যন্ত গুরুত্ব, চক্ষু উন্মুক্ত রাখিতে পারা যায় না (কপি, গ্র্যাকা, সিপি) ।

শরীরের অবিশ্রান্ত চালনা ব্যতীত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইবে বলিয়া ভীতি ।

রোগকারণ ।—মানসিক অবসাদ, হুশিচ্ছতা, কুসংবাদ বা মানসিক অস্থিতি উৎপাদক সংবাদ ইহার রোগের সাধারণ ও সাধারণ কারণ ।

সাধারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক এবং মেরু-মজ্জার মৃদু রক্তাধিক্য বশতঃ পতিত স্নায়ুগুণে জেলসের প্রবল ক্রিয়ার ফল স্বরূপ সর্বাঙ্গীন আক্ৰমণ, সাধারণ বলহানি এবং ইচ্ছানুবর্তী ও স্বাধীন সর্ব-প্রকার পেশীরই পক্ষাঘাত ঘটে; অবশেষে স্বাসযন্ত্র পেশীর পক্ষাঘাত হয়। জেলসের ক্রিয়ায় শোণিত সঞ্চলনের বৃদ্ধি এবং মানসিক শক্তির অবসাদ ঘটে। ইহা যাবতীয় শৈল্পিককল্পিত ই উত্তেজনা ও প্রদাহ উপস্থিত করিলে শরীরের যে অবস্থা উপস্থিত হয় তাহা অল্পবিরাম ও প্রাতিশায়িক বা ক্যাটারেল জ্বরের সদৃশ। রোগীর স্নায়বিক দুর্বলতাঘটিত নিদ্রালুতা, অবসাদ, স্থিরভাবে থাকার প্রবৃত্তি এবং স্নায়বিক উত্তেজনার ভাব দ্বারা জেলসের ক্রিয়ার বিশেষ প্রকৃতি প্রকটিত হয়।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—জেলসিমিয়ান্ন একটি প্রভূত স্নায়বিক দুর্বলতাকর বস্তু। কি বিষক্রিয়া, কি ঔষধগুণপরীক্ষোৎপন্ন ক্রিয়া সৰ্ব্ব স্থলেই ইহাতে প্রথমে এবং প্রধানতঃ প্রগাঢ় স্নায়বিক শক্তিহানির ফলস্বরূপ পেশীমগুলীর প্রগাঢ় দুর্বলতা ও ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা দৃষ্টিগোচর হয়। মস্তিষ্ক-মেরু মজ্জার মৃদু শোণিতাধিক্যই এই স্নায়বিক শক্তিহানির মৌলিক কারণ বলিয়া অনুমিত। এই শোণিতাধিক্য কখন প্রদাহে পরিণত হয় না বা সাক্ষাৎ ভাবে মস্তিষ্কের জ্ঞান-স্থানেও কোন গভীর ক্রিয়া প্রকাশ করে না, মৃদু শোণিতাধিক্য ও প্রভূত দুর্বলতানিবন্ধন মৃদু প্রলাপাদি লক্ষণ উৎপন্ন হয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহা শোণিতের কোন প্রকার পরিবর্তন বা শরীরোপাদানের কোন টাইফয়েড বিকারও উৎপন্ন করে না। ফলতঃ সম্পূর্ণ রূপেই ইহা একটি প্রভূত ক্রিয়াবিকারী বস্তু। উপরিউক্ত স্নায়বিক দুর্বলতার গোণক্রিয়া ফলেই ইহার অগ্ৰান্ত রোগলক্ষণ জন্মে। ইহার বিষক্রিয়ার প্রথম লক্ষণে চক্ষুপুট পেশীর পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা বশতঃ রোগী চক্ষু উন্মুক্ত রাখিতে পারে না এবং কনৌগিকার বিস্তৃতি ঘটে। রেক্টাস্

পেশীর পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা বশতঃ দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটয়া দ্বিত্বদৃষ্টি ও দৃষ্টি মালিগ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। ফলতঃ ক্রমশঃ রোগীর সৰ্ব্বাঙ্গীন অবসাদ এবং দুর্বলতা ঘটে। সাধারণ স্নায়বিক দুর্বলতা প্রযুক্ত সহনশীলতার অভাব হয় এবং স্নায়ুকেন্দ্রের সামান্য আগন্তুক উত্তেজনার প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া পেশীআনর্জন এবং সৰ্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ উৎপন্ন করে। শোণিতসঞ্চলনক্রিয়ার ধীরতা নিবন্ধন মস্তিষ্কাদি স্নায়ুকেন্দ্রে ধমণী বা শিরিশোণিতের আধিক্য ও স্নায়বিক দুর্বলতা প্রযুক্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ঘটে, রোগী নিশ্চেষ্ট ও তন্দ্রাগ্রস্ত থাকে। মুখমণ্ডল ঘোর লোহিত ও নিষ্ক্রিয়ভাব ব্যঞ্জক। স্নৈয়িক বিক্লার স্নায়বিক দুর্বলতা মূলক শিথিলতা ঘটিলে জলবৎ স্লেষ্মার ক্ষরণ হইয়া মূত্র প্রাতিশ্রায়িক অবস্থা প্রকাশিত হয়। ইহার অবিকাংশ রোগেই এই স্নৈয়িক বিকার লক্ষণ বর্তমান থাকে, কিন্তু স্লেষ্মা কখন পূর্য্যাকার ধারণ করে না। অল্পধাবন করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত যন্ত্রগতরোগ লক্ষণে জেলসিমিয়ামের উপরিউক্ত ক্রিয়া প্রকৃতি সম্যক পরিষ্কৃতিত ভাবে দৃষ্টিগোচর হইবে।

মস্তিষ্ক বিকার বশতঃ রোগী চিন্তা করিতে কিম্বা কোন বিষয়ে মনঃ-সংযোগ করিতে অক্ষম। মানসিক বৃত্তি সকলের অবসাদ ঘটে এবং প্রচুর মূত্রত্যাগে তাহার উপশম হয়। রোগী বড় উত্তেজনাপ্রবণ এবং অসহ্য প্রকৃতির হওয়ায় একা থাকিতে ইচ্ছা করে। অচেতনতা, নিদ্রিতাবস্থায় প্রেলাপ এবং অর্ধ জাগ্রতাবস্থায় অসংলগ্ন কথা। সজ্ঞানাবস্থায় স্নায়বিক ক্রিয়া স্তব্ধ (catalepsy) হইয়া শরীরের অনমনীয়তা এবং মূর্জিত চক্ষুর কনীণিকার বিস্তৃতি। বর্তমান অবস্থাবিশয়ক উদ্বেগ, মূঢ়াভীতি।

মস্তক ঘূর্ণনে দৃষ্টিমালিগ। মস্তকের শূন্য ভাব ও ঘূর্ণন, হঠাৎ মস্তক চালনায় এবং ভ্রমণে বুদ্ধি।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটায় শেষ রজনীতে অস্থির ভাবের নিদ্রা; মধ্য রজনীর পর অশান্তিময় স্বপ্ন। প্রায়ষিক উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রা হয় না। রোগী অলস ও নিদ্রালু থাকে। কিন্তু মন স্থির করিতে না পারায় নিদ্রা আসে না।

অনুভূতিপ্রদ প্রায়ষিকার বশতঃ শারীরিক উত্তেজনাপ্রবণতা। আকস্মিক তীক্ষ্ণতাবিশিষ্ট তীরবেধবৎ অনুভূতি; আবহাওয়ার পরিবর্তনে প্রায়ুপথ বাহিয়া তীরবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনার বিশেষ বৃদ্ধি।

গতিদ প্রায়ুর ক্রিয়াবিপ্লব ঘটায় প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়ার উত্তেজনা বশতঃ সর্বাঙ্গীন এবং এক পদের আক্ষেপ; ধ্বংসকারক আক্ষেপ; হস্তস্তম্ভ। শারীরিক দৌর্বল্য এবং কম্প, নিশ্চিন্ততা এবং অবসাদ; সহজেই শরীরের, বিশেষতঃ অধঃঅঙ্গের ক্ষান্তিভাব। পেশী মাত্রেরই সম্পূর্ণ শিথিলতা, বলক্ষয় এবং গতিশক্তির অবশ্যতা ঘটে।

মস্তকের গুরুত্ব, প্রচুর মূত্রত্যাগে উপশম। মস্তকে ভারি চাপা থাকার ও চাপের অনুভূতি। মস্তকের পূর্ণভাব সহ মুখের তাপ ও শৈত্যানুভূতি।

মস্তিষ্ক ঘৃষ্ট হওয়ার জায় বোধ। মস্তকপশ্চাতে, কর্ণপশ্চাতে এবং গ্রীবার উর্দ্ধে মৃদুভাবে আকৃষ্টবৎ বেদনা স্বল্প পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রজনীতে মস্তক পশ্চাতে বেদনা হইয়া কখন কখন ললাট প্রদেশে যায়। কর্ণের উর্দ্ধে মস্তক বেড়িয়া পটি আটা থাকার অনুভূতি; কেরটিড ধমনীর স্পন্দন; কথার গুরুত্ব; মস্তিষ্কের ঘৃষ্টভাব; চালনায় চক্ষু-গোলকের টাটানি; যুদ্ধাদেশের চাপ এতাদৃশ অধিক যে স্বল্প পর্য্যন্ত বিস্তার করে; মস্তকের অত্যন্ত গুরুত্বানুভূতি।

মুখমণ্ডলের মত্তবৎ দৃশ্য; শোণিতাভাবিশিষ্ট এবং স্পর্শে উষ্ণ মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলপেশীর কাঠিহানুভূতি।

চক্ষুপুটের গুরুত্বানুভূতি; তাহা ঝুলিয়া পড়ে, কদাচিৎ উন্মুক্ত

করিতে বা উন্মুক্ত রাখিতে পারা যায় । কনীগিকা বিস্তৃত থাকে ।
দৃষ্টি ও শিরোঘূর্ণন । চক্ষুর উর্দ্ধে বেদনা প্রযুক্ত চক্ষুর সম্মুখে ধূতাকার
দৃশ্য । দৃষ্টির বিশৃঙ্খলা ; অন্ধত্ব, বিষম দৃষ্টি (Astigmatism) ।
স্ফকতিযুগ্মে মস্তক নত করিলে দ্বিধ দৃষ্টি, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে
রোগী তাহা নিবারণ রাখিতে পারে । চক্ষুর ব্যবহার কালে চক্ষুগোলক
পাশাপাশি ভাবে হুলিতে থাকে ।

কর্ণমধ্যে প্রবল রব এবং হঠাৎ ক্ষণস্থায়ী শ্রবণাভাব । গলদেশ
হইতে মধ্যকর্ণ পর্য্যন্ত সর্দিজ বধিরতা ।

নাসারক্তের উত্তেজনা বশতঃ হাঁচি, চনচনি, ও সর্দি । নাসিকা
মূলে পূর্ণতা, তাহার বেদনা গ্রীবা ও ক্রান্তিকল অস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ।

গলদেশ শুষ্ক ও কক্কশ, মধ্যে মধ্যে স্বরভঙ্গের আক্রমণ ; বন্ধে
কাঁচা ভাবের অনুভূতি এবং প্রতিশ্রায় । স্বরযন্ত্র দ্বারের পক্ষাঘাত ।
গলাধারক দিলে রক্তযুক্ত জল উঠে ।

বন্ধে রক্তাধিক্য ; শ্বাসপ্রশ্বাস এবং নাড়ীস্পন্দন ধীরতর ; শ্বাসপ্রশ্বাস
কষ্টকর । কক্কশ স্বরবিশিষ্ট শ্বাসগ্রহণ এবং বেগের সহিত প্রশ্বাস
ত্যাগ । নাসিকার সর্দি ও বায়ুনলীর প্রতিশ্রায় বশতঃ বন্ধের
কাঁচাভাব, ঘৃষ্টবৎ বেদনাসহ গলদেশের কক্কশতা এবং শুড়শুড়ি হইয়া
কাসি ও স্বরভঙ্গ ।

গভীর শ্বাস গ্রহণে দক্ষিণ ফুসফুসের উর্দ্ধাংশে ক্ষণস্থায়ী বেদনার
আক্রমণ । নাড়ী ধীর এবং পূর্ণ ।

হৃৎকম্প এবং হৃৎপিণ্ডের বিশৃঙ্খলিত স্পন্দন । রোগিনীর অনুভূতি
জন্মে যেন সে চলাফেরা না করিলে হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হইবে ।
বোধ যেন হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইবার চেষ্টা করে, কিন্তু সম্পূর্ণ সক্ষম
হয় না, প্রত্যেক বার নাড়ীর লোপ ঘটে ; শয়নে, বিশেষতঃ বায়পার্শ্ব

চাপিগ্না শয়নে তাহার বৃদ্ধি । হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্বল, ধীর ও অবসাদ-গ্রস্ত ; হস্ত এবং পদ শীতল ।

নাড়ী দ্রুত, কোমল, দুর্বল, প্রায় অবোধ্য, কখন ধীর এবং পূর্ণ ।

পরিপাকযন্ত্র রোগে ওষ্ঠ শুষ্ক এবং কৃষ্ণবর্ণ প্রেরিত ।

দন্তশূল ; দন্তের বেদনা ললাটপার্শ্বে যায় । মুখে রক্তবর্ণ ললা থাকে ও স্বাদ বিকৃত ও তিক্ত হয় । জ্বরের স্বপ্নাবস্থায় ক্লেদবৎ স্বাদ । জিহ্বা পীতাস্তম্ভ্র এবং প্রস্থাস পচাগন্ধযুক্ত ; পুরু, কটা লেপাবৃত ; কখন জিহ্বা প্রায় পরিষ্কার থাকে, কখন তাহার কিনারা লাল ও মধ্যভাগ শুভ্র হয় । মস্তিষ্কের অধোভাগেব রক্তাধিক্য প্রযুক্ত জিহ্বা এবং স্বরযন্ত্রদ্বার আংশিকরূপে পক্ষাঘাতযুক্ত হওয়ায় কথা মদ্য-পায়ীর ন্যায় ভার । জিহ্বার কম্পন বশতঃ কণ্ঠে বাহির করা যায় ; জিহ্বা লোহিতবর্ণ, বেদনা ও টাটানিযুক্ত এবং তাহার মধ্যভাগ প্রদাহযুক্ত থাকে ।

গলাধঃকরণক্রিয়োপযোগী যন্ত্রসমূহের পক্ষাঘাত বশতঃ গলাধঃকরণ-কমতার লোপ, এবং গলাধঃকরণে কর্ণমধ্যে বেঁধার ন্যায় অহুভূতি । গলার আক্ষেপ ও হ্রাসবৎ বেদনা । অনুনালীতে পিণ্ড থাকার ন্যায় বেদনা ।

ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অভাব থাকিলেও রোগী আহার বা পান করিতে পারে । ওয়াইন মদ্য কণ্ঠের, বিশেষতঃ শিরঃশূল ও চক্ষুরোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি করে । তৃষ্ণা থাকে না বা লামাত্ত থাকে । অম্লোদ্গার, বিবমিষা, শিরো-ঘূর্ণন এবং শিরঃশূল ।

আমাশয় এবং অন্ত্রের দুর্বলতা ও শূন্য বোধ । আমাশয়ের কষ্ট ও পূর্ণবৎ অহুভূতি পরিহিত বস্ত্রের চাপে বৃদ্ধি । আমাশয়ের পূর্ণতাবা যকৃতের মুহূ রক্তাধিক্যবশতঃ শিরোঘূর্ণন, দৃষ্টিমালিন্য এবং মস্তকের পূর্ণতার অহুভূতি ।

উদরোৰ্দ্ধ ভাগের হঠাৎ আক্কেপিক বেদনার পর সঙ্কোচনবৎ অকুভূতি থাকিয়া যাওয়ায় রোগী চিৎকার করিয়া উঠে। উদরের পাশাপাশী ভাবে অবস্থিত বা ট্র্যানস্ভার্স কোলন-অস্ত্রে চর্কণবৎ বেদনা। বায়ুর সঞ্চয়নিবন্ধন চিমটিকাটার আয় উদরশূল স্থানে স্থানে চলা ফেরা করে, ঋজুভাবে বসিলে উপশম হয়। প্রচুর পিত্তময় মলত্যাগে অধোদরের কামড়ানি দূর হয়। পেট ডাকিয়া উর্দ্ধাধঃপথে বায়ুনিঃসরণ। উদরপ্রাচীরে টাটানি।

আকস্মিক মানসিক উত্তেজনা, দুঃখ, ভীতি, দুঃসংবাদ এবং ভবিষ্যৎ কোন অসাধারণ দুর্ঘটনার আশঙ্কা প্রযুক্ত উদরাময়। ভাবোত্তেজক সংবাদ শ্রবণ নিবন্ধন মলবেগ হওয়ায় লেইর আয় ঘোর পীতবর্ণ মল-ত্যাগ। বিষ্ঠা কখন পীতবর্ণ, মলসংযুক্ত, দুগ্ধের সরের আয় বর্ণবিশিষ্ট, কখন কৰ্দম বর্ণ এবং কখন বা সবুজাভ।

প্রচুর পরিমাণ, পরিষ্কার ও স্বচ্ছ মূত্রত্যাগে শিরঃশূলের উপশম। বাতপ্রকৃতির শিশুদিগের মূত্রস্থলীগ্রীবীর পক্ষাঘাত বশতঃ অবাধ মূত্রক্ষরণ। মূত্রত্যাগকালে অকুভূতি যেন কথঞ্চিৎ শেষ থাকিয়া যায়, মূত্রস্রোত সবিরাম ভাবে। মূত্রস্থলীর কুস্মন। মূত্রস্থলীর আক্কেপ বশতঃ পথ্যায়ক্রমিক মূত্রকৃচ্ছ এবং মূত্রাধিক্য।

পুংজননেন্দ্রিয় উত্তেজনাপ্রবণ ও দুৰ্বল; লিম্বোথান ব্যতীতই অনৈচ্ছিক গুক্রঞ্চলন। মলত্যাগকালে রেতঃঞ্চলন। জননেন্দ্রিয় শীতল ও শিথিল এবং অণ্ডকোষে আকৃষ্টবৎ বেদনা। অণ্ডকোষ-বেষ্টনকে উষ্ণ বস্তু।

জরায়ুপ্রদেশের তীক্ষ্ণ এবং প্রবল প্রসববেদনার আয় বেদনা পৃষ্ঠ এবং হিপসন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আক্কেপিক অথবা স্নায়ুশূল স্রটিত রজোকৃচ্ছ। জরায়ু সম্মুখে বক্র থাকায় হস্ত দ্বারা চাপিত

করার ঋতু বেদনা। বিশেষ প্রকারের শিরঃশূল সহ অত্যাধারঃ উদ্দীপনা। ঋতুরোধবশতঃ মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখে এবং মস্তকে তীব্রবেদন তীক্ষ্ণ ও আনন্দজনক বেদনা এবং প্রত্যেক সন্ধ্যাকালে সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কনভাল্শন। রক্তঃকৃচ্ছের পূর্বে বিবিধা, শিরঃশূল বমন, মস্তকে রক্তাধিক্য, প্রগাঢ় মুখরক্তিমতা, এবং উদরে ঠেল মারার উপস্থিতি। শুভ্র স্বেদপ্রদর স্রাবকালে পৃষ্ঠের অধঃঅংশের পাশাপাশি ভাবে কনকনানি ; জরায়ুদেশের গুরুত্বসহ পূর্ণভাব জন্মে এবং ঋতুবৎ থাকে।

গ্রীষ্মদেশের পেশীর, বিশেষতঃ ষ্টার্ণক্লিড পেশীর এবং প্যারটিউ গ্রন্থির পশ্চাৎপার্শ্বের পেশীর শূল। মেরুদণ্ড হইতে স্বক এবং মস্তক পর্যন্ত বেদনা। মেরুদণ্ডে রক্তাধিক্য নিবন্ধন দুর্বলতা, অবসাদ এবং পেশীতে ঘৃষ্টবৎ অহুভূতি ; পেশী ইচ্ছার বশবর্তী হয় না। কটি ও তৃকাস্থি প্রদেশে বৃদ্ধ কনকনানি, রোগী চলা ফেরা করিতে পারে না, পেশী রোগীর ইচ্ছামত কার্য্য করে না।

উভয় বাহুর পেশীর গভীর দেশে বেদনা। করতল উষ্ণ ও শুষ্ক ; মণিবন্ধ ও করের শীতলতা, বাহুদ্বয় দুর্বল এবং অসাড়।

অল্প শ্রমেই অঃঅঙ্গের ক্লান্তিবোধ। জজ্বাপেশীর বলহানি, তাহা ইচ্ছাশক্তির অনুগামী হয় না ; রোগী দোলায়মান ভাবে চলে। মধ্যে মধ্যে অজ্ঞে তীব্রবেদন বেদনা। জজ্বায় ও উরু হইতে পদাঙ্গুলী পর্যন্ত স্থানে আকৃষ্টবৎ ও ঋতুর ঋতু বেদনার চালনায় ও ভ্রমণে বৃদ্ধি।

অঙ্গাদির শীতলতাসহ কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস এবং হস্তপদের শীতল ভাব।

শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন প্রায় সকল অঙ্গ এবং সন্ধিরই গভীর দেশের কনকনানিতে চলৎশক্তির অভাব।

স্বকে, বিশেষতঃ মুখের স্বকে হামের ন্যায় উদ্বেদ। মুখের রক্তিমতা ৮

প্রদর্শক লক্ষণ ।

মস্তিষ্কাদি সম্পূর্ণ স্নায়ুমণ্ডলের মূহ রক্তাধিক্য এবং বিশেষতঃ প্রভূত দুর্বলতাই জেলসিমিয়ামের একমাত্র মৌলিক ক্রিয়া । এই ক্রিয়ার ফলস্বরূপ মস্তিষ্কীয় অবসাদনিবন্ধন নিদ্রালুতা প্রভৃতি এবং পেশীর বলহানি প্রযুক্ত সর্বাঙ্গীন এবং বিশেষ বিশেষ শরীরস্থানের পক্ষাতিক দুর্বলতা জন্মে । অসুভূতিপ্রদ স্নায়ুমণ্ডল অবিকৃত থাকে । ইহার ক্রিয়ায় উল্লেখ যোগ্য কোন প্রকার টিসুপরিবর্তন ঘটে না । এ কারণ স্নায়বিক দুর্বলতা নিবন্ধন যে সকল বিশেষ বিশেষ মানসিক ও শারীরিক লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহারাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । ফলতঃ ঐ সকল মানসিক ও শারীরিক লক্ষণের যুগপৎ উপস্থিতি স্থারাই ইহার প্রদর্শক [লক্ষণাদি] স্পষ্টীকৃত হয় ।

মুখমণ্ডলের ন্যূনাধিক ঘোর রক্তিমতা ও নিম্নলিত চক্ষুসহ মানসিক অবসাদ, নিশ্ক্রিয় এবং উদাসীনভাব, কথা বলিবার অথবা লোকসহবাসের অনিচ্ছা ।— জেলসিমিয়াম ক্রিয়ায় মস্তিষ্কের মূহ রক্তাধিক্য থাকিলেও মস্তিষ্কটিসুর প্রভূত শক্তিহীনতাই উপরিলিখিত মানসিক অবসাদাদির কারণ । ইহার ক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য জ্ঞান বিপর্যয় ঘটে না, প্রগাঢ় মস্তিষ্কীয় দুর্বলতা বশতঃ মানসিক বৃত্তি সকল অবসাদিত ও ত্রিয়মান হইয়া যায় । রোগী ঘোর সংজ্ঞাহীনবৎ থাকিলেও প্রকৃত গন্ধে তাহার জ্ঞানের লোপ ঘটে না, তাহাকে প্রশ্ন করিলে আলম্ব্যবশতঃ চক্ষুপত্র টানিয়া তুলিয়া তাকাইতে, কিবা কথা কহিতে ইচ্ছা করে না, বিরক্তি বোধ করে । ইহাই জেলসূমানসিক লক্ষণের বিশেষ প্রকৃতি এবং এই জগ্গই উপরিউক্ত মস্তিষ্কীয় ও মানসিক অবস্থা ইহার সর্বপ্রাচুর্য প্রদর্শক বলিয়া গণ্য ।

শারীরিক ক্লান্তি, দুর্বলতা, শয়ান থাকিবার অদম্য ইচ্ছা প্রভৃতি ।—দুর্বলকর বস্তুমাত্রেই বিযক্রিয়ায় ন্যূনাধিক শারীরিক দৌর্বল্য উপস্থিত হয় । কিন্তু যখন আমরা জেলুসের প্রভূত দুর্বলতায় আসি প্রভৃতি ঔষধের দুর্বলতার কারণীভূত শারীরিক রস, রক্ত ও টিসু প্রভৃতির কোন প্রকার দূষিত পরিবর্তনের অভাব দেখিতে পাই তখনই উপলব্ধি করিতে পারি যে জেলুসের দুর্বলতা কেবল অবিমিশ্র স্নায়বিক লক্ষণ । এক্ষণে আমরা ইহার এই দুর্বলতাকে স্বাভাব্য প্রদান করিয়া প্রদর্শকরূপে গণ্য করি । উপরি উক্ত সাধারণ দুর্বলতাসহ কতিপয় স্থানিক ও বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপক শক্তিহানির চিহ্ন উপস্থিত থাকে ; এই সকল স্থানিক দুর্বলতাকে আমরা অত্যাশ্রিত ঔষধের দৌর্বল্য হইতে বিশেষরূপে প্রভেদিত করি, তৎবিষয় নিম্নে বিবৃত হইল ।

ক । রোগীর ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া পেশীমণ্ডলীর কার্য্য না করা ।—পেশীমণ্ডলীর দুর্বলতা বশতঃ অঙ্গাদি যতই দুর্বল হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত তাহাদিগের সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত অবস্থাবশতঃ শীর্ণবস্থাদি পরিবর্তন না ঘটে তাবৎকাল অত্যাশ্রিত ঔষধের রোগী ইচ্ছা করিলে ন্যূনাধিক অঙ্গচালনা করিতে সক্ষম থাকে । কিন্তু জেলুস ক্রিয়ায় অঙ্গাদির পুষ্টিহানি ও পক্ষাঘাত উৎপন্ন না হইলেও স্নায়ু শক্তি দুর্বল থাকায় স্নায়ু দ্বারা ইচ্ছাশক্তি বাহিত হয় না এবং অঙ্গেরও গতি হয় না । ইহাই ইহার বিশেষ প্রকৃতি ।

খ । চক্ষুপুটের পতন ও চক্ষুর নিম্নীলিত অবস্থা ।—কষ্টিকাম প্রভৃতি ঔষধের দ্বারা ইহা স্থানিক পক্ষাঘাতের ফল নহে, জেলুসের সাধারণ স্নায়বিক দুর্বলতার স্থানিক প্রকাশ মাত্র । জেলুসের প্রায় সর্ববিধ রোগেই ইহা ন্যূনাধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকে ইহার উৎকৃষ্ট প্রদর্শকরূপে পরিগণিত ।

গ। হস্ত উত্তোলন করিতে হস্তের, দণ্ডায়মান হইতে বা পদ উত্তোলনে জজ্ঞার এবং জিহ্বা বাহির করিতে জিহ্বার কম্প।—এই সকল স্নায়বিক দুর্বলতা প্রকাশক লক্ষণ টাইকয়েড পরিবর্তনকারী অস্ত্রাণ্ড ঔষধের “সাবসাল্টাস টেণ্ডিনাম” প্রকৃতির নহে। ইহা সাধারণ স্নায়বিক দুর্বলতার ফল, এজন্ত অস্ত্রাণ্ড লক্ষণসহ ইহাও জেলসের প্রদর্শকস্থানীয়।

তৃষ্ণাহীনতা।—জেলসের অধিকাংশ রোগে তৃষ্ণার অভাব থাকায় তৃষ্ণাহীনতাও ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। অস্ত্রাণ্ড ঔষধ মধ্যে এপিস্ এবং পাল্‌স তৃষ্ণাহীনতার জন্ত খ্যাত। কিন্তু এপিসের তন্মাত্র অজ্ঞানতামূলক হওয়ায় এবং তাহার সহিত কৰ্কশ চীৎকার থাকায় এবং পাল্‌সের লক্ষণের সাধারণ বিভিন্নতা ও তন্মাত্রাদির অভাব পরস্পর সম্যক্রূপে প্রভেদিত হয়।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক।—মানুষের মূহ রক্তাধিক্য বশতঃ জেলসিমিয়ামের শিরঃশূল জন্মে। ক্ষুদ্রাকরের গ্রন্থপাঠ এবং সূক্ষ্ম সূচিকর্ম প্রভৃতি কার্যে অধিকাংশ সময় ব্যাপ্ত ব্যক্তিদিগের চক্ষুর অত্যধিক ব্যবহার নিবন্ধন সাধারণতঃ জেলসের শিরঃশূল জন্মে। শিরঃপশ্চাতে বা অক্সিপাট প্রদেশে অতি প্রচণ্ড বেদনা হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহাতে হাতুড়ির আঘাত হইতেছে; প্রত্যেক নাড়ি স্পন্দনে যেন মস্তিষ্কের তলদেশে হাতুড়ির আঘাত পড়িতেছে। বেদনার প্রাবল্য বশতঃ রোগী বলহীন ও প্রায় হতজ্ঞান হইয়া যায়। মস্তক বা গ্রীবাংশচাং হইতে শিরোপরি বিস্তৃত বেদনা চক্ষু আক্রমণ করে। মুখমণ্ডল ও চক্ষু ঘোর লোহিতবর্ণ এবং কনৌণিতা বিস্তৃত, মস্তক তপ্ত ও উর্দ্ধাধঃ অঙ্গ শীতল। কর্ণের উর্দ্ধে মস্তক বেড়িয়া

ফিতা জড়ান থাকার অসুভূতি। বেদনার তীব্রতায় রোগী পাড়াইতে পারে না, উচ্চ উপাধানে মস্তক রাখিয়া স্থির থাকিতে বাধ্য। শিরঃশূলের প্রথম হইতেই অন্ধত্ব জন্মে এবং প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি এবং প্রচুর পরিমাণ মূত্রত্যাগে তাহার উপশম হইয়া থাকে। ইহার অত্র প্রকার শিরঃশূলে মস্তক পশ্চাদিকে টানিয়া লওয়ার ত্রায় মূহ বেদনা হয়। এস্থলে ইহা ককুলাস সহ তুলনীয়।

প্রচুর মূত্রত্যাগান্তে শিরঃশূলের উপশম, দৃষ্টিদৃষ্টি, বক্রদৃষ্টি এবং দৃষ্টি মালিক্কাদি দৃষ্টিবিকারসহ রোগের সংশ্রব জেলন্স রোগের বিশেষ প্রদর্শক। নিজায় ইহার শিরঃশূলের শাস্তি। ইহার রোগসহ শিরোঘূর্ণন থাকিতে পারে। মস্তক বেড়িয়া ফিতা জড়ান থাকার অসুভূতি থাকায় ইহা “তব্রকুট” সেবন প্রযুক্ত শিরঃশূল আরোগ্যে সক্ষম।

চক্ষুর অতিপরিশ্রম প্রযুক্ত শিরঃশূলে জেলন্স, ওম-অভিস্রান সহ অতুলনীয়। ইহার মূহ কনকনানি শিরঃশূল গ্রীবাপৃষ্ঠ অথবা তাহার এক পার্শ্ব, সাধারণতঃ বাম পার্শ্ব বাহিয়া অধঃ অভিমুখে যায়, আক্রান্ত পার্শ্বের চক্ষুতে আকৃষ্ট ভাবের কাঠিন্যের অসুভূতি জন্মে। কোলি বাইতেও অন্ধত্বসহ শিরঃশূল আরম্ভ হইয়া মস্তকের কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে এবং তাহার অতি তীক্ষ্ণবস্থায় অন্ধত্ব অন্তর্ভুক্ত হয়। সাঙ্গুইনেরিস্সার শিরঃশূল জেলসের ত্রায় গ্রীবাপশ্চাৎ বা অক্সিপাট প্রদেশে আরম্ভ হইয়া মস্তক বাহিয়া চক্ষুতে স্থায়ী হয়।

আতপাঘাত বা সান্সট্রোক।—মস্তিকীয় রক্তাধিক্য, প্রলাপ, শিরঃশূল, প্রবল তাপ এবং সংজ্ঞাহীনতার উপক্রম হইলে এ রোগে জেলন্সের প্রয়োগ হয়। বেলোডনাস এতদপেক্ষা লুপ্রবলতর রক্তাধিক্য, তজ্জাতা, সংজ্ঞাহানি, বামকর্ণে সে। সে।

শব্দ এবং বক্ষের সঙ্কোচন জন্মে । ইহা অনেকাংশে **প্লেনইনের** সমান । **জেল্‌সেন্স** মুখরক্তিমা ঘোরতর, **প্লেন** উজ্জলতর ।

গুন্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—কতিপয় বিশেষ লক্ষণ দ্বারা গুন্মবায়ুরোগে **জেল্‌সিমিয়াস** প্রদর্শিত হয় । স্বরযন্ত্রদ্বারের (Glottis) আক্ষেপসহ গুন্মবায়ুঘটিত সর্বাঙ্গীন আক্ষেপের ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ । শোণিতসঞ্চালনের অত্যধিক উত্তেজনাপ্রবণতা জন্মিলে রোগীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত অসহিষ্ণু-ভাব ধারণ করে এবং রোগী অর্ধসংজ্ঞাহীন, অলস ও দুর্বল হইয়া পড়ে । রোগী গলমধ্যে পিণ্ড থাকার ভ্রায় বোধ করে, কিন্তু গলাধঃ করিতে পারে না, এবং বাতিকগ্রস্ত রোগীর ভ্রায় প্রচুর, জলবৎ মূত্রত্যাগ করে । জী, পুং উভয়েরই, বিশেষতঃ পুরুষদিগের হস্ত মৈথুনপ্রযুক্ত গুন্মবায়ুরোগে ইহা প্রযুক্ত হয় । স্মারিক উত্তেজনাবিশিষ্ট জীলোক-দিগের গুন্মবায়ুঘটিত জরায়ুপের (Os) কাঠিষ্ঠ এতদ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে । অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অসাড়তা এবং ভীতি ও আতঙ্ক বর্তমান থাকিতে পারে ; অলসতা এবং সাধারণ অশান্তি ইহার চিরসঙ্গীও বলা যায় । আক্ষেপের অবসানকালে **সাল্‌ফনার** রোগী জলবৎ মূত্রত্যাগ করে ; গুন্ম বায়ুরোগীর মূত্রস্থালীর উত্তেজनावশতঃ অবিশ্রান্ত মূত্রবেগের **জেল্‌স** অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ ।

অনিদ্রা বা স্লিপলেসনেস্।—অতিরিক্ত মানসিক শ্রমনিবন্ধন নিদ্রাহীনতার পক্ষে **জেল্‌সিমিয়াস** উৎকৃষ্ট ঔষধ । ব্যবসায় ইত্যাদি কার্যালিপ্ত ব্যক্তি, যাহারা সর্বদা কার্য্যচিন্তারত থাকায় রজনীতে ভাল নিদ্রা হয় না এবং প্রত্যাষে নিদ্রা ভেদেই কার্য্য চিন্তায় মানসিক স্বেচ্ছাহীন থাকে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ । পণ্যায় ক্রমিক মানসিক উত্তেজনা ও অবসাদ অনিদ্রার কারণ হইলেও ইহা দ্বারা

উপকার পাওয়া যায়। মানসিক অশান্তি এবং প্রথম রক্তনীতে সত্য-সমিতিতে যোগদান অনিদ্রার কারণ হইলে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ব্রাশনিয়া—দিবসের কার্য সংস্থষ্ট মানসিক অশান্তি, অনিদ্রার কারণ হইলে !

এস্‌প্রিসিয়া—কার্যে ব্যতিব্যস্ততা জন্ম অনিদ্রায় ইহাও উপযোগী। রোগী ক্লান্ত অবস্থায় শয়ন করে, নিদ্রা হয় না। ইহা বাত প্রকৃতির পাতলা ও একহারা ব্যক্তি, যাহাদিগের মধ্যে মধ্যে বায়ুর কম্প হয় তাহাদিগের ঔষধ।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্—দ্বিষদৃষ্টি বা ডিপ্লপাইয়া; চক্ষু-পুটপতন বা টসিস্; ডিস্কেজাইয়া বা গলাধঃকরণকষ্ট; স্বরলোপ বা এফনাইয়া; পোষ্টডিপ্‌থিরিটিক পক্ষাঘাত; শিশু-পক্ষাঘাত বা ইন্‌ফ্যান্টাইল প্যারালিসিস্; জিহ্বার পক্ষাঘাত; এবং মানসিক উত্তেজনাঘটিত পক্ষাঘাত।—গতিদ্রাব্যের উপরিলিখিত বিবিধ প্রকার ক্রিয়াগত পক্ষাঘাত রোগে জেন্সিমিসিয়া উপকারী। ডাং ফ্যারিংটন পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে ইহা কখনই স্নায়ু কেন্দ্রের অথবা স্নায়ুর বিশ্লেষণাদি উপাদানগত পরিবর্তনবশতঃ পক্ষাঘাতরোগে কার্যকারী নহে এবং ইহা অহুত্বপ্রদ স্নায়ুর শক্তিনাশেও উপকার করে না।

চক্ষুপেশীর পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা নিবন্ধন অসামঞ্জস্যভূত ক্রিয়ায় দ্বিষদৃষ্টি জন্মিলে জেন্সিস্ উপকার করে।

চক্ষুপুট-পতনরোগে কণা জড়িত ও ভার এবং মুখমণ্ডল শোণিত-পূর্ণ ও আরক্ত হইলে জেন্সিস্ উপকারী।

গলাধঃকরণ সংস্থষ্ট পেশীর পক্ষাঘাতিক দুর্বলতার গেলার কষ্ট বা ডিস্কেজাইয়া রোগ জেন্সিস্ দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

স্বয়ংক্রমিক পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা। নিবন্ধন স্বয়ংক্রমিক হইলে জেন্সিস প্রয়োজ্য। গুরুত্বরোগগ্রস্ত ত্রীলোকবিগের মানসিক ভাববিকার বশতঃ স্বয়ংক্রমিক, বিশেষতঃ বিকার অবসাদকর হইলে ইহা উপকারী। ক্রোধবশতঃ স্বয়ংক্রমিক নেট সিউ কলপ্রদ।

কনাইহাম—স্নায়ুর কেন্দ্রগতবিকারবশিত পক্ষাঘাত রোগের ইহা ঔষধ। অহুত্বভিত্তিক নির্বিকার থাকে। রোগের গতি অধঃ হইতে উর্দ্ধাভিমুখীন হয়। তরুণ উর্দ্ধগামী পক্ষাঘাতেও ইহা উপকারী। বৃদ্ধদিগের রোগেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

আজেন্টাম নাইট্রিকাম—ইহা ডিফথিরিয়ার পরিণাম পক্ষাঘাতের ও শরীরার্থঃ অর্কের পক্ষাঘাতের পক্ষে উপযোগী।

নাক্স.ভমিকা—অধঃ অঙ্গের পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত অঙ্গে লক্ষ্যোচন ও গুরুত্বের অরুত্ব থাকিলে ইহা উপকার করে। বৃদ্ধদিগের মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাতেও ইহা প্রয়োজ্য।

প্রসপ্যালজিয়া বা মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল।—জেন্সিসের লবিরাম স্নায়ুশূল মুখের একতর পার্শ্ব আক্রমণ করে। ইহাতে লগ্নম স্নায়ুগুণ্য আক্রান্ত হয় ও রোগী নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করে।

চক্ষুরোগ।—চক্ষুর নানাবিধ রোগে জেন্সিসিয়ায় দ্বারা আমরা উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইহা চক্ষুর নানা প্রকার পক্ষাঘাতিক রোগেপন্ন করে। দ্বিত্বদৃষ্টি ও চক্ষুপুটপতন প্রভৃতি পক্ষাঘাতিক রোগে চক্ষুগোলকে টাটানি, মুখের ঘোর লোহিতবর্ণ এবং ঔষধের অগ্রাশ্র সাধারণ লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা প্রয়োজ্য। শিরোধূর্ণন ও চক্ষুগোলকের বেদনা থাকিলে দ্বিত্বদৃষ্টি রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। চক্ষুর অভ্যন্তরীণ উপাদানের প্রদাহরোগে রসস্রাব নিবন্ধন চক্ষুর মৃদু বেদনা, দ্বিত্বদৃষ্টি এবং শিরোধূর্ণন জন্মিলে জেন্সিস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রক্তস্রাবী উপতারাগ্রন্থ বা সিক্রাস আইরাইডিস এবং করডাইটিস বা রক্তনাড়ীয়ায় সিক্রাগ্রন্থ—বাহাতে ধীরে ধীরে দৃষ্টির দৌর্বল্য ও চক্ষুপুটের শুষ্কতা জন্মিতে থাকে, ইহা দ্বারা উপকার হয়। অসামঞ্জস্যভূত পেশীক্রিয়া (defective accommodation) বশতঃ দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটিলেও ইহা উপকার করে। চিত্র-পত্রের (Retina) স্থলন, দৃষ্টিদৌর্বল্য এবং বিষমদৃষ্টি বা এটিং-ম্যাটিজ্‌ম্ প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকার করিয়াছে। পেশীর দুর্বলতানিবন্ধন বিষমদৃষ্টিও ইহার প্রদর্শক ; ডিম্‌থিরিয়া রোগে এক্রপ ঘটিলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

প্লকম্ বা অস্বচ্ছদৃষ্টিরোগের তীক্ষ্ণ বেদনার উপশম করিয়া ইহা যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ শান্তিবিধান করে।

নাসিকার সর্দি বা ক্যাটার :—তরুণ নাসিকাসর্দির পক্ষে জেন্সিমিস্কাম্ অতি উৎকৃষ্ট অল্পতম উপকারী ঔষধ হইলেও তদুপযুক্ত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। একনাইটেব্রায়া শীতকালের তীক্ষ্ণ শুষ্ক শৈত্যসংস্পর্শ ইহার রোগের কারণ নহে। বসন্ত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর আর্দ্রোষ্ণ শৈত্যসংস্পর্শে ও শরীরের শিথিলতা বা অবসাদ উৎপাদক এবং পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার সময় ইহার রোগ জন্মে। মস্তকের পূর্ণতা, সর্দি আক্রমণের পূর্বলক্ষণবৎ শরীরে শীত শীত ভাব, গাত্রবেদনা এবং শরীরেব শুষ্ক তাপ থাকিলে ইহা দ্বারা সর্দি অল্পেই বিনষ্ট হইতে পারে। সর্দি পরিস্ফুট হইলে রোগী নিস্তেজ এবং দুর্বল হইয়া পড়ে, পৃষ্ঠের উর্দ্ধাভাগে শীত সঞ্চরণ করে, মধ্যে মধ্যে হাঁচি হয় এবং নাসিকা হইতে জলবৎ, বিদাহী অথবা কখন কখন অল্পে স্রাব নির্গত হইয়া অবস্থানুসারে নাসিকাগন্ধের অবদারণ ও টাটানি উৎপন্ন করে। রোগী অগ্নির নিকট থাকিতে ভালবাসে। কোন কোন দেশব্যাপী সর্দিরোগের ইহা সাময়িক ঔষধ। ক্ষয়বৃদ্ধ

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ইহা ঔষধ। ইহার সর্দিগহ ন্যূনাধিক গলক্ষত, গলাধঃকরণের কষ্ট, টনসিলের লোহিতাভা এবং শুষ্কশুষ্ক-যুক্ত, বিরক্তিকর ও শুষ্ক কাসি থাকে ।

ল্যাকেসিস্—গলার স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা থাকিলে বসন্ত-কালের সর্দি-কাসির পক্ষে ইহা উপকারী ।

কুইনারিফা—সর্দির উপক্রম কালে অত্যধিক গলার বেদনা থাকিলে ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

সিপিফা—ঋতু হইবার উপক্রমে সর্দি হইলে উপকারী ।

একনাইট—ইহাও জেলসের দ্বায় ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রথমাবস্থার ঔষধ । একন কখন কখন শিশুদিগের রোগের উৎকৃষ্টতর ঔষধ হইলেও পরিস্ফুট রোগে ইহার বিশেষ কোন কার্য্য নাই । অনেক সময়ে ইহা পরিস্ফুট রোগের যন্ত্রণার কথাক্ষত লাঘব করে মাত্র ।

ব্যাপ্টিসিয়া—উদরবিকারযুক্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে, বিশেষতঃ উদরাময়ের বিষ্ঠা পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকিলে ইহা উপকারী । ডাং ক্লার্ক ইহাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের একমাত্র ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন । তিনি ৩০ ক্রমের ঔষধের পক্ষপাতী ।

একিউট ব্রঙ্কাইটিস্ বা তরুণ নলৌষ।—রোগের প্রথমাবস্থায় হৃদবিশেষে জেলস্, একনাইটের পদাভি-যুক্ত হয় । ডাং পোপ বলেন, একন তরুণ ব্রঙ্কাইটিসের বৃদ্ধির বাধা জন্মাইয়া থাকে । একন অস্থিরতা এবং পূর্ণ, কঠিনস্পর্শ ও লক্ষমান নাড়ীর স্থলে রোগীর আলস্ত, শারীরিক দুর্বলতা এবং মেজ-মেজোভাব ও পূর্ণ, প্রশান্ত শ্রোতবিশিষ্ট নাড়ী এবং মূহু ও অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর রক্তাধিক্য থাকিলে জেলস্ প্রযোজ্য । কখন কখন এই দুই ঔষধের মধ্যে কোনটির সহিতই রোগ লক্ষণের সাদৃশ্য বোধগম্য হয় না ; সেস্থলে ফেক্সান ফস্ অন্তর্গত আঁইসে । বিশেষত

শিশুদিগের ব্রুকাইটিস রোগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করায় ইহা এ রোগে অগ্রগণ্য। ইহা একন এবং জেন্সেন্স মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে। ইহাতে একদিকে একনের অস্থিরতা, নাড়ীর পূর্ণতা এবং লক্ষ্যমান গতি, অপরদিকে জেন্সেন্স অবসাদ, নিদ্রালুতা ও নাড়ীর প্রশান্তপ্রবাহ দৃষ্টগোচর হয়। যেহেতু সামান্য শৈত্যসংশ্রবই কঠোর বৃদ্ধি, শুষ্ক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালি, ফুসফুসের কাঁচাতাবণ্ড টাটানি এবং কথঞ্চিৎ শ্বাসরুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহাতে ইহা উপযোগী। উপরিউক্ত অবস্থায় নিউমোনিয়া রোগেও জেন্স একনের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে।

ভেরেট্রান্স ভি—অতি প্রবল রোগে প্রবল জ্বর, এবং নাড়ী পূর্ণ, কঠিন ও দ্রুত থাকিলে প্রযোজ্য। ইহাতে একনের শ্বাস অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার অভাব থাকে।

হুদ্রোগে বা হার্টডিজিজ।—জেন্সিমিস্সামের হুদ্রোগে নিদ্রাবেশ হইবামাত্র হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার রোধ হইবার অনুভূতি বশতঃ রোগীর হঠাৎ নিদ্রাত্তক হয়। রোগী বোধ করে যে শরীর চালনা না করিলে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইবে। হৃৎপিণ্ডপেশী দুর্বল থাকায় রোগীর যেন স্বতঃ অনুভূতি জন্মে যে শরীরের চালনা দ্বারা তাহাকে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া উত্তেজিত রাখিতে হইবে।

ডিজিট্যালিস—রোগী মনে করে যে গাত্র চালনা করিলেই তাহার হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার রোধ ঘটিবে।

গ্রিগেলিয়া রোবা—ইহাতে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস দুর্বল থাকে। রোগীর নিদ্রাবেশ হইলেই শ্বাস প্রশ্বাস রোধবৎ অনুভূতি হওয়ায় হঠাৎ নিদ্রাত্তক হইয়া রোগী উঠিয়া বসে।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—মানসিক উত্তেজনা, বিশেষতঃ ৩ আকস্মিক আশঙ্কা বশতঃ উদরাময়ে জেন্স উপকারী।

রোগী হঠাৎ প্রভুত পরিমাণ, পীতবর্ণ ও থলথলে মলত্যাগ করে। জিহ্বালেশ শুভ্র এবং পীতভ থাকে। আমি একটি ভদ্র লোককে জানিতাম, তিনি গৃহের নিয়ন্ত্রে থাকিলে উপরতল হইতে তাঁহার পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির জ্বরাদি রোগ হওয়ার সংবাদ আসিলেই চিকিৎসক ডাকিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি পাইখানায় দৌড়াইতেন, কখন কখন পাইখানা পর্য্যন্ত পৌঁছিতেও পারিতেন না, অসামান্য হইতেন। কখন বা তিনি বমনও করিতেন। আমি তাঁহাকে জেলস্ দিতাম, আর বিরচন হইত না। অনেক বার এরূপ ঘটিয়াছে।

ত্রিশম্—হঠাৎ ভীতিচাকিত হওয়ার উদরাময় জন্মে।

ভিরেট্রাম এল্লাম—ভীতিগ্রস্ত উদরাময়ে ললাটে শীতল ঘর্ষ।

আজেন্ট নাই—অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার পর, বিশেষতঃ করনার আতিশয়া বশতঃ তাহা ঘটিলে, যে উদরাময় হয় তাহাতে উপকারী। **পাল্‌সেটিলা**—ভীতিনিবন্ধন উদরাময়ের বিষ্ঠা সবুজাভ পীত এবং ক্রৈদযুক্ত অথবা অত্যন্ত পরিবর্তনশীল।

পুয়মেহ বা গনরিয়া।—বোগের প্রথমবস্থায় **জেলসি-মিসাম** উপকারী। **একনাইট**ও বোগের প্রথম প্রদাহিক অবস্থায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু উভয়ের উপযোগিতা বিষয়ে যথেষ্ট প্রভেদ দৃষ্ট হয়। **জেল্‌সামিসামে** মূত্রনালীর টাটানি এবং মূত্র নালীর মুখের ও মূত্রপথের জ্বালা হয় এবং শ্রাব অল্প ও শ্লেষ্মাময় থাকে, পুখে পরিবর্তিত হয় না। **একনাইটরোগ** অত্যন্ত প্রবলতর। মূত্র তপ্ত, জ্বালাকর ও অত্যন্ত এবং ত্যাগ অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ। মূত্রনালীমুখ ক্ষীণ ও লোহিতবর্ণ এবং মূত্রপথ শুষ্ক ও শুষ্কুড়িযুক্ত। রোগী নানাদিক উৎকণ্ঠায়ুক্ত। এই অবস্থায় ইহা করুড়ি বা লিঙ্গ কাটিতের পক্ষেও উপকারী।

এলপ্যাথিক মতের পিচকারী প্রয়োগে শ্রাবের বলিয়া বাওয়া অথবা শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন উপকোষপ্রদাহ (Epididymitis) এবং পুষ্-মেহসংশ্লিষ্ট বা গনরিয়াস রসবাতরোগ জন্মলেও জেন্স উপকারী। ডাং হেলমাথ উপকোষপ্রদাহরোগে ইহার সুখ্যাতি করিয়াছেন।

ডাং ডিয়ুয়ি গনরিয়াস একনাইটিন প্রয়োগেও উপকার পাইয়াছেন, কিন্তু তদপেক্ষা তিনি একনাইটকেই শ্রেষ্ঠতর ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। গনরিয়াসটি মূত্রপথের প্রদাহে অনেক চিকিৎসক এট্রাপিনের বিশেষ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

গুক্রমেহরোগ বা স্পার্ম্যাটরিয়া।—গুক্রমেহ রোগের অতি শোচনীয় অবস্থায় জেন্সিনিয়ান প্রদত্ত হয়। থাকে। হস্তমৈথুন বশতঃ রোগেই ইহার বিশেষ প্রয়োগিতা দৃষ্ট হয়। রোগীর শরীর, বিশেষতঃ তাহার জননেদ্রিয় শিথিল হইয়া যায় ও কখন কখন জননেদ্রিয়দেশে শীতল ঘর্ষ থাকে। ইহার লক্ষণের বিশেষ প্রকৃতি এই যে, কামনিষয়ক কোনপ্রকার স্বপ্ন না হইয়াই গুক্রম্মলন হয়। রজনীতে সামান্য শ্রম এবং উত্তেজনাতেই অনৈচ্ছিক রেতঃপাত ঘটে। ফলতঃ রোগ প্রায় ধ্বংসভয়ের প্রকৃতি ধারণ করে।

ডাঙ্কলুরিয়া—ইহাতে দুর্বল ভাবে রেতঃম্মলন হয়, জননেদ্রিয়ের অতি নিস্তেজাবস্থা থাকে এবং রজনীতে দুই তিন বার স্বপ্ন হইয়া গুক্রম্মলন নিবন্ধন পর দিবস রোগী শারীরিক, বিশেষতঃ জাতিসন্ধির দুর্বলতা বোধ করে। ডাং ক্যারিংটন প্রথমে ১২ ক্রমে ও পরে ৩০ ক্রমে ইহার প্রয়োগ করিতে বলেন।

ডিজিট্যালিস্—ইহাতেও স্বপ্ন না হইয়া রজনীতে নিস্তেজাবস্থা অনৈচ্ছিক গুক্রম্মলন হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্বল বোধ করে। ডাং বেয়ার বলেন ইহার ট্রিটুরেশন অধিকাংশ স্থলে সুফলপ্রসূ। ইহা প্রাতঃকালে সেবন বিধেয়। ডাং ডিকিন্সন অস্ত্রাঙ্ক

সর্বপ্রকার ঔষধাপেক্ষা ইহাকে অধিকতর কলপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করেন ।

ক্যালাডিস্লাম্, সিণ্ডাইনাম্—কামবিষয়ক যথেষ্ট-
চারের কুকল সংশোধনে ইহা উপকারী । ইহাতে কোন কামচিন্তা অথবা
জননেদ্রিয়ার উত্তেজনা ব্যতীত স্থগ্ন দোষ ঘটে ।

এগ্রাস্ ক্যাণ্ডাস্—পুরাতন অত্যাচারীর ঔষধ ।

স্ট্রীজনেনেদ্রিয় রোগ—আর্দ্রবাতাব বা এমেনরিয়া,
রজোকৃচ্ছ, বাধক বেদনা বা ডিস্‌মেনরিয়া ।—**জেল্‌-**
সিনিয়াম্ের ঋতুরোধরোগে রোগিনী নিজালু ও উদাসীন
থাকে এবং তাহার মস্তকে ও মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূল জন্মে ।

রজোকৃচ্ছ বা বাধক বেদনায় জরায়ু সমুখ দিকে বক্র
হওয়ায় হস্ত দ্বারা চর্মপিত করার জায় বেদনা হয় । ললাট দেশের
বেদনা ও দৃষ্টিমালিন্য ইহার সঙ্গীক্ৰমে বর্তমান থাকে । মস্তক অত্যন্ত
বদ্বিত এবং উৎকট গোলমালে ভাবযুক্ত বলিয়া বোধ । এই সকল
লক্ষণ এবং হিপসন্ধি, পৃষ্ঠ, এমন কি উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রসববেদনাবৎ
জরায়ুর বেদনা পর্য্যায়ক্রমিক ভাবে উপস্থিত হইতে থাকে । জরায়ুর
স্নায়ুশূল ও রক্তাধিক্য নিবন্ধন রজোকৃচ্ছরোগেও **জেল্‌স্** উপকারী ।

কনফাইনাম্—ইহা **জেল্‌স্** সহ সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ ।

জেল্‌স্ের পরে প্রযোজ্য ।

এক্টিয়া স্লেসি—জরায়ুর সমবেদনা বশতঃ লিঃশূল ।

প্রসববেদনা বা লেবরপেন্‌স্ ।—প্রসববেদনা অনেক কাল
স্থায়ী হইয়াও যে স্থলে প্রসব না হয়, অবস্থানুসারে তাহাতে
জেল্‌সিনিয়াম্ বিশেষ উপকারী ঔষধ । জরায়ুপেশীর দুর্বল,
শিথিল ভাবই ইহার কারণ, জরায়ু মোটেই সঙ্কুচিত হয় না বলিয়া জরায়ু-
মুখ খোলে না । যে সকল স্ত্রীলোকের অত্যন্তরূপে প্রোভ্যক প্রসবই

বিলম্বে হয়, জ্বরায়ুর বসকারকরূপে কার্য্য করিয়া জেন্স্ তাহা-
দিগের ভবিষ্যৎ প্রসবের সাহায্যকরণে সক্ষম। ইহার বিলম্বিত প্রসবে
বেদনা উর্দ্ধে পৃষ্ঠে অথবা বক্ষে যায়, কিন্তু তাহাতে প্রসবের কোন সাহায্য
হয় না। ডাঃ জর্জ রয়াল অথবা স্থলে ইহার প্রয়োগ বিশেষ ক্রতিকর
বলিয়া মনে করেন, কেননা তাহাতে ইহা প্রসবের বিলম্ব ঘটাইতে,
এমন কি অল্প দ্বারা প্রসবের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত করিতে পারে।

জ্বরায়ুর ও তাহার ঔষাদির সম্পূর্ণ শিথিলতা ও কোমল বস্তু থলে
ভাব বর্তমান থাকায় জ্বরায়ুর সঙ্কোচনের সম্পূর্ণ অভাব বশতঃ কখন
কখন প্রসবের বিলম্ব ঘটিলেও ইহা দ্বারা প্রসবের সাহায্য হয়।

উত্তেজনাপ্রবণতাবিশিষ্ট প্রসূতির প্রসবাস্তিক বেদনা বা আক্টার
পেন্সবশতঃ নিদ্রা না হইলে ও অস্থিরতা থাকিলে ইহা শান্তি
আনয়ন করে।

পায়ুপিপীল কন্ডাল্‌সন বা সূতিকাক্ষেপ।—সূতিকা
ক্ষেপের উপক্রম কালে জেন্স্‌সিমিল্যান্ প্রদত্ত হইলে অব-
স্থানুসারে আক্ষেপ নিবারণে সক্ষম। প্রসবের কষ্ট ও বিলম্বই
ইহার আশু কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। রোগিনীর এষুমিহুয়া
থাকিতে পারে। রোগিনী প্রায়শঃ তদ্ভাগ্রস্ত থাকে এবং শরীরের
স্থানে স্থানে পেশী আনর্জন বা টুইচিংস হয়। জ্বরায়ুর মুখ কঠিন অথবা
পূর্বকথিতরূপ জ্বরায়ুর সর্বাংশই শিথিল ও নিশ্চেষ্ট এবং নাড়ী পূর্ণ-
স্থল কিন্তু কোমল থাকে। তীক্ষ্ণ কূর্জনবৎ বেদনা হয় ও তাহা জ্বরায়ুঔষ্য
হইতে উর্দ্ধে আমাশয় ভেদ করিয়া পঞ্চাৎদিকে যায়। বেদনাকালে মুণ-
মণ্ডলের রক্তমা জন্মে। ইহাই জেন্স্‌ প্রয়োগের উপযুক্ত অবস্থা।

হামজ্বর বা মিজল্‌স্।—হামজ্বরের প্রাথমিক অবস্থায়
একন অপেক্ষা জেন্স্‌ উৎকৃষ্টতর ঔষধ বলিয়া বিবেচিত।
ইহার ব্যবহারও অধিকতর স্থানে হইয়া থাকে।

ইহার জ্বরের তাপই প্রধান লক্ষণ রূপে বর্তমান থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গে বিলক্ষণ শীত মিশ্রিত থাকে। শিশুর অতি বিষণ্ণ, অবসাদগ্রস্ত ও নিলিপ্ত অবস্থা হয়, সে কাহারও সংশ্রব ভাল বাসে না। জলবৎ ও বিদাহী সর্দি প্রায়ে নাগিকা এবং উর্দ্ধোষ্ঠ হাজিয়া যায়। বকের টাটানি এবং স্বরভঙ্গ হইয়া কর্কশ, খ্যাক খ্যাক ও ক্রুশক বিশিষ্ট কাসি হয়। **জেন্সেনের** ঔষধগুণ পরীক্ষায় চুলকানিযুক্ত, লোহিতবর্ণ গাত্র, হামের জ্বায় একরূপ উত্তেজ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; একজ্ঞ রোগের অবস্থা বিশেষে উত্তেজ বাহির হইলেও ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে; লোহিত বর্ণ ত্বকের হাম সদৃশ উত্তেজে এবং অঙ্গাদির কনকনানিতে ইহার সহিত **ডাক্সার** কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় ঔষধ মধ্যে ত্রাস্তি হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, কেননা **জেন্সেনের** অধিকতর সর্দি এবং **ডাক্সার** অধিকতর কনকনানি পরস্পরকে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে। উত্তেজের অপরিষ্কৃত অবস্থায় উভয় ঔষধই উপযোগী। মস্তিষ্কের তলদেশের (Base of the brain) বেদনা, প্রবল জ্বর এবং যত্ন মস্তিষ্ক লক্ষণের বর্তমানতা। **জেন্সেনের**, আর্দ্র ও শীতল বায়ু এবং বর্ষণযুক্ত আবহাওয়া অথবা বাতাসের আকস্মিক পরিবর্তন **ডাক্সার** রোগের কারণরূপে বর্তমান থাকিয়া উভয়ের প্রয়োগস্থলের তিরতা প্রদর্শন করে।

মস্তিষ্কের প্রবলতর লক্ষণ এবং প্রবল জ্বরকালে মধ্যে মধ্যে ঘণ্টার উৎপত্তি গলক্ষতরোগে **বেনাডনার** উপযোগিতার নির্দেশক। জ্বরের উপস্থিতকালে **পাল্‌স্‌** নিষিদ্ধ।

বসন্তজ্বরের প্রথমাবস্থাতেও **একনাইট** অপেক্ষা **জেন্সেনের**ই অধিকতর উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমের প্রবল জ্বরসহ অত্যধিক তৃষ্ণা ও অস্থিরতা অপেক্ষা দ্বিতীয়ের পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গদির কনকনানি, যন্তক বেড়িয়া ফিতা আটার অল্পভূতি এবং অবসাদ ও ঔদাভ্যই এ রোগের সাধারণ লক্ষণরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। ডাং

ফিলার বসন্ত রোগের প্রাথমিক অবস্থায় একনাইটেই ব্যবহারে বিফলমনোরথ হইয়া জেন্‌ল্‌স্‌ দ্বারা উপকার পাইয়াছেন ।

আরক্তজ্বর বা স্কাৰ্লেট ফিবার ।—আরক্ত জ্বরের প্রথম-বস্থায় একন এবং বেনেলে প্রবলতর লক্ষণ উৎপন্ন না হইয়া রোগী স্থির, অলস, দুৰ্ব্বল ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইলে এবং নাড়ী কোমল অথচ অধিকতর দ্রুত থাকিলে জেন্‌ল্‌স্‌ের উপযোগী । সাধারণতঃ পুষ্টিহীন শিশুদিগের মধ্যে প্রথম হইতেই রোগের এইরূপ দুৰ্ব্বল প্রকৃতি দেখা যায় ও এইজন্য তাহাদিগের চিকিৎসাতেই অধিকাংশ সময় ইহার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয় । ফলতঃ টাইফয়েড প্রভৃতি কোন দুঃখিত লক্ষণ উৎপন্ন হইলে আর ইহার উপযোগিতা থাকে না ।

জ্বররোগ ।—আমরা ইতিপূর্বে জেন্‌ল্‌স্‌ের ক্রিয়া পর্যালোচনা করিয়া বোধগম্য করিয়াছি যে ইহা একটি মূহুর্ত্তাধিক্যোৎপাদক ও প্রভূত স্নায়বিক বলহানিকর বস্তু । ইহার এই উভয় বিশেষতঃ স্নায়বিক শক্তি-নাশক ক্রিয়া যতই প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হউক না, তাহা কখন উপাদান-বিশ্লেষণ বা টাইফয়েড অবস্থা উৎপন্ন করে না । একজ্ঞাত এতদ্বারা যে কোন প্রকার জ্বর চিকিৎসা হউক, টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিতির সূচনা মাত্র কার্যকারিতার অভাব ঘটে, তাহা শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখা কর্তব্য । জেন্‌ল্‌স্‌ের লক্ষণে উপরিউক্ত রক্তাধিক্য এবং প্রভূত স্নায়বিক অবসাদাদি বর্তমান থাকায় স্বল্পবিরাম বা রেমিটেন্ট এবং সন্নিপাতিক বিকার প্রভৃতি সৰ্ব্বপ্রকার জ্বরেরই প্রথম-বস্থায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় ইহা দ্বারা কার্য্য না হইলে অচিরে ইহা পরিত্যাজ্য । সবিরাম জ্বরে ইহার প্রয়োগ অতি বিরল ।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেন্ট ফিবার ।—জেন্‌ল্‌স্‌ ম্যাগ্নেসিয়া জ্বরের অবস্থানুসারে প্রযুক্ত হইলেও সাধারণতঃ ম্যাগ্নেসিয়া দোষহীন সহজ সবিরাম জ্বরেই ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

অবস্থানসারে কুইনাইনক্রম্ জ্বরেও ইহা কলপ্রদ। শিশুদিগের ম্যালেরিয়া-
ঘটিত সবিরাম জ্বরচিকিৎসাতেই ইহা কলপ্রদ প্যাতি লাভ করিয়াছে।
এস্থলে ইহাকে আর্সেন প্রতियোগী ওষধ বলা যাইতে পারে, কেন
না ইহারাই অধিকাংশ শিশুরোগে ব্যবহৃত হয়।

জেলুস্ সবিরামজ্বর অপরাহ্ন ও সন্ধ্যাকালে আক্রমণ করে। পদ
হইতে পৃষ্ঠ বাহিয়া শীত উঠে যাইতে থাকে। শরীরের ঘৃষ্টবৎ বেদনা হয়,
এবং কম্প নিবারণ জন্ত শিশু তাহাকে চাপিয়া রাখিতে বলে।
শীতাবস্থায় কখন কখন শিশু অতিরিক্ত মূত্রতাগ করে। তাপকালে মুখের
রক্তিম জন্মে। তন্দ্রা, শিরোগূর্ণন এবং অবসন্নতা ইহার প্রদর্শক।
ইহার জ্বর যকৃত ও উদরের বিশেষ কোন উপসর্গ উৎপন্ন করে না।
তৃষ্ণা থাকে না, থাকিলে তাহা কেবল বর্ষাকালে দৃষ্ট হয়।

জেলুসের জ্বরের নিশ্চয়িত কালে আক্র-
মণ, তৃষ্ণার অভাব, অবসন্নতা ও নিদ্রালুতা,
এবং আর্সেন অনির্দিষ্ট সময়ে জ্বরাক্রমণ,
অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা এবং অতর্পণীয় তৃষ্ণা,
উভয়কে যথেষ্ট প্রভেদিত করে।

পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর বা বিলিয়াস্ রেমিটেন্ট ফবার।—

জেলুসিমিয়াস্ শোণিতসঞ্চালনক্রিয়ার অতিশয় মন্থরতা উৎপন্ন
করায় যকৃতের রক্তাধিক্য হয় ও পিত্তস্রাবক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।
এজন্ত পিত্তপ্রধান স্বল্পবিরাম জ্বরে ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হয়। এ
জ্বরেও স্নায়বিক লক্ষণাদি ইহার প্রদর্শক রূপে বর্তমান থাকে।
সম্পূর্ণ পেশীদুর্বলতা ও মস্তিস্কীয় মুহূর্ত রক্তাধিক্য বশতঃ রোগী
অবসন্ন ও নিশ্চেষ্ট, তাহার মুখ ঘোর রক্তিমাবিশিষ্ট, চক্ষু
নিম্নলিখিত এবং রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত। রক্তনীতে জ্বরের বৃদ্ধি এবং
প্রাতঃকালে ভ্রাস। দৃষ্টিমানিহ্ন, ক্ষুধাহীনতা, মুখের তিক্তাস্বাদ

এবং প্রচুর পরিমাণ পিত্তসংযুক্ত মলত্যাগ ইহার জ্বরের অন্ত্যস্ত লক্ষণ ।

দান্নিপাত জ্বররিকার বা টাইফয়েড ফিবার ।—জেন্স-সিনিমিস্ত্রান টাইফয়েড পরিবর্তনশীল প্রকৃত টাইফয়েড জ্বরের ঔষধ নহে, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । সহজ প্রকৃতির জ্বরের প্রথমা-বস্থায় ইহার পূর্বকথিত স্নায়বিক ও মস্তিষ্কলক্ষণে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে । * সম্পূর্ণ শরীর-টাটায় এবং ঘৃষ্টবৎ অসুভূতিতে রোগী বোধ করে যেন সে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে । রোগী কিঞ্চিদ্মাত্রও শরীরচালনা করিতে ভীত হয় । শিরঃশূল, নিদ্রালুতা এবং স্নারবিক লক্ষণের প্রাধান্যই ইহার প্রদর্শক । রোগী অবসন্ন ও নিলিপ্ত থাকে এবং তাহার মুখাবয়ব দেখিলে বোধ হয় যেন সে বমন করিবে । শীতভাব লগ্ন থাকে ও পূর্ণ এবং কোমল নাড়ীর নির্ঝাধ শ্রোত বহিরা যায় । ব্যাপ্টিসিস্তার পূর্বে ইহার প্রয়োগকাল উপস্থিত হয় এবং ইহার লক্ষণ অনেকাংশে তাহার তুল্য হইলেও অপেক্ষাকৃত উগ্রতাহীন ও মৃদুতর থাকে ।

পীত জ্বর বা ইয়লো ফিবার ।—পীতজ্বরেরও প্রারম্ভিক অবস্থায় যখন রোগী অবসাদগ্রস্ত ও সর্কবিষয়ে উদাসীন থাকে তখনই জেন্স আমাদিগের সাহায্যকারী । জ্বরের এই প্রথমাবস্থায় যখন রোগ টিসুপরিবর্তনাদি কোন গভীরতা প্রাপ্ত না হয়, তদবস্থায় অন্ত্যস্ত ঔষধ মধ্যে একনঃ, বেল, ব্রায়, ক্যাম্ফর এবং ইপিকা বিবেচ্য । প্রবল জ্বর, শীতভাব, শুষ্ক ত্বক্ এবং লক্ষমান কঠিন নাড়ী একনের, প্রবল জ্বর, কঠিন, লক্ষমান নাড়ী এবং প্রবল মস্তিষ্কীয় বিকার বেলের, স্থিরভাব কিন্তু জেন্সের তদ্রূপ ও অবসন্নতাদির অভাব ব্রায়ের, শরীরের শীতলতা ও কলাপের অভিযুখীন গতি ক্যাম্ফরের, এবং কখন ও বিবমিষা ইপিকার—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বর্তমান থাকিয়া তাহাদিগের প্রয়োগস্থল সুনিশ্চিত করে ।

লেকচার ৩৭ (LECTURE XXXVII).

সিলিসিয়া (Silicea) ।

প্রতিদাম ।—এসিডাম্ সিলিকাম্ । সিলেক্‌স্ ।

সাধারণনাম ।—ক্লিষ্ট, সিলিকা ।

প্রস্তুতগুরুপ ।—নিম্নক্রমে অবিশিষ্ট সিলিকার ট্রিটুরেশন ;
উচ্চক্রমে উৎচারণ বা অক্লিষ্ট ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—কতিপয় সপ্তাহ ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম ।—প্রায়শঃ ৩০ হইতে ২০০ ক্রম, উচ্চ
১০০০০ (cm) ক্রম পর্যন্ত অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । *

* লক্ষপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া
কল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে নিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাং গুলন—মস্তকত্বকের
শোণিতাকর্ষদ বা সিক্যালহিমাটমা দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণ গ্যরাইটাল অস্থি আবৃত,
অকর্ষদ কোমল ও চাপে স্থিতিস্থাপক, ৩০, আরোগ্য ; ডাং পোপ—রোগীর বয়স ২৫,
অনেক দিনের শিরঃশূল, কনকনানি বেদনা ও চক্ষুতে চাপের অশুভুতি, ললাটের
নিম্নাঙ্গ ও নাসিকার উর্দ্ধভাগ পবাস্ত বিস্তৃত, ঘন ও হরিদ্রাভ নাসিকাগ্রাভে ও শয়নে
বেদনার উপশম, ৬, আরোগ্য। ডাং এলেন্—কোন যুবতীর এক প্রকার স্নায়ুশূলে
বোধ হইত যেন তাহার গতির স্রাব বস্তুকে কোন ব্যক্তি আল্পিনের অশ্বসন্ধানে
হইয়া অজুলী প্রবেশ করাইতেছে, মধ্যে মধ্যে চক্ষুতে বিদ্রোহালক হইয়া যেন দৃষ্টি-
মালিগা উৎপন্ন হওয়ার স্রাব বোধ হইত ; শীতল আবহাওয়ার অপবা দমক। বাতাসে
হারি বৃষ্টি ও বস্ত্র জড়িত করিয়া, মস্তক উচ্চ রাখিলে উপশম হইত ৭২০০০ (72 m). এক
মাত্রায় আরোগ্য। ডাং টেন্স—চক্ষুগুটির এক বৎসর স্থায়ী কোষগর্ভাকর্ষদ, ৩০, এক
মাত্রায় ১৪ দিনে আরোগ্য। ডাং চেম্বালেন—আরক্ত জরাস্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ হইতে
অবিশ্রান্ত অসবৎ, ছানা ছানা ভাবের বিদাহী প্রাব দিগন্ত হইয়া বধিরতা, সন্দি না

উপচয় ।—পূর্ণিমাযোগে (কষ্টি) ; গাত্রচালনায় ; রজনীতে ; প্রাতঃকালে ; মস্তক অনাবৃত করিলে ; যুক্ত বায়ুতে ; শৈত্যে এবং আর্দ্রতায় ; বেদনায়ুক্ত পার্শ্বে শয়নে ; ওয়াইন মত্তপানে ও ঋতুপ্রাধিকালে ।

উপশম ।—মস্তক আবৃত করিলে ; তাপে ও গৃহমধ্যে ।

সম্বন্ধ ।—সিলিসিয়ার কার্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, ক্লোরিক এসিড ও হিপার সাল্ফ ।

*সিলিসিয়া বাহার কার্যপ্রতিষেধক—সাল্ফার ।

মার্কারির অপব্যবহারের দোষ নষ্ট করে, কিন্তু শক্তিতে-পরিণত মার্কারির পরে ব্যবহার সুফলপ্রদ নহে ।

কার্যপূরক ।—থুজা এবং আনিকিউলার ।

সিলিসিয়ার পরে প্রযোজ্য—গ্র্যাফা, ক্লোরিক এসিড ও হিপার । পাল্‌স যে রোগের তরুণাবস্থায় প্রযোজ্য, তাহারই পুরাতন অবস্থায় সিলিসিয়া উপযোগী ।

তুলনায় ঔষধ ।—আর্নি, বেল, ক্যাক্সে কা, কার্ব ভেজ,

হইলে বেদনা থাকে না, ৬০০০ আরোগ্য । ডাং গুলন—২০ বৎসরের যুবতীর মুখের এক পার্শ্বের কোয়মর ঝিল্লীর নড়কচড়াভাব হইয়াছিল, ৩, আরোগ্য । ডাং বেরিজ—একটি বালকের তিন দিনের মধ্যে একটি ক্ষীত গ্রীবার সমুপের বাম পার্শ্বে জন্মিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের প্যারটইড গ্রন্থি পৃথগ্ন বিস্তৃত হইয়াছিল, ১০০০০০ (cm) আরোগ্য । ডাং স্টেন—একজন প্রস্তুতকর্তনব্যবসায়ীর সন্ধির ক্রমবিপ্লব হওয়ার, ফুসফুসে কতিপয় গর্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে প্রচুর গয়র নিষ্ঠুত হইত ও রোগীর গাত্রে জল লাগিয়াছিল, প্রথমে ২০, পরে ২০৭, আরোগ্য । ডাং টো—কটিদেশে আঘাতবৎ ও দগ্ধদপানি বেদনা হইয়া মধ্যে মধ্যে জননেদ্রিয় ও মলম্বারের মধ্যবর্তী স্থান ক্ষীত ও রক্তযুক্ত পুষ্প্রাব হইত ; মলভ্যাগ করিতে অর্ধ নিজ্জাক্ত বিষ্ঠা সরলাক্রে ফিরিয়া বাইত, ৫০০০ (5mm) আরোগ্য । ডাং বেলু—৭০ বৎসরের বৃদ্ধার দক্ষিণ স্তনের কিরাস্ ক্যাক্সারে “ক্ষীত গ্রন্থির অতিশয় চুলকণা”, এই লক্ষণ অতুসরণে সিলিসিয়া প্রদত্ত হয় । প্রথমে ২০০, পরে ৬০০০, অনেক উপশম ।

ক্লোরিক এ, গ্রাফা, হিপার, হাইপার, কেলিকা, ল্যাকে, জাইক, মার্ক, মিউ এ, নাই এ, নাক্স ভ, কস, কস এ, পিক্রি এ, পাল্প, রাস, রুটা, সিপি, সাল্ফার ও থুয়া ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ ।—শোণিত ও বায়ুপ্রধান এবং উত্তেজনাপ্রবণ গণ্ডমালাধাতুর ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী ।

যে সকল ব্যক্তি পুষ্টিকর বস্তু আহাৰ করিয়াও সমীকরণভাবে পুষ্টিহানি নিবন্ধন কষ্ট পায় (ব্যাৰা কা, ক্যাকে); মানসিক ও শারিরীক অসহিষ্ণু ব্যক্তি ।

ব্রহ্ম মস্তক ও উদর, ফণ্টানেলি বা মস্তকোপরিস্থ উন্মুক্ত স্থানের অসম্পূর্ণতা এবং প্রচুর ঘৰ্ম্ম, শীতল মস্তক উক রাধিবার জন্য অগ্নিত করিবার প্রয়োজনীয়তাবিশিষ্ট গণ্ডমালা ধাতুর অস্থিরোগাক্রান্ত শিশু, জাহুর দুর্বলতা বশতঃ বাহারা বিলম্বে হাটিতে শিখে ।

ফেকাসে বর্ণ, সুন্দর এবং শুষ্কত্ব, পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ও শিথিল-পেশীবিশিষ্ট দুর্বল ব্যক্তি ।

পদের ঘৰ্ম্মরোধ, মস্তক অথবা পৃষ্ঠে সামান্য দমকা বায়ুসংস্পর্শ এবং ভ্যাক্সিনেশন (গো-বোজের টিকা) ঘটিত রোগ ; প্রস্তরকর্তন-কারিদিগের সম্পূর্ণ শক্তিহানিকর বক্ষরোগ ।

জৈবতাপহীনতা এবং অবিশ্রান্ত শীত ভাব ; ব্যায়াম কালেও তরুণ থাকে (লিডাম, সিপিয়া) ।

শ্রমসাধ্য কার্য্য করায়, এবং সক্রীর্ণ স্থানে অবরুদ্ধ থাকাতঃ শার্বিক দুর্বলতা ও উত্তেজনার ভাবসহ বলক্ষয় ; ক্রান্তি বশতঃ শয়নের প্রবৃত্তি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে দমন করিতে পারে ।

পুষ্ণস্ফারের দমনে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্ট হয় । ইচ্ছানুসারে ইহা দ্বারা ব্রণশোধ পাকাইতে অথবা তাহাতে অধিক পুষ্ণ জন্মিলে

হাস করিতে পারা যায় (প্রধানতঃ কোমলোপাদান আক্রান্ত হইলে, ক্যালাভুলা, হিপার) ।

শিশুগণ একত্রে ও খামখেয়ালি, ভাল কথা বলিলেও চীৎকার করে (একটি টা, স্মানি, আয়ডি) ।

অস্থির ও চঞ্চল ব্যক্তি, সামান্য শব্দে চমকিয়া উঠে । উৎকর্ষাক্ত, নম্র এবং চরুক্কর ব্যক্তি । মানসিক শ্রম করা অতি কঠিন ; পাঠ করায় ও লেখার অত্যন্ত ক্লান্তি জন্মে, রোগী চিন্তা ক'র সহ্য করিতে পারে না ।

মেরুমজ্জা হইতে উখিত শিরোবর্ণন গ্রীবাশ্চাৎ বাহিয়া মস্তকে যায় ও রোগী সম্মুখে পতনোন্মুখ হয় ; উর্দ্ধাভিমুখে দৃষ্টি করিলে শিরোবর্ণন (পালস—নিম্নদিকে তাকাইলে কাছিয়া, স্পাইজি, সোরি) ।

যৌবন কালের কোন কঠিন পীড়া বশতঃ (সোরি) বয়স্ককালে পুরাতন শিরঃশূল বা সিক্‌হেডেক গ্রীবা হইতে উখিত হইয়া মুষ্টি-দেশে বাওঘার বোধ যেন তাহা মেরুদণ্ড হইতে আসিয়া অন্ততর, বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষুতে (স্পাইজি, বাম) স্থায়ী হয় এবং দমকা বায়ু সংস্পর্শে ও মস্তক অনাবৃত করিলে তাহার বৃদ্ধি এবং মস্তক চাপিলে, উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত করিলে (ম্যাগ্নে মিউ, ট্রেন্) ও প্রচুর মৃত্যোগ্য হইলে উপশম ।

সকল ঋতুস্রাবেরই পূর্বে ও সময়ে কোষ্ঠবদ্ধ থাকে (উদরাময়, এমন কা, বোরাক্স) ; সরলান্তের ক্রিয়াবসার হওয়ায় মলত্যাগের কষ্ট ও সরলান্তের পক্ষাঘাত বশতঃ যেন অত্যন্ত কোথানি, মল অনেক সময় সরলান্তে থাকে, আংশিক রূপে বাহিরে আসিয়া পুনর্বার ফিরিয়া যায় (থুজা) ।

শিশু স্তন্য পান করিলেই প্রসূতির সোনিষার হইতে রক্ত নিঃসারিত হয় (ক্রেটন টি ডুলনায়) ।

স্তনের বোঁট অভ্যন্তরে আকৃষ্ট হওয়ায় স্তন্যগ্রন্থি গর্ভ হইয়া যায় (সাসা) ।

নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ ; নিদ্রাবস্থায় গাত্রোখান এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং পুনঃ শয়ন (কেলি ব্র) ।

অসুস্থত্বক্ ; সামান্য আঘাতেই পুয় সঞ্চার (গ্র্যাফা, হিপার, মার্ক) । হস্ত ও পদের নখ কোঁকড়াইয়া ও বিদীর্ণ হইয়া যায় (এস্টি ক্রু) । পদে শৈত্য সংস্পর্শে সর্দির আক্রমণ (কোনা, কুপ্রা) । হস্তে, পদাদ্বলিতে পদে এবং কক্ষদেশে দুর্গন্ধ ঘর্ষ ।

ঘর্ষ ব্যতীতই প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে পদের অসহনীয়, অল্প ও পচা শবের দ্বারা দুর্গন্ধ ।

শরীরে ম্যায়োটিকশক্তি প্রয়োগের ইচ্ছা ফক্ষুরাস সেবনে বিদূরিত ।

ইহা শরীরোপাদন হইতে আগন্তুক বস্ত, যথা মাছের কাঁটা, সূচি, অস্থিটুকরা প্রভৃতি, বিদূরিত করাইবার সাহায্য করে ।

রোগকারণ ।—কামবিষয়ক অমিতাচার ও অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম ইহার প্রধান রোগকারণ ; প্রস্তুতকর্তনব্যবসায়িদিগের শ্বাসবায়ুসহ কুসমূহে প্রস্তুত ওড়িকা প্রবেশ করায় উদ্দীপনা জন্মে এবং তাহাই এই সকল ব্যক্তির বক্ষরোগের কারণ ; মানসিক শ্রম, আশ্রয়-বিকার, জৈবরসাপচয়, অভ্যস্তরূপে মদ্য পান, অভ্যাসগত স্রাব এবং বস্তুভেদের অন্তপ্রবেশ, সত্যসংস্পর্শ এবং আঘাত ইহার সাধারণ রোগের কারণ ; হস্তমৈথুন এবং শকটারোহণেও ইহার বিশেষ বিশেষ রোগ জন্মিয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—সিলিসিয়ান ক্রিয়ায় টিসুর পুনরুৎপাদিকা শক্তি অতি প্রগাঢ়রূপে বিচলিত হয় । ইহা প্রধানতঃ শৈল্পিক বিদ্বী, গ্রন্থিউপাদান, অস্থি এবং সন্ধিনিচয়ের বিশেষ বিকারোৎপন্ন করে । ইহার ক্রিয়ায় পোষণবিকার বশতঃ শরীরের যে সাধারণ রোগজ অবস্থা

উৎপন্ন হয়, তাহা গণ্ডমালা বা স্ক্রুফুলা এবং রেকাইটিস্ বা অস্থিবৈকারিক ষাতুদোষের তুল্য। সিলিসিয়াহা ক্রিয়া উপরিউক্ত দুই রোগের, জ্বর ধীর, গভীর ও বহুকাল স্থায়ী। কোমলোপাদান, অস্থিবেষ্ট ঝিল্লি অথবা অস্থিতে পুয়োৎপাদনে ইহার প্রচুর ক্ষমতা। সিলিসিয়াহা গৌণ রোগোৎপাদক ক্রিয়ায় স্নায়ুগুণ্ডলের বৈকারিক পরিবর্তন নিবন্ধন চৰ্ম্মলতামিশ্রিত উত্তেজনার সূত্রপাত হয়, এবং মেরুমজ্জার উদ্দীপনা ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অসহিষ্ণুতা জন্মে; এবং পরে অবসাদ ও পক্ষাঘাতে পর্য্যবসিত হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—সৌরিক ঔষধের মধ্যে সিলিসিয়াহা অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। ইহার কার্য অতীব গভীর, ব্যাপক এবং ধীর। পুনরুৎপাদিকাশক্তিমূলে আঘাত করিয়া ইহা মনুষ্য-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিতে থাকে। ইহার বিকারগ্রস্ত পুনরুৎপাদিকা শক্তির বৈকারিক ক্রিয়াফলে মনুষ্যশরীরের রসাদি পুষ্টিকর বস্তুর রোগজ পরিবর্তন বশতঃ স্বাস্থ্যের যে অপকৃষ্টতা সংঘটিত হয় তাহা গণ্ডমালা বা স্ক্রুফুলা এবং রেকাইটিস্ বা অস্থিবিকার বলিয়া খ্যাত। শৈশবের প্রথমাবস্থাতেই উপরিউক্ত রূপাবস্থা শিশুর গঠনাদিতে অতীব নিগুঢ় পরিবর্তন সাধিত করে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব না থাকিলেও পরিপাকবিকার ও সমীকরণাভাবে (Want of assimilation) শিশু শীর্ণ হইতে থাকে। সর্কশরীরের পুষ্টির পরিবর্তে তাহার মস্তক ও উদর যেন অধিকতর পুষ্ট ও বৃহত্তর হয়। ফলতঃ মস্তকস্থির পুষ্টিহীনতা বশতঃ যথাকালে অস্থিপরম্পরার দৃঢ় সংযোগ হয় না, বিশেষতঃ ত্রক্ষরজ বা এন্ট্রিয়র ফণ্টানেলি অসম্পূর্ণ থাকে। মস্তকস্থিপরম্পরার শিথিলতর সংযোগ থাকায় মস্তকের চাপে মস্তক বৃহত্তর হয়; উদরস্থ লসীকাগ্রস্থি বা মিসেন্টারিক গ্রন্থির বিবৃদ্ধি নিবন্ধন ও বন্ধাদির চাপে স্বভাবতঃ শিথিল উদর বৃহত্তর হইয়া পড়ে।

মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, মৃৎবর্ণ অথবা পীতাম্ব থাকে এবং শিথিল পেশী ও স্বক্
লোল হওয়ায় শিশু অকালবার্দ্ধক্যের অবয়ব প্রাপ্ত হয়। গণ্ডমালার
অত্যন্ত লক্ষণ স্বরূপ মস্তকে অল্পগন্ধ কখন বা পদে দুর্গন্ধ ঘর্ষ এবং পুষ্টি-
হীন কোমল অস্থির বক্রতা দি জন্মে ও অঙ্গাদির গঠনবিকার উপস্থিত হয়।
ক্যাঙ্কেরিয়া শিশুর সহিত অনেক বিষয়ে ইহার মূলতঃ সাদৃশ্য
থাকিলেও শরীরাবয়বে ইহার সম্পূর্ণ পৃথক। **ক্যাঙ্কেরিয়া** শিশু
অলীক স্বাস্থ্যের এবং **সিলিসিয়া** রোগজীর্ণ শিশুর অকালবৃদ্ধত্বের
পরিচয় দেয়।

সিলিসিয়া শরীরোপাদাননির্ধিশেষে গভীরতম পোষণবিকার
এবং রোগজ পরিবর্তন উৎপন্ন করিলেও তত্ত্বাবধান বা ফাইব্রাস্ টিস্স ও
কোষময় ঝিল্লী বা সেলুলার টিস্সই বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। ইহার
ক্রিয়ায় উপরিউক্ত টিস্সর বৃহৎ প্রদাহ, ক্ষীতি ও কাঠিগ্জ জন্মে এবং
বিশেষে তাহাতে পুয়সঞ্চার হইয়া ধ্বংস সংঘটন হয়। শরীরের
সম্পূর্ণ তত্ত্ববিধানেই ইহার ক্রিয়া প্রকাশ হইলেও বিশেষ বিশেষ স্থানে
বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি পায়। জালুস্কির বন্ধনী প্রভৃতি কোমলোপাদান
এবং অস্থি আক্রমণ করিলে ইহা তাহাদিগের ক্ষীতি উপস্থিত করে
এবং অবশেষে তাহাতে বিবর্ণ, পাতলা ও দুর্গন্ধ ক্রৈদবৎ পুয়সঞ্চার এবং
একাধিক নালীক্ষত হওয়ায় সন্ধি কদাকার, অকর্মণ্য ও সাংঘাতিক
স্তাব ধারণ করে। এইরূপে পুরাতন ক্ষতাকের, হকের, এবং ফুসফুসের
গুটিকা বা টুবার্কল সংস্পৃষ্ট তন্তু ও কোষময় উপাদানের উদ্ভীপনা, ক্ষীতি
ও পুয়সঞ্চার করিয়া ইহাতাহাদিগের বিগলিত অবস্থা উৎপন্ন এবং ফুসফু-
সের ধ্বংস সাধন করে ; লসীকাগ্রস্থিচয় ক্ষীত ও বিবৃদ্ধ হইয়া পাকিয়া
উঠে। ফলতঃ বিকৃত ও ক্রৈদবৎ দুর্গন্ধ পুয়োৎপাদন ইহার সর্বাপেক্ষা
বিশেষ ক্রিয়া মধ্যে গণ্য। ইহার মৈত্রিক ঝিল্লীপথের বৃহৎ প্রদাহ জন্মিলে
পুয়াকার শ্লেষ্মা ক্ষরিত হয়। কোষময় উপাদানে ইহার প্রাদাহিক

ক্রিয়া থাকায় স্ফোটক, পুয়শোধ এবং নানাবিধ ক্ষতের দুর্গন্ধ ক্রমশঃ পুয়স্ফার হইলে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা মল, মূত্র, পুয় প্রভৃতি বাবতীয় স্রাবেরই বিকার এবং দুর্গন্ধ উৎপন্ন করে। গোণ ভাবে ইহা স্নায়ুশুলের রোগজ পরিবর্তন ঘটাইলে তাহার দুর্বলতা মূলক উত্তেজনার ভাব উৎপন্ন হয়। ইহার ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়াদির এবং অনুভূতিদ ও গতিদ স্নায়ুর অসহিষ্ণুতা ও দুর্বলতা বশতঃ জ্ঞান, চিন্তা, ইন্দ্রিয়চৈতন্য এবং গতিক্রিয়া প্রভৃতি ও অন্ত্রাশ্রয় শরীর-যন্ত্রের এবং উপাদানের উপাদানগত ও ক্রিয়াগত যে সকল বৈকারিক লক্ষণাদি উৎপন্ন হয় তাহা নিয়ে বর্ণিত হইতেছে।

মানসিক বিশৃঙ্খলা ঘটায় রোগী কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না। রোগী অস্থির ও চঞ্চল থাকে; অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ থাকায় সামান্য শব্দেই রোগী চমকিয়া উঠে ও উৎকণ্ঠান্বিত হয়। রোগী হতাশ, বিমর্ষ এবং জীবনে ক্রান্ত বোধ করে ও অশ্রুপূর্ণ থাকে। উত্তেজনাপ্রবণ, খিটখিটে এবং অবসাদগ্রস্ত হয়। সহজেই রক্ত গরম হইয়া প্রচণ্ড তীব্রতার করে। সামান্য বিষয়েই অনুতাপ উপস্থিত হয়। জলমগ্ন হইতে ইচ্ছা করে। ঔদাস্য জন্মে।

মস্তিষ্কীয় অনুভূতিবিকার বশতঃ শিরোগূর্ণন পৃষ্ঠ হইতে গ্রীবা বাহিয়া মস্তকে যাওয়ায় বিবমিষা ও সন্মুখে পতনের উপক্রম, মস্তকচালনায়, উদ্ধ-দৃষ্টিতে, চক্ষুর অপরিমিত পরিশ্রমে, যানারোহণে এবং অত্যাধিক চা পানে তাহার বৃদ্ধি। মস্তক নত করিয়া কার্য্য করিলে দিবসের যে কোন সময়ে এই শিরোগূর্ণন হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হইয়া ক্ষণিক অন্ধত্ব জন্মে। পাঠকালে অক্ষর সকল পরস্পর মিলিত ও ছেকাগে হইয়া যায়; দৃষ্টমালিন্য ঘটে। মধ্যে মধ্যে চক্ষুতে বিদ্যুৎবৎ আলোকপ্রভা উপস্থিত হইয়া কোন বস্তু

দ্বারা দৃষ্টিরোধের অনুভূতি জন্মে । চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু ও দক্ষিণ চক্ষুর সম্মুখে অবিশ্রান্ত ভাবে কলঙ্কচিত্তের বর্তমানতায় ঘোরদৃষ্টি উপস্থিত হয় । শ্রবণেন্দ্রিয়ে ঘণ্টাধ্বনি অথবা উচ্চ শব্দ, ছিন্ন পটহবিংশষ্ট কর্ণে হুস্ হুস্ শব্দ, শ্রবণ রোধ হইয়া মধ্যে মধ্যে উচ্চ ধ্বনি, পূর্ণিমা যোগে, বিশেষতঃ মজ্জার স্বর শ্রবণে কষ্ট ও ভ্রাণশক্তির লোপ, প্রাতঃকালে শোণিতাস্বাদ, অনেক সময় পচা অণ্ডের এবং স্থল বিশেষে সাবানের কেনার ছায় স্বাদ অথবা গলনযো ঘন শ্লেষা জন্মিয়া তিক্তাস্বাদ, আস্বাদ এবং ক্ষুধার অভাব ঘটে ।

নিদ্রাবিকারে আহারান্তে এবং সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত নিদ্রালুতা । তাই উঠে । সমস্ত দিবাসই নিদ্রালুতা । শান্তিহীন নিদ্রা, ভীতিপ্রযুক্ত নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠায় সম্পূর্ণ শরীরের কম্প । রোগী নিদ্রাবস্থায় কথা কহে । রজনী দুইটার পর নিদ্রালু অবস্থায় মস্তিকে বেগের সহিত বহু চিন্তার সমাগম । সৌবন কালের ভূতপূর্ব ঘটনার ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়া ব্যাকুলতা এবং প্রেমবিষয়ক স্নপ্নে স্তম্ভজ্ঞান ।

অনুভূতিদম্নায়ক বিকার বশতঃ স্ত্রীরোগীর অনুভূতি যেন সে দ্বিধাও বিভক্ত হইয়াছে, এবং শরীরের বামার্ধ যেন তাহার নহে । রোগী স্নায়বিক উত্তেজনা এবং ম্যাগ্নেটিজম প্রয়োগ সহ্য করিতে পারে না । সঞ্চরণশীল বেদনা ; অকস্মাৎ বেদনা হইয়া ত্বরিত শরীর বাহিয়া যায় । শরীরের নানাস্থানে স্ফুটবেদন চন্‌চনি ।

গতিদম্নায়ুরোগে রোগী অস্থির ও চঞ্চল থাকে এবং সামান্ত শব্দে চমকিয়া উঠে । সম্পূর্ণ অন্ধের, বিশেষতঃ হস্তের কম্প, কখন কখন স্ত্রীরোগী চার বাটি তুলিতে অশক । গুণ্ণবায়ু লক্ষণ, পক্ষাঘাত এবং অদম্য স্নায়ুশূল । রজনীতে অথবা পূর্ণিমাযোগে প্রথমে শরীরের বামপার্শ্ব শীতল এবং বামহস্তের কম্প ও মোচড়াণি পরে দৃগিবৎ তড়কার আক্ৰেপ উদরের সোলারস্নায়ুজাল হইতে মস্তিকে বিস্তৃত হইতে থাকে ।

রোগী অত্যন্ত দুর্বল বোধ করায় শয়ন করিবার আবশ্যিকতা। কশেরু-
কামজ্জার ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ক্ষয়।

মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ মুখের রক্তিমতা ও জ্বালা। মস্তক ঋজু রাখা
যায় না। মস্তকের তাপ। মস্তকের চাপ ও বিদারণবৎ বেদনায় বোধ
যেন চক্ষু এবং মস্তিক বেগে ঠেলিয়া বাহির হলাতেছে। শিরঃশূল
গ্রীবাংশচাৎ হইতে উথিত হইয়া মুর্দ্ধাদেশে যায়। প্রচণ্ড শিরঃশূলে
চিন্তাশক্তি ও সংজ্ঞার লোপ। রজনীতে শিরঃশূল হইয়া মানসিক
বিশৃঙ্খলা। বেগে পদ নিক্ষেপ করিলে এবং হুট খাইলে মস্তিকে গর্জ্জন
ও মস্তিক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুভূতি। প্রাতঃকালে বিবমিষা ও
শীতের অনুভূতি। চাপবৎ ভয়াবহ শিরঃশূল। অনেক সময়েই মস্তকের
একতর পার্শ্বে প্রচণ্ড, ছিন্নবৎ শিরঃশূল মস্তক পশ্চাতের উচ্চস্থানে আরম্ভ
হইয়া উর্দ্ধে এবং সম্মুখে বিস্তৃত। শিরঃশূলে চক্ষুর উর্দ্ধে ঘৃষ্টবৎ বেদনা
হওয়ায় রোগী কচিং চক্ষু উন্মীলিত কারতে পারে। ঝাঁকর ত্রায়
শিরঃশূল মস্তিকের গভীর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দপদপানি এবং শীত-
ভাবসহ মুর্দ্ধার ছিন্নবৎ বেদনায় বিদীর্ণ হওয়ায় ত্রায় অনুভূতি মস্তিক
ভেদ করিয়া বিস্তৃত হওয়ায় রোগী শয়ন করিতে এবং শয্যা
ছটকট করিতে বাধ্য, মস্তক কসিয়া বাঁধিলে উপশম। ললাটে ও
ললাটপার্শ্বে স্ফিচবেধের অনুভূতি। চক্ষুতে ভারি বস্তুর চাপ বোধ।
ললাটমধ্যদেশের ঝাঁকি সহ বেদনা হঠাৎ পার্শ্বপরিবর্তন করিলে, নত
হইলে ও কথা কহিলে পুনরাবৃত্ত। মস্তকপশ্চাতে চাপবৎ বেদনা।
মানসিক শ্রমে, মস্তক চালনায়, গোলমালে শব্দে, শব্দকম্পে, আলোকে,
মস্তক নত করিলে ও শীতল বায়ুসংস্পর্শে শিরঃশূলের বৃদ্ধি এবং মস্তক
কসিয়া বাঁধিলে, বস্ত্রাবরণ দ্বারা মস্তক উষ্ণ রাখিলে, উষ্ণ বস্ত্রের চাপ
দিলে এবং উষ্ণ গৃহে থাকিলে তাহার উপশম। রজনীতে মস্তক
প্রচুররূপে ষর্দ্বাস্তিত হওয়ায় আবৃত রাখার ইচ্ছা।

মস্তকত্বক্ অত্যন্ত স্পর্শাহিষ্ণু, টুপিও' অসহ্য । মস্তকপশ্চাতে আর্দ্র, শুষ্ক অথবা দুর্গন্ধ উদ্ভেদে মামড়ি জন্মে, তাহা জ্বালা করে, চুলকায় এবং তাহা হইতে পুঞ্জ পড়ে । মস্তকত্বকের কণ্ডু চুলকাইলে বেদনায়ুক্ত হয় ও টাটায় । মস্তকত্বক এবং গ্রীবাংশচাতের পূয়গুটিকা বস্ত্র জড়াইয়া গরম রাখিলে উপশম ।

পাণ্ডুর মুখমণ্ডলের যন্ত্রণাব্যঞ্জক দৃশ্য । মুখের ত্বক্ বিদারণযুক্ত । মুখের দড়কচড়া ভাব । ললাটে বয়োত্রণ । চুয়ালসন্ধিতে আক্কেপের অমুভূতি ।

চক্ষুপ্রদাহে চক্ষুর লোহিতবর্ণ, চনচনি, জ্বালা এবং চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব । রজনীতে চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে । প্রাতঃকালে বালুকাপূর্ণ থাকার আয় বেদনায়ুক্ত শুষ্কতা । চক্ষুদ্বয় পরস্পরের দিকে চাপিত করিলে তীরবেধবৎ ছিন্নকরার অন্তভূতি । চক্ষুর দুর্বলতা । চক্ষুর তাপ ও আনর্জন । দক্ষিণ চক্ষুর অশ্রুস্থালীর (Lachrymal Sac) স্ফীতি এবং সন্নিহিত ত্বকের প্রদাহ । চক্ষুর কালক্ষেত্রে বা কর্ণীয়ার ক্ষত, কলঙ্ক এবং অস্বচ্ছতা ।

বহিষ্কারের স্ফীতি ও কর্ণরক্ত হইতে পাতলা স্রাব হওয়ায় কর্ণে হ্রস্ব হ্রস্ব শব্দ । আকৃষ্টবৎ ও সূচিবোধের আয় কর্ণশূল । গিলবার সময় প্রায়ই কর্ণরক্ত চুলকায় । কর্ণ উচ্চশব্দে অসহিষ্ণু ।

শ্বাসযন্ত্ররোগ বশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড হাঁচি অথবা নিফল হাঁচির চেষ্টা । নাসিকা হইতে উগ্র ও বিদাহী স্রাব । সর্দি ব্যতীতই নাসিকা হইতে প্রচুর স্লেয়াস্রাব । শুষ্ক সর্দিতে নাসিকার সম্পূর্ণ অবরোধ । পর্যায়ক্রমিক স্রাবযুক্ত ও শুষ্ক সর্দি । নাসারক্ত বিভাজক উপাধির অধঃঅংশে বেদনা এবং টাটানিয়ুক্ত স্থানাদি স্পর্শে ধোঁচার অমুভূতি । নাসিকারক্ত শুষ্ক, বেদনায়ুক্ত, ছাগওঠা এবং মামড়ি আবৃত । নাসিকামূল ও দক্ষিণ গণ্ডাস্থিতে আকৃষ্টবৎ অমুভূতি । নাসিকার রক্তস্রাব ।

সন্ধ্যাকালে নাসিকাসন্ধিহিত স্থানে সুখবোধক চুলকনা। অস্বাভ লাগার
 ত্রায় নাসিকাস্থির টাটানি।

স্বরবন্ধের কক্‌শভাব এবং স্বরভঙ্গ। প্রাতঃকালে গলাভাঙ্গার
 বৃদ্ধি।

হস্তের পরিশ্রমসাধ্য কার্য করিলে অথবা বেগে চলিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
 শ্বাসপ্রশ্বাসে রোগী হাঁপাইতে থাকে। কাসিলে, দৌড়াইলে অথবা
 তাহার পরে নত হইলে এবং চীৎভাবে শয়ন করিলে শ্বাসরোধ ঘটে।
 বন্ধের কষ্টে রোগী দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে অক্ষম।

বন্ধের টাটানি ও শুড়শুড়ি নিবন্ধন গলার উত্তেজনায় শুক, খ্যাক
 খ্যাকে ও গলাভাঙ্গা কাসি। বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে,
 রজনীতে এবং প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে কাসি।

ঘন, হরিদ্রাভ এবং থানা থানা, পূয়াকার, আঠা স্নেহাময়, সবুজাভ,
 প্রচুর নিষ্ঠীবণ।

উপবেশনাবস্থায় হৃৎকম্প এবং সম্পূর্ণ শরীরে দপদপানি। প্রত্যেক
 শরীর চালনাতেই প্রবল হৃৎকম্প।

নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিনস্পর্শ এবং দ্রুত; অনেক সময় অনিয়মিত, কখন
 ধীরগতি।

গলক্কত গলাধকরণকালে, বিশেষতঃ গলার বামপার্শ্বে, বোধ
 যেন কোন পিণ্ডের অথবা হাজাহানের উপর দিয়া বস্ত্র যাইতেছে।
 উপজিহ্বার ক্ষীতি। গলাধঃকরণে গলায় খোঁচা লাগে ও সংস্পর্শ
 নিবন্ধন গলা বেদনা। গলাধঃকরণে গলায় চাপবৎ বেদনা অথবা কাঁটা
 বেঁধার অনুভূতি। গলদেশের পক্ষাঘাত বশতঃ খাণ্ড বস্ত্র নাসিকারক্ত-
 পথদ্বারা নিক্ষিপ্ত।

স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদিগের অস্বাভাবিক ক্ষুধা। ক্ষুধার
 অভাব; তৃষ্ণার বৃদ্ধি। রোগী রন্ধন করা গরম বস্ত্র ভালবাসে না

কেবল শীতল বস্তু চাহে, মাংসে বিতৃষ্ণা জন্মে । সামান্ত ওয়াইন মত্ত পানেও রক্ত গরম ও তৃষ্ণা ।

আমাশয় বিকার বশতঃ আহারান্তে গলার জ্বালা, অম্লোদগার । জ্বল বিশ্বাদ, পানান্তে বমন । ভাল ক্ষুধা ও বস্তুর স্বাভাবিক আশ্বাদ থাকিলেও বিবমিষা । আহারান্তে আমাশয়ের চাপ ও গুরুত্ব । আমাশয়োর্দে জ্বালা, আমাশয়োর্দে অধঃদেশে চাপ দিলে বেদনা । আমাশয়োর্দে অধঃদেশে নিম্পীড়ন ও খামচানিবৎ অল্পভূতি, বিশেষতঃ আহারান্তে ভাহার বৃদ্ধি ।

শরীরচালনায়, ভ্রমণে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে যকৃতের আঘাতবৎ টাটানির বৃদ্ধি । স্পর্শে এবং ভ্রমণে যকৃতপ্রদেশের দপদপানি ও ক্ষতকর বেদনার বৃদ্ধি । যকৃতের কাঠিন্য ও বিরুদ্ধি ।

উদর স্ফীত, কঠিন এবং টান টান । উদরে বায়ু সঞ্চারবৎ গড় গড় ডাক । অত্যন্ত দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ । কোষ্ঠবদ্ধ হওয়ায় উদরে কঠিনবৎ ও চিমটি কাটার ছায়া বেদনা । প্রদাহ বশতঃ কুঁচকির গ্রন্থি মটরের ছায়া বর্দ্ধিত এবং স্পর্শে বেদনায়ুক্ত ।

সরলাস্ত্রে কর্তন ও ভলবেধবৎ বেদনা । মলত্যাগ কালে সরলাস্ত্রে জ্বালা অথবা ছল বেঁধার ছায়া বেদনা । মলদ্বার রসসিক্ত, বিশেষতঃ শুষ্ক ও কঠিন মলত্যাগের পর মলদ্বারের জ্বালা । মলত্যাগ কালে মলদ্বারের সঙ্কোচন । অবিশ্রান্ত কিন্তু নিষ্ফল মলবেগ । বিষ্ঠা অনেক সময় পর্য্যন্ত সরলাস্ত্রে থাকে । কোষ্ঠবদ্ধের বিষ্ঠা সাদাটে, অত্যন্ত অথবা কঠিন পিণ্ডাকার ; যেন সরলাস্ত্রের ক্রিয়া না থাকায় মল ত্যাগ করা কঠিন ; বিষ্ঠা আংশিকরূপে বাহিরে আসিয়া ফিরিয়া যায় । মলত্যাগ কালে বেদনায়ুক্ত অর্শের বহির্নিঃসরণ । উদরাময়ের বিষ্ঠা ভয়াবহ দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট ও লেইর ছায়া নরম ।

মূত্রযন্ত্র রোগে মূত্রস্থালীগ্রীবীর উত্তেজনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ যন্ত্রণাকর

মূত্রত্যাগ। মূত্রযন্ত্রের দুর্বলতা বশতঃ বারম্বার মূত্রত্যাগেচ্ছা। মূত্র ফেকাসে, ঘোলাটে, এবং লাল অথবা পীতবর্ণ বালুকার স্রাব তলানিযুক্ত। মূত্রাঘাত।

পুংজনেন্দ্রিয়রোগে কামেচ্ছার বৃদ্ধি বা হ্রাস; সঙ্গমশক্তির দৌর্বল্য। কিছু কামেচ্ছার বৃদ্ধি; অতি শীঘ্র রেতঃস্রব। প্রাতঃকালে গাত্রো-
থানের পূর্বে বারম্বার বেদনায়ুক্ত লিঙ্গোত্থান। লিঙ্গ ও অণ্ডকোষের
ঈষৎস্ফীতি। অণ্ডকোষে নিম্নীড়িতবৎ বেদনা। জনেন্দ্রিয়েব, বিশেষতঃ
অণ্ডকোষ-ত্বকের কোন কোন স্থান চুলকনায়ুক্ত এবং স্রাববিশিষ্ট;
অণ্ডকোষ-বেষ্টত্বকের বন্ধ্য।

ঋতুস্রাবের বৃদ্ধি হওয়ায় সম্পূর্ণ শরীরে বাবধাব শীতের আক্রমণ।
অর্ধ্রাঘাত। ঋতুস্রাব কখন অতি শীঘ্রাগত ও অতি মনস্তেজ, কখন
অতি শীঘ্রাগত ও অত্যন্ত, কখন অতি বিলম্বাগত ও প্রচুর; কখন
অনিয়মিত, দুই, তিন মাসান্তর হয়। ঋতুশোণিত তীব্র ও উগ্রাণ-
বিশিষ্ট। পদের দগ্ধ রোগ বশতঃ ঋতু বন্ধ ও উদরে বেদনা। ঋতুর
ব্যাবধানকালে রক্তস্রাব। নাস্তির চতুঃপার্শ্বে কণ্টনবৎ বেদনা ও তাড়,
ক্ষতকর এবং দুগ্ধবৎ স্বেতবর্ণ প্রদব। বোর্নিতে ঠোলয়া ব্যহির হওয়ার
দ্বায় বেদনা; জ্বী-অঙ্গস্পর্শে বেদনায়ুক্ত। বহিস্থ জনেন্দ্রিয়েব চুলকনা।

গ্রীবা এবং প্যারটিড গ্রন্থির স্ফীতি এবং কডকচড়া ভাব। শিরঃশূল
ও গ্রীবাপ্শ্চাতের কাঠিগ্র। পুষ্টের দুর্বলতা এবং অঙ্গাদিব পক্ষাঘাতবৎ
অস্থিকৃতি প্রযুক্ত রোগী প্রায় হাটিতে পাবে না! শরীর উষ্ণ হইলে
এবং ~~অস্থিকৃতি~~ করিলে পুষ্টের জ্বালা। কটি ও ত্রিকোণস্থদেশে

ঋতুর অস্থিকৃতি, জ্বালা এবং দপদপান। উভয়

স্থিতিবেদনবৎ বেদনা। উভয় অংশফলকাঙ্কিব

লিঙ্গদেশে ছিন্নবৎ বেদনা। উত্থান করিতে

; কটির কাঠিগ্র ও বেদনা। কটি এবং

হিপসন্ধিতে আঘাতপ্রাপ্তিবৎ বেদনা। অনেককণ শকটারোহণের জ্বায় মেরুদণ্ডের অধঃসীমায় বেদনা এবং হুলবেধবৎ অহুভূতি ; তাহা চাপিলে বেদনা। উভয় নিতম্বের সংযোগের উর্দ্ধে মামড়িবৎ উচ্চতা।

বাহুর পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা। অঙ্গাদির, বিশেষতঃ হস্তের কম্প। গ্রন্থির অত্যধিক স্ফীতি। মণিবন্ধে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির পেটে (ball of the thumb) ছিন্নবৎ বেদনা। বাহু চাপিয়া অবস্থানে ঝিনু ঝিনু। বাহুর এবং হস্তের ত্বক্ ফাটে। সামান্য শ্রমেই হস্তের থল্লীবৎ বেদনা ও থঞ্জতা। হস্তের অত্যধিক ঘর্ষ। রজনীতে হস্ত অবশ হইয়া থাকে। হস্তের নখ ককর্ষণ এবং পীতবর্ণ। হস্তাঙ্গুলির সীমা শুষ্ক। আকুঞ্চক পেশীর কণ্ডুরা সন্ধোচন ; হস্তাঙ্গুলি চালনায় অত্যন্ত বেদনা। হস্তাঙ্গুলির আকুঞ্চবৎ, ছিন্ন করার ন্যায় ও খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনা এবং অসাড়া নিবন্ধন বোধ বেন পূয় অথবা আঙ্গুলহাড়া জন্মিতেছে।

অধঃঅঙ্গের গুরুত্ব ও ক্রান্তি। হিপসন্ধি এবং উরুতে ছিন্ন ও হুল বেধবৎ বেদনা। জন্তবার ক্ষতে খোঁচা লাগা এবং জ্বালাকর বেদনা। হিপসন্ধিতে পুয়সঞ্চারবৎ বেদনা। হিপসন্ধি হইতে পদ পর্যন্ত আকুঞ্চবৎ বেদনা। জাহুতে কসিয়া বাঁধার ন্যায় বেদনা। উপবেশনে জাহুর ছিন্নবৎ অহুভূতি চালনায় অন্তর্দ্বান করে। জন্ত্বাপশ্চাতের পেশীর থল্লীবৎ আতত ভাব ও সন্ধোচন। পদের স্ফীতি এবং রক্তিম। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে ঘর্ষ ব্যতীতই পদের অসহনীয় পচা শবের গন্ধ। পদের ঘর্ষ ও পদাঙ্গুলি নিচয়ের ফাঁকের ছালওঠাভাব। পদের জ্বালা। পদতলের থল্লী গুল্ফের চুলকানিমুক্ত ক্ষত, পদতলের টাটানি ও জ্বালা। পদাঙ্গুলিতে চুলকানিমুক্ত ও পুথজনক মামড়ি। পদবৃদ্ধাঙ্গুলিতে অবিশ্রান্ত এবং প্রচণ্ড বেঁধাবৎ অথবা ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা। পদনগের কাণি দাবিয়া দুর্গন্ধ স্রাব। পদাঙ্গুলি অধঃদেশের এবং কড়ার (Corns) স্ফুচিবেধবৎ বেদনা।

মূত্রত্যাগ। মূত্রযন্ত্রের দুর্বলতা বশতঃ বারম্বার মূত্রত্যাগেচ্ছা। মূত্র ফেকাসে, ঘোলাটে, এবং লাল অথবা পীতবর্ণ বালুকার দ্বায় তলানিযুক্ত। মূত্রাঘাত।

পুংজননেদ্রিয়রোগে কামেচ্ছার বৃদ্ধি বা হ্রাস ; সঙ্গমশক্তির দৌর্বল্য কিন্তু কামেচ্ছার বৃদ্ধি ; অতি শীঘ্র রেতঃস্রবন। প্রাতঃকালে গাত্রো-
থানের পূর্বে বারম্বার বেদনায়ুক্ত লিঙ্গোথান। লিঙ্গ ও অণ্ডকোষের
ঈবৎস্ফীতি। অণ্ডকোষে নিম্নীড়িতবৎ বেদনা। জননেদ্রিয়ের, বিশেষতঃ
অণ্ডকোষ-ত্বকের কোন কোন স্থান চুলকনায়ুক্ত এবং স্রাববিশিষ্ট ;
অণ্ডকোষ-বেষ্টনত্বকের ঘর্ম।

ঋতুস্রাবের বৃদ্ধি হওয়ায় সম্পূর্ণ শরীরে বারম্বার শীতের আক্রমণ।
আর্তবাঘাত। ঋতুস্রাব কখন অতি শীঘ্রাগত ও অতি নিন্তেজ, কখন
অতি শীঘ্রাগত ও অত্যন্ত ; কখন অতি বিলম্বাগত ও প্রচুর ; কখন
আনয়মিত, দুই, তিন মাসান্তর হয়। ঋতুশোণিত তীব্র ও উগ্রপ্রাণ-
বিশিষ্ট। পদের ঘর্ম রোধ বশতঃ ঋতু বন্ধ ও উদরে বেদনা। ঋতুর
ব্যবধানকালে রক্তস্রাব। নাস্তির চতুঃপার্শ্বে কর্ণনবৎ বেদনা ও তীব্র-
ক্ষতকর এবং দুগ্ধবৎ স্বেতবর্ণ প্রদর। ঘোনিতে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার
দ্বায় বেদনা ; জ্বী-অঙ্গস্পর্শে বেদনায়ুক্ত। বহিঃস্বজননেদ্রিয়ের চুলকনা।

গ্রীবা এবং প্যারটিড গ্রন্থির স্ফীতি এবং কড়কড়া ভাব। শিরঃশূল
ও গ্রীবাপশ্চাতের কাঠিন্য। পৃষ্ঠের দুর্বলতা এবং অঙ্গাদির পক্ষাঘাতবৎ
অকুত্বুতি প্রযুক্ত রোগী প্রায় হাটিতে পারে না। শরীর উষ্ণ হইলে
এবং মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিলে পৃষ্ঠের জ্বালা। কটি ও ত্রিকোণস্থদেশে
কনকনানি, তীব্র বেঁধার অকুত্বুতি, জ্বালা এবং দপদপানি। উভয়
হিপসন্ধির ব্যবধান স্থানে সূচিবেদনবৎ বেদনা। উভয় অংশফলকাস্থির
মধ্যবর্তী স্থানে ও তাহার অধঃদেশে ছিন্নবৎ বেদনা। উত্থান করিতে
অথবা প্রাতঃকালে শয্যাখিঁত হইতে কটির কাঠিন্য ও বেদনা। কটি এবং

হিপসন্ধিতে আঘাতপ্রাপ্তিবৎ বেদনা। অনেকক্ষণ শকটারোহণের শ্রায়
মেরুদণ্ডের অধঃসীমায় বেদনা এবং ছলবেধবৎ অল্পভূতি ; তাহা চাপিলে
বেদনা। উভয় নিতম্বের সংযোগের উর্দ্ধে মামডিবৎ উচ্চতা।

বাহুর পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা। অঙ্গাদির, বিশেষতঃ হস্তের কম্প।
গ্রন্থির অত্যধিক স্ফীতি। মণিবন্ধে এবং বুদ্বাঙ্গুলির পেটে (ball of
the thumb) ছিন্নবৎ বেদনা। বাহু চাপিয়া অবস্থানে বিন্ বিনি।
বাহুর এবং হস্তের ত্বক্ ফাটে। সামান্য শ্রেমই হস্তের থল্লাবৎ বেদনা ও
ধঞ্জতা। হস্তের অত্যধিক ঘর্ষ। রজনীতে হস্ত অবশ হইয়া থাকে।
হস্তের নখ ককর্ষণ এবং পীতবর্ণ। হস্তাঙ্গুলির সীমা শুষ্ক। আকুঞ্চক
পেশীর কণ্ডুরা সন্ধোচন ; হস্তাঙ্গুলি চালনায় অত্যন্ত বেদনা। হস্তাঙ্গুলির
আকৃষ্টবৎ, ছিন্নকরার ন্যায় ও খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনা এবং অসাড়তা
নিবন্ধন বোধ বেন পূয় অথবা আঙ্গুলহাড়া জন্মিতেছে।

অধঃঅঙ্গের গুরুত্ব ও ক্রান্তি। হিপসন্ধি এবং উরুতে ছিন্ন ও ছল
বেধবৎ বেদনা। জন্তবার ক্ষতে খোঁচা লাগা এবং জ্বালাকর বেদনা।
হিপসন্ধিতে পুয়সঞ্চারবৎ বেদনা। হিপসন্ধি হইতে পদ পর্যন্ত আকৃষ্ট-
বৎ বেদনা। জাহুতে কসিয়া বাঁধার ন্যায় বেদনা। উপবেশনে জাহুর
ছিন্নবৎ অল্পভূতি চালনায় অন্তর্দান করে। জন্তবাপশ্চাতের পেশীর
থল্লাবৎ আতত ভাব ও সন্ধোচন। পদের স্ফীতি এবং রক্তিম। প্রত্যেক
দিন সন্ধাকালে ঘর্ষ ব্যতীতই পদের অসহনীয় পচা শবের গন্ধ। পদের
ঘর্ষ ও পদাঙ্গুলি নিচয়ের কঁাকের ছালওঠাভাব। পদের জ্বালা। পদ-
তলের থল্লা গুল্ফের চুলকানিমুক্ত ক্ষত, পদতলের টাটানি ও জ্বালা।
পদাঙ্গুলিতে চুলকানিমুক্ত ও পুণ্ডজনক মামডি। পদবুদ্ধাঙ্গুষ্ঠে অবিশ্রান্ত
এবং প্রচণ্ড বেঁধাবৎ অথবা ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা। পদনগের কাণি
দাবিয়া দুর্গন্ধ শ্রাব। পদাঙ্গুলি অধঃদেশের এবং কড়ার (Corns)
সুচিবেধবৎ বেদনা।

অঙ্গাদির দুর্বলতা বশতঃ রোগী ক্ৰটিং ভ্রমণ করিতে পারে। সহজেই অঙ্গানির ঝিন্ ঝিন্ ধরে। জজ্বা এবং পদ বরফবৎ শীতল অঙ্গের টাটানি ও ধঞ্জভাব। দিবা রজনী অঙ্গের আনন্দন।

নথ সমল ও পীতবর্ণ, বক্রতা নিবন্ধন অকর্ষণ্য ও ভঙ্গুর।

পামা অথবা রসবিষিকার উদ্ভেদ। সামান্য ক্ষতও কষ্টে আরোগ্য হয়। প্রচুর পূর জন্মে। ললাটে, মস্তকপশ্চাতে, ঠাণ্ঠাম্ অস্থিতে, এবং মেরুদণ্ডে বেদনানুক্ত পুষ্পটিকার উদ্ভেদ জন্মিয়া অবশেষে পুষ্পস্রাবী ক্ষতে পরিণত হয়। বিস্ফোটকজননপ্রবণতাবিশিষ্ট স্বকের নানা স্থানের বিস্ফোটকস্পর্শে হলবৈধাবৎ বেদনা। ক্ষতাদিতে হলবৈধার ন্যাক্স, খোচার ন্যায় এবং আলায়ুক্ষ বেদনা এবং মাংসক্ষাতি নিবন্ধন কল্তানির নিঃস্রব। স্বকের নানা স্থানের চুলকনার রজরীতে বৃদ্ধি, এবং খোচার ন্যায় বেদনা। বেদনাহীন ও ক্ষাত গ্রস্থি কখন কখন পাকে। নালীকৃত হইতে দুর্গন্ধ স্রাব এবং তাহার মুখের চতুর্দিক ক্ষাত ও নীললোহিত।

প্রদর্শক লক্ষণ।

সিলিসিয়ার সাধারণ প্রদর্শক লক্ষণের তাদৃশ প্রচুর্য না থাকিলেও মনোযোগ পূর্বক শিক্ষা করিলে ইহার সাধারণ প্রকৃতি এবং ক্রিয়া ও লক্ষণের একপ বিশেষ প্রকৃতির উপলব্ধি হয় যে রোগ বিশেষে ঔষধ নিষ্কাশন পক্ষে তদ্বারা আমরা বিশেষ সাহায্য পাই। ঔষধের সাধারণ প্রকৃতি এবং লক্ষণবিশেষের বিশেষ প্রকৃতি দ্বারা ইহা যে যে রোগে প্রযোজিত তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

মস্তক এবং উদরের রহদায়তন, অপর শরীরাংশের শীর্ণতা এবং ব্রহ্মরন্ধ্রের অসম্পূর্ণতা এবং মস্তকের প্রচুর অল্প ঘর্ষণ।—গণ্ডমালারোগ, অজীর্ণ ও পোষণরসের সম্যক সমীকরণভবই উপাদানাদির বিশেষপ্রকৃতির বৈকারিক পুনরুৎপাদন, জনন ও গঠনের কারণ। গণ্ডমালা-ধাতুগুস্ত শিশুজীবনের প্রথম হইতেই উপরিউক্ত

গঠনবিকারাদির সূত্রপাত হওয়ায় শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন নানা প্রকার রোগের আকর হয় । এজন্ম শৈশবাবস্থাতেই উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে পূর্বোন্নিখিত ধাতুদোষ সংশোধনের চেষ্টা করা আবশ্যিক । অধিক বয়সে সম্যক্ পরিষ্কৃত গুণমালা ও তৎসংশ্লিষ্ট রোগারোগ্য এবং ধাতুসংশোধন অধিকাংশ স্থলে একরূপ অসাধ্য বলিলেও অত্যাুক্তি দোষ ঘটে না । শিশু-কালের গুণমালাসংস্কে রোগ চিকিৎসার ঔষধ মধ্যে সিলিসিয়া ও ক্যাল্কেরিয়া অতি প্রধান স্থান অধিকার করে । গুণমালায় শিশুর এই সময়ের শারীরিক যে বিশেষ প্রকৃতি লক্ষিত হয় তাহা ঔষধ নির্বাচনের পক্ষে বথেষ্ট সাহায্যকারী । ইতিপূর্বে আমরা ক্যাল্কেরিয়ার গুণমালাধাতুর শিশুর গঠনাদির যথাযথরূপে বর্ণনা করিয়াছি । এক্ষণে সিলিসিয়াসহ ক্যাল্কেরিয়ার প্রভেদ নিরূপণ দ্বারা ইহার প্রভেদ নির্ণয় করা যাইতেছে । মস্তক এবং উদরের আয়তনের অসামঞ্জস্যভূত বৃদ্ধি, মস্তকের ঘর্ম্ম এবং ব্রহ্মরন্ধ্রের অসম্পূর্ণতা উভয় ঔষধেই বর্তমান । প্রভেদ এই যে ক্যাল্কেরিয়া রোগীর উপরিউক্ত লক্ষণ সহ অপরিপক ও ক্ষণভঙ্গুর উপাদান কর্তৃক অগ্ন্যাগ্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির মিথ্যা পুষ্টিলাভে শিশু স্থূলতা লাভ করে ; সিলিসিয়া-শিশু পুষ্টিহানি বশতঃ শীর্ণকায়, লোলচর্ম্ম ও অকালবৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয় । ক্যাল্কেরিয়ার শিরোঘর্ম্ম রজনীতে, নিদ্রাকালে এবং মস্তকের পশ্চাদিকে অধিকতর ; সিলিসিয়ার অল্প ঘর্ম্ম মস্তকের সর্ব্বস্থানব্যাপী । ইহা ললাটের শীতলতা উৎপাদন করিলেও আবরণে তাপের অনুভূতি জন্মে । সাধারণতঃ ক্যাল্কেরিয়া উদরাময়প্রধান, সিলিসিয়া কোষ্ঠবদ্ধ প্রধান ঔষধ । ইহাতে উদরাময় থাকিলে বিষ্ঠা পরিবর্তনশীল, দুর্ব্বল এবং অজীর্ণ মল সংযুক্ত । উভয় ঔষধের শিশুরই

মানসিক অবস্থার ও শরীর গঠনের তারতম্য দৃষ্টিগোচর হয় এবং
বয়সস্বাক্ষর সহিত শিশুমূলভ প্রকৃতির আভাস থাকিয়া যায়।
সিলিসিয়াশিশু এক ঙ্গে এবং উগ্রস্বভাব, ক্যান্সেরিয়া শিশুর
মানসিক বুদ্ধি দুর্বল ও অবসাদিত।

জৈবতাপান্নতা ও মস্তক আবৃত রাখা।—সিলিসিয়া-
রোগী বড়ই শারীরিক তাপের অভাব বোধ করে, তাহার গাত্রে যেন
শীত লাগিয়াই থাকে, কোন প্রকার শৈত্যই সে সহ্য করিতে পারে না
এবং স্পর্শেও গাত্র শীতল বোধ হয়। বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত
করিলে শরীরের তাপরক্ষা হওয়ায় অগ্নেই মস্তক উষ্ণ
হইয়া উঠে এবং রোগী শীতেরও উপশম বোধ করে।
স্বাভাবিক দুর্বলতাই উপরিউক্ত তাপহীনতার কারণ। গাত্রে, বিশেষতঃ
মস্তকে শৈত্যের অনুভূতি এবং তাপরক্ষা প্রযুক্ত মস্তক আবৃত
রাখার প্রবৃত্তি অথবা তদ্রূপ রাখা সিলিসিয়াধাতুর এবং
তাহার বিশেষ বিশেষ রোগের প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে।
হিপারসাল্ফার রোগীও অত্যন্ত শীতক্লিষ্ট, সর্বগাত্র বস্ত্রাবৃত
রাখে; নিকটস্থগৃহের বাতায়নও উন্মুক্ত রাখা সহ্য করিতে পারে না।
পাল্‌স্‌ রোগীও বড় শীতভীত, অরতাপ, বেদনা প্রভৃতি ইহার
অনেক লক্ষণই শীতযুক্ত, রোগী বস্ত্রাবৃত হইয়া মুক্ত বায়ুমধ্যে ভ্রমণ
করিলে শীতের উপশম হয়। ফলতঃ পাল্‌স্‌সহ সিলিকের
অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে। যে রোগের তরুণাবস্থায় পাল্‌স্‌
তাহার পুরাতনাবস্থায় সিলিক উপযোগী। অগ্নে মিউ
শিরঃশূলের উপশমার্থ মস্তক আবৃত করে।

পদের দুর্গন্ধ ও শীতল ঘর্ষ এবং তাহা বলিয়া যাওয়া।—
পদে দুর্গন্ধ ঘর্ষের বর্তমানতায় সিলিসিয়াধাতু প্রদর্শিত হয়। এই
ঘর্ষ নির্ঝাধরূপে বর্তমান থাকিলে রোগীর স্পষ্টতঃ কোন রোগ থাকে

না। কিন্তু পদে শৈত্যসম্পর্শাদি ঘটিলেই অতি সহজে ঐ ঘর্ম বসিয়া যাওয়ায়, **সাল্ফার** প্রভৃতি সৌরিক ঔষধের তত্ত্বভেদ বসিয়া বাইয়া যেরূপ কঠিন কঠিন রোগ হয়, তদ্রূপ ইহার রোগীরও আক্ষেপ, মেরুদণ্ড রোগ প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্লান্তসাধা রোগ জন্মে। অতএব অনেক রোগে অভ্যস্ত পদঘর্ম বসিয়া যাওয়া **সিলিসিয়ার** প্রদর্শক। **গ্র্যাফাইটিস্**, **স্যানি**, **সোলি** প্রভৃতি অনেক ঔষধের পদঘর্মের বর্তমানতা এবং তাহার হঠাৎ লোপে রোগের আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অজ্ঞাত বিষয়ে এই সকল ঔষধের **সিলিকা** হইতে অধিকাংশ বিষয়েই প্রভেদ থাকায় কোন প্রকার ভ্রান্তির সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। **ব্যালাইটা কার্ব** মস্তকের আপেক্ষিক বৃহদায়তন প্রভৃতি নানা বিষয়ে **সিলিসিয়ার** সমান হইলেও **সিলিতে** পদ ও মস্তক উভয় শরীরাত্মক ঘর্ম, **ব্যালাইটাতে** কেবল পদের ঘর্ম বর্তমান থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধের বিষ্ঠার আংশিক বহিরাগমনের পর পুনঃ সরলান্ত্রে প্রবেশ।—গওমালাশিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধে অতিশয় কুত্বনের পর কঠিন বিষ্ঠা মলস্থার বহির্দেশে কণাঙ্কং নির্গত হওয়ার পর হঠাৎ সরলান্ত্রে প্রবেশ উপরিউক্ত শিশু এবং বয়স্কদিগেরও চিকিৎসায় **সিলিসিয়ার** প্রয়োগিতার নিশ্চিত প্রদর্শক। **খুজ্জার** কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ঠাশিশু এবং **স্যানিকুমার** অতি কঠিন ও বৃহদাকার বিষ্ঠা (বাহ্য অস্থূল প্রভৃতির অস্বাভাবিক সাহায্য ব্যতীত নির্গত হয় না) আংশিকরূপে বাহির হইয়া সরলান্ত্রে ফিরিয়া যায়। অজ্ঞাত বিষয়ে **সিলিসিক্স** সহ ইহাদিগের কোন সাদৃশ্য নাই।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক্।—স্নায়বিক শিরঃশূলে **সিলিসিক্স** উপকারী। ইহার রোগ তাদৃশ সাধারণ নহে। অতিরিক্ত

মানসিক শ্রম ইহার কারণ। শিরঃশূলের রোগী বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মস্তক জড়িত করিয়া রাখিলে সিলিসিসিয়া আমাদের অরণ পথে আইসে। কিন্তু বস্ত্রের চাপ ইহার যন্ত্রণার উপশম করিতে পারে না, ঐ প্রকারে মস্তকের তাপরক্ষা ইহার উপশমের কারণ। চক্ষুর বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধে অধিকতর শিরঃশূল হয়। কোন প্রকারে মস্তক চালনা এবং গোলমালে বেদনা বৃদ্ধি পায়। ছিন্নবৎ বেদনা মেরুদণ্ড হইতে মস্তকে যায়। বেদনার অতি বৃদ্ধির সময় বিবসিমা ও বমন হইতে পারে।

মিনিসিয়াহিস্—ইহার শিরঃশূলও কোন কোন লক্ষণে সিলিসিসিয়ার তুল্য, কিন্তু মস্তকবন্ধন জগ্ন তাপে উপশম ইহার প্রভেদক। ইহাতে উপর তলায় উঠিতে মুর্ছাদেশে চাপ থাকার লায় অন্তর্ভূতি জন্মে।

সিলিসিসিয়া, ইগ্নেসিয়া এবং জেলসিমিসিয়া—এই শিরঃশূল প্রচুর মূত্রত্যাগে উপশমিত হয়। মস্তকত্বকের অতিশয় স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা সিলিসিসিয়ার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

স্ট্রনিসিয়াম কার্ব—ইহার রোগ সহ সিলিসিসিয়া রোগের অতি নিকট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহার বেদনা ধীর গতিতে বৃদ্ধির চরম সীমায় উঠিয়া ভ্রাস হইতে থাকে।

প্যারিস্ কোক্সাড্রিফলিসিয়া—গ্রীবাংশ্চাৎ হইতে বেদনা উঠে এবং অগ্রভূতি হয় যেন মস্তক অতি বৃহৎ হইয়াছে।

মস্তিষ্কোদক বা হাইড্রকেফেলাস—স্থলবিশেষে এ রোগে সিলিসিসিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করা যায়। মস্তক বৃহত্তর এবং সম্পূর্ণ মস্তকে দুর্গন্ধ ও অন্ন বর্ষ। রোগী নিদ্রা-বহু চমকিয়া উঠে। অম্লোদগার, মুখমণ্ডলের রক্তিমতা এবং হস্তপদের শীতলতা ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

ব্যানাইটা কার্ব—বৃহৎমতক, শীর্ণ ও ধৰ্ম্ম গ্রীবাশিষ্টে গণ্ডমালাধাতুর শিশুর গ্রন্থিবিকৃতি ভাঙ্গে । ইহারা শিশুশূলভ ক্রীড়ানিতে বিরত থাকে, খ্যাক্ খ্যাক্ করিয়া কাসে এবং শীর্ণ হইয়া যায় ।

যুগ্মী রোগ বা এপিলেপ্‌সি।—গণ্ডমালা এবং অস্থিরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের যুগ্মীর পক্ষে সিলিসিয়া অত্যন্ত উপকারী ঔষধ । অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথবা উত্তেজনা রোগাক্রমণের আশু কারণ বলিয়া অনুমিত । অমাবস্তার অব্যবহিত পরেই ইহার রোগের অধিকতর আক্রমণ হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । **ব্যাধি** এবং **নাকস-ভমিকার** জ্বর ইহার “অরা” বা রোগোৎপত্তির স্থান উদরস্থ সোলার প্লেক্সাস বা স্নায়ুজালবিশেষ । আক্রমণের পূর্বে শৈত্যানুভূতি এবং রক্তনীতে রোগাক্রমণ ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য । ফিট শেষ হইলে তপ্ত ঘৰ্ম্ম হয় । ইহা অতি ক্রুদ্ধসাধ্য রোগের ঔষধ এবং সাধারণতঃ ক্যাল্‌কেইসিয়ার পর স্নকলপ্রদ । **আক্রমণের পূর্বে শরীরের বামপার্শ্বের শীতলতা** ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া পরিগণিত ।

নিউরিম্যানিয়া বা স্নায়বিক দুর্বলতা।—স্নায়বিক বল-ক্ষয় বশতঃ রোগী শারীরিক বা মানসিক শ্রম করিতে ভীত । কিন্তু কোন প্রকারে তাহাকে কার্যে উৎসাহিত করিতে পারিলে সে কার্য করিয়া যায় । রোগীর স্নায়ুশক্তি দুর্বল হইলেও অসহিষ্ণু ভাব থাকে । **সিলিসিয়ার** বিশেষ কোষ্ঠবদ্ধের বর্ধমানতা এবং পৃষ্ঠ ও হস্তপদাঙ্গুলির অসাড়তা যথাক্রমে গতিদ ও অনুভূতিদ স্নায়ুশক্তির হীনতা প্রকাশ করে । কোন কারণে স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটিলে যে সকল ব্যক্তি কথঞ্চিৎ ক্ষুজিত, কিন্তু তাহার অভাব ঘটিলেই বিবাদিত ও অবসাদগ্রস্ত হয় তাহাদিগের পক্ষে ইহা অতি উপযোগী বলিয়া গণ্য ।

লোকোমটর ট্র্যাটাক্সি বা কশেরুকাভ্রান্ত ক্ষয়-

রোগ।—সিলিসিস্য়া মূল স্নায়ু পদার্থের আধার মৌত্রিক ও কোষময় উপাদানের রোগজ বিদ্বদ্ধি ও পরে সংকোচন ঘটাইলে স্নায়ুর মূল পদার্থের ক্ষয় হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ স্বরূপ পদপেশীর বেদনা হয় ও ভিন্ন ভিন্ন পেশীর ক্রিয়ার সামঞ্জস্য থাকে না। দুর্বল স্নায়ুশক্তির অসহিষ্ণুতাব জন্মে। ইহার ক্রিয়ায় উপাদানধ্বংসপ্রবণতা থাকায় আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে পদনখস্নিহিত স্থানে বিশেষ প্রকৃতির ক্ষত বর্ধমান থাকে। রোগারোগ্যে কালব্যাপী ঔষধ সেবনের প্রয়োজন।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—পক্ষাঘাত রোগের প্রারম্ভাবস্থায় অথবা পক্ষাঘাতিক দুর্বলতায় **সিলিসিস্য়া** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। কেননা ইহার ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড উভয় স্নায়ু পদার্থেরই পুষ্টিহানি উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেরুদণ্ডরোগে পক্ষাঘাতিক দুর্বলতার পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ। এইরূপ স্নায়বিক দুর্বলতাসহ অনেক সময়ে **সিলিসিস্য়া**র বিশেষ কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত থাকিয়া সরলান্তসহ রোগের সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ করে। ইহাতে আগন্তুক উত্তেজনায় স্নায়ুগুণ অত্যন্ত অসহিষ্ণু থাকে এবং ইঞ্জিয়শক্তির রোগজ তীক্ষ্ণতা জন্মে। রোগী মস্তক ও মেরুদণ্ডের সামান্য চালনাও সহ করিতে পারে না। চাপে গাত্র বেদনায়ুক্ত ও স্পর্শসহিষ্ণু। রোগ শৈত্যসংক্রমে বৃদ্ধি ও তাপে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

কর্ণিয়াইটিস্, কিরাটাইটিস্ বা কনীণিকা প্রদাহ—কর্ণিয়াল আলসার বা কনীণিকা ক্ষত।—**সিলিসিস্য়া**র কর্ণিয়া প্রদাহে কর্ণিয়ার বা চক্ষুর কালক্ষেত্রের উপর পচলা বা বিগলন-শীল (sloughing) ক্ষত জন্মে এবং অতি শীঘ্র কর্ণিয়ার ছিদ্র নিবন্ধন হাইপারপিয়ন (কনীণিকার পশ্চাতে ও অধঃদেশে অর্ধ চন্দ্রাকারে পুয় সঞ্চার) দেখা দেয়। ক্ষতের চতুঃপার্শ্ব উপাদানে প্রাদাহিক স্রাব ক্ষরিত। যাহ চক্ষুপুট ক্ষীত এবং পুয়স্রাবী অঙ্গনিকা দ্বারা আচ্ছাদিত।

কর্ণপ্রদাহ বা অটাইটিস্—কাণপাক। বা অট-
রিয়া ।—কাণ পাকিয়া কর্ণপটাহের ছিদ্র এবং কর্ণ হইতে পাতলা,
বিদাহী এবং দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হইলে শিলিসিয়া অতি উপকারী
ওষধ বলিয়া বিবেচিত । কর্ণস্থির ধ্বংসনিবন্ধন স্রাবসহ খোইলের ত্রায়
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাপ ও অস্থিখণ্ড নির্গত হইলে ইহা আমাদিগের একমাত্র
ভরসা স্থল । গলাভ্যন্তরে ইউষ্টেকিয়ান নালীর সন্নিহিত স্থানের চুলকনা
ও চন্‌চনি ইহার বিশেষ লক্ষণ । কর্ণ ভেদ করিয়া তীর বেঁধার ত্রায়
বেদনা, প্রচুর ঘর্ম, হঠাৎ হাঁচি এবং কর্ণমধ্যে পট্টকার ক্ষুটনের ত্রায়
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দও ইহার প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে গণ্য ।

নাসিকাসর্দি বা করাইজা ।—নাসিকাসর্দিতে শ্লৈষ্মিক
ঝিল্লীর ক্ষত হইয়া পাতলা, রক্তযুক্ত, তীব্র ও হাজার স্রাব জন্মিলে,
অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা নিবন্ধন নাসারন্ধ্রের বিরক্তিকর অহুভূতি
নিবারণে শিলিসিয়া উপকারী । সর্দি নাসিকা হইতে বিস্তৃত
হইয়া গলাভ্যন্তরে ইউষ্টেকিয়ান নালী আক্রমণ করিলে যে চুলকনা ও
চন্‌চনি উপস্থিত হয় তাহাতেও ইহা কলপ্রদ ।

হে-ফিবার বা ওষধিগন্ধজ জ্বর ।—শিলিসিয়ার
রোগে সর্দির গলাভ্যন্তরে বিস্তৃতি বশতঃ ইউষ্টেকিয়ান প্রণালীমূণ,
সন্নিহিত গলদেশ ও নাসিকারন্ধ্রে, চন্‌চনি ও চুলকানি এবং ভয়ানক
হাঁচি হইতে থাকে । নাসিকা হইতে তীব্র হাজার স্রাবের ক্ষরণ ।

কাসি বা কফ ।—শিলিসিয়ার কাসিতে ষ্টার্ণাম অস্থি
উর্দ্ধ কোটরে (Suprasternal fossa) বা স্বরযন্ত্রের অংশ বিশেষে
গুড়গুড়ি হইয়া কাসি হয় ; স্বরযন্ত্র শুষ্ক ও কঠিন থাকে এবং স্বরভঙ্গ
জন্মে । **রুমেব্‌স** কাসিও সুপ্রা ষ্টার্ণাল্ কাস্য গুড়গুড়ির কল ।
পগদেশ, স্বরযন্ত্র অথবা খাসনালীতে কেশ থাকার অহুভূতি জন্মে ।
ইহাতেও **রুমেব্‌সের** ত্রায় শীতল পানীয় পানে এবং ফস,

ব্রুসেকুস এবং **টাইকন** হার কথ্য কছিলে কাসি হয় ।
কখন কখন বমন হইয় কাসির শেষ হয় ।

যক্ষাকাসি বা **ট্রাকুলার থাইসিস** ।—ফুসফুসের উপাদান ধ্বংস নিবন্ধন পূর্ব জন্মিলে অবস্থানুসারে **সিলিসিসিকা** দ্বারা উপকার হয় । রোগীর জৈব তাপের হ্রাস হয়, সে কিছুতেই শরীর উষ্ণ রাখিতে পারে না । ইহা অতি ধীরক্রিয়ালীল ঔষধ । বৃদ্ধদিগের অতি দীর্ঘকালের পুরাতন কাসি বা থাইসিস-মিউকসা রোগে ধাতুসংশোধন দ্বারা ইহা উপকার করিয়া থাকে । প্রথমে শুষ্ক কাসি হইয়া বন্ধ ভগ্ন হওয়ার সময় কষ্ট, পরে শ্লেষ্মার খলন ; বন্ধমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মা ষড় ষড় করে এবং দুর্গন্ধ পূর্ণমিশ্রিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত হয় । ফলতঃ বৃদ্ধদিগের পুরাতন কাসিতে বায়ুনালীর বিস্তৃতি নিবন্ধন গহ্বরভ্যন্তরে শ্লেষ্মা ও পূর্ণ লক্ষিত হইলে রোগী তাহা সহজে নির্গত করিতে পারে না, পচিয়া দুর্গন্ধ জন্মে । অতি প্রবল থাইসিস রোগে ফুসফুসের ধ্বংসোৎপন্ন গহ্বর পূর্ণকোষে পরিণত হয় । বহু চেষ্টায় অধিকতর গয়ার নিষ্ঠূত হয় । ফুসফুসে বৃহৎ বৃহৎ গহ্বরের বর্তমানতা, প্রচুর রক্তনীষর্গ এবং প্রলেপক জ্বর ইহার প্রদর্শক ।

ক্যাপ্‌সিকাম—ইহাও বৃদ্ধদিগের থাইসিস মিউকসারোগে উপকারী । ইহারও পুরাতন ব্রুকাইটিসরোগে শ্বাসনালীর বিস্তৃতি নিবন্ধন গহ্বরভ্যন্তরে শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইয়া পচিয়া উঠে । ইহার প্রশ্বাসবায়ুতে সাধারণতঃ দুর্গন্ধ থাকে না । কিন্তু ফুসফুসের গভীর দেশ হইতে কষ্টের সহিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত করিলে স্পষ্ট দুর্গন্ধ পাওয়া যায় । ইহার রোগী শিথিলশরীর ।

ফেসাপ্‌ট্রিকাম—ইহার থাইসিসের গয়ার ভয়াবহ দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট । **সিলিসিসিকা** অধিকতর পূর্ণ থাকে ।

আকুডিন—গণমালা রোগের পরিণাম ফল স্বরূপ গুটিকোণ-

পাঁতি নিবন্ধন থাইলিস রোগে পুয় ভাঙ্গলে ইহা অধিকতর উপযোগী ।
উদরাময় উপস্থিত থাকিলে তাদৃশ ফলকারী নহে ।

প্রস্তরকর্তন ও ঘর্ষণকারীর কয়কাস রোগে প্রভূত রক্তনীঘর্ষ ও
মেহের পাণ্ডুরতা থাকিলে সিলিসিয়া দ্বারা উপকার পাওয়া যায় ।
যশের দুর্গন্ধ ইহারও বিশেষ লক্ষণ । ড্রসিনার তায় ইহাতে
আক্ষেপিক কাসি থাকিলেও ইহার কাসির উত্তেজনার স্থান স্বরযন্ত্র
ও স্রুপ্রা ষ্টার্ণাল ফসা ; কিন্তু ড্রসিনার তাহা স্বরযন্ত্রের উর্দ্ধ
ভাগে ও গলায় থাকে, ইহাই প্রভেদক । ডাং জসেট ৩০ ক্রম
ব্যবহারের উপদেশ করিয়াছেন ।

দন্তরোগ দন্তমূলপূরশোথ বা এব্‌সেস্ এবং
দন্তের নালীকৃত বা ফিশ্চুলা ।—এই সকল রোগে সিলি-
সিয়া বিশেষ উপকারী ঔষধ । দন্তের মূলদেশেব এব্‌সেসের পুয়
নির্গত হইয়া তথায় নালীকৃত থাকিয়া যায় । উক্ত খাদ্য আহারে,
মুখে ঠাণ্ডা বায়ু প্রবেশে এবং রক্তনীতে বেদনার বৃদ্ধি ; রোগী দন্ত
নিখিল বোধ করে ।

ক্যাল্‌কেলিক্সা ফ্লুইডিকা—ইহা দন্তের কর্কশতা
এবং তাহার উপরের কঠিন আবরণ বা এনেমেলের ধ্বংস উৎপন্ন
করে । ডাং কপল্যাও এই ঔষধ দ্বারা কোন রোগীর মতিয়াবিন্দু
বা ক্যাটারাক্ট রোগ চিকিৎসাকালে তাহার দন্তের এইরূপ অবস্থা
ক্ষান্তিতে দেখিয়াছিলেন ।

টনসিলাইটিস্ বা কর্ণমূল গ্রন্থি-প্রদাহ ।—টনসিল
গ্রন্থিতে পুয় সঞ্চার হইলে হিপান্ডা দ্বারা পুয় নিষ্কাশ করার পর
পুয় স্রাব বন্ধ না হইয়া পাতলা, তীব্র ও দুর্গন্ধ যুক্ত হইলে সিলিসিয়া
তাহা আরোগ্য করে । অস্থিরোগপ্রবণ শিশুদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ
উপকারী ।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া ।—সিলিসিয়া ধাতুর পরিস্ফুট-
শারীরিকগঠন ও স্বরোগবিশিষ্ট গণ্ডমালা ধাতুর শিশুর আনুসঙ্গিক
লক্ষণরূপে এই উদরাময় থাকে ।

সিলিসিয়ার উদরাময়ের বিষ্ঠা অজীর্ণদার্থমিশ্রিত ও দুর্গন্ধময় ;
বেদনা থাকে ; ভুক্ত বস্তুর বমন হয় ।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কনস্টিপেসন ।—সরলাস্ত্রের স্নায়বিক দুর্বলতা
বশতঃ বিষ্ঠা অধিককাল সরলাস্ত্রে থাকায় শুষ্ক ও কঠিন হইয়া যায় ।
অতি কষ্টকর বেগের পর বিষ্ঠার স্ফাট মলদ্বারের কিঞ্চিৎ বাহিরে আসিলে
বেগ অন্তর্ধান করে এবং মলদ্বারের সংকোচন বশতঃ আংশিক-
রূপে নির্গত বিষ্ঠা পুনঃ সরলাস্ত্রে প্রবেশ করে । ইহাই সিলিসিয়ার
কোষ্ঠবদ্ধের প্রদর্শক ।

কষ্টিকামের কোষ্ঠবদ্ধের কারণও সরলাস্ত্রের দুর্বলতা ।
রোগী প্রায়ই দণ্ডায়মান অবস্থায় মলত্যাগে বাধ্য । ইহাতে সিলি-
সিয়ার স্নায় মলদ্বারের সংকোচন থাকে না । সিলিসিয়া
এবং প্রায়শ্চৈতন্যের মলদ্বারে অত্যন্ত টাটানি ও রসস্রাব থাকে,
কিন্তু প্রথমে বিষ্ঠার সরলাস্ত্রে ফিরিয়া যাওয়া দ্বিতীয়ে থাকে না ।

ফিসার অব দি এনাস বা মলদ্বার বিদারণ ।—কাটা মল-
দ্বারের বড়ই উত্তেজনাশ্রবণতা জন্মে এবং তাহার সহিত কোষ্ঠবদ্ধ
বর্তমান থাকায় আংশিক রূপে বহির্নিষ্কৃত বিষ্ঠা মলদ্বারের সংকোচন
বশতঃ সরলাস্ত্রে পুনঃ প্রবেশ করে । ইহাই এ রোগে সিলি-
সিয়ার বিশেষ প্রদর্শক । ইহাতে মলত্যাগের অর্দ্ধঘণ্টা পরে
মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনা হইয়া কতিপয় ঘণ্টা থাকে ।

গণ্ডমালা রোগ বা স্ফুলা ।—গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি,
বিশেষতঃ শিশুদিগের গ্রন্থির ক্ষতি ও তাহাতে পুণ্য লক্ষার, উপযুক্ত
আহারের অভাব ব্যতীতও সমীকরণ দোষে (Malassimilation)

পুষ্টিহানি, মস্তকের ও পদের দুর্গন্ধ ঘর্ম এবং ফোঁটক, উপাদানাদির দড়কচড়াভাব (Induration), মাহিকা ও অস্থিরোগপ্রবণতা প্রভৃতি পক্ষে সিলিসিয়া অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউ—পদঘর্ম, বকুৎবিবুদ্ধি এবং শুষ্কভেদ রোগে সিলিসিয়া অপেক্ষা ইহা অধিকতর উপযোগী। ইহাতে কেবল পদঘর্মের, কিন্তু সিলিসিয়ায় পদ ও মস্তক উভয় স্থানের ঘর্মেরই দুর্গন্ধ থাকে।

ব্রমিন—কঠিন ও দড়কচড়াভাবযুক্ত গ্রন্থির পুয়জননপ্রবণতায়।

আক্সডিন—অবসন্ন ও আলস্যপরতন্ত্র রোগী অস্বাভাবিক ক্ষুধা বশতঃ সর্বদাই আহার করে, তথাপি শীর্ণ হইয়া যায়। সম্পূর্ণ রসগ্রন্থিমণ্ডলই যোগ্যক্রান্ত হওয়ায় আরোগ্যোপযুক্ত উত্তেজনা-বিহীন, ক্ষাত ও কাঠিন্যবিশিষ্ট।

আক্সডফরম—ডাং সি, এস, রসগ্রন্থির ক্ষতি নিবারণে ৩x ক্রমের বিশেষ প্রশংসা করেন। হাতুড়ে নিয়মে ইহার ব্যবহার করিয়া তিনি বহুতর বোগীর উপকার করিয়াছেন।

গ্রন্থিরোগ বা ডিজিজ্‌জ্‌ অব্‌ দি গ্ল্যাণ্ড্‌স্‌—লসীকা-গ্রন্থি, স্তন ও স্বকের রসগ্রন্থি গ্রন্থি প্রভৃতির পুয়সঞ্চারক প্রদাহের অবস্থাবিশেষে সিলিসিয়া মহৌষধ। গ্রন্থিসংস্থ নালাকতের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অস্থিরোগ—বাল্যস্থিবিকার বা রেকাইটিস্‌, অস্থিকৃত বা কেরিজ্‌, অস্থিধ্বংস বা নিক্রসিস্‌।—অস্থির পুষ্টিহীনতা, অস্থিকৃত এবং অস্থির ন্যূনাদিক অংশের ধ্বংস প্রভৃতি নানাপ্রকার অস্থিরোগের সিলিসিয়া অতি প্রধান ঔষধ। মূলতঃ যথেষ্ট আহার সন্তোষ সমীকরণাভাবে শিশুর অস্থির এবং পেশীমণ্ডলীয় পুষ্টিহানি ও দুর্বলতা ঘটয়া শিশু সহজে এবং শীঘ্র ইটিতে পারে না। লব্ধাদির,

বিশেষতঃ জাহ্নসন্ধির ভাস্কবোপাদান বা কাইড্রাস টিন্থর প্রদাহ ও ক্ষীতি জন্মিয়া সন্ধি বৃহত্তা এবং কদাকার হইয়া যায়। অনেক স্থলে মেরুদণ্ডের ন্যূনাধিক বক্রতা জন্মে। এই সকল শিক্তরোগে পূর্ব-বর্ণিত গঠনবিকার ও ঘর্ষাদি প্রদর্শক লক্ষণের অতি পরিষ্কৃত অবস্থার বুদ্ধিমানতা শিশুর গণমালা রোগের অতি প্রকৃষ্ট পরিচয়। কশেরুকাহির কত, কর্ণের ম্যাষ্টইড প্রসেস বা চুচুক-প্রবন্ধন এবং হিপসন্ধি ও জাহ্নসন্ধি প্রভৃতির অস্থির কত ও ধ্বংস বা নিক্রসিস ও নালীকতের ইহা অন্ততম মহৌষধ। আক্রান্ত শরীরাত্মশের অত্যধিক স্পর্শসহিত বেদনা শৈত্যসংস্পর্শে বৃদ্ধিত হয়। সিন্টিসিসিহ্মা অতীব ধীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। ইহা দ্বারা রোগ চিকিৎসায় চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই ঐর্ষ্যাবলম্বনের প্রয়োজন।

ক্যালকুলে কাব্ব—ডাং বেয়ার মেরুদণ্ডাহির ক্তরোগে ইহাকে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন। মেরুদণ্ডের বক্রতা, অস্থিবিকার এবং অন্ন ঘর্ষ প্রভৃতি ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

ফস্ প্রসি—হিপ সন্ধিরোগ ও অস্থিক্তরোগে ইহা উপকারী। অস্থিক্তি জন্মে যেন আক্রান্ত অস্থি ছুরিকা দ্বারা চাঁচা হইতেছে। অত্যন্ত দুর্বলতাসহ অস্থিবিকার বা রিকেট রোগের ইহা অমূল্যকৃষ্ট ঔষধ।

রসবাত রোগ বা রুম্যাটিজম্।—পুরাতন বংশগত রস-বাত রোগে সিন্টিসিসিহ্মা আমাদিগের অন্ততম নির্ভরস্থল। স্বন্ধের এবং লন্ধিনিচয়ের বেদনায় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করা যায়; রজনীতে এবং আক্রান্ত স্থান অনাগ্রত করিলে বেদনার বৃদ্ধি ও তাপে উপশম হয়। সিন্টিসিসিহ্মা বেদনার প্রকৃতি ইহার বিপরীত, বেদনার স্থান আবৃত করিলে বৃদ্ধি। রোগ পদ হইতে উঠে যায়।

ভ্যাক্সিনেশন (গো-বীজের টিকা) বশতঃ রোগ।—অতি নির্দোষ বীজ দ্বারা টিকা দেওয়া হইলেও অনেক সময়ে তাহার

কুফল স্বরূপ বিসর্পাদি ষণ্ডস্তেদ, সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ ও উদরাময় প্রভৃতি রোগোৎপন্ন হয় । এই সকল অবস্থায় সিলিসিয়া রোগীর ষাট দোষ প্রশমন দ্বারা উপরিউক্ত রোগ নিবারণে সক্ষম । ফ্রান্সের প্যারিস নগরে কোন সময়ে প্রায় ৩০ কি ৪০ হাজার বালককে টিকা দিবার পূর্বে এক যাত্রা করিয়া সালুফার সেবন করান হইয়াছিল । টিকা দেওয়ার পর এই সকল বালকের কোন প্রকার রোগ জন্মে নাই ।

খুজা—ইহা সিলিসিয়ার কার্য সম্পূর্ণক । টিকার পরের উদরাময়ে এবং জরতাপ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয় । ডাং এভলের মতে হাইড্রজিনইড (রসোৎপাদক) ষাতুবিধিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে টিকা অতিশয় অনিষ্টকারী । সিলিসিয়া ইহার প্রায় সকল প্রকার কুফল সংশোধনেই সমর্থ । **খুজা** উদরাময়ের আরোগ্য দ্বারা ইহার কার্যের পূরণকরে । **খুজা** ক্রিয়ায় বৃহৎ পুষুটিকা উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে । এক্ষত অত্যধিক পুষ সঞ্চয়বশতঃ টিকা বৃহদাকার ব্যরণ করিলে ইহা উপকারী । বসন্ত ওটিকায় অত্যধিক পুষ জন্মিয়া বৃহদায়তন হইলে ডাং বনিংহসেন খুজা ব্যবস্থা করেন ।

ত্বকরোগ ।—সিলিসিয়া শরীরস্থ সম্পূর্ণ কোষিকোপাদান বা সেলুলার টিসু আক্রমণ করিয়া প্রদাহ, কাঠিগ, দড়কচড়া ভাব ও পুষ উৎপন্ন করিয়া থাকে । ইহার এই ক্রিয়া ত্বকসংস্থ কোষিকোপাদানে বিশেষ প্রকাশ পাওয়ায় নিম্নবর্ণিত রোগোৎপন্ন হয় । **আঙ্গুলহাড়া** ইহার অগতম কষ্টপ্রদরোগ । **সিলিসিয়া** ইহার সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ফোটক বা বইল্‌স ।—সিলিসিয়া যোজকোপাদান বা কনেক্টিভ টিসুর প্রদাহ, ক্ষোতি, দড়কচড়াভাব ও পুষ উৎপাদক বস্তু । সেলুলার টিসু বা কোষময় উপাদানের প্রদাহ, ক্ষোতি ও কাঠিগই

স্কেটকের প্রারম্ভিক অবস্থা, একারণ এই অবস্থায় সিলিসিসিয়া প্রদত্ত হইলে পুষ্কনন নিবারণ দ্বারা ইহা স্কেটক আরোগ্য করিতে সক্ষম । স্কেটক পাকিলেও যদি তাহা হইতে পাতলা জলবৎ, এমন কি কল্‌হানির স্থায় এবং দুর্গন্ধ অথবা ঘন পৃথ ও স্রাব হয় এবং তাহা সহজে আরোগ্য না হয়, সিলিসিসিয়া তাহার আরোগ্য বিধানে সক্ষম । ইহার স্কেটক দলে দলে আক্রমণ করে । সাধারণতঃ হিপোক্রেসের পরে ইহা প্রযোজ্য ।

ক্যালকেরিয়া সাল্‌ফুরিকা—স্কেটকের ক্ষতি দূর করিতে সক্ষম । আর্সেনিক এবং কার্ব ভেজ পচনশীল দুর্বলকর (Adynamic) স্কেটকে উপকারী ।

পুষ্কোষ বা এব্‌সেস্—সহজে আরোগ্য না হইয়া ক্রমাগত পাতলা, জলবৎ পৃথ নিঃসরণ করিতে থাকিলে সিলিক প্রযোজ্য । ফলতঃ ঔষধ যক্রপ ধীরক্রিয়াশীল, ইহার রোগও তদ্রূপ নিরাময়িক উদ্ভেজनावিহীন ও মৃদুগতি । ইহার ক্রিয়ায় ক্ষতের সুস্থভাব হয় এবং সুজাত (Laudable) পৃথ ও সুস্থ মাংসাস্তুর জন্মে । এরূপ ক্রিয়ায় উপস্থিতিতে ঔষধ বন্ধ করা উচিত, অত্যা উপকারের অন্তর্দ্বানে ব্যাধির পুনরাবর্তন হয় । ইহার প্রতিবেধকল্পে ফ্লুইয়া এসিড উপকারী । সিলিক রোগে তাপের প্রয়োগ শাস্তিপ্রদ । রুগ্নস্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ কোষময় উপাদানে পৃথ প্রবেশ করায় একাধিক নালীকত জন্মিলেও ইহা উপকারী । সরলাস্ত্রের নালীকতে, বিশেষতঃ রোগীর যদি স্নায়বিক উদ্ভেজনা বর্তমান থাকে, ইহা বিশেষ উপকারী । সিলিকান্ন স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে । গণ্ডমালীয় ও টুবাকুলার এব্‌সেসরোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী ।

গ্রীষা রুগ্নগ্রস্থির গণ্ডমাল্যটিত পৃথশোথ রোগে ক্যাঙ্কে কার্ব এবং ক্যাঙ্কে অ্যাস উপকারী । এসাফি ও ক্যালেন্ডু

অভিযাত্ত পুষস্কারের ঔষধ । ক্যালেন্ডুল রোগে প্রবল প্রদাহ হয় না এবং যখন ও হরিদ্রাত পুষ প্রাকৈ । যাহাদিগের ত্বক্ এতদূর দূরবস্থ যে সামান্য ক্ষতও শীঘ্র আরোগ্য হয় না ও পুষ জন্মে, হিপার, সিলিক, ক্যালেক কা এবং প্র্যাফা এব্‌সেস্ আরোগ্য করে । পুষ স্কার এবং শোষণ নিবন্ধন পুষ-বিষ-জ্বরে ডাং গ্রাভেল আর্গিকান প্রশংসা করিয়াছেন ।

কার্বাকল বা দাহিকা ।—উভয় স্বকের মধ্যবর্তী স্থানের কার্বাকল বা পৃষ্ঠাধাতে সিলিক প্রযোজ্য । রুগ্নস্থানের পচা সড়া ও মৃত উপাদান দূর করিয়া ইহা স্জাত পুষ এবং সুস্থ মাংসাত্মক উৎপন্ন করে । নাই এসিড এবং ফাইটলও এ রোগে উপযোগী । ডাং গ্রাভেল আর্গিকান প্রশংসা করিয়াছেন ।

টেরান্টুলা কুবেন্স—দাহিকার একটা বিশেষ উপকারী ঔষধ । অত্যন্ত বলকর এবং উদারাময় যুক্ত সবিরাম জ্বরের সন্ধাকালে আক্রমণ হইলে ইহা দ্বারা উপকার হয় । রোগের অতি ভয়াবহ বেদনার নিবারণে ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ । ইহার বেদনা ল্যাকেসিস্, এছাসিনাম এবং সিলিসিয়া বেদনাসহ তুলনীয় ।

ক্ষতাক বা সিকেটি ক্‌স্ প্রভৃতি ।—ফোটক, পুষশোণ প্রভৃতির আরোগ্যান্তে অনেক সময়েই ত্বকে অথবা যন্ত্রাদির গঠনোপাদানে কাঠিত, দড়কচড়া ভাব অথবা কদাকার ও কখন কখন অসুবিধা জনক ক্ষতাক থাকিয়া যায় । সিলিসিয়া তাহার নিরাকরণে সমর্থ । এহলে ইহা প্র্যাফাইটিস সহ তুলনীয় । ক্ষতাকের বিলোপ করিতে পারে বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে । ফাইটলক্ষারও এই ক্ষমতা আছে বলিয়া কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধির বিষয় শ্রুত হয়য়া যায় । উপরি-উক্ত দড়কচড়াভাব (Induration) দূরীকরণে সিলিসিয়া অক্ষয় হইলে মধ্যগামী রূপে সিলিসিয়া প্রয়োগে কলের আশা করা যায় ।

লেক্চার ৩৮ (LECTURE XXXVIII).

ভিরেট্রাম্ এল্বাম (Veratrum Album)।

প্রতিদাম।—হেলিবরাস এল্বাস।

সাধারণনাম।—হোয়াইট হেলিবর। যুরোপিয়ান হেলিবর।

জাতি।—মেলাছেসি। (লিলিএসি)।

জন্মস্থান।—মধ্য যুরোপ হইতে আসিয়া খণ্ডের রুসিয়া দেশ পর্যন্ত পর্বতময় ভূমিতে শাক জাতীয় বাৎসরিক উদ্ভেদ।

প্রয়োগরূপ।—গুড়ীকৃত লের অরিষ্ট বা টিংচার।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় ঘণ্টা হইতে কতিপয় সপ্তাহ

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—অধিকাংশ সময়ে—১, ৩. ও ২০০ ক্রম, তদুর্দ্ধ হইতে ১০০০০ (cm) ক্রম পর্যন্ত অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। *

* লক্ষ্যভিত্তি চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা নিয়ে প্রদর্শিত হইল, যথা—ডাং ব্যারোজ—পুরাতন শিরশূল; অপরাহ্নে আক্রমণের আরম্ভ ও রাত্রি পর্যন্ত স্থিতি; উত্তর বাহুতে আকৃষ্টবৎ বেদনা; বারম্বার মূত্রভাগ; প্রাতঃকালে বেদনার উপশম; ৪০০, আরোগ্য। ডাং বেরিজ—স্তম্ভপায়ী শিশুর উষ্ণ গাত্র ও কানিবার সময় ললাটে শীতল বর্ধ হইত এবং নিত্রাকালে তাহার চক্ষু অর্দ্ধ নিম্নলিখিত থাকিত; ৭০০, আরোগ্য। ডাং লিপি—১৮ মাসের শিশু পূর্বাঙ্ক ১১টার সময় ভরানক কানিতে অবিশ্রান্ত স্লেথা বমন হইয়া নিদ্রোখিত হইত; ললাট এবং মুখমণ্ডল শীতল বর্ধাবৃত থাকিত; মুখমণ্ডল দেখিতে ও চাপিলে যেত বর্ণ প্রতীয়মান হইত; হস্ত ও পদ শীতল থাকিত; এবং অতিশয় দুর্বলতা জন্মিত; ৩৪০০০ (34 m.), আরোগ্য।

উপচয় ।—সামান্য শরীরচালনায় ; গাত্ৰোথানে ; জলপানে ; মলত্যাগকালে ও তৎপূর্বে ; স্বভূমি কালে ও তৎপূর্বে ; বর্ষাবস্থায় ; হঠাৎ ভীতিগ্রস্ত হইলে ।

উপশম ।—উপবিষ্ট ও শয়নাবস্থায় (দুর্বলতার পক্ষে নহে) ।

সম্বন্ধ ।—ভিরেট্রাম এল্‌বামের কার্যপ্রতিষেধক—একন্. ক্যান্ডর, ও কফিয়া ক্রু ।

ভিরেট্রাম বাহার কার্যপ্রতিষেধক—আস', সিন্ধ, ফেরাম্, ওপি-রাম্ ও টেবেকাম ।

ভিরেট্রাম বাহার পরে প্রযোজ্য—আস', সিন্ধ, কুপ্রাম, ইপিকা ও কস্ এসি ।

ভিরেট্রামের পরে বাহ্য প্রযোজ্য—আর্গি, সিন্ধ, কুপ্রাম ও ইপিকা ।

ভিরেট্রামের সমক্ৰিয় ঔষধ—কুপ্রাম (শীতল জল পানে কুপ্রাম

ডাং বেরিজ—পুরুষ রোগী ; এক সপ্তাহ হইতে অংশফলকাঙ্ক্ষি দ্বারা আবৃত শরীরস্থানের বেদনা ; দৃষ্টিহানি ও শিরোগূর্ণন ; ক্যালমেল ও ক্রবার্ক সেবনে উপরিউক্ত লক্ষণ ভিরোহিত হইয়া নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্তমান থাকে—তাগ কালে মূত্র ঘোরবর্ণ, কখন প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ; কখন শীতল গর্ভ ; খাদ্য অস্বাদহীন ; তান্ত্রকূট সেবনে গলা শুষ্ক হয় ও রোগীর তান্ত্রকূট ভাল লাগে না—৭ দিবস এই লক্ষণ ছিল । এক দিবস আহারে ইচ্ছা ক্ষয়ে ; আহার করিতে বিবিধা হওয়ার বমনের বেগ বাতীত তাহা গলাধঃ করিতে পাবে না ; জিহ্বা শুষ্ক, ২০০, আরোগ্য । ডাং বেজ—৫৪ বৎসর বয়সের রোগী ; এক বৎসর হঠতে আশাশয় প্রদেশে বেদনা ক্রমে ক্রমে আক্রমণ করিয়া প্রথমে আশাশয় দেগে থাকে, পরে তথা হইতে দুই পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া পৃষ্ঠের অংশফলকাঙ্ক্ষির নিম্নতম সীমা পর্যন্ত যায় ; বেদনার অন্তান্ত বৃদ্ধি হইয়া ভয়ানক যন্ত্রণা প্রদান করে, পরে ক্রমে হ্রাস পাতিতে থাকে ; বেদনার আরম্ভ হইতেই রোগিনী শীতে কাপিতে থাকে এবং হস্ত ও পদ শীতল হয় ; ৩, আরোগ্য । ডাং চামাস—৫৫ বৎসর বয়সের রোগী ; জলসিক্ত হইবার পর রজনীতে ৪ বার মলত্যাগ হয়, মলত্যাগের পূর্বে উদরের বেদনা, ডাক ও শীতকম্প ছিল ; কোলন অস্ত্রের আঘান ও স্পর্শে সামান্য বেদনা ; নাড়ী স্পন্দন ১৮৮ ক্রি. দ্রু. ;

কাশির উপশম; ইহাতে অধিকতর শ্বস্নো এবং উদরাময় ও বমনাদি
শ্রব্রতর); ত্রায় (কোষ্ঠবদ্ধ); ড্যাট্রিকা কার্ক (শ্বেতলালাবৎ বমন;
জলবৎ বিষ্ঠার বেগে নিঃসরণ; শ্বস্নোতে উদর ও পায়ের ডিম চেপ্টা);
রিসিনাস্ কম্মু (বমন ও বিরচন থাকার অবস্থাতেই পতন লক্ষণ)।

ভিরেট্রামের কর্যাকারিতার স্থল—অবস্থাবিশেষে সুরাসারথটিত
সংজ্ঞাহীনতা; সিন্ধনার অপব্যবহার নিবন্ধন রোগ; না
কপাল-বিবক্রিয়া প্রযুক্ত উদরশূল; অহিষেন ও তান্নকুটি
সেবন নিবন্ধন কুফলজাত রোগ।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, এটিম টার্ট, আর্পি, আস,
সিন্ধ, কল্চি, কফিয়া, কুপ্রাম, ডিজিট, ডুসিরা, ফেরাম, ইপিকা,
আইরিস, ওপি, ফস এসি, রাসটম্ম, সিকে ক ও জিক। -

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—যে
সকল ব্যক্তি একা থাকা সহ্য করিতে পারে না তথাপি কাহারও সহিত
কথা কহিতে অস্বীকার করে, তহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

গ্রিস্মা কটাসে ও শুষ্ক; বিষ্ঠা সবুজাভ কটা; পদ শীতল; পায়ের ডিম অসাড়; সামান্য
বিবমিষা; ১. আরোগ্যা। ডাং পেইন—রোগীর বয়ঃক্রম ৩৭; ভোরে বমন ও বিরচন,
তড়ুল ধৌত জলের ন্যায় বিষ্ঠা; বমন প্রচুর ও জলবৎ; দুর্বলতার উত্তীর্ণ মলত্যাগ করিতে
অশক্ত, অনৈজিক মলত্যাগ। বেদনাহীন; রোগী উদাসভাবযুক্ত ও মৌন; চক্ষু বসা;
নাড়ী ধীর, মধো মধো দীর্ঘ নিশ্বাস; হস্ত নীলাভ ও চটচটে বর্ণযুক্ত, প্রথমে ক্যান্ধর
পবে ভিরেট ৩০ আরোগ্য করে। ডাং সেন্টিন—জরায়ুর পুরাতন প্রদাহ, ১৩ মাসের
রোগ; অত্যন্ত দুর্বল; মুখ পাণ্ডুর; চক্ষু বসা; অঙ্গসীমান্ত শীতল, জরায়ুর প্রচণ্ড
বেদনা ও গুরুত্বানুভূতি এবং বিশেষরূপে তাহার পশ্চাৎপ্রাচীরে হৃতিবিদ্ধবৎ বেদনা;
জরায়ু বর্দ্ধিতায়তন, কঠিন এবং স্পর্শে বেদনায়ুক্ত; জরায়ুস্থিবার রক্তাধিকা; সামান্য
চাপ দিলে রোগিনী চীৎকার করিয়া উঠে; বেদনা প্রযুক্ত রোগী গাত্রোথান করিতে
অশক্ত; সম্পূর্ণ কুধাহীনতা; র্ত্ত্নেদযুক্ত অতিসার; শরীর বিশেষতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সর্বদার
জল শীতল; ৬. আরোগ্যা।

যে সকল রোগে ছত্রিত জীবনীশক্তির অবসাদ ঘটে, সম্পূর্ণ শক্তিহানি হয় এবং পতন বা কলাপ্স অবস্থা জন্মে।

প্রায় সর্বপ্রকার রোগেই ললাট দেশে শীতল ঘর্ষ (সর্বশরীরে ঘর্ষ ঘর্ষে টেবেক)।

রোগিনী মনে করে সে গর্ভিনী অথবা সে শীঘ্র প্রসব করিবে। অশ্লীলতা, লাম্পটা এবং কামবিষয়ক জল্পনা; ধর্ম সঙ্কল্প (হায়, সিলি, ষ্ট্রাম) উন্মাদ রোগে রোগী সকল বস্তুই, বিশেষতঃ বস্ত্র ছিন্ন ও কর্তন করিতে ইচ্ছা করে।

সামান্য শ্রমেই (কার্ক ভেজ, সাল্‌ফার) মূর্ছারভাব; অত্যন্ত দুর্বলতা।

রক্তস্রাব কালে শক্তিহানির (মূর্ছারভাব, ট্রিলি,) অনুভূতি।

মূর্ছাদেশে এক চাপ বরফ থাকার অনুভূতি হইয়া শীতের ভাব (সিপিয়া, ভ্যালো); মস্তকোপরি যেন যুগপৎ তাপ ও শৈত্যানুভূতিবৎ বোধ; যেন মস্তিষ্ক ছিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড হইতেছে।

মুখ পাণ্ডুর, নীল ও কলাপ্স বা হিমাঙ্কলক্ষণযুক্ত; মুখাকৃতি বসা ও মৃতের ন্যায়; শায়িতাবস্থায় আরক্ত, উত্থানে মুখ পাণ্ডুর হইয়া যায় (একন)।

তীক্ষ্ণ ও অন্তর্পনীয় পিপাসায় রোগী অধিক পরিমাণে অত্যধিক শীতল জল ও অল্পরস পানীয় পান করিতে চাহে; রোগী প্রত্যেক বস্তুই শীতল করিয়া দিতে বলে।

অল্প অথবা শ্রমোপনোদনকারী বস্তুতে (ফস এ) ইচ্ছা।

মুখমণ্ডল, নাসিকাগ্র, পদ, জন্বা, বাহু এবং অন্ত্রাঙ্গ অনেক শরীর্যাংশ বরফবৎ শীতল। উদরাভ্যন্তরে শৈত্যানুভূতি (কলাট, টেবে)। প্রবল বমন সহ প্রভূত বিরচন।

অত্যধিক বিবমিষা ও বলক্ষয়কারী বমন জলপানে (আস

সামান্য গাত্র চালনার—টেবে) বর্ধিত হয় এবং বমনান্তে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে ।

উদরে ছুরিকা দ্বারা কর্তনবৎ বেদনা ।

কলেরা রোগে এবং হঠাৎ ভীতি প্রযুক্ত (ওপি, একন) বমন এবং প্রচুর পরিমাণ জলবৎ বিষ্ঠার বেগে নিঃসরণে রোগীর দুর্বলতা ।

দুগ্ধপোষ্য বালক ও শিশুদিগের সরলাস্ত্রের জড়তা বশতঃ কোষ্ঠবন্ধে মলত্যাগের উদ্রেক হয় না ; বিষ্ঠা বৃহদাকার ও কঠিন (ত্রায়, সালফ) অথবা গোলাকার, কৃষ্ণবর্ণ পিণ্ড পিণ্ড (চেলি, ওপি, প্লাস) থাকে ও উর্দ্ধোদরে (ইয়ে—সরলাস্ত্রে, নাক্স) পুনঃ পুনঃ মলত্যাগেচ্ছার অনুভূতি জন্মে । পূর্বোক্তরূপ কষ্টপ্রদ কোষ্ঠবন্ধে প্রথমে লাইক ও নাক্স ব্যবহারের পর প্রয়োজ্য ।

রজোরুদ্ধ রোগের প্রত্যেক ঋতুস্রাব কালে বমন, বিরেচন অথবা দুর্বলকর উদরাময় ও শীতল ষষ্ঠ (এমন কার্ক, বডি) হইয়া রোগী এতাদৃশ দুর্বল হইয়া পড়ে যে পরে দুই দিবসের মধ্যে সে প্রায় দণ্ডায়মান হইতে পারে না (কার্ক এ, ককু) ।

অহিফেনসেবন এবং তাম্রকুট চর্কণের কুফল । আর্দ্রবায়ু প্রবলণ কালে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেদনা, শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি এবং অবিশ্রান্ত ভ্রমণে হ্রাস ।

রোগকারণ ।

অপরিমিত শারীরিক শ্রম, বিশেষতঃ ভ্রমণ বশতঃ ক্লান্তি ; শুক্রাপচয় ও শোণিতস্রাব প্রভৃতি জৈবরসংঘনি এবং মানসিক ভাববৈপরীত্য প্রভৃতি কারণে ভিরেট্রিমেন্স সাধারণ রোগ জন্মে । স্থলবিশেষে আমাশয়বিকার, শৈতসংশ্লিষ্ট এবং মস্তকের অমিতাচার প্রভৃতিও ইহার রোগের কারণ মধ্যে গণ্য ।

স্বাধীন ক্রিয়া ।—মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা এবং তদুৎপন্ন স্নায়ু-
মণ্ডল আক্রমণ করিয়া ভিরেট্রাম্ প্রধানতঃ পরিপোষণবস্তুমণ্ডলের ক্রিয়া-
বিভ্রাট ঘটায় এবং পোষণ ও পুষ্কবৎপদিকা প্রক্রিয়ার বিকার উপস্থিত
করে । ইহার ক্রিয়ায় শোণিতের বিশ্লেষণ প্রযুক্ত উপাদান পরস্পরা মধ্যে
বিচ্ছেদ ঘটে এবং শোণিতসঞ্চালনের বাধা জন্মে—ফলস্বরূপ টিস্যুর
পুনরুৎপাদিকা শক্তিমূলক জনন, বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রক্রিয়ার অবসাদ ও
বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া প্রকৃত কলেরার ত্রায়া অবস্থা উৎপন্ন হয় । প্রভূত পরিমাণ
জলবৎ বমন ও উদরাসয়, আক্ষেপিক উদরশূল, খট্টী, সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ,
পেশীমণ্ডলীর কঠিন সঙ্কোচন, প্রচুর শীতল ও চটচটে ঘর্ম, বরফবৎ
শীতলতা এবং ভয়াবহ দুর্বলতা প্রভৃতি কোলাশ্‌স্ বা পতন লক্ষণ উপ-
স্থিত হয় । মস্তিষ্কীয় জ্ঞানস্থানের স্বল্পতর আক্রমণে ইহা প্রলাপ ও উন্মাদ
লক্ষণ উপস্থিত করে । স্নায়বিক শক্তির অপচয়, এমন কি সম্পূর্ণ ধ্বংস
ঘটাইয়া ইহা মৃত্যু পর্য্যন্ত আনয়ন করিতে পারে । উপরি উক্ত কলেরাবৎ
অবস্থা উৎপাদনেই ভিরেট্রামের বিশেষ এবং প্রধান ক্রিয়া প্রকাশিত হয় ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ ।—অরিকলাপ্রযুক্ত বিষবিজ্ঞানবিৎ
বহুদশী মহাত্মাগণ বলিয়াছেন, ভিরেট্রাম্ এল্‌বাম্ সর্বপ্রকার
জীব দেহেই সাংঘাতিক বিষক্রিয়া উৎপাদন করে । ইহারা ভিরে-
ট্রাম্ বিষক্রিয়ার যে সকল লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এবং ঔষধ
গুণ পরীক্ষাদি হইতে ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা যে জ্ঞান লাভ
করিয়াছি তাহা নিয়ে বর্ণিত হইতেছে ।

ইহার শুড়িকা নাসিকারন্ধ্রের সংস্পর্শে আসিলে ভয়ঙ্কর হাঁচি
এবং ইহার অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিষমাত্রায় অতি সত্ত্বর জীবনী-
শক্তির প্রতিক্রিয়াশক্তির অবসাদ ঘটিলে শরীরের শীতলতা, নাড়ীর লোপ
প্রভৃতি পতন লক্ষণ এবং উদরশূল, প্রভূত পরিমাণ অনৈচ্ছিক মলত্যাগ,
বমন, প্রগাঢ় মস্তিষ্কীয় রক্তাধিক্য এবং শ্বাসরোধের লক্ষণ উৎপন্ন হয় ।

ইহার শব্দে, পরিপাকযন্ত্রপথের প্রভূত রক্তাদিকা ব্যতীত প্রকৃত প্রদাহ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না ।

ভিরেট্রা মেরু বিষলক্ষণ মাদকোগ্র এবং উত্তেজক বিযক্রিয়ার পরিচয় দেয় । ইহার গভীর বিযক্রিয়ার ফরিত আক্রমণে মূলতঃ স্নায়ুশক্তির, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা ও সন্তবতঃ বক্ষ ও উদরস্থ সহানুভূতিক বা সিম্প্যাথেটিক (স্প্যান্থ্রিক) স্নায়ুগ্রন্থির এবং স্নায়ুজালের প্রভূত দুর্বলতা ঘটে । শোণিতসঞ্চালন যন্ত্রমণ্ডলের ভয়াবহ বলক্ষয়ে কৈশিক শোণিতবহানাড়ীর শিথিলতা এবং উগ্র বিষের স্থানিক উত্তেজনা বশতঃ প্রায় সর্ববিধ ঝিল্লী হইতে, বিশেষতঃ মুখ, আমাশয় এবং অন্ত্রের শৈথিল্য ঝিল্লী হইতে রক্তাসু বা সিরাম ক্ষরিত হওয়ায় বমন, বিরেচন প্রভৃতি কলেরা সদৃশ লক্ষণ প্রকাশ পায় । ঘর্ম, বমন, বিরেচন প্রভৃতির আতিশয্যই ইহার ভয়াবহ কোলাপ্স এবং প্রভূত দুর্বলতার পরোক্ষ কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় । বাধাপ্রাপ্ত, যৌর শোণিতসঞ্চালনের ফলরূপ মস্তিষ্কাদি অভ্যন্তরীণ যন্ত্রমণ্ডলের শোণিতাধিক্য বশতঃ মস্তিষ্কলক্ষণে সংজ্ঞাহানি ও প্রচণ্ড বা মুহূনানাবিধ প্রলাপ লক্ষণ এবং অত্যান্ত যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়ার জড়হ ও বৈপরীত্য উপস্থিত হয় । স্বকের পাণ্ডুরতা, নীলিমা, সঞ্চোচন, শীতলতা এবং শীতল ঘর্ম প্রভৃতি পতন লক্ষণ দেখা দেয় । এক দিকে ইহার সর্বাত্মক পেশীমণ্ডলের শিথিলতা ও প্রগাঢ় শারীরিক দৌর্বল্য বশতঃ রোগীর শয্যাগত অবস্থা, মস্তিষ্কীয় অবসন্নতা, সংজ্ঞাহীনতা ও উদরাময়াদি প্রভূত রসস্রাব এবং অপরদিকে পেশীর ক্ষুদ্র বৃহৎ আক্ষেপ, প্রচণ্ড প্রলাপ এবং অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি অতি বিপরীত ভাবাত্মক লক্ষণ দৃষ্টি করিলে প্রথম শ্রেণীর লক্ষণনিচয়কে প্রাথমিক বা প্রাইমেরি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত লক্ষণাদিকে গৌণ বা সিকেন্ডারী সঙ্গত বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে । কিন্তু অধিকাংশ ক্রুতবিদ্য চিকিৎসকমণ্ডলই

দৃষ্টতঃ বিরুদ্ধতাবাপন্ন উপরিউক্ত উভয় প্রকার লক্ষণকেই ভিন্ন-
 ট্রা-অল্টারনেট বিবক্রিয়োৎপন্ন প্রাথমিক পর্যায়ক্রমিক (Alternate) লক্ষণ
 বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে হেতু পূর্ববর্ণিত আক্ষেপ এবং প্রচণ্ড
 প্রলপাদি লক্ষণের উপস্থিতি কালেও রোগীর শীতল ঘর্ম ও শারীরিক
 শীতলতাাদি এবং কোষ্ঠবদ্ধ রোগেও তাহার শীতল ঘর্মাদি ন্যূনাধিক
 দুর্বল লক্ষণ জীবনীশক্তিঃ ভয়াবহ অবসন্নতামূলক প্রাথমিক ক্রিয়াতালুই
 প্রদান করে। প্রাথমিক স্নায়বিক অবসন্নতা ও জীবনীশক্তির দুর্বলতা
 প্রযুক্ত যান্ত্রিক ক্রিয়াবিকার ঘটয়া পরোক্ষভাবে পরিপাকবিকার মিবন্ধন
 দ্ব্যিত পোষণরসের আধিক্য জন্মে। ইহার ক্রিয়ায় শোণিতের বিস্তৃতি
 ও পচিত অবস্থা, রক্তহীনতা, শিরারশোণিতাধিক্য এবং পুষ্টিহানি প্রভৃতি যে
 সকল রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা যথাযথরূপে নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

মানসিক বিকার বশতঃ অতিরিক্ত মনোপায়ীর আয় বুদ্ধির হতভম্ব ভাব
 জন্মে। রোগী কখন সত্য কথা বলে না এবং কি বলিতেছে তাহা স্বয়ংই
 বুঝিতে পারে না; আপনাকে সমৃদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া ধারণা জন্মে এবং
 অর্থের অপব্যয় করে, অপিচ সংজ্ঞাহীন প্রগাঢ় তল্লাবেশে প্রলাপ করে।
 অস্থিরতা, তৃষ্ণা, পদের খল্লী, শীতল ঘর্ম, চন্‌চনি এবং শূন্যলাহীন
 নাড়ীস্পন্দন থাকে। সকলবস্থাই, বিশেষতঃ পরিচ্ছদাদি কর্তন ও ছিন্ন
 করার প্রবৃত্তিযুক্ত উন্মাদ লক্ষণ উপস্থিত কালে রোগী লম্পটের আয়
 ব্যবহার করে ও অশ্লীল কথা কহে। বাগ্মিতার বুদ্ধি হওয়ায় রোগী ক্রান্ত
 কথা বলে। রোগী ধর্ম বিষয়ে অনেক কথা বলে, ভজনা করে। কুৎসা
 করিবার প্রবৃত্তি জন্মে অথবা রোগী মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে, কিন্তু
 উত্যক্ত হইলে ভৎসনা করে, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে। রোগী খড়ুপ্রাবের
 পূর্বে সকলকে চুষন দেয়; স্মৃতিকাবস্থায় উদ্ধত ও নিলজ্জব্যবহার করে;
 সকল রজনী অভিসম্পাত করে এবং মস্তিষ্কের জড়তাহতুভূতিসহ শিরঃশূল ও
 লালশ্রাব হয়। প্রলাপাবস্থায় বাতীত কথা কহিতে অনিচ্ছুক রোগী

এক থাকিতে পারে না। ভীতিপ্রযুক্ত রোগী চমকিয়া উঠিয়া দৌড়াদৌড়ি ও শোর গোল করে। উৎকণ্ঠায়ুক্ত ও অস্থির রোগী সহজে ভীতিগ্রস্ত হয়, বিলাপ সুরে প্যান প্যান ও ক্রন্দন করে। ঔদাস্যবাজ্ঞ প্রলাপ ও মুখের নীলিমা। কোন গর্হিত কার্য করার ত্রায় ব্যাকুলতার সন্ধ্যাকালে ও রজনীর আহায়াস্তে বৃদ্ধি। সামাজিকপদমর্যাদা সম্বন্ধে ভ্রমশ রোগী আপনাকে দুঃদৃষ্ট বলিয়া মনে করে। স্ত্রীরোগীর ঋতুরোধ কালে মুক্তিবিষয়ক নৈরাশ্র। ভীতিচকিত রোগী ভীত ও উৎকণ্ঠায়ুক্ত থাকে, শরীর শীতল হইয়া যায়, মুচ্ছারভাব জন্মে, এবং অনৈচ্ছিক মলনিঃসরণ হয়।

অনুভূতিবিকার নিবন্ধন শিরোযুগ্মন কালে ললাটে শীতল ঘর্ষ, দৃষ্টি-লোপ এবং হঠাৎ মুচ্ছার ভাব (অহিফেন, তাত্রকুট অথবা মত্তের অমিতাচার বশতঃ)। মস্তকের গুরুত্ব বশতঃ বস্ত্র সকল চক্রাকারে ঘূর্ণিত হওয়ার অনুভূতি (টাইফয়েড)। সামান্য পরিশ্রম করিলে, সামান্য ক্ষত এবং অত্যাগ্র বেদনা হইলে ও শারীরিক বসাপচয় ঘটিলে উৎকণ্ঠা, বিবমিষা এবং আক্ষেপিক পেশী-আনন্দন হইয়া রোগী মুচ্ছা যায়।

নত করিলে মস্তকে রক্তোচ্ছাস ঘটে। মস্তকের তাপ, মধ্যে মধ্যে বেদনার আবেশ ও গুরুত্ব জন্মিলে বোধ যেন মস্তক ঘূষ্ট অথবা ছিন্ন হইতেছে। শিরঃশূল কালে সবুজ প্লেগ্মার বমন। মূর্ধার মুহু চাপ মস্তকচালনায় দপদপানিতে পরিণত। মূর্ধাদেশের শীতলতায় বোধ যেন তথায় বরফের চাপ রহিয়াছে। কেশে বেদনার অনুভূতি। মস্তকের ঝিড়িঝিড়ি ও কেশ কণ্টকিতবৎ অনুভূতিতে কেশে বৈজ্যাতিক স্রোত প্রদত্ত হওয়ার ত্রায় বোধ।

অনিয়মিতকালে নিদ্রালুতা। নিদ্রাবেশে ভীতিগ্রস্ত হওয়ার ত্রায় চমকিয়া উঠায় নিদ্রার ব্যাঘাত। নিদ্রাকালে মস্তকোর্দ্রে বাহর

বিস্তৃতি ও ফোঁকানি । জলময় হওয়ার, কুকুর দংশন হইতে পলায়নের ক্ষমতাহীনতার, কেহ পশ্চাদ্ধাবিত হওয়ার এবং দস্যু বিষয়ক স্বপ্নের ভীতি প্রযুক্ত জাগরিত হইয়া রোগী স্বপ্ন সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে ।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিকারে দ্বিতদৃষ্টি উপস্থিত হইলে চক্ষুর সম্মুখে বিন্দু বিন্দু কৃষ্ণবর্ণ বস্তু অথবা কলঙ্ক দৃষ্টির শয্যা অথবা চেয়ার হইতে উপানকালে বৃদ্ধি । চক্ষুর আলোকসংকুচ । রাত্রাক্রান্ত । শ্রবণেন্দ্রিয়-ক্রিয়া বিপর্যস্ত হওয়ায় বধিরতা জন্মিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ থাকায় অসুভূতি । শ্রবণেন্দ্রিয়বিকারে ধূম অথবা জমির সারের জ্বায় ভ্রাণ । জিহ্বায় পিপারমেণ্টের জ্বায় তিত্ত, প্রভেদ হান অথবা মিষ্ট মিষ্ট, এবং পচাটে স্বাদ । •

অসুভূতিদ্বয়বিকারে মাংসল শরীররাংশে চাপ ও ঘৃষ্টাসুভূতি । বেদনায় রোগী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে অথবা প্রলাপ কহে ।

গতিদ্বয়বিকারে শরীরের কম্প ও কাঁকি । হঠাৎ শক্তিলোপ । প্রাতঃকালীন কম্প বশতঃ রোগীর গভীরতর দুর্বলতা, অত্যন্ত পুরাতন দুর্বলতা । আক্কেপ কালে অঙ্গাদির চালনা । থল্লীসহ বিরচন ও বমন । সর্কাদীন আক্কেপ কালে উৎকর্ষা, মুখের পাণ্ডুরতা ও ললাট দেশের শীতল ঘর্ষ ; আক্কেপের পূর্বে ও পরে কাসি । কখন কখন আক্কেপান্তে সংজ্ঞাহীনতা ও প্রগাঢ় তন্দ্রা । পক্ষাবাত ।

মুখমণ্ডলের অস্থিরভাব ও প্রচণ্ডতাব্যঞ্জক দৃশ্য ; মুখ কখন পাণ্ডুর, বিকৃত ও বসা, কখন পাণ্ডুর, নীলমাবিশিষ্ট, সীসকবর্ণ ও ক্ষুণ্ণিত ; নীল বা সবুজ মণ্ডলবেষ্টিত চক্ষু, স্ফুল্ভাগ্র নাসিকা ; শায়িতাবস্থায় মুখমণ্ডল আরক্ত, গাত্রোথানে পাণ্ডুরতাপ্রাপ্ত ; মুখমণ্ডলের পর্যায়ক্রমিক পাণ্ডুরতা ও লোহিতাতনীলমা ; পাণ্ডুর ও কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুযুক্ত মুখমণ্ডলের আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ স্নায়ুশূল প্রযুক্ত রোগী শয্যাগত

বিশেষতঃ রক্তহীন রোগী তাপ এবং রক্তিমার সহিত ললাটপার্শ্ব, গণ্ডা এবং চক্ষুর ছিন্নবৎ বেদনায় কিণ্ডপ্রায় । চৰ্ক্ষণ কালে মুখ পেশীর আক্ষেপ । হস্তস্তম্ভ । রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকে এবং সিন্ধু বাতাসে বৃদ্ধিপায় । পেশীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ মুখ-মণ্ডলের হান্তভাব (Risus Sardonicus.) । হস্তস্তম্ভ ।

চক্ষু কখন বড় বড় ও কলাকার, কখন স্থির, বসা এবং জ্যোতিহীন. কখন নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলবেষ্টিত । আরক্ত চক্ষু হইতে জলস্রাব । চক্ষুপুটের অত্যন্ত শুষ্কতা ও কাঠিল ; চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে । উৰ্দ্ধ চক্ষুপুটের অধঃদেশে লবণ থাকার গায় অহুভূতি । চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত, স্নবহ্মানুসারে বিস্তৃত ।

শীতল ও বসা মুখমণ্ডলের সহিত নাসিকা সঙ্কুচিত এবং নাসাগ্র স্ফুটতর, নাসিকায় তুলা প্রবেশবৎ শুষ্কতা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব । নাসিকায় অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করা । স্বরযন্ত্রদ্বারের (Glottis) আক্ষেপ । থাকিয়া থাকিয়া স্বরযন্ত্রের আক্ষেপ বশতঃ শ্বাসরোধের আক্রমণে চক্ষুর বহির্নিষ্ক্ৰমণ । সামান্য সর্দির আক্রমণেই স্বরযন্ত্রের অত্যধিক দুর্বলতা । ফাঁপা ও ভক্ত স্বর ।

কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাসে বকের কসা ও সঙ্কুচিত ভাব । বায়ুনলীর অধঃ অংশের শুড় শুড়িতে কাসির উদ্রেক হওয়ার সামান্য কিঞ্চিৎ গয়ার উঠে । বক্ষাভ্যন্তরে ও সম্মুখবক্ষে বা বকের ষ্টার্গাম প্রদেশে চাপানু-ভূতি । সামান্য শরীর চালনায় শ্বাসরোধ ঘটে বা রোগী হাঁপাইতে থাকে । আবেশকালে* গভীর ফাঁপা শব্দের কাসি । কাসিলে মুখের নীলিমা. অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব এবং প্রচুর নিঃশ্বাস । শীতল বায়ু হইতে উষ্ণ গৃহ প্রবেশে কাসির উদ্রেক ।

বক্ষ মধ্যে ধোয়া ষড় ষড় করে কিন্তু কিছুই উঠে না ; মস্তকে চটচটে ষড় ; রোগী দুর্বল এবং নাড়ী দ্রুত ও বিশৃঙ্খল ;

বক্ষমধ্যে ঘড়ি ঘড়ি ; স্বাসরোধের আশংকা জন্মে ; মুখের নীলিমা ; এবং জলবৎ কেনিল নিষ্ক্রিয়তা । বক্ষপার্শ্বে হৃদিবেধবৎ বেদনা ।

প্রবল হৃৎকম্প, উৎকর্ষ এবং মূর্ছার ভাব । দুর্বল ব্যক্তিদিগের হৃৎস্পন্দন ক্ষণলোপবিশিষ্ট এবং যকুতে স্বল্পতর বাধা প্রাপ্ত শোণিত সঞ্চালন । রক্তহীন ব্যক্তিদিগের হৃৎকম্পে মৃত্যুবৎ যন্ত্রণা, পদের শীতলতা এবং স্বাসকৃচ্ছ হইলে বিশ্রামে বা শয়নাবস্থায় উপশম ।

নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র এবং কঠিনস্পর্শ ; কখন ধীর, কোমল এবং ক্ষণলোপবিশিষ্ট, কখন কখন হৃৎস্পন্দনাপেক্ষাও দীর্ঘতর ।

পরিপাকযন্ত্রবিকার লক্ষণে ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ এবং প্রলম্বিত ; রোগী মুখ ও নাসিকা ঘর্ষণ করিতে থাকে ; কখন ওষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্ক এবং পার্চমেন্ট কাগজের স্থায় ।

ভয়ানক দপদপানি দন্তশূলে মুখমণ্ডল স্ফীত এবং ললাটে শীতল ঘর্ষ । বাতপ্রকৃতির উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তি দন্তশূলে উন্নতবৎ হইয়া উঠে । দন্তের সীসকপূর্ণবৎ গুরুত্বাহুভূতি । রোগী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে ।

জিহ্বা কখন শীতল ও শীর্ণ, স্ফীত, শুষ্ক ও বিদীর্ণ এবং অতি লোহিত ; কখন শুষ্ক জিহ্বার অগ্রভাগ ও কিনারা লোহিতবর্ণ ; জিহ্বা হরিদ্রাকপিশ লেপযুক্ত এবং পশ্চাদংশ কৃষ্ণবর্ণ । কথা অস্পষ্ট ও তোতলা থাকায় গোধ বেন জিহ্বার গুরুত্ব জন্মিয়াছে ।

আক্কেপ কালে মুখে ফেন উঠে । মুখলালার হ্রাসে মুখ শুষ্ক থাকে । মুখের এবং গলাভ্যন্তরের জ্বালা, জলোদ্গারের স্থায় অবিশ্রান্ত মুখলালার স্রাব ।

গলমধ্যের শুষ্কতা জলপানেও দূর হয় না । গলার চাঁছাবৎ অথবা কর্কশ ভাবের অনুভূতি । গলমধ্যে ধূলী থাকার স্থায় বোধ । গলার সঙ্কোচন বোধ । ইস্‌কেগাস বা অগ্নীমালী পুরাতন প্রতিশ্রাব । গলধঃদেশের বিস্তৃতির অনুভূতি ।

ফল, রসাল বস্তু অথবা লবণাক্ত বস্তুর লালস্রা। রোগী পেটকের ন্যায় ক্ষুধার্ত। বমণের ব্যবধান কালে অতি ক্ষুধা বা সহজ ক্ষুধা। অতিশয় তৃষ্ণা, বিশেষতঃ শীতল জলে। উষ্ণ পান্যে ঘৃণা। মুখ গ্লেয়াক্রান্ত থাকার ন্যায় বোধ এবং ক্ষুধার্ত হ্রাস; আশ্বাদাদির প্রভেদক শক্তির অভাব অথবা আশ্বাদ মিষ্ট মিষ্ট বোধ।

প্রচণ্ড শূন্যোদগার। হিকা। অবিশ্রান্ত বিবমিষা এবং ভয়ঙ্কর বমন নিবন্ধন বলক্ৰয়ে রোগী শয়ন করিতে চাহে। বিবমিষার আক্রমণে প্রচুর লাল স্রাব ও ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা। যখনই রোগী শরীর চালনা অথবা জলপান করে, তখনই অতি বেগের সহিত ভয়ঙ্কর বমন হওয়ায় অত্যধিক পরিমাণভুক্ত বস্তু, রক্ত, সবুজ গ্লেয়্যা এবং ক্লেদবৎ, তরল ও অস্বাদ বস্তুর উদগীরণ এবং শীতল ঘর্ম। আমাশয়োর্দ্ধদেশে বেদনায়ুক্ত ক্ষীতি। আমাশয়োর্দ্ধ প্রদেশের প্রবল চাপ ষ্টার্ণামঅস্থি, কুক্ষি এবং আমাশয়ের অধঃপ্রদেশে বিস্তৃত। আমাশয়ে এবং তদুপরিহৃদদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা। আমাশয়োর্দ্ধের উৎকণ্ঠাজনক গম্ভীরা।

উদর স্পর্শে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত। উদরাগান। কর্তনবৎ, কামড়ানি এবং মোচড়ানির ন্যায় উদরশুলের, বিশেষতঃ নাভির চতুর্দিকে, মলত্যাগে উপশম; বায়ু কর্তৃক উদরশুলে বোধ যেন মোচড়ানি হইয়া অস্ত্রে গিটবদ্ধ হইতেছে, তাহাতে শীতল ঘর্ম, এবং আহারে তাহার বৃদ্ধি।

গ্রীষ্মকালের রজনীতে হঠাৎ অস্ত্রের প্রাতিশ্রায় ঘটিত বমন ও বিরোচন—বিষ্ঠা জলবৎ, সবুজাভ ও ছিবড়া ছিবড়া বস্তু মিশ্রিত; প্রভূত পরিমাণের তণ্ডুলখোত জলের ন্যায় বিষ্ঠার অতি বেগে নিঃসরণ বশতঃ হস্ত ও পদের প্রবল ঋণী সম্পূর্ণ শরীরে বিস্তৃত। উদরাময়ে মুখ বসিয়া যায় এবং প্রায় মৃতের ন্যায় আকৃতি হয়। বিষ্ঠা কখন এসিয়াটিক

কলেরার ত্রায়, কখন জলবৎ ও গন্ধহীন, কখন ছিবড়া ছিবড়া বস্তু-
মিশ্রিত ও জলবৎ, কখন পাতলা কাদার ত্রায় ও আমযুক্ত থাকে এবং
কখন বা আতঙ্ক বশতঃ বেগের সহিত সবুজ বর্ণ বিষ্ঠার ত্যাগে রোগী
দুর্বল হইয়া পড়ে। অনৈচ্ছিক মলত্যাগ। বায়ুর নিঃসরণে
অজ্ঞাতভাবে পাতলা মলের নিঃসরণ।

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা বৃহদাকার ও কঠিন; অথবা প্রথমার্শে
দুগ্ধতর ও শেষার্শে ক্ষুদ্রতর। কাল কাল গোলাকার পিণ্ডের ত্রায়
বিষ্ঠার ত্যাগ। ফুসফুস অথবা ফুসফুসবেষ্টের রোগসহ অর্শ জন্মে;
বেদনাহীন চাপ চাপ রক্তাতিসারে শরীরের অবসন্নতা।

অবিশ্রান্ত মূত্রবেগ। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগে ভয়ানক তৃষ্ণা ও ক্ষুধা।
মূত্র অত্যল্প পরিমাণে, লোহিতাভকপিশ, অথবা মূত্রাঘাত (Suppres-
sion of urine)। কখন বা মূত্র সবুজাভ। কাসিলে অনৈচ্ছিক
মূত্র ত্যাগ।

স্রীজননেত্রিয়ের ক্রিয়াবিপ্লব ঘটয়া ঋতুশ্রাবের পূর্বে এবং
স্মৃতিকাবস্থায় কামোন্মাদ জন্মে। জরাদুগ্ধপ্রবাহে থাকিয়া থাকিয়া
বমনের আক্রমণ, প্রেলাপ এবং উৎকণ্ঠা; কখন বমন ও উদরা-
ময়। শরীর তপ্ত এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল; আঁত নীঘ্রাগত
ও অত্যধিক পরিমাণ ঋতুশ্রাব, ঋতুরোধ ঘটায় অবস্থাবিশেষে আত্মার
উদ্ধার বিষয়ে নৈরাশ্র; কখন কখন রক্তযুক্ত থুথুর নিষ্কাশন।
আর্দ্রবাতাবপ্রযুক্ত শিরঃশূল, সাসকবর্ণ মুখ, শিবিমিয়া, বমন এবং
উদরাময়। কণ্ঠরজঃরোগে জরাদু গুলন হইয়া বমন, বিরেচন ও
বলক্ষয় জন্মে। স্থলিত যোনি ফাঁসবদ্ধ হইলে শীতল ঘর্ম, দুর্বলকর
বমন ও উদরাময়।

গ্রীবা এতাদৃশ দুর্বল যে শিশু, বিশেষতঃ তাহার হৃৎপিণ্ডক
কাসি থাকিলে, ঋজুভাবে রাখিতে পারে না। গ্রীবার রসবাতজ

বেদনা কটি পর্য্যন্ত বিস্তৃত । মাজায় এবং পৃষ্ঠে আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনা ।

বাহ্যর সর্গ্নিহিত ত্রেকিয়াল স্নায়ুজালের বেদনায় বোধ যেন তাহা আহত অথবা ঘৃষ্ট হইয়াছে । বাহ্যর উত্তোলনে শৈত্যানুভূতি এবং রোগী তাহার পূর্ণতা ও ক্ষীতি বোধ করে । বাহ্যর অবশর্কর ও ঘৃষ্ট হওয়ার জায় বেদনা । কোন বস্তু ধারণ করিলে হস্তের কম্প । হস্তের ও হস্তাঙ্গুলির চন্চনিতে উৎকণ্ঠা জন্মে । হস্ত বরফবৎ শীতল ও নীলবর্ণ ।

ভ্রমণে কষ্ট হইলে প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম হিপসন্ধির অবশ্যাব ও পায়ের ডিমের খল্লী । নত হইতে জাম্বুসন্ধির অধস্থ আস্থি ভগ্ন হওয়ার জায় বেদনা । দণ্ডায়মানাবস্থায় অঙ্গুষ্ঠমধ্যে ছল বেঁধার জায় বোধ ।

উর্দ্ধাধঃ অঙ্গের বেদনায়ুক্ত ও অবশ্যাবের দুর্বলতা । অঙ্গাদির ক্লিন্ধিনি, শায়িতাবস্থাতেও ঐরূপ । অঙ্গাদির ঘৃষ্টবৎ বেদনা আদ্র শীতল বায়ুতে এবং শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি ও উচ্চ এবং নিম্নস্থানে চলাফেরা করিলে হ্রাস ।

ত্বক্ কুঞ্চিত এবং অঙ্গুলীদ্বয়ের মধ্যে ত্বক্ চাপিত করিলে ভাঁজ ক্লিয়ৎকাল থাকিয়া যায় । ত্বক্ নীলবর্ণ, নীললোহিত এবং শীতল । কচ্ছুবৎ শুষ্ক ত্বস্তুস্তেদ ।

জরাক্রমণে সর্ব শরীর শীতল এবং হাঁটিতে ও দোড়াইতে মস্তক হইতে পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত শৈত্যানুভূতি ; রোগী জল পান করে । গাত্রের বাহর্ভাগ শীতল এবং অভ্যন্তর উষ্ণ । সমস্ত শরীরে, বিশেষতঃ ললাটদেশে শীতল ঘর্ষ ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।

ললাটদেশে শীতল ঘর্ষের বর্তমানতা ।—ভিরে-
ট্রাম এল্‌বামের রোগমাত্রেই প্রায় ললাটদেশের ও মূখ-

সংলের শীতল ঘর্ষ্য অর্থ ও অতি প্রসিদ্ধ প্রদর্শক লক্ষণমণ্ডে গণ্য। উদরাময়, কলেরা, নিউমনিয়া, হাঁপানি, টাইফয়েড রোগ এবং কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি যে কোন রোগ হউক তাহাতে অতি ভয়াবহ দর্শনতা ও পতন বা কোলাপ্স লক্ষণ উপস্থিত হইলেও সেই পতনাবস্থার প্রধান লক্ষণ স্বরূপ অবশ্যতাবী শীতল ললাটঘর্ষ্য বর্তমান না থাকিলে ভিরেট্রাম তাহার ঔষধ হইতে পারে না। ফলতঃ যে রোগে পূর্বকথিত প্রগাঢ় পতনলক্ষণ বর্তমান না থাকে, তাহাতেও শরীরের ন্যূনাধিক শীতলতাসহ ললাটে শীতল ঘর্ষ্য থাকিয়া ভিরেট্রামের উপযোগিতা প্রদর্শন করে।

প্রগাঢ় পতন বা কোলাপ্স লক্ষণ—জীবনী শক্তির হ্রাসিত নিমজ্জন ; সম্পূর্ণবলহানি ; শীতল গাত্র ও প্রশ্বাস-বায়ু ; নীল, নীলাভলোহিত, শীতল, কুঞ্চিত এবং স্থিতি-স্থাপকতাহীন হৃক, মূতেরন্যায় মুখাকৃতি, সূক্ষ্মাণ্ড নাসিকা এবং সর্কশরীরের বরফবৎ শীতলতা প্রভৃতির বর্তমানতা।

—কলেরা প্রভৃতি কোন প্রকার তরুণ ও প্রবল রোগে উপরিউক্ত গভীর পতনলক্ষণ, অতি হ্রাসিত গতিতে উপস্থিত হইলে তাহার অতি অল্প সংখ্যক ঔষধ মধ্যে আমাদিগের নিকট ভিরেট্রাম সর্বাগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত। কলেরা রোগে জীবনীশক্তির উল্লিখিত হ্রাসিত হ্রাস ও পতনলক্ষণ লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ হানিমান ক্যান্সার, ভিরেট্রাম ও কুপ্রাম, এই তিন ঔষধকে কলেরায় অমোঘ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। মহাত্মা হানিমানের পরে কলেরা চিকিৎসায় আসেনিক এবং একনাইটের অপরিবর্তনীয়তার আবিষ্কারেও ভিরেট্রামাদির আধিপত্য

অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে । আকস্মিক পতনলক্ষণ নিবারণ জন্য উপরিউক্ত তিন ঔষধই বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে । পতনলক্ষণসম্বন্ধে তিন ঔষধের সাধারণ সাদৃশ্য থাকিলেও **ভিরেট্রামের** ললাটদেশের ও মুখমণ্ডলের শীতল ধর্ম, ক্যান্ফরের বমন ও বিরেচনের অভাব বা অকিঞ্চিৎকরতা এবং কুপ্রামের ভয়াবহ খল্লীর বর্তমানতা ইহাদিগকে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে ।

চিকিৎসা ।

উন্মাদরোগ বা ইন্স্যানিটি—উন্মত্ততা বা একিউট মেনিয়া ।—ভিরেট্রামের উন্মাদ রোগের বিশেষ প্রকৃতি এই যে, লক্ষণের প্রচণ্ডতা ও প্রবলতা বিষয়ে ইহা **বেনাডনা** এবং **ক্ল্যামনিয়াম** প্রভৃতি ঔষধের ভয়াবহ চীৎকার ও প্রহার প্রভৃতি প্রবলতর ঔদ্ধত্যবিশিষ্ট লক্ষণের তুল্য হইলেও উল্লিখিত ঔষধাদির আয় ইহাতে শোণিতের, শোণিতসঞ্চলনের, তাপের এবং শারীরিক শক্তির প্রাবল্য দৃষ্টিগোচর হয় না । মূলতঃ রোগী দুর্বল থাকে ও তাহার সকল লক্ষণেই তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হয় এবং শারীরিক তাপান্বতা ইহার প্রকৃতিগত ধর্মরূপে বর্তমান থাকে । **ভিরেট্রামের** সকল লক্ষণই শীতলতা প্রধান—শরীর শীতল, বর্ষ শীতল এবং মল, মূত্র প্রভৃতি স্রাবাদিও শীতল । নির্বাণোন্মুখ দীপের প্রবলতর প্রোজ্জ্বলনের আয় ইহার প্রবলতা দুর্বলাত্মক সবলতা মাত্র । প্রগাঢ় দুঃখ, গভীরতম নৈরাশ্য এবং অসহনীয় অবমাননা প্রভৃতি অনেক সময় ইহার ভয়াবহ উন্মত্ততার কারণ । রোগী প্রচণ্ডরূপে উৎকিঞ্চ হইয়া ভয়াবহ ব্যবহার করে । মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বশতঃ মুখমণ্ডল স্ফীত, বহির্নিষ্ক্রান্ত,

বৃহদায়তন ও ঘূর্ণিত চক্ষুর কট মট চাহনি ; রোগী যাহা পায় তাহাই, বিশেষতঃ বস্ত্র কর্তন ও ছিন্ন করে ; প্রহার করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত রোগী ভয়াবহ গর্জন ও চীৎকার করিতে থাকে এবং অত্যন্ত উৎকর্ষ ও অস্থিরতাসহ বেগে ভ্রমণ করে। জীলোকদিগের ঋতু রোধ ঘটিলে যে উন্নততা জন্মে তাহা কামোন্মাদপ্রকৃতি ধারণ করে।

কামোন্মাদ বা নিম্ফোমেনিয়া।—জনেনেব্রিয়ার অসহনীয় উত্তেজনা বশতঃ রোগীণী প্রবলতররূপে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। শয্যা হইতে লক্ষ্যপ্রদান করিয়া তাহাকে তাহাকে চুম্বন করিতে যায় এবং কথায় ও কার্যে অগ্নিলতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিতে থাকে।

ধর্মোন্মাদ বা রিলিজাস্ মেনিয়া।—কখন কখন রোগী ধর্ম-বিষয়ক উন্নততা প্রকাশ করে, আপনাকে ক্রাইষ্ট বা ক্রুসাদি ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করে, চীৎকার করিয়া ভজনা করিতে করিতে তখনই কঠিন সপথ করিতে থাকে। **ভিরেট্রাম-**রোগীর সর্ববিধ প্রবলতর উন্নততাসহই বাগাড়ম্বর বর্তমান থাকে। কখন কখন প্রবল উত্তেজনাবস্থায় কন্ভাল্‌সন হয়।

বিষণ্বাযু।—ভিরেট্রামরোগী মূলে দুর্বলজীবনীশক্তি-বিশিষ্ট, একারণ তাহার প্রচণ্ডতা অবিশ্রান্ত ভাবে অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। রোগী ন্যূনাধিক কাল পরেই নিশ্বেজ হইয়া পড়ে অথবা পর্যায়ক্রমে প্রচণ্ড ও মৃদু লক্ষণ প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত অবস্থায় রোগী বড় বিষণ্ণতাগ্রস্ত হয়। ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া রোগী উৎকর্ষাগ্রস্ত থাকে, হাউ হাউ করিয়া ক্রন্দন করে, অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা রোগিনীর গর্ভসঞ্চারের ভ্রান্তিবশতঃ ভীতি জন্মে এবং কখন কখন রোগিনী আত্মার উদ্ধার বিষয়ে সন্দীহান ও ভরসাহীন হইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কখন বা রোগী বহু সময় অবিশ্রান্তভাবে হুঁচিস্তাগ্রস্ত থাকে।

ভিরেট্রামরোগী একটি “বহুরূপী” বিশেষ ; প্রায় সর্বপ্রকার

মানসিক বিকারই ইহা দ্বারা অনুরূপ হয়। হিষ্টিরিয়া বা গুল্ম-বায়ুরোগের বহু লক্ষণ ইহাতে বর্তমান। ইহা দ্বারা সূতিকোন্মাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট সর্বাঙ্গীণ আক্ষেপও আরোগ্য হইয়াছে। ইহার রোগের অপেক্ষাকৃত মৃদু অবস্থায় রোগী চৌর্য্যপরায়েণ হয়, সকল অবস্থাতেই অধিক কথা কহে, বিবাদগ্রস্ত অবস্থায় কখন বা বহু সময় ব্যাপিয়া মৌনী ভাবধারণ করে। ভিরেট্রাম বহুতর উন্মাদরোগ আরোগ্য করিয়াছে, ইহাই প্রবাদ। এক্ষণ ইহার লক্ষণ কিছু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হইল।

প্রচণ্ডতায় ইহা বেল, ষ্ট্র্যাম ও কুপ্রাম্‌সহ, কামোন্মত্ততায় ষ্ট্র্যাম, হাক্সসা, ক্যাস্‌হা ও প্ল্যাটিসহ, এবং ধর্মোন্মাদে ষ্ট্র্যাম, হাক্সসা ও ল্যাকেসহ তুলনীয়। কিন্তু মুখমণ্ডলের প্রগাঢ় নীলিমা, শীতল শরীরের শীতল বস্ম, বিশেষতঃ ললাটদেশে তাহার আধিক্য এবং অবস্থাবিশেষে প্রভূত পরিমাণ উদরাময়ের বর্তমানতায় ইহা কাতারই সহিত তুলনীয় নহে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বহুব্যাপক প্রাতিশ্রায় রোগ।—কলেরার প্রাক্ত্যব কালে সামান্য সর্দির আক্রমণ হইলেও যদি রোগী অত্যধিক দুর্বল হইয়া পড়ে ভিরেট্রাম তাহার ঔষধ।

ব্রঙ্কাইটিস বা নলৌষ।—বৃদ্ধ এবং শিশুদিগের ব্রঙ্কাইটিস রোগে অত্যধিক পরিমাণ গয়ার নিষ্ঠূত হইলে অথবা বক্ষমধ্যে প্রভূত পরিমাণ স্লেম্মার সঞ্চয় হইয়াও রোগীর শক্তিহীনতা বশতঃ নিষ্ঠূত না হইলে যদি মুখমণ্ডলের নীলিমা, শীতল বস্ম, বিশেষতঃ ললাটদেশে তাহার আধিক্য এবং অনৈচ্ছিক মুত্রনিঃসরণ প্রভৃতি প্রভূত শক্তিবানি বা কলাপ্‌স লক্ষণ উপস্থিত হয় সে স্থলে ভিরেট্রাম দ্বারা কলমাত হইতে পারে। এস্থলে ইহা এলুমিনা, কপ্টিকাম এবং কল্‌চিকামসহ তুলনীয়।

তৃপ শব্দক কাসি বা ছুপিং কাক।—ইহার আক্কেপিক কালিতে রোগীর শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। শীতল মুক্ত বায়ু হইতে উষ্ণ গৃহে প্রবেশে কাসির বৃদ্ধি হইলে ভিরেট্রাম উপকারী। ব্রাঙ্কসহ এস্থলে ইহা তুলনীয় হইলেও ইহার অত্যধিক বলক্ষয়-প্রযুক্ত ল্যাব্যগত ভাব ও শীতল বর্ষ প্রভৃতি লক্ষণ তাহাতে থাকে না।

হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা বা কার্ডিয়াক ডিবিলিটি।—কোন তরুণ ও প্রবল রোগের পরিণামফলস্বরূপ হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা আরোগ্য করিতে ডাং ফ্যারিংটন ভিরেট্রাম এল্বামকে ফলপ্রসূ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হৃৎপিণ্ডপেশীর দুর্বলতা, নাড়ীর সূত্রবৎ ক্ষীণতা, শরীর চালনা বশতঃ মূর্ছা, শয়নাবস্থায় মুখমণ্ডলের রক্তিমতা, উষ্ণতা বাসলে তাহার মৃতেরদ্বায় পাণ্ডুরতা, এবং অনেক সময়ে হস্তের চটচটে শীতলতাবকে তিনি এ রোগের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—ভিরেট্রাম অতি প্রবলতর, প্রায় কলেরা সদৃশ উদরাময়ের ঔষধ। লক্ষণ নিচয়ের গুরুত্বের সূক্ষ্ম তারতম্য উভয় রোগকে প্রভেদ করে। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ঋতুতে কাঁচা ফল প্রভৃতি দুপ্পাচ্য বস্তুর আহার বশতঃ অপাকে ইহার রোগ জন্মে। ইচ্ছাৎ ব্রাসও ইহার রোগের একটি-বিশেষ কারণ। ভীতি বশতঃ উদরাময়ে ইহা জেল্‌স, তপি ও পাল্‌স প্রভৃতি ঔষধসহ তুলনীয়। লক্ষণাদির গুরুত্ব, তীক্ষ্ণতায় এবং প্রকৃতির বিশেষতায় ইহা আন্সে-নিকেকের উদরাময় হইতে কোন অংশেই নূন নহে। একারণ সাধারণ উদরাময় ও কলেরা উভয় রোগেই ঔষধ নির্দোষে নব্য চিকিৎসকগণ প্রায়শঃ ভুল করিয়া থাকেন। প্রভূত পরিমাণ রেচন, উদরশূল, রেচনান্তর প্রগাঢ় দুর্বলতা এবং প্রচুর বর্ষ, বিশেষতঃ ললাটের, এবং শরীরের নীলাভা প্রভৃতি

ভিরেট্রাম উদরাময়ের বিশেষ প্রকৃতি স্থাপন করে, রোগী অধিক পরিমাণে শীতল জল পান করে । ইহার বিষ্ঠা কলেরার প্রসিদ্ধ “রাইস ওয়াটারের” বিষ্ঠার তায় বা ভাতের ক্যানের আকারবিশিষ্ট ও আইসের তায় বস্তুপূর্ণ থাকে । মলত্যাগের পূর্বে আরম্ভ হইয়া তাহার শেষ পর্যন্ত চিমটিকাটার তায় উদরশূল । বিবমিষা ইহার প্রায় চিরসঙ্গী, জজ্বা এবং পদের ঝল্লীও নিত্যন্ত বিদলনহে । নিয়ন্ত্রকের ঔষধে হঠাৎ রেচন বন্ধের কুফলাশঙ্কা করিয়া ডাং ডিগুই ১২, ৩০ প্রভৃতি ক্রমের ঔষধ ব্যবহারের উপদেশ প্রদান করেন ।

জ্যাট্রিকা—ইহাতেও ভিরেট্রামের তায় সবেগে প্রভূত পরিমাণ মলত্যাগ হয় এবং রোগীর গাত্র শীতল থাকে । প্রচুর পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ ইহার প্রভেদক ।

কুপ্রাম—ইহাও অনেকাংশে ভিরেট্রামের উদরাময়ের তুল্য হইলেও অতি ভয়াবহ ঝল্লীর বক্ষঃ পর্যন্ত বিস্তৃতি এবং শীতল ঘর্মের অনুপস্থিতি, অপর হইতে ইহার বিশেষ প্রকৃতি স্থাপন করে ।

কলেরা বা ওলাণ্ডা ।—সাংঘাতিক লক্ষণযুক্ত কলেরার পূর্ণ, পরিস্ফুট অবস্থায় ক্যাম্ফর, একনাইট, আর্সেনিক, ভিরেট্রাম ও কুপ্রাম প্রভৃতি ঔষধের প্রতি সাধারণতঃ প্রথমেই আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় । ফলতঃ উপরিউক্ত ঔষধপঞ্চ দ্বারাই কলেরা চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি যশোলাভ ও রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে ।

ভিন্ন ভিন্ন শাতুর শরীরে কলেরা “মায়াক্রম” বা বিববাম্পের ভিন্ন প্রণালীতে ক্রিয়া হওয়ার রোগ লক্ষণ নিচয়ের মৌলিক ঐক্যতা থাকিলেও বিশেষ প্রকারের বিভিন্নতাও দৃষ্টিগোচর হয় । উপরিউক্ত ক্রিয়াপ্রণালী এবং লক্ষণবিভিন্নতার ভারতম্যাত্মকতারে কলেরা চিকিৎসায় যে সকল ঔষধের আবশ্যকতা জন্মে ।

ভ্রমধ্যে উপরিলিখিত পাঁচটি ঔষধই প্রধান । এই সকল ঔষধ প্রায়ই সমলক্ষণযুক্ত ও সমক্রিয় । বিশেষ বিশেষ রোগে লক্ষণের কিছুমাত্রানুসারে তারতম্যসহ ইহারা প্রায় সমলক্ষণযুক্ত । এই সকল ঔষধ পরস্পরা পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া থাকে । যেমন ভিরেট্রাম সর্দূশলক্ষণযুক্ত কলেরা রোগের “উদরাময়ের সহিত প্রভূত বায়ু নিঃসরণ” থাকিলে তাহার প্রায় সমক্রিয় জ্যাট্রিফার প্রয়োগ হয়; আর্সেনিক সর্দূশ কলেরা রোগের যন্ত্রণাদি তাপপ্রয়োগে ও শরীর বস্ত্রাবৃত করিলে উপশম না হইলে, তাহার প্রায় সমক্রিয় ঔষধ সিকেনিন্ন প্রয়োগ হইয়া থাকে ।

ক্যাস্ফরের ক্রিয়া অনেকাংশে একনাইটের তুল্য, কেন না শুষ্ক শৈত্যসংস্পর্শ উভয় ঔষধের রোগেরই সাক্ষাৎ কারণ । কৈশিক রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীর আক্কেপিক সঙ্কোচন বশতঃ অভ্যন্তরীণ বস্ত্রমণ্ডলে শোণিত্যাধিক্য নিবন্ধন উভয় ঔষধেই বহিঃশরীর বা স্বক্ আকৃষ্ট ও শীতল হইয়া যায় এবং উভয়ই প্রদাহের পূর্বের রক্তাধিক্যে উপকারী বলিয়া গণ্য । এতাবৎ উভয় ঔষধ মধ্যে অতি নিকট সাদৃশ্যেরই অলুমান করা যায় । কিন্তু তথাপি অতি গুরুতর প্রভেদ এই যে, ক্যাস্ফরলক্ষণে অতি সংঘাতিক কলেরা বিবের অকস্মাৎ ও প্রবল আক্রমণে জীবনীশক্তি অতিভূত হওয়ায় দৈহিক যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়াশক্তি শুষ্কপ্রায় হইয়া যায় এবং তদবস্থায় উপযুক্ত ঔষধাভাবে যন্ত্রাদির ক্রিয়া ধ্বংশপ্রাপ্ত হওয়ায় রোগী অচিরাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় । যান্ত্রিক ক্রিয়া শুষ্ক হওয়ায় রোগীর বমন, বিবেচন, স্বপ্ন প্রভৃতি কোন প্রকার স্রাব থাকে না, তথাপি গভীরতর হিমাক, স্বকের নীলাভা, ভয়াবহ দুর্বলতা, অরোগোপ, শ্বাসকষ্ট এবং নাড়ীর লুপ্তপ্রায় বা লোপাবস্থা বর্তমান থাকিয়া রোগের সাংঘাতিকতা প্রকটিত করে ।

একনাইট—ক্যাস্ফরের ঔষ ইচ্ছাতে শরীরের শীতলতাদি ন্যূনাত্মক কোলাপ্স লক্ষণ উপস্থিত হইলেও যান্ত্রিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ

অপলাপ ঘটে না । বমন, অতিসার প্রভৃতি কলেরা লক্ষণ বর্তমান থাকে । কিন্তু ভিরেট্রামের দ্বায় তাহা, কিংবা আর্সেনিকের দ্বায় শরীরোপাদানের পচন বা ধ্বংশ রোগীর মৃত্যুর কারণ হয় না । হৃৎপিণ্ডের প্রথম আক্রমণে উৎকর্ষ ও মৃত্যুতয়ে আকুল এক-নাইটরোগী হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবসাদে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় ।

আর্সেনিক—ইহা শরীরোপাদানের বা টিসুর ধ্বংসকর বস্তু । কলেরা রোগে বিরেচন, বমন ও ঘর্ম প্রভৃতি কোন প্রকার আবাতিক্য অথবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হৃৎপিণ্ডাদি কোন যন্ত্রবিশেষের ক্রিয়ানাশ কিংবা যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়ার হঠাৎ অবসাদ ইহার রোগীর সাংঘাতিক ও ভয়ানক যন্ত্রণাকর লক্ষণের অথবা মৃত্যুর কারণ হয় না । ইহার লক্ষণে অতিসার, বমনাদির পরিমাণও অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর । “অল্প পরিমাণ চট চটে ঘর্ম গাত্রে সংলগ্ন থাকে অথবা আদৌ ঘর্ম হয় না । উপরিউক্ত আবাতিক্য এবং উপাদানের ধ্বংশাত্মিকা রাসায়নিক ক্রিয়োদ্ভূত তাপে বর্তমানতা বশতঃ কখন কখন অতি সাংঘাতিক অবস্থাতেও রোগী-বিশেষের শরীরে স্বাভাবিক অথবা তদপেক্ষাও অধিকতর তাপ উপস্থিত থাকিতে দেখা যায় ; ফলতঃ একপ লক্ষণযুক্ত রোগ, অধিকাংশ সময়ে আমরা অতি কুছুসাধ্য বা অসাধ্য বলিয়াই বিবেচনা করি ।

ভিরেট্রাম্ এল্বাম্—আবাতিক্য নিবন্ধন ইহার রোগের সাংঘাতিকতা জন্মে । ইহাতে অধিকতর রেচন, বমন ও ঘর্ম হইয়া থাকে । শরীরস্থ রসযাতু বেন এককালীন নিঃশেষিত হইয়া যায় । শোণিত গাঢ়তর হওয়ায় লবান সঞ্চালন বশতঃ আত্যন্তরীণ যন্ত্রমণ্ডলে মুচ্ছ শিরোশোণিতাধিক্য জন্মে । তপ্ত ধমনীশোণিতের অপচয় ও তাপহীন লম্বল শিরোশোণিতের প্রাধান্ত নিবন্ধন জ্ব শীতল, নীলাভ, কুঞ্চিত ও শীতল বস্তুযুক্ত হয় । উপরিউক্ত কারণ বশতঃ প্রভূত সর্বাঙ্গীন বলহীন ইহার মৃত্যুর লক্ষণ কারণ রূপে চিহ্নিত হইয়া থাকে ।

ঔষধ নির্ধারিত অনেক স্থলেই আঙ্গেনিক সহ ইহার ভ্রান্তি জন্মিতে দেখা যায়। ফলতঃ নিম্ন লিখিত বিশেষ বিশেষ লক্ষণাদির প্রতি মনোযোগ প্রদান করিলে এরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা বিরল :—

১। প্রভূত পরিমাণ জলবৎ তরল বিষ্ঠাসহ কখন কখন ছিঁবড়া ছিঁবড়া পদার্থের বিদ্যমানতা এবং সবেগ মলনিঃসরণ।

২। মলত্যাগের পূর্বে হইতে তাহায় শেষ পর্য্যন্ত খোচানি বা কণ্টন-বৎ তীক্ষ্ণ উদরশূল। এই শূলের অভাবে ইহার উপযোগিতা সন্দেহজনক।

৩। মলত্যাগের ন্যূনাধিক সমসাময়িকরূপে প্রচুর পরিমাণ বমন। অধিকাংশ সময়ে ন্যূনাধিক গলীর বর্তমানতা।

৪। ভেদ ও বমনের পর প্রগাঢ় দুর্বলতায় মুচ্ছার ভাব।

৫। শীতল এবং নীলাভ শরীরে, বিশেষতঃ অধিকতর রূপে ললাট-দেশে প্রচুর শীতল ঘর্ম্মের বর্তমানতা। শরীরান্তরে ন্যূনাধিক জ্বালার অনুভূতি।

৬। উদরাময়ের রজনীতে বৃদ্ধি। রোগী অতি শীঘ্র শীঘ্র হইয়া যায়। অত্যন্ত তৃষ্ণায় শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণ জল পান।

শিশুদিগের কলেরা রোগে ইহা অত্যন্ত ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহা সর্বপ্রথম অরণীয় ঔষধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

পডফিলান্স্—ইহার অধিকাংশ লক্ষণ ভিরেটের সদৃশ। উদরশূলের অনুপস্থিতি ইহার প্রভেদক। মধ্যরজনীর পর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত উদরাময়ের বৃদ্ধি।

জ্যাট্রিকা—পূর্বেই বলা হইয়াছে উদরাময়ের বিষ্ঠা ও ঘর্ম্মাদির প্রচুরতা প্রভৃতি লক্ষণে ইহা ভিরেট্রামের তুল্য। বিশেষ এই যে, বিষ্ঠাসহ প্রচুর বায়ুনিঃসরণ হয় ও বমনে দড়ি দড়ি শ্বেত লালা বা এম্বলমবৎ পদার্থ থাকে।

গ্রীষ্মকালীন শিশুকলেরা রোগে আইরিসিস, ক্রটিন, ইন্সটেইরিসিয়াস, পাল্‌স এবং পড হইতেও ভিন্নেট শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত। সমগ্র অল্পবয়স্ক, বিশেষতঃ মলম্বারের জ্বালা ও অবদারণ, অত্যধিক গ্রীষ্মতাপে রোগের আক্রমণ, ২৩টা রক্তনীতে উদরাময়ের বৃদ্ধি, বিষ্ঠাসহ পিত্তের বর্জন-মানতায় পীতাম্বসবৃদ্ধ বর্ণ এবং অস্বাস্থ্য পিত্তযুক্ত বমন প্রভৃতি আইরিসিসের—জলবৎ পীতবর্ণ বিষ্ঠার তীরবেগে নিঃসরণ, আহার ও পানান্তেই রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্রটিনের—প্রচুর জলবৎ বিষ্ঠার জলপাইয়ের জ্বার সবুজ বর্ণ ইন্সটেইরিসিয়ামের—এবং পিষ্টক, শুকরমাংস, চর্বিময় পদার্থ ও কুলপী বরফ প্রভৃতি বিজাতীয় খাদ্যের একযোগে আহার নিবন্ধন মধ্য-রক্তনীর পরের উদরাময় পাল্‌সেটীসার রোগের বিশেষপ্রকৃতি স্থচিত করে।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কনস্টিপেসন।—সাধারণ স্নায়বিক বা জীবনী-শক্তির নিম্নজীবনায় শিশুদিগের মধ্যেই অধিকতর সময়ে ভিন্নে-ট্রাম এসবামের কোষ্ঠবদ্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাতে পরিপাক শক্তির কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। জড়বৎ, নিশ্চেষ্ট অস্বাস্থ্যে বিষ্ঠা অধিক কাল সঞ্চিত থাকায় রসভাগ বিদূরিত হয় এবং বিষ্ঠা বৃহদায়তন, শুক ও কঠিন অথবা শুষ্ক, কঠিন ও বৃহৎ বৃহৎ গুটিলের আকার ধারণ করে। মলত্যাগের চেষ্টামাত্রও হয় না। ক্রমাগত বিষ্ঠার সঞ্চয় বশতঃ শরীরের, বিশেষতঃ উদরের অস্বস্তি নিবন্ধন মলত্যাগের চেষ্টা করিলেও তাহার বেগ আইসে না। বহু চেষ্টাতেও মলত্যাগ হয় না এবং তন্নিবন্ধন শ্রান্ত ও পূর্ণ হইতেই তাপান্নতাবিশিষ্ট রোগীর শরীর, বিশেষতঃ ললাট হইতে শীতল ধর্ম বাহির হয় এবং শরীর বরফবৎ শীতল হইয়া যায়।

সন্নিহিত জড়তা বশতঃ ব্রীক্ষ রোগীরও মলত্যাগের চেষ্টা থাকে

না এবং বিষ্ঠা বৃহদায়তন, শুষ্ক, কঠিন ও দৃঢ়বৎ কালুচে হয়। মলত্যাগে কখন কখন মলদ্বার কাটিয়া বিষ্ঠা শোণিতরেখাক্রিত হয়। অন্ত্রের পক্ষাঘাতবৎ দুর্বলতায় ওপিষ্টাম রোগীর অন্ত্রে সঞ্চিত বিষ্ঠা কাল ও কঠিন বলের আকার ধারণ করে। মলত্যাগের চেষ্টা মাত্র থাকে না এবং উদরে বায়ুর সঞ্চয় বশতঃ বন্ধে চাপ হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়ায় রোগী কোন প্রকার কষ্টানুভব করে না, কেবল অর্ধনিমিলিত চক্ষে তন্দ্রা-গ্রস্ত থাকে। এন্ট্রুমিনার কোষ্ঠবদ্ধও সরলান্ত্রের শুষ্কতা ও ক্রিয়াহীনতার ফল। কোমল বিষ্ঠাও বহু চেষ্টায় নির্গত হয়। অসামঞ্জস্যভূত বা অনিয়মিত আক্কেপিক অন্ত্রক্রিয়া, নাক্স ভমিক। কোষ্ঠবদ্ধের কারণ। পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ থাকে কিন্তু মলত্যাগ হয় না।

স্ত্রীজননেদ্রিয় রোগ--পুরাতন জরায়ুপ্রদাহ বা ক্রনিক মেট্রাইটিস্; আর্ন্তবাধিক্য; কষ্টরজ; আর্ন্তবাতাব ও আর্ন্ত-বাঘাত বা সাপ্রেসড মেন্সেস প্রভৃতি।—ভিরেট্রামের স্ত্রীরোগ সাধারণতঃ উপস্থিত হয় না। কিন্তু ইহার লক্ষণাদি অতীব পরিস্ফুট। ইহার জরায়ুপ্রদাহে ইহারই ঋায় প্রলাপ, উৎকর্ষা এবং অত্যধিক স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা থাকে। আর্ন্তবাধিক্যে রজঃস্রাব অতি শীঘ্রাগত ও পরিমাণে অত্যধিক হয় এবং স্রাবের পূর্বে রাত্রাক্রান্ত জন্মে। আর্ন্তবাতাব ও আর্ন্তবাতাব রোগে স্নায়বিক শিরঃশূল এবং আত্মোদ্ধারবিষয়ক ভরসাহীনতা উপস্থিত হয়। এই সকল বিশেষ বিশেষ রোগে স্ব স্ব বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ব্যতীতও জরায়ুর সর্ববিধ রোগেই ভিরেট্রামের অতি সুপরিচিত বিবমিষা, প্রভূত পরিমাণ বমন এবং অতিসার, শীতল ঘর্ষ, বিশেষতঃ ললাটে তাহার আধিক্য, শরীরের, বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা ও মুখমণ্ডলের নীলিমা দি উপস্থিত থাকিয়া এই সকল রোগে নিশ্চয়তঃ সহ ভিরেট্রাম প্রদর্শন করে।

লেকচার ৩৯ (LECTURE X X XIX)

নাইট্রিকাম্ এসিডাম্—(Nitricum Acidum)।

প্রতিনাম।—হাইড্রজেন নাইটেট। একুয়া ফটিস্।

সাধারণ নাম।—নাইট্রিক এসিড।

প্রয়োগরূপ।—এক অংশ নাইট্রিক এসিডের সহিত ১৪২
গ্রেণ স্পিঃ ও নয় অংশ জলের সংযোগে ১ শক্তি ; পরিষ্কৃত জলে ২x ;
ডাইলিউট এলকহল দ্বারা ৩x এবং তৎপরবর্তী শক্তি নিচয় কেবল
এলকহল দ্বারা প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—ন্যূনাধিক এক মাস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—অধিকতর সময়অতি নিম্ন ১x, ৩x,
৬x শক্তির, কখন তদুর্ধ্ব, এমন কি ১০০০০০ (cm) শক্তিরও প্রয়োগ হয়।

* লক্ষপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে ঔষধের যে যে ক্রম ব্যবহার
করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাঃ হেম্পল্—উপদংশজ
চক্ষুপ্রদাহ, চক্ষু অত্যন্ত বেদনা ও আলায়ুক্ত ; হরিত্রাস্ত ; মৈত্রিক ঝিল্লীর স্থানে স্থানে
উৎকিণ্ড ; চক্ষু অন্ধ্র এবং পীতবর্ণ প্রাপ্তপূর্ণ ; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ ফুট—ত্র্যরোগী,
বয়স ৪০ ; অনেক দিনের গলক্কত, দন্তে রবারের পাত ব্যবহারের পর হইতে বৃদ্ধি
হইয়াছিল ; দুই বৎসর স্থায়ী রোগ ; বাম টনসিল গ্রন্থির টাটানিযুক্ত ক্কত ; সম্পূর্ণ গল-
দেশ লোহিতবর্ণ এবং প্রদাহিত। ৫০০০ (5mm), আরোগ্য। ডাঃ মেরিট—ত্র্য রোগী, বয়স
৩৩ ; ডিক, থিরিয়ার ঝিল্লী দূরীভূত হওয়ার পর রোগীর বৈকল্পিক দুর্বলতার লক্ষণ এবং
মুত্থার পূর্বে মেরুণ থাকে তজ্জ গলার স্থানান্তরিত ঝিল্লীর ক্কত কৃষ্ণবর্ণ ; জলসহ ৩৪
বিলু মূল এসিডের ৩ ঘটাক্ষর সেবনে আরোগ্য। ডাঃ ফুল্গ্রাক—এক বৎসর স্থায়ী
অস্ত্রের প্রতিষ্ঠার রোগে প্রচণ্ড কাশড়ানি ও কৰ্জনবৎ বেদনানাহ বারবার রেদবৎ বিরচন, ৩

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে ; তাপ অথবা আব-
হাওয়ার পরিবর্তনে ; ভ্রমণ কালে ; জাগরিত হইলে ; উপবেশনাবস্থা
হইতে উত্থান কালে ; শয়নে ।

উপশম।—শকটারোধে ; উদ্গারে ।

সম্বন্ধ।—নাইট্রিক এসিডের কার্য্যপ্রতিবেশক—ক্যাকে কার্ব, ক্যান্ধর, হিপার, মার্ক, মিজি, সাল্ক । বিষমাত্রায় ক্রুর, সাবান ও ম্যাগনেসিয়া প্রভৃতি ।

নাইট্রিক এসিড যাহার কার্য্যপ্রতিবেশক—ক্যাকে কার্ব, ডিজি ও মাকারি ।

নাইট্রিক এসিডের পরে প্রযোজ্য ঔষধ—ক্যাকে কার্ব, পাল্‌স ও সাল্‌ফার ।

আরোগ্য । ডাং পেরি—স্ত্রী রোগী, বয়স ৩০ ; প্রদবের পর হইতে ৫ মাস বাবত
মলম্বারের বেদনা ; মলতাগ কালে ভয়ানক কষ্টমবৎ ও চন্‌চনি বেদনা হইয়া অনেক
সময় পর্য্যন্ত দ্বারা হইত ; ২৪, আরোগ্য । ডাং জেসার—দুই সপ্তাহের শিশু, ৪৮ ঘটা
পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণবর্ণ রক্তময় মূত্রতাগ করায় বস্ত্রে রক্তের কালবর্ণ দাগ লাগিয়াছিল ; ৩,
আরোগ্য । ডাং বেরিজ—মেট্রডকের বল্‌গাকার মৈথিক বিল্লীর বাম পার্শ্বে চুলকনা ;
২০০, আরোগ্য । ডাং হর্শ—পুষ্মেহ রোগী । গনরিয়ার পিচকারির ঔষধ ও পারদ
সেবনান্তর রোগীর মূত্ৰাক্স অবস্থা এবং বাগি ; গুণানশ, রজনী ঘর্ম্ম, রজনীতে
অস্থিরতা ও শীর্ণতা প্রভৃতি ; ৩, আরোগ্য । ডাং এড্‌মণ্ডসন—অনেক দিনের
উপদংশ ও গলক্কত, জিহ্বামূলের নিকট গভীর ও নীলবর্ণ কিনারাবিনিষ্ট ক্কত ; টনসিল
এককালীন পচিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, মুখে জ্বর্ণক্ক ; ৬, আরোগ্য । ডাং কুট্—১০
বৎসর বয়সের রোগী ; ৬ মাস পূর্বে উপদংশ রোগ হয় ; মেট্রডক কাটা ; মুদা ;
অনেকদিন এলপ্যাথিক মতে মার্কারি বাবহার করিয়াছিল ; ৪০০০ (5m), আরোগ্য ।
ডাং লাড্‌লান্—স্ত্রীরোগী, বয়স ৪৬ ; অবাবহিত পূর্ববতী ঋতুর পর হইতে রক্তশ্রাব ;
রোগী বলহীন ও উত্তেজনাগ্রহণ ; নাড়ী দুর্বল, মুখ, গুঠ ও জিহ্বা পাতুর ; মধ্যে মধ্যে
মূচ্ছার ভাব, নিজ্রাহীনতা প্রভৃতি ; ২× আরোগ্য ।

নাইট্রিক এসিড যাহার পরে প্রযোজ্য—ক্যাকে কার্ক, হিপার, কেলি কার্ক, নেট কার্ক, পালস, লাল্কার ও থুজা।

কার্যপূরক।—ক্যালাডিয়ামের।

প্রতিযোগী বা বিরুদ্ধ সম্বন্ধযুক্ত ঔষধ—ল্যাকেসিসের পূর্বে বা পরে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

অনেক সময়েই ইহাকে মার্কারি হইতে প্রভেদ করা স্মৃষ্টিম; ক্লককেশ ব্যক্তির পক্ষে নাই এসি এবং পাতলাকেশ ব্যক্তির পক্ষে মার্কারি উপযোগী, ইহাই প্রভেদ।

তুলনীয় ঔষধ।—অরাম, ক্যাকে কার্ক, গ্রাফা, হিপার, আয়ড, কেলি বাই, কেলি আয়ড, লাইক, মার্ক, মিড্জি, মিউ এসি ও থুজা।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—শীর্ণকায় ও কঠিনদেহ, ক্লকবর্ণ, ক্লককেশ, ক্লকচক্ষু এবং বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। উত্তেজনাপ্রবণ, একগুঁয়ে, প্রতিহিংসাপরায়ন এবং বিদ্রোহপূর্ণ ব্যক্তি, ক্রমা প্রার্থনা করিলেও বাহ্যুরা নমনীয় হয় না।

যে সকল পুরাতন রোগগ্রস্ত রোগীর সহজে সর্দি ও উদরাময় হয়; যাহাদিগের কদাচিৎ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। উদরাময়যুক্ত ও অত্যন্ত দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তি। অত্যধিক শারীরিক উত্তেজনাপ্রবণতা।

সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠ খণ্ড বেঁধার ও তাহার খোঁচা লাগার দ্বায়া বেদনা—বেদনা হঠাৎ হয় হঠাৎই যায়; তাপের অথবা আবহাওয়ার পরিবর্তনে বেদনা জন্মে; নিদ্রাকালে বেদনার উপস্থিতি; শরীরের স্থানে স্থানে কতের দ্বায়া, চর্কণবৎ অহুভূতিসহ বেদনা।

পায়দ, উপদংশ ও গণ্ডমালা রোগ প্রভৃতির বিষের অথবা অস্ত্রকোন

তীব্র বিষের ক্রিয়ায় জীর্ণস্বাস্থ্য এবং স্নগ্ধশীল ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তি-
দিগের রোগ।

অনেক কাল ব্যাপী অনিদ্রা ও উৎকর্ষা; রোগী গুরুত্বায়
(ককু) অপরিমিত মানসিক এবং শারীরিক শ্রম; প্রিয়তম বন্ধুর
বিরহনিবন্ধন ব্যাকুলতা (ইথে)।

মস্তকের এবং অস্থির (কার্বল এসি, সাল্ফ) চতুর্দিকে পটিআটা
খাকার অহুভূতি; ক্ষতে, অর্শে এবং গলদেশে এবং কানিদাবা নখযুক্ত
অঙ্গুলি প্রভৃতি শরীরের ক্রয় স্থানে কাষ্ঠাদির সরু খণ্ড বা টুকরা
খাকার অহুভূতি নিবন্ধন সামান্ত স্পর্শেই যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

অনেক সময় নিজের ব্যাধির জন্ত ব্যাকুলতা জন্মে; রোগী সর্বদাই
বিগত কষ্টের বিষয় সঙ্কল্পে চিন্তা করে; চিন্তাশক্তি দুর্বলীভূত ও
বিভ্রান্ত; কলেরাবিবয়ক হুশ্চিন্তা।

পীনাস্ রোগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে সবুজ মাখড়ির
নির্গমন।

উদরাময়ে কুহন সহ অত্যন্ত মাত্র বিষ্ঠার নির্গমনে বোধ যেন সরলাস্ত্রে
বিষ্ঠা-খাকিয়া যায়, কিন্তু নির্গত করা যায় না (এলুমিনা); বেদনায়
বোধ যেন সরলাস্ত্র ও গুহ্মদ্বার ছিন্ন বা বিদীর্ণ হইয়াছে (নেট);
মলত্যাগের পরে বহু সময় পর্য্যন্ত ভয়ানক কর্তনবৎ বেদনা
(রেটানি, সাল্ফ)।

পাকারাস্ত্রায় শকটের ঘড়, ঘড়, শব্দে অত্যধিক অসহিষ্ণুতা।

অথের মূত্রের স্রাব ঘোর কটা এবং উগ্র স্রাববিশিষ্ট মূত্র,
আপেলের মতের পিপার তলানিবৎ অল্প পরিমণ্ডিত মূত্র, ত্যাগকালে
শীতল বোধ।

পূয়মেহ অথবা উপদংশ হইতে বড় বড়, অসম ও সঙ্কট এবং সিক্ত
ও শ্রাবী চর্মকীল (Warts) এবং স্লেয়াগুটিকাতে (Condylomata)

বোঁচা লাগার আয় বেদনা (ট্যাফি, থুফা.) এবং ধৌত করিলে লহজেই তাহা হইতে রক্ত স্রাব ।

গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উপদংশ অথবা পারদ অথবা উভয় কারণোদ্ভূত, সহজে রক্তস্রাবী, বেঁধাবং বেদনাবুস্ত ও অসমান কিনারা বিশিষ্ট কঁতে প্রচুর মাংসাকুর জন্মে এবং তলদেশ কাঁচা মাংসের আয় দেখায় ।

টাইফয়েড অথবা টাইফাস্ জ্বরে অল্প হইতে (ক্রটে, মিউ এসি) এবং প্রস্রাবের বা গৰ্ভপাতের পরে জরায়ু হইতে প্রচুর উজ্জল অথবা কালুচ-লোহিত রক্তস্রাব । অপরিমিত শারীরিক পরিশ্রমেও রক্তস্রাব হয় ।

মুখ, নাসিকা, সরলাঙ্গ, শুষ্কদ্বার, মূত্রনালী এবং যোনি (মিউ এসি) প্রভৃতি শরীরের বহির্দ্বারাদি অর্থাৎ ডক্ এবং শৈশ্মিক ঝিল্লীর সংযোগ স্থান, ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয় ।

রোগকারণ ।—অন্তপ্রবিষ্ট বা বসিয়া মাওয়া পুরাতন উপদংশ ও পূয়মেহ বিষ ; অপরিমিত স্নান, প্রভূত শৈত্যসংস্পর্শে শরীরের বরফবৎ জমিয়া বাওয়ার ভাব প্রভৃতি ইহার রোগের সাধারণ কারণ এবং মানসিক ভাবাবেশ, মাদকতা, আঘাত এবং শীতলতা ইহার রোগের গোণ কারণ মধ্যে পরিগণিত ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—শোণিত, শৈশ্মিক ঝিল্লী, গ্রন্থিমণ্ডলী, বিশেষতঃ মুখ, সরলাঙ্গ, শুষ্কদ্বার এবং যোনি প্রভৃতি—ডক্ ও শৈশ্মিক ঝিল্লীর সংযোগ স্থান—শরীরবহির্দ্বারে **নাইট্রিক এসিডের** বিশেষ ক্রিয়া হইয়া থাকে । ইহার ক্রিয়ায় অতি তীক্ষ্ণ উত্তেজনা প্রদাহে পর্য্যবসিত হওয়ায় আক্রান্ত শরীরংশের ধ্বংসাত্মক ক্রত, এমন কি পচা অবস্থা বা গ্যাংগ্রিণ উৎপন্ন হয় । **নাইট্রিক এসিডের** সম্ভাব্য ক্রিয়া উপদংশ, গণ্ডমালা অথবা পারদবিষবাপ্য বটিত শারীরিক অবস্থার সাদৃশ্য প্রদর্শন করে ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—নাইট্রিক এসিড একটি প্রবল দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট বস্তু। ত্বক, শৈল্পিক কিল্লী প্রভৃতি যে কোন শরীরোপাদান সহ ইহার সংস্পর্শ হউক তাহাতেই ইহা ভয়াবহ টিন্ধু-ধ্বংসকর ক্ষমতা প্রকাশ করে। এসিডসংস্পৃষ্ট স্থান পীতাত ও শুভ্র কিল্লী বৎ বস্তু দ্বারা আবৃত এবং তদবস্থ উপাদান যথাক্রমে কাঠিল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় তথায় ন্যূনাধিক গভীর ও অসমপার্শ্ব ক্ষত উৎপন্ন হয়। ইহার এই ক্রিয়ামূলে, চর্ম্মকীল, ক্ষতের অতিবিরুদ্ধ মাংসাকুর ও অর্কুদ প্রভৃতি বিদ্রুিত করিতে ইহার এলোপ্যাথিমতে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

নাইট্রিক এসিডের এই ধ্বংসকর স্থানিক ক্রিয়া প্রধানতঃ শরীরোপাদানসহ ইহার রসায়নিক সংযোগ দ্বারা সংঘটিত হইলেও কেবল তাহাতেই ইহা সীমাবদ্ধ থাকে না। জান্তব উপাদান, বিশেষতঃ বহুব্যা-শরীরোপাদানসহ বস্তুগত নির্বীচিত ক্রিয়াসম্বন্ধ বশতঃ ইহার লক্ষ্যে দাহিকাশক্তিহীন দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারেও ইহা ন্যূনাধিক ধ্বংসকর ও তীব্রগুণ প্রকাশক লক্ষণ উৎপন্ন করে।

শোণিত, শৈল্পিক কিল্লী, গ্রন্থি, অস্থি, ত্বক, বিশেষতঃ ত্বক ও শৈল্পিক কিল্লীর সংযোগপ্রদেশ—মুখ, নানিকা, মলদ্বার, যোনি প্রভৃতি শরীর বহির্দ্বারেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। শোণিত এবং স্রাব মাত্রই ইহার ক্রিয়ায় বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্রুত শোণিত অধিকাংশ স্থলে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, কখন কখন কৃষ্ণাভ থাকে। স্রাবাদি তরলতর, তীব্র, বিদাহী ও দুর্গন্ধ এবং পৃথাকর ধারণ করিলে সমল পীতাতসবুজ ও রক্তবৎ দেখায়। ফলতঃ ইহার ক্রিয়ায় সর্ববিধ দেহোপাদানের পচা, শড়া অবস্থা, এমন কি অস্থিকত এবং গ্রন্থিমণ্ডলোর প্রদাহ, ক্ষীতি ও তাহাতে পৃথ সঞ্চার হয়।

শৈল্পিক কিল্লী ইহা দ্বারা বিশেষ রূপে আক্রান্ত হওয়ার প্রথমে তত্-পরি অলৌক কিল্লী জন্মে, পরে মূল ও অলৌক উভয়বিধ কিল্লীই ধ্বংস

প্রাপ্ত হওয়ার আক্রান্ত স্থানে পচা, গভীর ও অসমান কত উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে যে আব নির্গত হয় তাহা বিদাহী, কতকর, সমল ও দুর্গন্ধযুক্ত। কলতঃ ইহা যে শারীরিক অবস্থা উৎপন্ন করে তাহা উপদংশ ও গণরিয়ারোগ-বিষ-ব্যাশ্পোৎপন্ন পুরাতন রোগের লক্ষণের ও গণ্ডমালার সমান। উপরিউক্ত উপদংশ এবং গণরিয়া ঘটিত পুরাতন রোগারোগ্যে ইহা শ্রেষ্ঠতম “এন্টি সিকিলিটিক” ও “এন্টি সাইকোটিক” নামের উচ্চাধিকারী না হইলেও মার্কারি এবং থুজার্ন পরেই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। মার্কারি অপব্যবহারের প্রতিবেদক গুণে ইহা হিপারের্ন নিম্ন স্থান অধিকার করিলেও মার্কারি এবং পারদোপদংশ-বিষের ক্রিয়ার কুফল বিনষ্ট করিতে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

ইহার ভয়াবহ দাহিকাগুণসম্বৃত উত্তেজনা ও ধ্বংসক্রিয়ার আভাস স্বরূপ দুর্বলতা এবং ভীতি প্রকাশক লক্ষণ ব্যতীত মস্তিকে ইহা কোন বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে না। স্বদ্রবশক্তি দুর্বল হয় ও মানসিক শ্রমে প্রবৃত্তি থাকে না। রোগী মৌনাবলম্বন করে। দুঃখ এবং অবসাদ জন্মে। আপনার রোগ সম্বন্ধে ব্যাকুলতা, হৃত্যুভীতি ও কলেরার আশঙ্কা হয়। প্রতিহিংসাপরবস রোগী মধ্যে মধ্যে ক্রোধান্বিত হয়, কুবাক্য বলে ও শাপ দেয়। রোগী বাতিকগ্রস্ত ও উত্তেজিত ; বিশেষতঃ পারদ সেবনান্তে এরূপ হয়।

মস্তিকানুভূতিবিকারবশতঃ রোগী শিরো ঘূর্ণন এবং অবসাদ ও বুদ্ধিশক্তিহীনতা বোধ করে। প্রাতঃকালে শিরঃশূল হইলে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য। মস্তকে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পরে শিরঃশূলের, গাত্রোথানে অন্তর্দান। মস্তকের আতত ভাব। শিরঃশূলে বোধ যেন মস্তক কসিয়া বাঁধা। মস্তক যেন সাঁড়াসি আবদ্ধ। মস্তকে, বিশেষতঃ ললাট

এবং চক্ষুতে পূর্ণতা ও চাপের অনুভূতি । ললাটপার্শ্বে আকৃষ্টবৎ ও স্রুতিবেধের অনুভূতি, ললাটের বাম পার্শ্বে, এমন কি দন্তে ও কর্ণকূহরে চাপ বোধ এবং আকৃষ্টবৎ অস্থিবেদনা ।

অত্যধিক কেশম্বলন । মস্তকত্বকে আর্দ্র, কণ্ঠয়নবিশিষ্ট এবং মামড়িযুক্ত উদ্ভেদ । মস্তকের ত্বকে দুর্গন্ধ শূন্য । ললাটত্বকের আতত অবস্থা । অসহিষ্ণুতাবশতঃ মস্তকত্বকে টুপির চাপেও বেদনা হয় ।

দুর্বলতা নিবন্ধন নিদ্রাবিকারে সমস্ত দিনই শিরোযুগ্মনসহ নিদ্রালুতা । কষ্টে নিদ্রা হয় । নিদ্রাবেশ হইলে রোগী চমকিয়া উঠে । নিদ্রাকালে বেদনা বোধ । রক্তনীর শেষ ভাগে ভাল নিদ্রা হয় না । নিদ্রাভঙ্গে রোগী বোধ করে যেন তাহার যথেষ্ট নিদ্রা হয় নাই ।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্যাস্ত হওয়ার চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুদৃষ্ট হয় । দ্বিষদৃষ্টি ; নিকটদৃষ্টি । কর্ণে নিজের কথাই প্রতিধ্বনিত । কর্ণে গুণ গুণ শব্দ এবং আঘাত । চৰ্ক্ষণকালে কর্ণ মধ্যে বিদ্যারণবৎ শব্দ । পারদসেবনে টন্সিল গ্রন্থির স্ফীতি ও কাঠিন্য নিবন্ধন বধিরতা । শ্বাস-গ্রহণে বিরক্তিকর গন্ধ পাওয়া যায় । আহারান্তে রসনেদ্রিয়ার তিক্তা-স্বাদ এবং গলমধ্যে জ্বালাসহ অম্লাস্বাদ ।

অনুভূতিদ সংযুক্তিকার নিবন্ধন কাঁটা বা কাঠখণ্ড ফোটার অনুভূতি । শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষতোৎপত্তি হওয়ার দ্বারা চৰ্ক্ষণবৎ বেদনা ।

গতিদম্বায়ুলক্ষণে অত্যন্ত শারীরিক দুর্বলতা । শুশ্রূষাব্যবসায় সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ । শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের আনন্দন হইতে থাকে । অত্যন্ত দৌৰ্বল্য, কম্প এবং নিদ্রাবেশকালে চমকিয়া উঠা । পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ও কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু । পীতবর্ণ চক্ষুপার্শ্ব এবং আরক্ত গণ্ডদেশ ।

উপদংশ রোগে মুখে পুয়লকারপ্রবণ, লোহিতবর্ণ ও বিস্তৃতপার্শ্ববিশিষ্ট গুলিকায় মামড়ি জন্মে । মুখের অস্থিনিচর বেদনায়ুক্ত । চৰ্ক্ষণ ও

আহার কালে চুয়ালাস্থির করকর শব্দ। যুখে কুঁড়ুড়ি জন্মে, মুখমণ্ডলে চিত্র বিচিত্র কলঙ্ক।

উপদংশ রোগ অথবা পারদেব অপব্যবহার প্রযুক্ত চক্ষুপ্রদাহ। অবিরত আবর্জনশীল উপজারা প্রদাহ বা আইরাইটিস; পারদেব অপব্যবহার খটিত পুরাতন রোগও পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে। চক্ষুতে চাপ ও ছলবেঁধার জ্বায় বেদনা। কর্ণিয়ায় বা চক্ষুর কালক্ষেত্রে কলঙ্ক। উর্দ্ধ চক্ষুপুটের পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে অধিকতর। চক্ষুতে সূচিবোধৎ যন্ত্রণা ও কামড়ানি। চক্ষুর জলস্রাব।

বামকর্ণের পশ্চাৎ ও অগ্নহ গ্রন্থির ক্ষীতি বশতঃ সূচিবোধ ও ছিন্নবৎ বেদনা কর্ণমধ্যে বিস্তৃত। কর্ণের দুর্গন্ধ পূর্যবৎ স্রাব। কর্ণে সূচিবোধৎ বেদনা ও কর্ণরব। চক্ষণ কালে কর্ণ মধ্যে করকর শব্দ।

শ্বাসযন্ত্র রোগ বশতঃ প্রাতঃকালে এবং ক্রন্দনে নাসিকা হইতে তীব্র কাল ও জমাট রক্তস্রাব। নিদ্রাকালে হাঁচি। দিবসের সন্ধিতে নাসিকার রোধ অথবা কুদ্ধ নাসিকা হইতে বিন্দু বিন্দু জলবৎ স্রাব। নাসিকা ক্ষীত এবং জ্বালাযুক্ত। নাসিকা হইতে পুতিগন্ধ হরিদ্রাবর্ণ স্রাব। পীনাস রোগে ক্ষত জন্মে। নাসিকা হইতে ক্ষতকর স্রাব। নাসিকায় কাঁটা বেঁধার জ্বায় বেঁধা বোধ। নাসাগ্র লাল ও ছালওটা। নাসিকায় স্লেয়াগুটিকা বা কুণ্ডিলযেটা। নাসিকাপুটে বৃহৎ ও কোমল গণ্ড (Protubereuce) মামড়িয়ুক্ত। নাসিকারন্ধ্রের পশ্চাৎ হইতে সবুজবর্ণ মামড়ির নিঃসরণ।

অধিককাল কথা কহিলে এবং সন্দি হইলে স্বরভঙ্গ ও গলায় চুলকনা এবং ছলবেঁধার অস্বভূতি। স্বরযন্ত্রে বৃহৎ ও প্রশস্ত স্লেয়াগুটিকার উৎপত্তি।

শ্বাসযন্ত্রের সর্বস্থান স্লেয়াক্রান্ত হওয়ায় রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ, স্লেয়া নির্মুক্ত না হইলে শ্বাস প্রশ্বাস চলে না। দুর্বলতা নিবন্ধন রোগী

খাসহীন হইয়া পড়ে এবং কথা বলিতে পারে না। সবিরাম খাস-
প্রখাস। কোন কার্য করিলে রোগী হাঁপাইতে থাকে।

স্বরযন্ত্রে ও আমাশয়োর্দ্ধ গহবরে শুভ শুড়ির সহিত শুক ও খ্যাক
খ্যাকে কাসির রজনীতে এবং শয়ন করিলে ও দিবসেও যুক্তি। কাসি
শুক হওয়ার গয়ার উঠাইতে কষ্ট এবং প্রাতঃকালে কাসিতে কাসিতে
বায়ু কোবের ছাঁচের (casts) লায় সবুজাত শুভ্র খণ্ড খণ্ড গয়ার
নিষ্ঠুত। গয়ার পীতবর্ণ, ভীত ও তিক্তাস্বাদ এবং তাহাতে অন্নগ্রাণ ও
দুর্গন্ধ।

বন্ধের অস্বস্তি। বন্ধে রক্তাধিকা প্রবৃত্ত উৎকর্ষা, তাপ এবং হৃৎ-
কম্প জন্মে। বন্ধে পল্লীবৎ বেদনা। দক্ষিণ বন্ধে হৃদ্যবেধ বোধ।
খাস প্রখাসে ও কাসিতে বন্ধের টাটানি।

পরিপাক যন্ত্র রোগে ওষ্ঠ ক্ষীত। অধঃ ওষ্ঠ ফাটে। মুখের দার
ক্ষত এবং ফোকা দ্বারা আবৃত। মুখের কোণে ক্ষত। চুয়ালঅধস্থ
গ্রন্থি বা সাবম্যাক্সিলারি গ্ল্যান্ড ক্ষীত ও বেদনায়ুক্ত।

দন্ত দীর্ঘতর বলিয়া বোধ। দন্ত হরিদ্রাভ অথবা শিথিল।
গর্ভযুক্ত দন্তের বেদনা। দন্তমাড়ি শুভ্র, ক্ষীত ও রক্তপ্রাবযুক্ত।
সন্ধ্যাকালে শয়নান্তর ও রজনীতে দন্তে স্পন্দন ও হৃদ্যবেধসহ
অস্থুভুতি।

জিহ্বার অসহিষ্ণুতায় অতি অল্পখা খাদ্য সংস্পর্শেও জ্বালাসহ চন-
চনি; প্রাতঃকালে জিহ্বা শুভ্র ও শুক থাকে; লালান্দ্রাৎসহ
সবুজলেপযুক্ত জিহ্বা; জিহ্বা শুক ও ফাটা। জিহ্বার ধারে গভীর ও
অসমান আকারের ক্ষত। জিহ্বার ক্ষতে দড়ি দড়ি ও চিমসে শ্লেষ্মা।
শুভ্রজিহ্বার স্থানে স্থানে ক্ষতসহ বেদনা।

গণ্ডের অন্ত্যস্তর পার্শ্বের স্থানে স্থানে ক্ষত। মুখে পচা মাংসের
স্রাব দুর্গন্ধ। মুখলালা দুর্গন্ধ, ভীত ও ওষ্ঠের ক্ষতোৎপাদক। রক্তযুক্ত

মুখলালা। মুখের ঔষ্মিক ঝিল্লা স্ফীত এবং ক্ষত ও খোঁচানিবৃত্ত।
মুখের অর্কবৃন্দ নিবন্ধন গ্রীবার অধঃবাহী রেখাকার কলঙ্ক।

শুষ্ক গলদেশের তাপ, গলদেশের পশ্চাতে প্রচুর শ্লেষ্মা।
গলাধঃকরণক্রিয়াতে গলার টাটানিতে বোধ যেন গলা অবদারবৃত্ত ও
ক্ষতবিশিষ্ট। টনসিল গ্রন্থি, উপজিহ্বা ও কণ্ঠা স্ফীত ও প্রদাহবৃত্ত।
গলদেশের কণ্ঠকবিক্রবৎ বেদনার গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় বৃদ্ধি। গলদেশ
এবং কণ্ঠনালীর উর্দ্ধভাগে স্ফিচবেধের জ্বায় বোধ। টনসিলে এবং
কণ্ঠনালীর উর্দ্ধে ডিম্বাধিরিয়াবৎ ঝিল্লা মুখে, ওষ্ঠে এবং নাসিকায়
বিস্তৃত। অন্ননালীর উর্দ্ধভাগে সঙ্কোচনের জ্বায় বোধ হওয়ায় গলাধঃকরণ
ক্রিয়ার কষ্ট।

রোগীর বসা, হেরিং মৎস্য, চা-খড়ি, চুণ এবং মৃত্তিকা আহারের
স্পৃহা জন্মে। মাংস এবং রুটিতে ঘৃণা। ক্ষুধা থাকে না। প্রাতঃ-
কালে ভয়ানক তৃষ্ণা।

আহারকালে ও আহারান্তে বর্ষা। আহার কালে শ্বাস রোধ
ঘটে। আহারান্তে আমাশয়ের পূর্ণতা, সামান্য শ্রমে দৌর্জল্য, তাপ
এবং হ্রৎকম্প। আহারান্তে আমাশয়ের গুরুত্ব। বসাময় ঋতুতে
বিবমিষা ও অন্ন জন্মে। দুগ্ধ সহ্য হয় না।

অত্যন্ত বিবমিষা থাকায় রোগী আহার করিতে পারে না, মধ্যে
মধ্যে বমন করে। বিবমিষা ও আমাশয়ের তাপানুভূতি গলদেশ
পর্যন্ত বিস্তৃত। শরীর চালনা করিলে ও গাড়ীতে ভ্রমণে বিবমিষার
উপশম। অত্যন্ত উদ্‌গারসহ তিষ্ঠ ও অন্ন বমন। রোগী পীতবর্ণ
শ্লেষ্মা বমন করে।

আমাশয়দৌর্জগত্বস্থানে, স্ফিচবেধানুভূতি। ঋতু বস্ত গলাধঃ-
করিতে আমাশয়ের হৃৎপিণ্ডসীমারক্কে বেদনা। আমাশয়ে জ্বালাকর
ঘ্রণা।

যকৃতের পুরাতন বিবৃদ্ধি ; জ্বাৰা রোগ । যকৃতের অত্যধিক বৃদ্ধি ;
কৰ্দমবর্ণ বিষ্ঠা । পীতজ্বরাস্তে প্লীহার বৃদ্ধি ।

বায়ু স্কীত উদরের অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা । যকৃতদেশের
স্থিতিবেধবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি । উদরের বাম পার্শ্বে চাপ ।
উদরের ডাকের অমুভূতি । রক্তনীতে, প্রাতঃকালে শয়নালস্থায় এবং
মলত্যাগের পূর্বে কৰ্ভনবৎ ও চিমটি কাটার জ্বায় উদরবেদনা । প্রাতঃ
কালে ও সন্ধ্যাকালে উদরে অধিকতর বায়ুর অবরোধ । শ্বিত্তিদিগেরও
কূচকির অস্ত্রবৃদ্ধি । কূচকিগ্রন্থিতে শূন্য জন্মে ।

মলত্যাগের প্রবৃত্তি, কিন্তু সামান্যই মলত্যাগ ; বোধ যেন সরলাস্ত্রে
বিষ্ঠা আছে, কিন্তু রোগী মলত্যাগ করিতে অশক্ত । নিফল মলবেগ
ও উদরশূল । অত্যন্ত চাপ সহ কঠিন বিষ্ঠা, পরে স্লেষ্মা নির্গত
হয় । ডিম্বধিরিয়ার জ্বায় বিল্লীর উৎপাদক আমরক্তরোগে সরলাস্ত্র
হইতে পেরিগিয়াম পর্য্যন্ত জ্বালা, নিফল মলবেগ ও কুস্থন, মলের
নিঃসরণ হয় না । অত্যন্ত কুস্থনসহ রস ও বিল্লা নির্গত করিতে হয় ।
কুস্থন সহ রক্তযুক্ত উদরাময় ; কখন আম কখন বা পচা স্লেষ্মার রেচন ;
উদর ডাকিয়া পাতলা মলত্যাগ ; অজীর্ণ ; অথবা হরিদ্রাভশুভ্র ও তরল
মলত্যাগ । প্রাতঃকালীন উদরাময়ে পাতলা বিষ্ঠার ত্যাগ ; সবুজ,
ক্লেদবৎ ও উগ্র মলের রেচন । অস্ত্রের ইলিয়ট্রিক্যাল প্রদেশের ক্ষত
হইতে উজ্জ্বল লোহিত ও অসংবত শোণিত স্রাব নিবন্ধন সামান্য গাত্র
চালনাতেই মুর্ছা । পুরাতন, প্রলম্বিত অর্শ হইতে শোণিতস্রাবের
রোধেও স্পর্শে তাহা বেদনাবুক্ত এবং বেদনার যন্ত্রণা উচ্চ আবহাওয়ায়
বর্ধিত ; প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর বিদীর্ণ ও ক্লেদযুক্ত অর্শ হইতে
রক্তস্রাব । সরলাস্ত্রের বিহারণ প্রযুক্ত মল ত্যাগ কালে আক্কেপিক লক্ষণ
এবং পরে, এমন কি নরম মলত্যাগেও কৰ্ভনবৎ বেদনার উপস্থিতি ।
জ্বরার চতুঃপার্শ্ব আর্দ্র ।

মলত্যাগ কালে এবং তাহার পরে মূত্রনালীতে কর্ভমবৎ বেদনা, চনচনি এবং জ্বালা । মূত্রনালী হইতে রক্তযুক্ত স্লেয়া ও পুয় এবং কষ্টকর মলত্যাগান্তে প্রেইট গ্রন্থির স্রাব নিঃসরণ । মূত্রনালীমুখ ঘোর লোহিত ও ক্ষীত । মূত্রনালীমুখে সূচি বৈধার জ্বায় বেদনা । রক্তনীতে বারম্বার মূত্রবেগ ও অত্যন্ত মূত্রত্যাগ । ত্যাগকালে মূত্র শীতল । মূত্রনালীর সঙ্কোচন থাকার জ্বায় সূক্ষ্ম ধারে মূত্রত্যাগ । মূত্র অত্যন্ত ও ঘোর এবং কটাবর্ণ ; মূত্র অশ্বের মূত্রের জ্বায় অসহনীয় উগ্র গন্ধবিশিষ্ট, ঘোলা এবং দুর্গন্ধযুক্ত ।

লিঙ্গমুণ্ডে এবং লিঙ্গমুণ্ডকে উপদংশ ক্ষতের জ্বায় অগভীর ক্ষত, দেখিতে পরিষ্কার, কিন্তু তাহা হইতে দুর্গন্ধ রসের ক্ষরণ । কখন কখন ক্ষত গভীর, নালীবিশিষ্ট, অসমান ও ছিন্ন ভিন্ন, সীসকবর্ণ ও উন্নত পার্শ্বযুক্ত এবং স্পর্শে সহজেই রক্তস্রাবযুক্ত । অতি বিরল মাংসাকুরযুক্ত (Granulations) ক্ষত । জননেদ্রিয়ে স্লেয়াগুটিকা বা কণ্ডিলমেটা ; লিঙ্গের মুদ্রা । লিঙ্গমুণ্ডে পুরাতন (Sycotic) পুয়মেহ ঘটিত রসস্রাব উপমাংস স্পর্শে রক্তস্রাবযুক্ত এবং লিঙ্গমণিবেষ্টনকের রসবিশ্বিকা শুষ্ক মামড়ি আবৃত । লিঙ্গমণিবেষ্টনকে স্রাববেধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা । লিঙ্গ-মুণ্ডবেষ্টনক এবং অণ্ডকোষবেষ্টনকের চুলকনা । রক্তনীতে প্রস্রাৱ লিঙ্গোথান । রমণেচ্ছা অতি প্রবল অথবা অল্পপাঙ্খিত ।

স্রীজননেদ্রিয় চুলকনায়ুক্ত । যোনিক্ষতের জ্বালা, চুলকনা এবং তাহাতে পীড়াভ পূর্বের আচ্ছাদন । ঋতুর পর দুর্গন্ধ, সবুজ স্লেয়াযুক্ত, উজ্জ্বল লোহিত অথবা মাংসবর্ণের প্রদর । জরায়ুদ্রীবার উপমাংস (Excrescences) ।

অংশফলকাঙ্ক্ষিষয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সূচিবোধের অসুভূতি । গ্রীবাপিপ্সাতের কাঠিন্য । কটিদেশের আকুটতন্ত্র তাহা যেন অনমনীয় বলিয়া অসুভূতি । পৃষ্ঠ এবং কটিদেশের বেদনা । গ্রীবা এবং

কক্ষ-তলগ্রস্থির স্ফীতি । অংশকলকাহ্নিষয়ের মধ্যস্থ শরীরংশে বেদনা ।

বাহুদ্বয়ে আকৃষ্টবৎ বেদনা । বাহুতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা । স্বন্ধে চাপবৎ বেদনা । হস্তের শীতলতা । কক্ষতলের দুর্গন্ধ । হস্তের কিনির্ঝিনি ।

অত্যধিক পরিশ্রান্ত হওয়ার জ্বায় অধঃঅঙ্গের ঘৃষ্টবৎ বেদনা । অধঃ-অঙ্গের পেশী এরং অস্থিতে খুনন ও চর্কণের জ্বায় বেদনা । দক্ষিণ হিপ-সন্ধিতে সঙ্কুচিতবৎ বেদনা । অধঃ অঙ্গে, বিশেষতঃ রজ্জনীতে, ছিন্নবৎ বেদনা । রজ্জনীতে জজ্বাপশ্চাতে ভয়ানক খল্লী । পদাঙ্গুলীতে শীত-ক্ষেটিক বা পঁকুই । পদের প্রচুর দুর্গন্ধ ঘণ্টা নিবন্ধন টাটানিসহ বৈশাবৎ বেদনায় রোগী বোধ করে যেন সে আল্পিনের উপর দিয়া হাঁটিতেছে । পদ সর্বদাই শীতল । জাম্বুসন্ধিতে কাঠিন্ত এবং সূচিবোধের ন্যায় বেদনা । ভ্রমণকালে গুল্ফসন্ধির কর করাণি । সন্ধ্যাকালে অঙ্গাদির অস্থিরতা ।

স্বকৃ গুলু এবং শক্লবিশিষ্ট ; তাহার পীতাভা । স্বকের গভীর বিদারণ হইতে রক্তস্রাব । স্বকে কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক । স্বকের হলবৈথা ও কণ্টক বিদ্ধবৎ বেদনায়ুক্ত ক্ষতে অত্যধিক মাংসাহুর জন্মে এবং তাহার ধার অসমান থাকে । স্বকে আর্দ্র, কুল কফির ফুলের জ্বায়, কঠিন, বিদীর্ণ, অথবা স্তম্ভ বৃত্তযুক্ত শ্লেয়াণ্ডটি বা কডিগলমেটা ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।

সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠ ঘণ্ডের খোঁচা বেধার অথবা কণ্টক বা সূচিবিদ্ধবৎ অনুভূতিসহ বেদনা ।—উপরিউক্ত বিশেষ প্রকৃতির অনুভূতি কথঞ্চিত্ত তারতম্যসহ অত্যাচ্ছ কতিপয় ঔষধেরও এক বা ততোধিক রোগে অথবা রোগাক্রান্ত শরীরস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকে । কিন্তু নাইট্রিক এসিডের এই অনুভূতি গলদেশ, মলদ্বার,

পদাঙ্গুলি ও গাত্রে বহুতর স্থানে যথাক্রমে গলক্কত, অর্শ, নখের কানিদাৰা এবং গাত্রে ক্ষত রোগে উপস্থিতি প্রযুক্ত অধিকতর ব্যাপকতা প্রকাশিত করে ; ইহার হঠাৎ উপস্থিতি ও হঠাৎই অন্তর্দান, তাপের এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং নিদ্রাবস্থায় ইহার বৃদ্ধি এবং ইহার সহিত স্থানে স্থানে ক্ষতোৎপত্তিনূচক চৰ্বেষণবৎ বেদনা প্রভৃতির বর্তমানতা ইহাকে যে বিশেষ প্রকৃতি প্রদান করে তাহাতে এই প্রকৃতির লক্ষণই নাইট্রিক এসিডের অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য ।

মূত্রে অশ্বমূত্রে গায় বোর কটাবর্ণ এবং তীব্র দুর্গন্ধের বর্তমানতা ।—ইহাও নাইট্রিক এসিডের একটি বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য । যে হেতু এক্ষণে অসহনীয় তীব্র দুর্গন্ধ অধিকতর ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না । ইহার মূত্রে সহিত বেণ্ডাইক এসিড এবং সিপিয়ার মূত্রে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও প্রথমে মূত্রে বোরতর কৃষ্ণবর্ণ এবং স্বাভাবিক ঘ্রাণেরই অধিকতর প্রবলতা ও তীব্রতা এবং দ্বিতীয়ের মূত্রে অল্পঘ্রাণ ও অসহীয় দুর্গন্ধ প্রভেদকরূপে বর্তমান থাকায় নাইট্রিক এসিডের মূত্রে বিশেষপ্রকৃতি এবং প্রদর্শকত্ব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যায় ।

ত্বক্ ও শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর সংযোগস্থানে অর্থাৎ শরীর-বহির্দ্বার সমূহে ক্ষতাদি রোগলক্ষণের উৎপত্তি ।—উপদংশ, পারদ অথবা পারদোপদংশ বিষ প্রভৃতি ঘটিত পুরাতন ক্ষতাদি রোগে সৃষ্টবেধ ও খোচা লাগার ন্যায় বেদনা এবং বিদারন প্রভৃতি রোগলক্ষণের উপস্থিতি এবং বিশেষতঃ স্রব ও শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর সংযোগস্থানে উপস্থিত ক্ষতাদির আক্রমণ নাইট্রিক এসিডের উৎকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য ।

শরীরের বাবতীয় বহির্জীব হইতেই শোণিতস্রাব এবং ক্ষত শোণিতের উজ্জ্বল্য।—নাইট্রিক এসিড বড়ই শোণিতস্রাব প্রবণতাবিশিষ্ট বস্তু। ইহার টাইফয়েড জ্বর ও অর্শ অতিরিক্ত শোণিত স্রাবের জন্য প্রসিদ্ধ। সামান্য স্পর্শেই ইহার ক্ষত হইতে প্রভূতরক্তস্রাব হয়। শিথিল ও ক্ষীণ দন্তমাড়ি এবং ওষ্ঠ, মুণ্ডকোণ ও মলদ্বারের গভীর বিদারণের সামান্য প্রসারণেই প্রচুর শোণিতস্রাব। প্রায় সমুদয় পচনশীল বা টাইফয়েড পরিবর্তক বস্তুই ন্যূনাধিক শোণিতস্রাবোৎপন্ন করে এবং শোণিতের পচা অবস্থাবশতঃ ক্ষত শোণিত কৃষ্ণাদি বিবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নাইট্রিক এসিড টাইফয়েড পরিবর্তক হইলেও অধিকাংশ স্থলে ইহার ক্ষত শোণিত উজ্জ্বল লোহিত থাকিয়া ইহার বিশেষপ্রকৃতি জ্ঞাপন করে।

চিকিৎসা।

উন্মাদরোগ বা ইন্স্যানিটি।—নাই এসির উন্মাদ রোগ অনেক সময়েই বিবাদোন্মত্ততার প্রকৃতিবিশিষ্ট। ডাং ট্যালকট নাই এসিডের উন্মাদরোগে রোগীর গুলি করিয়া আত্মহত্যা করার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াছেন। এন্টিম ফ্রুডেরও এরূপ প্রবৃত্তি জন্মিতে দেখা যায়। ইহার রোগীর সাধারণ লক্ষণ মধ্যে শপথ করিবার প্রবল প্রবৃত্তি, তাহার প্রতি ভূতযোনির দৃষ্টি হওয়ার ধারণা, তাহার দেহ এবং মন যেন স্বতন্ত্র হইয়াছে এইরূপ বিশ্বাস এবং আত্ম সন্তানই তাহার নহে এইরূপ চিন্তা প্রবৃত্তি প্রধান। ডাং ক্যারিংটন মার্কান্ডিন্স অপব্যবহার প্রযুক্ত মানসিক বিকারে শপথ করার প্রবৃত্তি হওয়ার ইহাযারা উপকার পাইয়াছেন; তিনি এতদতিরিক্তস্থলে ইহার কোন ক্রিয়া দৃষ্ট করেন নাই। সাধারণতঃ এনাকার্ডিস্মাস ইহার শ্রেষ্ঠতর ঔষধ; ইহাতে দুইটি ইচ্ছাশক্তির বর্তমানতা অত্যন্ত স্পষ্টতর থাকে।

লোকোমটর এটাক্‌সি বা কশেরুকমাজ্জের ক্ষয়-রোগ ।—উপদংশ রোগঘটিত স্নায়বিক যুগ্ম উদ্দীপনার স্নায়ুপদার্থের বনশ ও সঙ্কোচন বশতঃ রোগ জন্মিলে নাই এসিড দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাং ডিউয়ি ইহার উচ্চক্রম ব্যবহার করিতে বলেন ; ইহা মস্তিষ্কপদার্থেরও ক্ষয়োৎপন্ন করে। তীক্ষ্ণ শিরঃশূল, মস্তকের কশাতাব, দৃষ্টিহানি, মানসিক অবসাদ ও দুর্বলতা এবং মধ্যে মধ্যে অধঃ অঙ্গের হঠাৎ ও কণস্থায়ী তীক্ষ্ণ বেদনা প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। নাই এসি ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কেলি হাইড্রস্‌ডিকান—উপদংশ ঘটিত মস্তিষ্করোগে ইহাও বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ডাং হাল্‌বার্ট ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস ।—যক্ষ্মাকাস রোগে ফুসফুস ধ্বংসের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ তাহার উপাদানের ক্ষতের আরম্ভাবস্থায় অবস্থাহুসারে নাই এসি বিশেষ ক্ষমতাশীল ঔষধ। ফুসফুসে হঠাৎ শোণিতোচ্ছ্বাস, পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিমাণ উজ্জ্বল লোহিতাভ শোণিতস্রাব, প্রলেপক বা হেক্টিক জর, রজনীতে ও প্রাতঃকালে অত্যধিক ঘর্ষ, এবং প্রাতঃকালে উদরাময় নিবন্ধন প্রভূত দুর্বলতা, প্রাতঃকালে শ্বাসরুদ্ধ ও স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি এবং দক্ষিণ বক্ষভেদ করিয়া অংশফলকাস্থি পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ সূচিবোধবৎ বেদনা ইহার প্রধান প্রদর্শক লক্ষণরূপে বর্তমান থাকে। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত দুর্বলতা বশতঃ হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। প্রাতঃকালে গাত্র শীতল থাকে। সমস্ত রজনী শুড়শুড়িযুক্ত শুষ্ক ও বিরক্তিকর কাসি রোগীর মিত্রার বাধা দেয়। কাসি কখন শুষ্ক কখন বা তরল ও উচ্চ ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত ; রোগী দুর্গন্ধ, সঘল, সবুজ, রক্তযুক্ত ও স্ফুপ্ত পুস্কাকার গয়ার নিতীবন করে।

নাইকপোডিস্মা এবং **পালসেট্রিলান্স** গয়ার
মুজাত ও হরিদ্রাত সবুজ ।

কাসরোগলক্ষণে **নাই এসিড** ও **ক্যাল্কেলিস্মা** মধ্যে
কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকায় নিম্নে ইহাদিগের বিশেষপ্রকৃতি প্রদর্শিত হইল ।

নাই এসিড—রোগী পাতলা, একহারা, কৃষ্ণকেশ এবং
কৃষ্ণচক্ষু । প্রাতঃকালে উদরাময়ের বৃদ্ধি । সাধারণতঃ কাসি শুষ্ক ।
উষ্ণ বাতাসে রোগের বৃদ্ধি । উষ্ণ দিনে রোগের বৃদ্ধি ।

ক্যাল্কেলিস্মা—রোগী স্থূলকায়, কটাকেশ ও নীলচক্ষু
অপরাত্নে উদরাময়ের বৃদ্ধি । কাসি সাধারণতঃ সরস থাকে । শীতল
দিনে রোগের বৃদ্ধি । উষ্ণ বায়ুতে উপশম ।

মুখকৃত বা মোর মাউথ ।—ওষ্ঠ, দন্তমাড়ি, জিহ্বা, গণ্ডস্থল,
ও গলার অভ্যন্তরপ্রদেশ প্রভৃতি এবং মুখ ও তৎসংসৃষ্ট সর্বস্থানেব
ক্ষতরোগে, বিশেষতঃ তাহা যদি পারদের অপব্যবহার হইতে জন্মিয়া
অথবা তদ্বারা দূষিত হইয়া থাকে, **নাই এসি** অতি উৎকৃষ্ট ঔষদ
বলিয়া পরিগণিত । ফলতঃ **মার্কাসির** ও ইহার মুখকৃত অনেকাংশেই
তুল্য । ওষ্ঠে অতি প্রবল ক্ষত জন্মে । ওষ্ঠময় ফোকা এবং রসবিষিকা,
কখন বা তাহাতে বিদারণ দৃষ্ট হয় । মুখ হইতে (বিশেষতঃ রোগে
পারদের অপব্যবহার হইয়া থাকিলে) প্রচুর ও তীব্র লালাস্রাব ।
দন্তমাড়িসাদাটে ও শিথিল এবং রক্তস্রাবযুক্ত । ক্ষতস্থানে চৌচ
থাকার ও খোঁচার স্থায় বেদনা ।

মিউ এসি—ইহাতে মুখে নীলাভ ও গভীর ক্ষত জন্মে ।
ক্ষতপার্শ্ব কৃষ্ণবর্ণ থাকে ও মৈথুনিক ঝিল্লীর উপহৃৎ বা উপরিহৃৎ আবরণ
উঠিয়া যায় । লালগ্রন্থিনিচয় ক্ষীত ও স্পর্শে বেদনায়ুক্ত ।

ডিক্‌থিরিয়া এবং **স্কালেটিনা সংসৃষ্ট মারাত্মক গলক্ষত** ।—
অবস্থাবিশেষে ডিক্‌থিরিয়া রোগের, বিশেষতঃ নালিকা যদি রোগের

প্রধান আক্রমণ স্থান হয়, নাই এসিড অতি প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য। নাসিকা হইতে জলবৎ, অতিশয় দুর্গন্ধ, তীব্র ও কতকর রস এবং রক্তস্রাব; আক্রান্ত স্থানে মাছের কাঁটা, কাচখণ্ড ও চোঁচ বিদ্ধ থাকার অন্তর্ভূতি এবং নাড়ী স্পন্দনের ক্রমিক লোপ প্রভৃতি ইহার বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ। নাসিকারন্ধ্র ও গলাভ্যন্তর আক্রান্ত হইলে শুভ্র কিল্লী দৃষ্টিগোচর হয় এবং মুখে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ থাকে। **এরাম্ ট্রাইতেও নাই এসির** জ্বায় নাসিকা হইতে বিদ্যাতী রসনিঃসৃত হওয়ায় ওষ্ঠ হাজিয়া যায়, মুখের ংণ ফাটে এবং শিশু মুখ খুলিতে পারে না। **মিউ এসিডেও** নাসিকা হইতে কতকর এবং তীব্র স্রাব নির্গত হয় ও নাড়ীস্পন্দনের ক্রমলোপ ঘটে।

উদরাময় ও আমরক্ত রোগ।—সাধারণতঃ এই সকল রোগে **নাই এসিডের** বিশেষ কোন খ্যাতি দৃষ্ট হয় না। তথাপি অতিরিক্ত পারদ সেবনে শিশুদিগের অথবা উপদংশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সম্ভানের উদরাময়ে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার বিষ্ঠা সবুজবর্ণ ও আমযুক্ত। অন্ত্রে ডিফথেরিয়াবৎ কিল্লী জন্মিলে টাইফয়েড প্রকৃতির আমরক্তরোগের চিকিৎসাতেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার রোগ প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পায়। উপরিউক্ত রোগের চিকিৎসায় **হিপার সাল্‌ফেই** বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। **মিউল্লিসিয়াম** ইহার অন্ততম ঔষধ।

ফিসার অব্‌ দি এনাস্‌ বা গুহদ্বার বিদারণ।—শরীরের বহির্দ্বারসহ নাইট্রিক এসিডের ক্রিয়ায় যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে ইতিপূর্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কলতঃ গুহদ্বারপার্শ্বস্থ বিদারণরোগে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়াই বিবেচিত হয়। বলদ্বারে স্ফুদ্রাণ কাষ্ঠখণ্ড কুটিয়া থাকার অন্তর্ভূতি ইহার প্রদর্শক।

অত্যন্ত কুছন, মলদ্বারের অনেককাল স্থায়ী সঙ্কোচন এবং আক্রান্ত স্থানের অবদারণ, জ্বালা এবং চন্‌চনি ইহার অস্তিত্ব লক্ষণ ।

রেট্যানিফা—বাতপ্রকৃতির উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদ্বিগের মলদ্বার নিদীর্ণ হইলে ইহা উপকারী । মলদ্বার শুষ্ক থাকে ও তাহাতে স্ফি-বেধবৎ বেদনা হয় । মলদ্বার সঙ্কুচিত এবং মলত্যাগান্তে অনেক সময় পর্য্যন্ত বেদনা ও জ্বালা ; এবং সরলান্ত্রে ছুরিকাঘাতের জ্বায় বেদনা ।

স্যাঙ্কুইনেরিফা নাইট্রেট—সরলান্ত্রে উত্তেজনাবিশিষ্ট চুলকণা ও জ্বালা ।

মীট বা পুরাতন পুয়মেহ ।—পিচকারীদ্বারা এলপ্যাথিকউগ্র ঔষধাদির স্থানিক প্রয়োগ প্রযুক্ত পুয়মেহ বসিয়া যাইলে **নাই এসিডের** লক্ষণ উৎপন্ন হয় । জননেদ্রিয় ও মলদ্বারের চতুর্পার্শ্বে স্লেয়াণ্ডটকা বা কণ্ডিলমেটা জন্মে । অণ্ডকোষে ভয়াবহ বেদনা, স্ফীতি ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা । রোগী অতি কষ্টে দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র ত্যাগ করে । শুষার পরেই প্রায় ইহার প্রয়োগকাল উপস্থিত হয় ।

কেলি আয়ডেটাম—ডাঃ ফ্র্যাংক্লিন মিল্ট রোগে ইহার ৩x ক্রমের বিশেষ প্রশংসা করেন ।

নাক্স ভানিকা—নাক্সধাতুবিশিষ্ট অথবা মত্ত পান্‌ভোজনের অমিতাচারী ব্যক্তিদ্বিগের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রোগে ইহা ফলদ ।

খেতপ্রদর বা লুকরিয়া ।—উপদংশ ও পুয়মেহরোগ-জীর্ণ জ্বীলোকদিগের রোগে **নাই এসিড** উপকারী । ঋতুপ্রান্তের পর অতি উগ্র ও বিদাহী এবং দুর্গন্ধ, পাতলা ও জলবৎ অথবা দড়ি দড়ি, সবুজ কিম্বা কটা বর্ণের স্রাবে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে । অভ্যন্তরীণ জননেদ্রিয়ে ভয়ানক চাপ ও কটিতে বেদনা হওয়ার বোধ যেন জননেদ্রিয় বাহির হইয়া যাইবে । জননেদ্রিয়-প্রদেশে স্লেয়া

গুটিকার বর্তমানতা ইহার বিশেষ প্রদর্শক । ডাং জার এ রোগে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন ।

উপদংশ বা সিফিলিস ।—অবস্থাবিশেষে উপদংশজ অথবা পারদের অপব্যবহারঘটিত বিকৃতিপ্রাপ্ত উপদংশ ক্ষত এবং উপদংশ অথবা পারদ অথবা উভয়ের যৌগিক বিধের ক্রিয়াভীর্ণ শরীরের ক্ষতরোগ আরোগ্যার্থে **নাই এসিড** অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত । ইহার ক্ষতাদি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা পরিচিত । ক্ষত অতি গভীর এবং উৎক্লিষ্ট ও অসমপার্শ্বযুক্ত এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ, সমল ও ক্লেশবৎ, পাতলা পৃথিব্যাবা ; অসমতল এবং ক্ষীত মাংসাস্তুরপরিপূর্ণ ক্ষত হইতে সামান্য স্পর্শে, এমন কি ঔষধ প্রয়োগ করিতেও প্রচুর রক্তস্রাব ঘটে এবং কটক অথবা স্ফুটন কাষ্ঠখণ্ড বেঁধার ন্যায় বেদনার বর্তমানতা নিঃসন্ধিক্রমে **নাইট্রিক এসিড** প্রদর্শিত করে । বাঘিতে (Bubo) পৃথস্কণার উপক্রম । গাত্র এবং মস্তকাঙ্ক নিচয়ের বেদনার আর্দ্র দিবসে বৃদ্ধি । গলদেশের অসমতল ও অসমপার্শ্ব ক্ষতাদিতেও খোঁচাৎ বেদনা । এবং ত্বকে পীতাতকটা অথবা তাম্রবর্ণ কলঙ্ক । গণ্ডমালাসংস্পৃষ্ট ক্ষতে ইহা সাল্ফারের পরে প্রযোজ্য ।

লাইকপোডিয়াম্—গলদেশের ক্ষত, ললাটের ধূসরাত-তাম্রবর্ণ উদ্বেদ এবং জড়ত্বাপন্ন ক্ষত আরোগ্যে ডাং জার ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন ।

টাইফয়েড ফিবার বা সন্নিপাতিক জ্বরবিকার ।—টাইফয়েড জ্বরে অস্ত্রের ক্ষত আরম্ভ হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণে **নাই এসিডের** প্রয়োগ হইয়া থাকে । রোগী অত্যন্ত দুর্বল । সবুজ, ক্লেশযুক্ত, দুর্গন্ধ, কখন কখন কঠিনিস্থত পুয়ের আকার বিশিষ্ট বিষ্ঠার ত্যাগ । প্রচুর উজ্জ্বললোহিতবর্ণ শোণিতস্রাব নিবন্ধন সামান্য

শরীর চালনায় মুর্ছ।। শুভ্র জিহবার স্থানে স্থানে রসবিষিকা কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত, কখন বা জিহ্বা কটাসে ও শুষ্ক। অনেক সময়ে রোগ সহ উপসর্গরূপে নিউমোনিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ফুসফুসের পক্ষাঘাত বশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটাও নিতান্ত বিরল নহে।

আসেনিক—অল্প হইতে কৃষ্ণবর্ণ, জলবৎ রক্তস্রাবসহ উৎকর্ষ ও অস্থিরতা প্রভৃতি বর্তমান থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

পারদঘটিত বিকার বা ইন্ এফেক্টন্ অব মার্কারি।—পারদের অপব্যবহার নিবন্ধন রোগারোগো অথবা পারদ ঘটিত জীর্ণ স্বাস্থ্য সংস্কারে **নাইট্রিক এসিড** সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। রোগী অত্যন্ত উত্তেজনাগ্রবণ, অস্থির এবং উৎকর্ষাযুক্ত। উত্তেজনা বশতঃ রোগী শাপ দিতে ও শপথ করিতে থাকে। অস্থিবেষ্ঠের বেদনা, চক্ষুপ্রদাহ, **কর্ণিহা** ভেদকারী ক্ষত, যুট্টেকিয়ান্ টিউব ও কর্ণের প্রতিশ্রাব্য নিবন্ধন বধিরতা, লালাস্রাব, গলক্ষত, সাধারণ অস্থিরতা, বিশেষতঃ কর্ণের ম্যাট্রাইড প্রসেস বা চূচকপ্রবন্ধন-অস্থির ক্ষত এবং আমরক্ত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রোগ উৎপন্ন হইলে রোগী অতি শোচনীয় অবস্থাগ্রস্থ হয়।

পুষশোথ বা এব্‌সেস।—উপদংশরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের গ্রন্থিসন্নিহিত, বিশেষতঃ কক্ষতল ও কুচকির গ্রন্থির চতুঃপার্শ্বস্থ উপাদানের পুষশোথ রোগে পুষ দুর্গন্ধ, বিদাহী এবং সমল ও পীতবর্ণ থাকিলে **নাই এসিড** তাহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

কেলি আয়ডেটাম্—উপদংশ রোগগ্রস্ত ও গওমালা শত্রুর ব্যক্তিদিগের পুষশোথ রোগে ইহাও অত্যন্ত উপকারী ঔষধ।

ফস্‌ফরাস্—ইহা অস্থ্যাপাদানের পুষশোথ রোগের ঔষধ। **অক্সাম, এসাফিকটীডা, পাল্‌সেটীলা, ক্যাঙ্কে-রিসা ফস্‌ফরিকা, ক্যাঙ্কেরিসা আয়ডিক।** এবং **অ্যাক্স্যানাম্** প্রভৃতিও ইহার বিশেষ ঔষধ মধ্যে গণ্য।

লেকচার ৪০ (LECTURE XL.)

মিউরিএটিকাম এসিডাম (Muriaticum Acidum)।

প্রতিনাম।—হাইড্রক্লরিক এসিড। হাইড্রজেন ক্লরাইড।

সাধারণনাম।—মিউরিএটিক এসিড।

প্রয়োগরূপ।—এক ভাগ এসিড ও দুইভাগ পরিষ্কৃত জল মিশ্রিত করিলে ১x ক্রম প্রস্তুত হয়। ২x ক্রমও পরিষ্কৃত জলে এবং ৩x ক্রম হইতে, তদুর্ধ্ব যাবতীয় ক্রম আলকহল দ্বারা প্রস্তুত হয়।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—৩x, ৩০ এবং ২০০ ইত্যাদি ক্রম পর্যন্ত সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। ইহার নিম্ন ও উচ্চ ক্রমেও প্রয়োগ হইতে পারে।

সম্বন্ধ।—মিউরিএটিক এসিডের কার্যপ্রতিষেধক—ব্রায়, ক্যাম্ফর। বিষমাত্রায় কার্বনেট অব্ সোডা, লাইম বা চূর্ণ অথবা ন্যায়েসিয়া ও আপ মেডিসিনেলিস।

মিউরিএটিক এসিড যাহার কার্যপ্রতিষেধক—ওপি।

মিউরিএটিক এসিড যাহার পরে সফলপ্রদ—ব্রায়, রাস্।

অহিফেন ও তাম্বকুটের অমিতব্যবহার প্রযুক্ত পেশীদুর্বলতা মিউরিএটিক এসিড আরোগা করে।

তুলনীয় ঔষধ।—এমন কার্ব, আস্, এরাম ট্রাই, ব্যাপ্টি, ক্যাক্সে কার্ব, কার্বলিক এসি, লাইক, নাই এসি, কস্, পাল্‌স্, রাস্, সিপি, সাল্‌ফ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপচায়ক লক্ষণ।—কৃষ্ণকেশ, কৃষ্ণচক্ষু এবং কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিদ্বিগের পক্ষে উপযোগী।

উত্তেজনাপ্রবণ, সহজে ক্রোধনশীল এবং অসহ্য (নাক্স) ব্যক্তি; বাহারী অস্থির থাকে এবং বাহাদিগের শীতঘর্ষণ হয়।

অত্যধিক দুর্বলকর রোগ, রোগী কেঁকায়, বিরক্ত হয় ও অচেতন থাকে ।

অল্পপথের ক্ষতে ভেঁকেয় ছাতির ঝায় মাংস বৃদ্ধি এবং অল্পে অলীক ঝিল্লীর সংস্থিতি ।

অত্যধিক দুর্বলতা বশতঃ রোগী উঠিয়া বসিলেই চক্ষু মূদ্রিত হয় ; শয্যার উপধানের বিপরিত পার্শ্বে হড়কাইয়া যায় ; এবং অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে ।

রোগীর মুখ এবং মলদ্বারই বিশেষরূপে আক্রান্ত ; জিহ্বা ও মলদ্বারের সঙ্কোচনী পেশীর অবশতা ।

ডিফথিরিয়া, স্কাইলটিনাক্ত, ক্যান্সার বা কর্কট প্রভৃতি মুখের উৎকট রোগে, মুখ গভীর, ছিদ্রকারী এবং কৃষ্ণবর্ণতলযুক্ত ক্ষত দ্বারা আবৃত ; রোগী ভয়ানক দুর্বল ও নিঃশ্বাস ঘৃণাজনক দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ।

রোগীর পক্ষে মাংসের বিহীন মনে উদয় হওয়া অথবা তাহার দৃশ্য অসহনীয় (নাই এসি) ।

অর্শের বর্তমানতা বা অভাব যে কোন অবস্থাতেই মলদ্বার স্পর্শসহিষ্ণু ; ঋতুস্রাব কালে মলদ্বারের টাটানি ।

অর্শের বলী ক্ষীণ ও নীলাভ এবং স্পর্শে বেদনায়ুক্ত । শিশুদিগের হঠাৎ অর্শ জন্মে । অর্শ এতই টাটানিযুক্ত যে সামান্য স্পর্শ, এমন কি গাত্রবস্ত্রসংস্পর্শও অসহনীয় । মত্রত্যাগ করিতে অর্শের বলীর স্থলন (ব্যারা ক) ।

উদরাময়ে মূত্রত্যাগ করিতে এবং বায়ু নিঃসরণ কালে (এলোজ) অনৈচ্ছিক মলত্যাগ ; মলত্যাগ ব্যতীত মূত্রত্যাগে অশক্ততা (এলুমি) ।

মূত্রস্থালীর দুর্বলতাবশতঃ অনেক সময় অপেক্ষা করার পর ধীরে মূত্র নিঃসরণ ; উদরে চাপ দিলে মূত্র ত্যাগ এবং মলদ্বার বহির্নিষ্কাশিত হয় ।

অনেনেজিয়ে সামান্য স্পর্শ, এমন কি বস্ত্রসংস্পর্শও রোগী সহ্য করিতে পারে না (মার, প্ল্যাটি) । মুখে দ্রবকম্পের অসুভূতি । শরীরে চিত্র বিচিত্র দাগ ; সূর্য্যতাপ নিবন্ধন পামা রোগ জন্মে ।

রোগকারণ ।—সোরাহুযিত ব্যক্তিদিগের সাধারণ আহার্যাদির ব্যভিচারপ্রযুক্ত পরিপাক বিকার ও অভ্যস্ত শ্রাব এবং উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া ইহার রোগের কারণ মধ্যে গণ্য ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—মিউরিএটিক এসিড মূলতঃ গ্রন্থিল স্নায়ু-মণ্ডল আক্রমণ করিয়া তদ্বারা গৌণভাবে শোণিত, ত্বক্, এবং পরিপাক যন্ত্রপথ, বিশেষতঃ মুখ ও মলদ্বারাংশের রোগজ পরিবর্তন উৎপন্ন করে । ইহা শোণিতের যে রূপাবস্থা উপস্থিত করে তাহাতে সংযামকতার (coagulability) বৃদ্ধি এবং বিশ্লেষণপ্রবণতা উৎপন্ন হয় । পরিপাকযন্ত্রপথের শৈল্পিক বিলোতে ইহা প্রবাহ ও কৃত উৎপন্ন করে এবং ইহার ক্রিয়ায় তাহাতে একরূপ ধূসরাভশুল্ল নিধোঁস সংস্থাপিত হয় । জীবনীশক্তির অবসাদকর, পচনযুক্ত বা টাইফয়েড জরাদির জ্বায় দুর্বল লক্ষণাদি উৎপন্ন করা ইহার ক্রিয়ার প্রকৃতিগত ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ ।—**নাইট্রিক** এবং **সাল্ফুরিক** প্রভৃতি খনিজ এসিডের জ্বায় **মিউরিক্বেটিক এসিড**ও অমিশ্র অবস্থায় জান্তব-উপাদানের ধ্বংস সাধন করে । সদৃশমতের চিকিৎসাসহ বস্ত্র বিশেষের স্থানিক প্রয়োগোৎপন্ন ক্রিয়ার বিশেষ কোন সন্দেহ না থাকিলেও ঔষধ পরীক্ষার্থ স্থানিক দাহিকাশক্তি-হীন এসিডের দ্রব স্বল্প মাত্রায় সেবনের ফলেও আমরা ত্বকে এবং পরিপাক যন্ত্রপথে, বিশেষতঃ মুখগহ্বর ও মলদ্বারাংশের শৈল্পিক

কিন্তু ইহার টিসুধসকল কার্যের নিদর্শন স্বরূপ প্রদাহচিহ্ন ও কত দেখিতে পাই। **মিউরিএট্রিক এসিড** টিসু ও রক্ত-রসাদির অতি গভীর পচনকর বা টাইফয়েড পরিবর্তনকারী বস্তু। টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতির অতি শোচনীয় অবস্থায় ইহার উপকারিতায় আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। জিহ্বার কর্কট বা ক্যান্সার রোগের অবস্থাবিশেষে এতদ্বারা উপকার হওয়ায় ইহার ক্রিয়ার সাংঘাতিকতা বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। ইহার ক্ষতাদির কৃষ্ণবর্ণ ও বিকট দৃশ্য, স্রাবাদির বিবর্ণ, অধিকতর তরলতা এবং উগ্র, বিনাহী গুণ এবং শোণিতের পচনশীলতা ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতিও উপরি উক্ত টাইফয়েড ও পচনক্রিয়া এবং সাংঘাতিকতার পরিচয় প্রদান করে। স্নায়ুশুলে ইহা বিবিধ ক্রিয়া প্রকাশ করে। প্রাথমিক ক্রিয়াফলে রোগীর মানসিক, ঐন্দ্রিয়িক এবং শারীরিক উত্তেজনা প্রবণতা ও খিটখিটে ভাব হয়, ইন্দ্রিয়াদি আগন্তুকবিষয়ে অসহিষ্ণু ভাব ধারণ করে এবং পার্শ্ব পরিবর্তনাদি দ্বারা রোগী শারীরিক অস্বস্তি প্রকাশ করে। মানসিক, ঐন্দ্রিয়িক এবং শারীরিক অসহিষ্ণুভাবসহ প্রভূত দুর্বলতাই (দুর্বলাত্মক সবলতা) **মিউরিএট্রিক এসিড** লক্ষণের বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে। **মিউ এসিডের** নিম্নলিখিত যান্ত্রিক লক্ষণাদির প্রকৃতিতে আমরা তাহাই দেখিতে পাইয়া থাকি। ইহার ক্রিয়ার শেবাবস্থায় রোগীর সংজ্ঞানাশ হয় এবং তাহার শারীরিক শোচনীয় দুর্বলতাসহ জিহ্বা ও মলদ্বাররক্ষক সঙ্কোচনৌ পেশী প্রভৃতির অবণতা জন্মে।

মানসিক বিকার বশতঃ অসহিষ্ণুতা, ক্রোধপ্রবণতা এবং মস্তান্তিক দুঃখ জন্মে। রোগী খিট খিটে হয় এবং শারীরিক অস্বস্তি বশতঃ অনবরত পার্শ্বপরিবর্তন করে। ভবিষ্যৎ বিষয়ে উৎকণ্ঠা প্রযুক্ত কখন বা দুঃখিত ও মৌনী রোগী স্থির ভাবে বসিয়া থাকে। মৌনভাব। রোগী মস্তক নত করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া থাকে। অচৈতন্য। কেঁকানী।

মস্তিষ্কীয় অল্পভূতিশক্তি বিপর্যস্ত হওয়ায় শিরোগূর্ণন হইয়া রোগী হাঁটিতে টলে, ভ্রমণে ইহার কৰ্ণাঞ্চঃ বৃদ্ধি হইলেও তাহাতে শিরঃশূলর উপশম হয়। পূর্বাঙ্ক ১১টার সময় দক্ষিণ পার্শ্বে অথবা চিৎভাবে শয়ন করিলে শিরোগূর্ণন ও বিবমিবার বৃদ্ধি। গ্রন্থিস্ফীতিসহ মস্তক পশ্চাতের গুরুত্ব জন্মিলে কাপসাদৃষ্টি, কিছু দেখার চেষ্টায় বৃদ্ধি।

শিরঃশূল নিবন্ধন বোধ যেন মাস্তক ছিন্ন অথবা ঘৃষ্ট হইয়াছে। মস্তকপশ্চাতের গুরুত্ব। মস্তকের অসাড়তা এবং নিদ্রার অল্পভূতি। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের অস্থিতে ছিন্নবৎ বেননা।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিকার ঘটায় বস্তুর লক্ষ্যভাবে অর্ক দৃষ্টি। মস্তক-পশ্চাতে বেদনা হওয়ায় অস্পষ্ট দৃষ্টি। কর্ণ মলহীন ও শুষ্ক শব্দের শ্রবণশক্তি, শ্রবণশক্তির হ্রাস, রজনীতে কর্ণে বিদারণবৎ কড় কড় শব্দ; দক্ষিণ কর্ণে রোগ অধিকতর। রসনেন্দ্রিয়-বিকার বশতঃ সকল বস্তুতেই ম্লিষ্টাশ্বাদ। মুংলালার আব বুদ্ধিসহ মুখে পচা ডিম্বের গায় উগ্র ও পচা আশ্বাদ।

অল্পভূতিদ স্রাব্য বিকৃত অবস্থা প্রযুক্ত শরীরের স্বভাবসিদ্ধ উদ্ভেজনাশ্রবণতাব অভাব। সমস্ত শরীরে ছিন্নবৎ ও স্থিতিবেবৎ বেদনা। সন্ধিনিচয়ের ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

গতিদ স্রাব্য বলক্ষয় নিবন্ধন রোগীর শয্যাগত অবস্থা। অত্যধিক দুর্বলতা বশতঃ রোগী উপবেশন করিলেই চক্ষু নিম্নীলিত হয়, নিম্ন চুয়াল বুলিয়া পড়ে এবং শয্যার পদপ্রান্তে গড়াইয়া যায়। শরীর গুটাইয়া থাকে। অঙ্গসীমার নীতলতা। জিহ্বা এবং মলদ্বারের সঙ্কোচনী পেশীর অবশতা।

মুখমণ্ডল লোহিত বর্ণ; মুখ, ললাট এবং ললাটপার্শ্বের দুসকৃড়িতে মাষড়ি জন্মে। মুক্ত বায়ুমধ্যে ভ্রমণকালে মুখমণ্ডলে তাপ এবং গণ্ডে উজ্জ্বল বক্তমা, পিপাসা থাকে না। অধঃ চুয়াল বুলিয়া পড়ে।

চক্ষুরকা লক্ষিত । চক্ষুর অভ্যন্তরকোণের চন্ চনি ও চুলকানি ।
ক্ষুপ্ত লোহিতবর্ণ ও ক্ষীত । চক্ষুর বাহিরে সূচিবোধের অহুভূতি ।

কর্ণশূল ও কর্ণের চাপবৎ বেদনা । চন্চনি, বিড়বিড়ি ও শীতলতাসহ
বেদনার কর্ণ হইতে মুর্দ্ধায় প্রধাবন এবং ললাটপার্শ্বে ছিদ্র করার ত্রায়
তীক্ষ্ণ বেদনা । কর্ণে কৃষ্ণবর্ণ খোইল ও গুণ গুণ শব্দ ।

নাসিকা হইতে উগ্র সর্দির স্রাবে নাসিকার চুলকানি, লব্ধসরি ও
ইটিচি । নাসিকার অনেককাল স্থায়ী রক্তস্রাব ।

শ্বাসযন্ত্রের সর্দি নিবন্ধন স্বরভঙ্গ ও বন্ধের অবদারণ ভাব ।

গোঁ গোঁ করিয়া কৌকানি শব্দযুক্ত গভীর শ্বাস প্রশ্বাস ও মধ্যে মধ্যে
দীর্ঘশ্বাস । বোধ যেন শ্বাসপ্রশ্বাস আমাশয় হইতে আসিতেছে । শ্বাসকৃচ্ছ
এবং বন্ধের সংকোচন ।

মুখমণ্ডল উষ্ণ, বন্ধের ষড় ষড়িসহ কর্কশ কাসি ও পরে আমাশয়ের
খল্লী । ছপশব্দক কাসি ।

অত্যধিক শরীরচালনায় এবং দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে বন্ধের এবং হৃৎপিণ্ডের
সূচিবোধবৎ বেদনা, ফুসফুসে জ্বালাযুক্ত সূচিবোধহুভূতি । ষ্টার্ণাম্ অস্থিতে
আততভাব ও বেদনা । তাহাতে বিদ্ধ করার ত্রায় এবং আঘাতিত হওয়ায়
ত্রায় বেদনা ।

মুখমণ্ডলে হৃৎকম্পের অহুভূতি । হৃৎপিণ্ডে সূচিবোধবৎ বেদনা ।

নাড়ী ধীরগতি, দুর্বল এবং সময়ে ক্ষণলোপবিশিষ্ট ; দিবসে ধীর
গতি, রজনীতে অধিকতর দ্রুত ।

পরিপাক যন্ত্ররোগ বশতঃ ওঠের পাখের অবদারণ ভাব । মুখপাখের
ফুসফুড়িতে মামড়ি । নিম্নোষ্ঠ ক্ষীত, তাহাতে শুক্ল ও জ্বালা বোধ ।
শীতল পানীয়ে দস্তশূল এবং দস্তশূলসহ কর্ণের বেদনা । তাপে দস্তের
চন্চনি বেদনার হাস । ক্ষীত দস্তমাড়ী, রক্তস্রাবযুক্ত দস্তকত ।
দস্তাধার-কোটর হইতে দস্ত উচ্চ হইয়া উঠে ।

জিহ্বার সীসকবৎ গুরুত্ব বশতঃ কথা বলার ব্যাঘাত ; জিহ্বা হাজায়ুক্ত ও শক্তিহীন বোধ। জিহ্বা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত। বেদনায়ুক্ত এবং নীলাভ জিহ্বায় কৃষ্ণবর্ণতলযুক্ত গভীর ক্ষত এবং জ্বালাময় রস-বিস্তার।

ওষ্ঠ এবং মুখের শ্লেষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহযুক্ত, লোহিতবর্ণ, ক্ষতবৎ-বেদনাবিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদাটে বিন্দুদ্বারা আবৃত ; প্রাণাসবায়ু দুর্গন্ধবিশিষ্ট। লালগ্রন্থি ক্ষীত ও স্পর্শে বেদনায়ুক্ত।

গলদেশের ও গল-গহ্বর (Fauces) শ্লেষ্মিক ঝিল্লী কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণভলোহিত ও ক্ষীত এবং জ্বালাযুক্ত ; তাহাতে অবদারণ ভাব এবং জ্বালাসহ চনচনি ; তাহা ধূসরাভস্তম্ভ ও ডিম্বাধিরিয়ারৎ আগন্তুক ঝিল্লী আবৃত। উপজিহ্বা ও টনসিল গ্রন্থির ক্ষীতি। গলমধ্যে অনেক লাল লক্ষণে রোগীরা গলাধঃকরণে বাধ্য। গলাধঃকরণের চেষ্টায় গলার ভয়ানক আক্ৰমণ ও গলরোধসহ নিঃশ্বাসের অবরোধ।

অত্যধিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। মাংসে অনিচ্ছা। শ্বাসারযুক্ত পানীয়ে অস্বাভাবিক স্পৃহা।

পচা ও তিক্ত উদ্গার। কাসি ও উদ্গারসহ বমন ; অনিচ্ছা সহেও গেলা আইসে ; আমাশয়স্থ বস্তুর অগ্ননালী পথে উদ্গারণ ও কখন কখন আমাশয়ে পুনঃ প্রবেশ।

ক্ষুধাহীনতা। আমাশয় ও অগ্ননালীর শূণ্যতাব আহারে নিবৃত্ত হয় না।

কুশ্লিদেশের আতত ভাব ও চাপ লাগার অহুভূতি। অগ্নাহারেই উদরের পূর্ণতা ও বিস্তৃতি ; উদরের ডাক এবং শূণ্যতাব। উদরের খল্লী।

মূত্রত্যাগকালে গুদ-ভ্রংশ। জ্বালা এবং টাটানিযুক্ত, ক্ষীত, নীলবর্ণ এবং আত্মরয়ে গুহবৎ অর্শ নিষ্কাশিত। কোমল বিষ্ঠাত্যাগেও সরলাস্ত্রে এবং গুহদ্বারে 'চনচনি। অস্ত্রের শক্তিস্বাস বশতঃই যেন মলত্যাগে

কষ্ট; মূত্রত্যাগকালে অনৈচ্ছিক পাতলা ও জলবৎ বিরেচন, পরে মলদ্বারে চনচনি ও জ্বালা।

অবস্থা বিশেষে পুনঃ পুনঃ অধিক অথবা অল্প পরিমাণ মূত্রত্যাগ। মূত্রস্থলীর দুর্বলতা বশতঃ অনেক সময় অপেক্ষা করার পর, ধীরে মূত্র নিঃসরণ, মূত্রস্থলীতে চাপের সহিত মূত্র নির্গত করিতে মলদ্বারের বর্হিনিক্ষেপণ। অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ। মূত্র লোহিতবর্ণ, উগ্র ও দুষ্ক-বৎ। মূত্রত্যাগকালে জ্বালা ও কষ্টজনক বেদনা, পরে মূত্রনালীর কুস্থন।

পুংজননেদ্রিয়বিকার বশতঃ ধ্বজভঙ্গ। জননেদ্রিয় দুর্বল ও শিথিল। জলবৎ ও রক্তযুক্ত পুরাতন পুয়মেহ। অণ্ডকোষবেষ্টের চুলকনা, চুলকাইলে উপশম হয় না। লিঙ্গমুণ্ডহক্ ক্ষতযুক্ত।

স্ত্রীজননেদ্রিয়ে চাপ নিবন্ধন বোধ যেন ঋতু হইবে। ঋতু অতি শীঘ্রাগত ও প্রচুর হওয়ায় রোগিনী হতাশ ও যোনী, যেন শীঘ্র মৃত্যু ঘটিবে; উদরশূল এবং টাটানিযুক্ত অর্শ। তাহা হইতে পচা শ্রাব হয় এবং রোগিনীর সাধারণ দুর্বলতা ঘটে। স্ত্রী-জননেদ্রিয়ের সামান্য স্পর্শ, এমন কি বস্ত্রসংস্পর্শও সহ হয় না। পৃষ্ঠবেদনা, মলদ্বার এবং অর্শের বেদনাসহ শ্বেতপ্রদর।

মোচড় লাগার ত্রায় অথবা অনেক সময় নত হইয়া থাকার ত্রায় গ্রীবাতে চাপবৎ বেদনা। কটিদেশে চাপ ও আকৃষ্টবৎ এবং ক্লান্ত হওয়ার ত্রায় বেদনা। মেরুদণ্ডের অধঃসীমার অস্থির (Os Coccyx) বেদনা।

হস্তের, বিশেষতঃ প্রকোষ্ঠাংশের গুরুত্ব। হস্ত এবং অঙ্গুলির পৃষ্ঠে মামড়িবৎ উদ্ভেদ। রক্তনীতে অঙ্গুলির অসাড়তা, শীতলতা এবং বিন্‌বিন্‌নিরভাব। অঙ্গুলিসীমার ক্ষীতি এবং জ্বালা। করতলের কণ্ডুয়ন।

বিশ্রামকালে অঙ্গনিচয়ের জ্বালা । চালনায় সমুদয় সন্ধিরই ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি । বাহ্যর এবং জাম্বুসন্ধির চাপবৎ আকৃষ্টতা ।

উরুর দুর্বলতা বশতঃ রোগী চলিতে টলে । মলদ্বারের চুলকনাসহ দক্ষিণ উরুর বেদনা । অধঃঅঙ্গের শোথ ও বিদ্ধ হওয়ার ভ্রায় বেদনা । অধঃঅঙ্গাদির অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ । অধঃঅঙ্গাদির পচাক্তের পার্শ্বেরজ্বালা, পদদ্বয়ের শীতলতা ; পদ নীলবর্ণ । পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ ক্ষীত, লোহিতবর্ণ ও জ্বালাযুক্ত ।

ত্বকে শঙ্কযুক্ত বা খুঁকিবিশিষ্ট উদ্বেদ । জড্বাত্বক বেদনায়ুক্ত ও তাহাতে পচা ক্ত, ক্তের চতুর্দিকের জ্বালা । ত্বকে গভীর, পচনশীল, মৃতমাংসায়ত এবং বেদনায়ুক্ত ক্ত ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।

প্রগাঢ় দুর্বলতা ।—প্রভূত^৪ দুর্বলতাপ্রধান ঔষধের মধ্যে মিউরিসেটিক এসিড অতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে । গভীর দুর্বলতায় ইহা কার্যকর ভেজসহ তুলনীয় হইলেও টাইফয়েড অবস্থাপন্ন রোগের সংজ্ঞাহীনতা ও অস্থিরতা প্রভৃতি মস্তিষ্ক লক্ষণ দ্বারা ইহা প্রধানতঃ প্রভেদিত হয় । নিম্নলিখিত কতিপয় গভীর দুর্বলতামূলক বিশেষ লক্ষণ দ্বারা মিউ এসিড শক্তিশীনতা পরিষ্কৃত হয় এবং তদ্বারাই ইহা রোগচিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে বলিয়া উপরিউক্ত বিশেষ দুর্বলতা মিউ এসিড প্রদর্শক স্থানীয় । আর্সেনিক, কল্‌চিকান প্রভৃতি অত্যাশ্রয় এসিদ্ধ দুর্বলকর ঔষধ হইতেও ইহা এতদ্বারা প্রভেদিত । মিউরিসেটিক এসিডের প্রধান প্রয়োগস্থলই টাইফয়েড জ্বর । এক্ষণে নিম্নলিখিত অধিকাংশ লক্ষণেরই পার্থক্য টাইফয়েড জ্বরে দৃষ্টিগোচর হয় ।

ক । প্রলম্বিত অধঃ চ্যুতাল ।—চ্যুতালের আকৃষ্টতা পেশীর

শক্তিহীনতা মিউ এসিরোগে অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়ার কারণ। ওপিয়াম, আর্সেনিক এবং ল্যাকেসিসেও অবস্থাবিশেষে এই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রথম ঔষধে ইহার সহিত বন্ধের ঘড় ঘড়ি ও নালিকাধ্বনি, দ্বিতীয়ে ভয়াবহ অস্থিরতা, উৎকর্ষ ও সজ্ঞানতা, তৃতীয়ে বহুভাবিতা ও গাত্রের, বিশেষতঃ গলদেশ ও উদর প্রভৃতির অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণুতা মিউ এসির বর্তমান এবং পূর্বো-
ল্লিখিত অগাঢ় প্রদর্শক লক্ষণ হইতে ইহাদিগকে প্রভেদিত করে।

খ। শয্যায় পদপ্রান্তে হড়্কাইয়া যাওয়া।—ইহাও একটি প্রভূত দুর্বলতাপ্রকাশক লক্ষণ। রোগী দুর্বলতার প্রায় শেষ সীমায় উপনীত হওয়ায় উপাধানে মস্তক রক্ষায় ক্ষমতাহীন হয়, মস্তক উপধান হইতে নমিয়া পড়ে ও রোগী শয্যায় পদপ্রান্তে হড়্কাইয়া ঘাইয়া শরীর ওটাইয়া থাকে। জিহ্বামেও এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অধঃঅঙ্গের চঞ্চলতা প্রভেদক রূপেবর্তমান থাকে।

গ। মূত্রত্যাগকালে অনৈচ্ছিক মলনিঃসরণ।—
ইহাও মলদ্বাররক্ষক পেশীর শোচনীয় দুর্বলতার পরিচয়। মূত্র-
ত্যাগের সামান্য বেগেই শিথিল মলদ্বার বিষ্ঠার অবরোধে অক্ষম হয়।
ফলতঃ মলদ্বারসম্বিহিত অগাঢ় যন্ত্রেরও দুর্বলতা ঘটিয়া থাকে। সহজে
মূত্রত্যাগ হয় না। মূত্রস্থালীর দুর্বলতা বশতঃ অনেক সময় অপেক্ষা
করিলে ধীরে মূত্রত্যাগ হইতে থাকে। মূত্রত্যাগ জন্ত
মূত্রস্থালীতে চাপদিলে শিথিল মলদ্বার স্থূলিত হয়। মূত্র-
স্থালীর ঐবাপেশীর দুর্বলতানিবন্ধন অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ।

মূখগহ্বরলক্ষণ—শুষ্ক-চর্ম্যবৎ এবং ক্ষয়প্রাপ্ত ও সঙ্কুচিত
জিহ্বা; জিহ্বার পক্ষাঘাত বশতঃ বাক্রোধ এবং মুখ-
গহ্বরসংসৃষ্ট প্রদেশে ক্ষত ও অলীকঝিল্লীর সংস্থান।—

এক্লপ শোচনীয় জিহ্বালক্ষণ অত্র কোন ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা রোগের অতি সাংঘাতিক অবস্থার পরিচয়। জিহ্বার পক্ষাঘাত, ঔষধের পূর্বকথিত দুর্বলতার অন্ততম স্থানিক লক্ষণ। ইহাতে রোগীর জ্ঞান থাকিলেও বাক্যস্ফূর্তি হয় না। **মিউ এসিড** মুখকত শরীরের অতি দূষিত ও সাংঘাতিক অবস্থা প্রকাশ করে। মুখগহ্বরের সর্বস্থানেই ইহা উৎপন্ন হয়। এই ক্ষত গভীর ও আক্রান্ত স্থানের ধ্বংসকর হওয়ায় জিহ্বা এবং গণ্ডাদিতে বিদারণ ঘটতে পারে। ক্ষতের তলদেশ ও ভূমি নুন্যাধিক কৃষ্ণবর্ণ। প্রশ্বাস হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। টাইফয়েড এবং ম্যালেরিয়াজ্বর ইত্যাদিতে রক্তের পচা ও হীনাবস্থা বশতঃ “মায়ুরকির ঘা” বা ক্যাংক্রাম অরিস এবং ডিক্‌থিরিয়া প্রভৃতি রোগের মারাত্মক ক্ষত রোগীর অতি সাংঘাতিক অবস্থা জ্ঞাপন করে। কখন কখন ইহার ক্ষত ভয়াবহ ক্যান্সার রোগে পরিণত হয়। জিহ্বার শিথিলতা, বৃহদায়তন ও পার্শ্বে দন্তের ছাপ, অজস্র দুর্গন্ধ লালান্দ্রাব এবং ঘর্ম প্রভৃতি দ্বারা **মাকু'রিস্যাসেনর**, কিনারার অসমাবস্থা, মাংসাঙ্কুরের অতি বৃদ্ধি এবং প্রধানতঃ কণ্টক বেধবৎ বেদনা দ্বারা **নাই এসির** ক্ষত, **মিউ এসির** ক্ষত হইতে প্রভেদিত হয়।

চিকিৎসা।

ডিক্‌থিরিয়া বা **মারাত্মক স-বিল্লিক গলকত**।—**মিউরিস্যোটিক এসিড** ডিক্‌থিরোরোগের অতি সাংঘাতিক অবস্থার ঔষধ। দুর্বলতা এবং বিবাক্ত শোণিতের অতি পচিত অবস্থা প্রযুক্ত চরমদশাগ্রস্ত রোগীর ঔষধ মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। পূর্ববর্ণিত দুর্বলতা ও নাসিকা হইতে কৃষ্ণবর্ণ, পচা শোণিতস্রাব ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। **প্রশ্বাসের** পুতিগন্ধ; **উপজিহ্বা** ও **গলগহ্বরের** (ক্যারিংস) **পক্ষাঘাত** এবং **টনসিল্‌গ্রন্থিতে** পীতাত্ত্বস্রবণের সংস্থিতি বা আগন্তুক

আবরণের বর্তমানতা ; নাসিকা হইতে ক্ষত কর, পাতলা শ্রাব ; জিহবার শুষ্কতা ; ওষ্ঠের শুষ্কতা ও বিদারণ এবং নাড়ীর দুর্বলতা ও ক্ষণ-লোপ প্রভৃতি ইহার অন্যান্য লক্ষণ । ইহার রোগে মূত্রে শ্বেত লালা বা এলুমেন দৃষ্ট হয় ।

যক্ষ্ম রোগ—সিরসিস্, ড্রুপি'সি বা জলশোথরোগ ।—

যক্ষ্মের সিরসিস্ রোগ সিবন্ধন উদরি প্রভৃতি শোথরোগের শেষাবস্থায় টাইফয়েড্ লক্ষণ উপস্থিত হইলে মিউ এসিডের প্রয়োগ হইতে পারে । রোগের চরমাবস্থায় শীর্ণ রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত ও চৈতন্যহীন হয় । মুখ শুষ্ক ও ক্রতযুক্ত থাকে এবং অনৈচ্ছিকরূপে জলবৎ, দুর্গন্ধ মল নিঃসারিত হয় । আমাশয়ের দুর্বলতা গুপিচ অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত ভুক্ত বস্তুর বমন হইয়া যায় । রোগ অসাধ্য হইলেও উপরিউক্ত লক্ষণে ইহার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ উপশমের প্রত্যাশা করা যায় । যক্ষ্মের রোগেও মিউ এসিড প্রয়োগিতা উপস্থিত হয় ।

নাইট্র মিউ এসিড—উপরিউক্ত রোগ সিবন্ধন অজীর্ণাদি লক্ষণে ইহারও প্রয়োগ হইয়া থাকে ।

অর্শরোগ বা হিমরয়েড্‌স্, পাইলস্ ।—বৃদ্ধদিগের অর্শ রোগে মিউ এসিড উপকারী ঔষধ । মলদ্বার এবং অর্শের বলি এতাদৃশ স্পর্শসহিষ্ণু ও টাটানিযুক্ত যে তাহাতে সামান্য স্পর্শ, এমন কি বস্ত্রসংস্পর্শ পর্য্যন্তও সহ হয় না । স্ফীত ও নীলবর্ণ অর্শ আকুর গুচ্ছবৎ বহিনিঃক্রান্ত হয় । উষ্ণজলের স্থানিক প্রয়োগে ইহার অর্শের যন্ত্রণার উপশম এবং শীতল জল প্রয়োগে বৃদ্ধি ।

টাইফয়েড্ ফিবার বা সন্নিপাতিক জ্বরবিকার ।—

গতীরতর দুর্বলতাই টাইফয়েড্‌জ্বরে মিউ এসিডকে আমা-দিগের স্বরণপথে আনয়ন করে । প্রথালবায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত

এবং নৈমিত্তিক ঝিল্লীতে কৃত জন্মে । লালগ্রন্থি ক্ষীণ, স্পর্শ বেদনায়ুক্ত এবং মুখগহ্বর কৃতবৎ টাটানিবিশিষ্ট হয় । ইহা রোগের চরমাবস্থার ঔষধ ; রক্ত রসাদি পচিৎ ও রোগী দুর্বলতার শেষসীমায় উপনীত হইলে ইহাই আমাদিগের প্রায় একমাত্র ভরসা স্থল । রোগীর এতদ্বশ শক্তিস্থানি ঘটে যে রোগী উপাধানে মস্তক রক্ষায় অশক্ততা বশতঃ হড়কাইয়া শয্যায় পদপ্রাপ্তে যায় । অনৈচ্ছিক মলমূত্রের ত্যাগ । জিহবার ক্ষয় ও শুষ্কতা প্রযুক্ত কথা কহিবার চেষ্টা করিলে তাহা মুখমধ্যে ফু ফু করিতে থাকে । কখন কখন তাহার পক্ষাঘাত নিবন্ধন বাকরোধ ঘটে এবং অধঃচ্যুত বুলিয়া পড়ে । হৃৎস্পন্দন অতি ক্লীণ ও অনিয়মিত । নাড়ীর প্রত্যেক তৃতীয় আঘাতের লোপ ইহার বিশেষ প্রকৃতির জাপক । শব্দাকৃত জন্মে এবং শরীরের স্থানে স্থানে কালশিরা ও গুল্ফসন্ধিতে শোথ দৃষ্ট হয় ।

টাইকয়েত প্রকৃতিবিশিষ্ট জরের প্রভূত দুর্বলতায় মিউ এন্সিসহ আর্স এবং ফস্ এন্সিস তুলনা শিক্ষাপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হয় । ভয়াবহ উৎকর্ষা এবং অস্থিরতা আর্সেনিকের, মানসিক অবসাদ ফস্ এন্সিস, এবং অস্থিরতা ও মানসিক উত্তেজনা প্রবণতার পরে সংজ্ঞাহীনতা এবং শোচনীয় পেশী দুর্বলতা মিউ এন্সিস বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে । দুর্বলতা ঘটিত অবস্থাদের পূর্বগামী অস্থিরতায় ইহা আর্সেনিক ভয়াবহ অস্থিরতা এবং রাইসেন উপশমপ্রদ অস্থিরতাসহ কোন অংশেই তুলনীয় নহে । মানসিক অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত রোগী কথা কহে না ; মস্তিষ্কের দুর্বলতা বশতঃ চিন্তা করিতে অশক্ত ফস্ এন্সিস রোগী ধীরে প্রশ্নের উত্তর করে । চিন্ম পচনাবস্থা রাইসেন অপেক্ষা মিউ এন্সিতে অধিকতর, এতদ্বশ অধিকাংশ স্থলেই রাইসেন পর ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে ।

নাই এসিড এবং মিলিফলিসিয়াম—টাইকয়েড জ্বরে
অত্র হইতে শোণিত স্রাব হইলে ইহার সর্ব প্রধান ঔষধ ।

হেমামেলিস্—ইহাও রক্তস্রাব নিবারণ পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

টেরিবিছ ও ট্রাসনা—রক্তস্রাবে ইহারও ফলপ্রদ ।

স্বাস্থ্যমণ্ডলে উন্মার ভাববিশিষ্ট (Erythism) রোগীর রোগচিকিৎসায়
ডাঃ ট্রিক্স মিউ এসিডে প্রধান স্থান প্রদান করেন ; তিনি
বলেন, ইহার উদ্ভেজনা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর, অস্থিরতা
রাসের অপেক্ষা অধিকতর এবং মস্তিষ্কলক্ষণ কখনও বেলের
সমকক্ষ হয় না ।

আরক্তজ্বর বা স্ফালে টিনা ।—আরক্তজ্বরের শেষাবস্থায়
প্রগাঢ় টাইকয়েড লক্ষণাক্রান্ত, ভয়ানক দুর্বল রোগীর চিকিৎসায়
মিউ এসিডের উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । রোগীর
শরীর গাঢ় নীলবর্ণ, রক্ত বেগে মস্তকে ধাবিত রোগীর মুখ ও চক্ষু
উজ্জ্বল রক্তিমাবিশিষ্ট এবং রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত । উদ্ভেদ কাড়িয়া বাহির
হয় না । উদ্ভেদ বিরল ও অনিয়মিতরূপে সর্বশরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া
পড়ে । উদ্ভেদযুক্ত ত্বগাংশ পরস্পরের মধ্যে মধ্যে নীলাভ অথবা ঘোর
লোহিত কালশিরার কলঙ্ক দৃষ্ট হয় । শিশু অত্যন্ত অস্থির থাকে ও
গাত্রের বস্ত্রাচ্ছাদন দূরে নিঃক্ষেপ করে । রোগের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে
সমুদায় গাত্র নীললোহিত ও পদ স্পষ্টতর রূপে নীল হইয়া যায় । কখন
কখন রোগের এই অবস্থায় গলদেশে পূর্ববর্ণিত ডিফ্‌থিরিয়াবৎ ক্ষতাদি
লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে । এই রোগে রাস্ ও ল্যাকেসিস্
অপেক্ষা অধিকতর স্থলে মিউ এসি প্রযুক্ত হয় ।

এই রোগে এপিস এবং সাল্‌ফারসহ মিউ এসিড
হুলনীয় বলিয়া বিবেচিত । কেননা উভয়েরই ত্বকে লোহিত বর্ণ
বর্তমান থাকে এবং প্রথম ঔষবে গলদেশের শোধ জন্মে ।

কেলি পার্মাজ্যানিকাম্—ইহারও গলদেশের লক্ষণ, বিশেষতঃ তাহার শোথভাব মিউ এসির সদৃশ, নেট্রাম আস, মার্ক সাস্থানেট, আস এবং হাইড্রস এসিডেও এই লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । শেবোক্ত ঔষধেও মিউ এসির তায় গলদেশ লক্ষণ এবং গাত্রের নীলাভা এবং উদ্ভেদযুক্ত ভগাংশ পরস্পরের ব্যবধানে কালশিরা উৎপন্ন হয় ।

সাল্ফুরিক এসিড—গাত্রে নীলাভ দাগ, প্রভূত দুর্বলতা এবং ডিক্‌থিরিয়াবৎ অলীক বিল্লীর বর্তমানতায় আরক্ত করে ইহা মিউ এসির তুল্য । কিন্তু সাল্ফ এসিতে গাত্রাবরণ মোচনে উপশমের অভাব ও গাত্রে ঘৃষ্ট হওয়ার তায় নীলবর্ণ ভগাংশ বর্তমান থাকে ।

দুর্বলতা (Debility)।—মিউ এসিডোগী রোগের শেষাবস্থায় দুর্বলতার চরম সীমায় উপনীত হয় । টাইফয়েড রোগাদিতে প্রভূত দুর্বলতা বশতঃ উপাধানে মস্তক রক্ষা করিতে অশক্ত রোগী শয্যাপদপ্রান্তে গড়াইয়া যায় এবং হস্ত, পদ ও শরীর গুটাইয়া জড় সড় হইয়া থাকে । তাহাকে পুনঃ পুনঃ উঠাইয়া যথাস্থানে স্থাপিত করার প্রয়োজন হয় । মলবারের দুর্বলতা প্রযুক্ত মূত্রত্যাগ করিতে মল-নিঃসরণ ।

ভিরেট্রান এল্‌বান—দুর্বল রোগীর গাত্রে নীলবর্ণ শিরা উঠিয়া পড়ে এবং হস্ত পদ শীতল ও নীলাভ হয় ।

সাল্ফুরিক এসিড—ইহার দুর্বলতায় সর্বশরীরে কল্‌প-ভাব এবং অঙ্গাদির কল্প উপস্থিত হয় ।

অধিক কাল অহিফেনসেবনের দুর্বলতায় মিউ এসিড উপকারী ।

লেক্চার ৪১ (LECTURE XLI.) ।

ফস্ফরিকাম্ এসিডাম্—(Phosphoricum Acidum) ।

সাধারণ নাম ।—ফস্ফরিক এসিড ।

প্রয়োগরূপ ।—এক ভাগ অমিশ্র ফস্ফরিক এসিডসহ ২০ ভাগ পরিষ্কৃত জল ও ১০ ভাগ এল্কহল মিশ্রিত করিলে ২x ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হয়। ৩x ক্রমের ঔষধ ডাইলিউট এল্কহল এবং তৎপরবর্তী ক্রম এল্কহল দ্বারা প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—কতিপয় সপ্তাহ ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম ।—সাধারণতঃ নিম্ন ১ ও ৩ হইতে ৩০ ক্রম এবং উচ্চ ২০ ক্রমের ব্যবহার হয়। অনেক সময়ে তদুর্দ্ধ ও ব্যবহৃত হইতে পারে ।*

লক্ষ্যশিষ্ট চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থানুসারে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল, যথা—ডাঃ বার্থস্—রোগীর বয়স ৪২ ; পুরাতন অজীর্ণ রোগ ; বর্তমান লক্ষণ—ক্ষুধাহীনতা ; যাহা কিছু আহাৰ করে, অৰ্দ্ধ ঘণ্টার পর অগ্নোদ্বারসহ বমন হইয়া যায় ; আমাশয়ের গল্লীৰৎ বেদনা ; অগ্নোদ্বার জন্ত কষ্ট ; ৩০, এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাঃ ট্রাক্—স্ত্রীলোক, বয়স ৩০ ; অনেক দিন হইতে আমাশয়ে ও আমাশয়োদ্ধে প্রবল চাপ, আকান্ত স্থান চাপিত করিলে বৃদ্ধি ; মূত্র দুধের ন্যায় শুভ্র ও ঘন ; ২০০ এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাঃ অল—পুরাতন উদরাময়ে প্রতিদিন ৪১৫ বার খুসরাভ, পাতলা রেচন ; ৩, আরোগ্য। ডাঃ মিলস্—৬ মাসের শিশু ; শাদাটে জলবৎ বিষ্ঠা কখন স্বচ্ছভাবের, কখন দুগ্ধবৎ ; শুন্যপানের সময় অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই মলত্যাগ ; শিশুর স্থির ও সন্তুষ্ট ভাব ; ৩০, এক মাত্রা প্রয়োগমাত্রই বিষ্ঠা স্বাভাবিক হইত, ঔষধ বন্ধ করিলেই রোগ ক্রিয়িত ; এইরূপ পুনঃ পুনঃ হওয়ার ঔষধ প্রতিদিন ৬ মাত্রা প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য। ডাঃ আম'ট্রিং—২২ বৎসর বয়সের রোগী ; কতিপয় মাসের গণরিয়া ; মূত্রস্থালীর

উপচয় ।—রজনীতে বিশ্রাম কালে ; শরীর অনাবৃত করিলে ; উষ্ণ বস্ত্র আহায়ে ; কাফি পানে ।

উপশম ।—সাধারণতঃ শরীর চালনায় ; কখন কখন চাপে ; আর্দ্র দিনে ।

সম্বন্ধ ।—ফস্ফরিক এসিডের কার্বাপ্রতিষেধক—ক্যান্সার, কফিয়া ।

ক্ষয়জনক ঝর্ষ ও উদরাময়ে এবং দুর্বলতায় সিদ্ধনা ইহার পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত হয় ।

আহারান্তে মুচ্ছা হইলে যদি নাকস দ্বারা ফল না হয় ফস এসি প্রযোজ্য ।

ফস্ফরিক এসিডের পরে প্রযোজ্য ঔষধ—সিদ্ধনা, ফেরাম, রাস ও ভিরেট্রাম ।

তুলনীয় ঔষধ ।—খনিজ অম্ল, ফ্লুয়রিক এসিড, পিক্রিক এসি, এসাফি, এনাকা, আস, বেল্, ক্যাকৈ কা, সিঙ্ক, কনা, ইগ্নে, লাইক. নার্ক. ফস, পাল্‌স, রাস, সিপি, সিলিক, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফ, ভিরেট্র এ ।

উপযোগী ধাতু ও রোগপরিচায়ক লক্ষণ ।—যে সকল ব্যক্তি মূলে বলিষ্ঠ থাকিয়া পরে জৈবরসক্ষয়ে, কাম বিষয়ক অমিতাচারে

উত্তেজনায তাহাতে ভারি বোধ ও মত্ততাগের বেগসহ প্রতি রজনীতে এবং মলতাগ কালে শুক্রমলন ; ২০০, উভয় রোগ আরোগ্য । ডাং প্রেটল—১০ দিনের প্রলাপ ; বিড় বিড় করিয়া অসংলগ্ন কথা ; কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে বা জিহ্বা বাহির করিতে অক্ষম, জিহ্বা শুষ্ক, কাল লেপাবৃত এবং কম্পযুক্ত ; নাড়ী দুর্বল, স্পন্দন ১০০ ; অঙ্গ সীমা শীতল ; অনৈচ্ছিক বিব্রচন ; ১২, আরোগ্য । ডাং হইন্—১৬ বৎসরের বালিকা ; কথা কহে না ; দিকটস্থ বিষয়ে উদাসীন ; উদরাময়ে সাদাটেধূসর বিঠা ; উদরের ডাক ; কখন কখন উদরে কর্তনবৎ বেদনা, এবং স্পর্শসহিষ্ণুতা ; উদরোপরি উদ্ভেদ ; ৩, আরোগ্য ।

(সিঙ্কে), প্রবল তরুণ রোগে, মর্মান্তিক দুঃখ অথবা পুনঃ পুনঃ শোক, হুঁচিন্তা এবং ভালবাসার নৈরাশ্র প্রভৃতি মানসিক ভাববিপ্লবে যাহারা দুর্বল হইয়াছে তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী ।

নম্র ও বিনীতস্বভাব (পাল্‌স্‌) ।

পাত্তুর, রোগজীর্ণ, কোটরপ্রবিষ্ট ও নীলবর্ণপার্শ্ববিশিষ্ট চক্ষু ।

অন্যবিষ্ট, করুণহৃদয় ; জীবন সম্বন্ধীয় কার্যে যাহাদিগের উদাস্ত ; যে সকল বিষয়ে পূর্বে আসক্তি ছিল তাহাতে অনাসক্ততা ; দুঃখনিবন্ধন শক্তিহীনতা ।

যে সকল শিশু এবং যুবকের শরীরায়তন শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (ক্যাক্‌, ক্যাক্‌ ফস্‌) ; পৃষ্ঠে এবং অঙ্গে অঘাত প্রাপ্তির আয় বেদনা ।

বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্ট প্রলাপ কথন ; সংজ্ঞাহীনতা ; অথবা অজ্ঞানতাবের নিদ্রা ; রোগী নিকটস্থ বিষয়ে সংজ্ঞাহীন থাকে, ডাকিয়া তুলিলে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়, ধীরে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তম দেয়, এবং পুনরুদার অচেতন হয় ।

রোগীর কম্প হয়, পদ দুর্বল থাকে, সহজেই ছট লাগিয়া রোগী পদজ্বলনে পতিত হয় ।

গণ্ডমালা, উপদংশ, মার্ক্যারির অপব্যবহারনিবন্ধন অস্থি ও অভ্যন্তরীণ উপাদানের প্রদাহ ; অস্থিবেষ্টের প্রদাহে জ্বালাকর, হ্রিবৎ এবং ছুরিকা দ্বারা চাঁচার আয় বেদনা (রাগ) ; অস্থির কোমলতা, তাহার ক্ষত, কিন্তু অস্থি ধ্বংস (Necrosis) হয় না ; ক্রমবর্দ্ধিযু বেদনা ।

শিরযুগ্মে মস্তক সম্মুখে ও পশ্চাদিকে নত হয় ; চক্ষু মুদ্রিত করিলে শিরোযুগ্ম ; টাইফাস জ্বরে রোগী উপবেশন করিলে পতিত হয় ; শয়ন করিলে মস্তক ঠিক থাকে, কিন্তু পদ উর্দ্ধে উঠে ।

বহুদিন স্থায়ী দুঃখ অথবা আয়বিক বলহীননিবন্ধন শিরঃশূলে মস্তক চূর্ণ করার আয় মুর্দ্ধা দেশে চাপানুভূতি ; মস্তক এবং গ্রীবার পশ্চা-

তের শিরঃশূল ; শিরঃশূল সাধারণতঃ মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে সম্মুখ পার্শ্বে যায় এবং মস্তক চালনায় ও গোলমাল শব্দে, বিশেষতঃ গীতবাচ্যে তাহাঙ্গ বৃদ্ধি এবং শয়নে ভ্রাস হয় (ব্রায়, জেলুস, সিলিক) ।

স্কুলের বালিকাদিগের চক্ষুর অতিশয় অমনিবন্ধন শিরঃশূল ; শিক্ষার্থী বালক, যাহাদিগের শরীর অতি শীঘ্র বর্ধিত হয় তাহাদিগের শিরঃশূল ।

যে উদরাময়ে দুর্বলতা আনয়ন করে না ; বেদনাহীন উদরাময় ; শুভ্র অথবা পীত, রক্ত সংযুক্ত এবং বায়ু নিঃসরণসহ অনৈচ্ছিক উদরাময় (এলোজ, নেট্রাম্) ; অন্নাহার প্রযুক্ত উদরাময় এবং ভীতিনিবন্ধন কলেরা ।

দেখিতে জিউলির আঠাবৎ, ও রক্তযুক্ত টুকরা পদার্থ মিশ্রিত দুধের ভ্রায় মূত্র শীঘ্র পচিয়া উঠে ; রক্তনীতে প্রচুর, জলবৎ, পরিষ্কার মলত্যাগ হইয়া তৎক্ষণাৎ সাদাটে ঘোলা হইয়া যায় (স্নায়ু পদার্থের অপচয় বশতঃ কস্কেট লক্ষণ) ।

হস্তমৈথুন ; এই দুর্কার্যবশতঃ যখন রোগী মানসিক কষ্ট অনুভব করে (ডায়কো, ষ্ট্যাফি) ।

অঙ্গাদির স্নায়ুতে খনন করা, জ্ববসান এবং আকুষ্টবৎ বেদনা ; অঙ্গছেদের পর চিন্ন অঙ্গপ্রান্তের স্নায়বিক উদ্দীপনা (সেপা) ।

বারম্বার, দুর্বলকর ও প্রচুর শুক্রস্খলন ; সঙ্গমাস্ত্রে অধিকতর শুক্রের ক্ষরণ ; শুক্র ক্ষরণাস্ত্রে প্রবল সঙ্গমেচ্ছা ; এক রক্তনীতেই অনেকবার বীৰ্যস্খলন ; রোগী শুক্রের অপচয়বশতঃ ভগ্নোৎসাহ, দুঃখিত এবং নিরাশ (শুক্রক্ষরণাস্ত্রে অদম্য মৈথুনেচ্ছা, অস্টি) ।

যক্ষ্মা রোগে কথা কহিলে ও কাসিলে (ষ্টেনাম) বকের দুর্বলতা ; ঔষব রসাপচয়ে, শরীর অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইলে এবং অবসাদকর মানসিক ভাবাবেগে রোগী উত্তেজনাপ্রবণ হয় ।

রোগকারণ ।—কামবিষয়ক অমিতাচার, শোক, দুঃখ, নৈরাশ্র প্রভৃতি নিবন্ধন অবসাদকর মানসিক ভাববিকার, শোণিতস্রাব এবং উদরাময় ও অত্যধিক হস্তমৈথুনে রেতঃক্ষয় প্রযুক্ত জৈবরসের অপচয় ফস্ফরিক এসিডের সাধারণ রোগকারণ । রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত মত্তপান এবং অভ্যস্ত রসস্রাবের রোধ ইহার বিশেষ বিশেষ রোগের কারণ মধ্যে গণ্য ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—ফস্ফরিক এসিড স্নায়বিক উপাদানের অপচয় অথবা স্নায়বিক অবসাদ উৎপন্ন করে । এই অবস্থানূলে যে উত্তেজনা বা অসহিষ্ণুতাবিহীন দুর্বলতা উপস্থিত হয় তাহা অবিপ্রান্ত দুঃখ, অত্যধিক মানসিক অথবা শারীরিক শ্রম এবং কাম-বিষয়ক অত্যাচার প্রভৃতি নিবন্ধন রোগ লক্ষণের অল্পকৃতি স্বরূপ । এই রূপ স্নায়বিকারের গোণ ক্রিয়াফলে যথাক্রমে বৃদ্ধক বা কিড্‌নি ও পুংজননেদ্রিয় এবং অস্তি ও ত্বক্ প্রভৃতির রোগ জন্মে ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ ।—ফস্ফরিক এসিডের মৌলিক ও প্রাথমিক বা প্রাইমারি ক্রিয়া মস্তিষ্ক মেরুমজ্জা এবং স্নায়ু-মণ্ডলে । এই ক্রিয়া স্নায়ুপদার্থের প্রদাহোৎপাদক অথবা ধ্বংশমূলক নহে । অতিরিক্ত মানসিক শ্রমবশতঃ স্নায়ুপদার্থের গঠনোপাদান ফস্ফেট লবণের অপচয়, অপরিমিত শারীরিক পরিশ্রম, গুরুশোণিতাদি জৈবরসহানি প্রভৃতি কারণে যত্রপ স্নায়বিক দুর্বলতাদি জন্মে, ফস্ফরিক এসিডের ক্রিয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা তত্রপ বিকারেরই আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি । ইহা স্নায়ু-মণ্ডলের অবিমিশ্র দুর্বলতা উৎপাদনকারী বস্তু; অর্থাৎ ইহার স্নায়বিক দুর্বলতাসহ লম্বক্রিয়াশীল সিন্ধ-নার দুর্বলতার জ্ঞায় কোন স্নায়বিক উত্তেজনা বা অসহিষ্ণুতাবের বৰ্দ্ধ-মানতা দৃষ্টিগোচর হয় না । ইহার মস্তিষ্কীয় ক্রিয়া সংজ্ঞানাশকারী নহে । প্রভূত মস্তিষ্কীয় অবসাদগ্রস্ত রোগী গভীর তন্দ্রাধিত থাকে অথবা

বিড় বিড় করিয়া অসংলগ্ন কথা বলে, কিন্তু তাহাকে জাগরিত করিলে, প্রগাঢ় দৌর্ভাগ্যহেতু -“হা”, “না” প্রভৃতি স্বল্প কথায় প্রকৃত উত্তর প্রদান করিয়া অচিরে রোগী তন্দ্রাভিত্ত হইয়া ; ইহাতে জ্ঞানের সম্পূর্ণ লোপ ঘটে না, কেবল প্রভূত অবসাদগ্রস্ত হয়। ইহার ক্রিয়ানিবন্ধন অত্যাশ্চর্য স্নায়বিক লক্ষণেও এইরূপ দৌর্ভাগ্যেরই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রক্তক (kidney) এবং পুংজমেনেড্রিয় ক্রিয়ার নিয়ন্তা মস্তিষ্ক-কাংশের ক্রিয়াবিকারের সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ ইহা মুত্রাধিক্য প্রভৃতি কিডনি রোগ এবং ক্রিয়াবিকারী পুংজমেনেড্রিয়রোগ উৎপন্ন করে। ফলতঃ ইহার ক্রিয়ায় মুত্র, বর্ষ প্রভৃতি নানাবিধ স্রাবেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্নায়বিক বলক্ষয়ের গোণ ফলস্বরূপ টিস্যুর পোষণ, পুনরুৎপাদন প্রভৃতি জৈবক্রিয়ার বিভ্রাট উপস্থিত হয়। ইহার ক্রিয়ানিবন্ধন শোণিতের কৃষ্ণবর্ণ ও তরলতর অবস্থা এবং প্রদাহ ও বেদনাহীন গ্রন্থিবৃদ্ধি প্রভৃতি গণ্ডমালা, সোরা ও সিকলিসরূপ “ক্রনিক” বা পুরাতন রোগ বিবক্রিয়ার অথবা পারদের অপব্যবহারোৎপন্ন অস্থির অভ্যন্তরীণ মৃদু প্রদাহ এবং অস্থি ক্ষত প্রভৃতি নানাবিধ অস্থি রোগের ও নানা প্রকার হাড়ভেদের সাদৃশ্য প্রকটিত হয়। সাক্ষাৎভাবে ইহা টিস্যু ধ্বংসকারী নহে বা ইহা অস্থির ধ্বংস বা নিক্রোসিস উৎপন্ন করে না। নিম্ন উদ্ধৃত যান্ত্রিক লক্ষণ দ্বারা ইহার ক্রিয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

মস্তিষ্কের দুর্বলতা বশতঃ স্মরণশক্তির হ্রাস হয়। রোগী মৌন থাকে ; সৰ্ব্ব বিষয়েই উদাসীন হয় ; সহজে কোন বিষয় বুঝিতে পারে না ; বুদ্ধির জড়তা জন্মে। কল্পনাশক্তির অভাব এবং মানসিক ব্যক্তির দুর্বলতা ঘটে। চিন্তা করিবার ক্ষমতার অভাব হইয়া যায়। কথা কহিবার প্রবৃত্তি থাকে না ; রোগী অনিচ্ছার সহিত ধীরে অথবা অল্প কথায় প্রশ্নের উত্তর করে। রোগী কথা কহিবার সময় উপযুক্ত কথা অহুসন্ধান করিয়া পায় না। গৃহবিব্রহাভুরতা বশতঃ ক্রন্দনপ্রবণতা। মস্তিষ্কের

অবসাদ ও প্রগাঢ় তন্দ্রাবস্থায় শান্ত ভাবের প্রলাপ ; রোগী বিড় বিড় করিয়া দুর্বোধ্য প্রলাপ করে ।

মস্তিষ্কানুভূতিবিকার বশতঃ প্রাতঃকালে শিরোবুর্ন ; সন্ধ্যাকালে দণ্ডায়মান এবং ভ্রমণ কালে শিরোবুর্ন এবং সম্মুখ ও পশ্চাৎ পার্শ্বে মস্তক নত । মস্তকের জড়তা ও বিশৃঙ্খল ভাব ।

মস্তকে ভারি বস্ত্র চাপা থাকার জায় চাপ বোধ অথবা বোধ যেন মস্তকে আঘাত লাগিয়াছে । মস্তক চন চন ও কন কন করে । প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ললাটদেশে প্রবল চাপবোধ । শিরঃশূলে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য এবং মস্তক সামান্ত ঝাঁকাইলে অথবা সামান্ত গোলমালে, বিশেষতঃ গীতবাঞ্চে তাহার অসহনীয় বৃদ্ধি । বোধ যেন মস্তকের স্পৃশ্য ও স্পর্শে বেদনায়ুক্ত অস্থিবেষ্ট কেহ ছুরিকা দ্বারা চাঁছিয়াছে । কেশ অতি শীঘ্র পাকে অথবা শণের জায় হয় এবং চর্কিসিস্তবৎ চট্‌চট করে, কেশের শীঘ্র স্থলন ঘটে । মাথা চুলকায় ।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটায় রোগী অত্যন্ত নিদ্রালু ও উদাসীন । সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় । মধ্য রজনীর পর নিদ্রাহীনতা ; প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হয় না । কামবিস্ময়ক স্বপ্নে শুক্রস্থলন ।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্যাস্ত হওয়ায় রামধনু সদৃশ বর্ণের দৃষ্ট । অন্ধত্ব জন্মিলে বারম্বার চক্ষু মিটি মিটি করিবার প্রবৃত্তি । শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসহিষ্ণুতাবশতঃ গোলমাল শব্দ, বিশেষতঃ গীতবাঞ্চার শব্দে অসহিষ্ণুতা । কর্ণে উচ্চ শব্দের প্রতিধ্বনি । স্নায়বিক বধিরতা । কর্ণরবে শ্রবণের কষ্ট । ভ্রাণশক্তি অতীব তীক্ষ্ণ ।

অনুভূতিদ-স্নায়ুবিকার বশতঃ জ্বালাকর, চর্কষণ ও ছিন্নবৎ বেদনা ।

গতিদস্নায়ুবিকার বশতঃ রোগীর অত্যন্ত দুর্বল ও শয্যাগত অবস্থার প্রাতঃকালে বিশেষ বৃদ্ধি । কোন কাৰ্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না ।

মূর্ছারভাব নিবন্ধন শয়নের প্ররুতি । বন্ধে এবং ডায়াফ্রাম পেশীতে
খল্লীবৎ আক্ষেপ ; হিপসন্ধিতে বেদনায়ুক্ত আক্ষেপ । মস্তকের
আক্ষেপিক কাঁকি । উরুপেশীতে আনর্জন । সন্ধ্যাকালে হস্তের
অস্থিরতা প্রযুক্ত রোগী তাহা ছুড়িতে থাকে ।

মুখমণ্ডলের আততাবস্থায় বোধ যেন তাহাতে অণুলালা শুক্কীভূত ।
মুখের মূতের ত্রায় আকৃতি এবং ওষ্ঠ ও জিহ্বা পাণ্ডুর । অধঃ চুয়ালাস্থি
ভগ্ন বলিয়া অনুভূতি । গণ্ডস্থলের জ্বালা । মুখমণ্ডলে পীতাকটী ও
নামড়িযুক্ত উদ্বেদ । ললাটদেশে ফুকড়ি । মুখের অন্ততর পার্শ্ব
শীতল বোধ ।

চক্ষুতে চাপ নিবন্ধন বোধ যেন চক্ষুগোলক বৃহত্তর হইয়াছে ।
প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে । চক্ষুর শুভ্র ক্ষেত্রে হরিদ্রাবর্ণ দাগ ।
চক্ষুতারকার বিস্তৃতি ।

কর্ণশূল, কর্ণে সূচিবোধ ও গণ্ড এবং দন্তে আকৃষ্টবৎ বেদনার
কেবল গীতবাঞ্ছা বৃদ্ধি ।

শ্বাসযন্ত্র রোগে নাসিকা হইতে দুর্গন্ধের নিঃসরণ । নাসিকা হইতে
রক্তযুক্ত পুয়স্রাব । নাসিকার কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব । নাসিকোপরি স্ফীতি
ও লোহিত এবং শুষ্ক ছাল উঠা স্থান ।

স্বরযন্ত্রের কর্কশভাব, স্বরভঙ্গ, তাহাতে কথা বলার ব্যাঘাত ।
গলা এবং বন্ধের জ্বালা ।

আত্মাণে, কথা বলায় অথবা পরিশ্রমে বন্ধের দুর্বলতা প্রযুক্ত
শ্বাসরুদ্ধ । ভ্রমণারম্ভে এবং রক্তনীতে বন্ধের সঙ্কোচন বশতঃ কষ্ট ও
উৎকর্ষ ।

স্বরযন্ত্র, ষ্টার্গ্যাম্‌অস্থি-উর্কের-গহ্বর এবং সমুদয় বন্ধ 'হইতে আমা-
শয়োর্কি পর্য্যন্ত স্থানে যেন পালকের শুড়ুভুড়ি হইতে কাসি ; কাসিলে
সন্ধ্যাকালে কিছুই উঠে না, প্রাতঃকালে কৃষ্ণবর্ণ রক্ত অথবা অগ্ন ও

বাস্কেল আশ্বাসযুক্ত, আটা এবং সাদাটে শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত হয় । রক্ত নিষ্ঠূত হওয়ায় রোগী দুর্বল হইলেও অস্থির থাকে ।

সমুদয় বন্ধে চাপ ও জ্বালা । কথা কহিলে, কাসিলে ও অনেক সময় বসিয়া থাকিলে বন্ধে দুর্বলতার অনুভূতি, ভ্রমণে উপশম । ক্টিচিং কাসি হওয়ায় বন্ধে উচ্চ ঘড় ঘড় বা শাঁই শাঁই শব্দ ।

হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়া সৃচিবৈধবৎ বেদনা । যে সকল যুবা ও শিশুর শরীরায়তনের দ্রুত বৃদ্ধি হয় তাহাদিগের হৃৎকম্প জন্মে ।

নাড়ী অনিয়তগতিবিশিষ্ট, কখন কখন এক বা দুই স্পন্দনের লোপ ; সাধারণতঃ নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্বল অথবা দ্রুতআবাতী, সময়ে পূর্ণ ও সৰল ।

পরিপাকযন্ত্রাবিকার বশতঃ ক্ষীত দন্তমাড়ি হইতে রক্তস্রাব, শয্যা-তাপে শরীর উষ্ণ হইলে এবং তাপ অথবা শৈত্য সংশ্রবে তাহার বৃদ্ধি ; রক্তনীতে সন্মুখের দন্তের জ্বালা । দন্ত হরিদ্রাবর্ণ ও অবশ বোধ । দন্তের গর্ভে ঘাঘ প্রবেশ করিলে জ্বালা ।

জিহ্বার মধ্যাংশের উজ্জ্বলভাবে লোহিতবর্ণ রেখা । জিহ্বা ও ওষ্ঠ পাণ্ডুর । জিহ্বা ও মুখ্যভ্যন্তরে চটচটে শ্লেষ্মা । জিহ্বার জ্বালা ; জিহ্বা ক্ষীত । কেবল রক্তনীতেই জিহ্বার চনচনি । অনৈচ্ছিক জিহ্বা দংশন ; রাত্রিতে ঐরূপ দংশন ।

মুখ এবং গলা শুষ্ক ; জিহ্বায় ধূসরাভশুভ্র লেপ । মুখ এবং গল-দেশে আটা শ্লেষ্মা । মুখে “মামুরকির ঘা” ।

মুখ ও গলার শুষ্কতা, তৃষ্ণা থাকে না । খাদ্য গলাশঃ করিতে গলক্কতের টাটানি, চাঁছাভাব ও ছল-বৈধার ক্রায় বেদনার বৃদ্ধি । গলা খাঁকর দিলে চিমসে শ্লেষ্মা উঠে ।

ক্ষুধার অভাব ; সামান্য যাহা কিছু আহাৰ করে অম্লোদ্যার হইয়া উঠিয়া পড়ে ; আহাৰের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অম্লোদ্যারের কষ্টসহ

আমাশয়ের খল্লীবৎ বেদনা। অতর্পনীয় তৃষ্ণা। উষ্ণধাত্বে স্পৃহা। ক্লান্তিনিবারক এবং রসাল বস্তুর আকাজ্জনা ; ক্রুটি অতিশয় শুষ্ক বোধ। বিয়ার মত্ত ও ছুষ্ক পানে ইচ্ছা। কাকি, ওয়াইন ও বিয়ার মদ্য এবং সুরাসেরযুক্ত মদ্যে ঘৃণা। অন্নাস্বাদ খাদ্যে তিক্তাস্বাদের উদ্ভাব অথবা আমাশয়ে বায়ুর সঞ্চার। অস্বাভাবিক ক্ষুধা। মুখের তালুদেশে বিবমিষা বোধ।

প্রতিবার আহারের পরেই কোন ভারি বস্ত্র চাপা থাকার জায় আমাশয়ের চাপ। আমাশয়োর্কিগহ্বর স্পর্শে ক্রামাশয়ের চাপবৎ বেদনা। বকৃতের স্থানবিশেষের গুরুত্ব, সূঁচি বৈধার জায় এবং জ্বালা বোধ।

উদরে গড় গড় ডাক এবং জ্বলের জায় শব্দ। বায়ু কর্তৃক উদরের আগ্রান, ডাক ও ষড় ষড় শব্দ ; বেদনাহীন মলত্যাগ।

উদরাময় অনেক দিন থাকিলেও দুর্বলকর হয় না। বায়ু নিঃসরণে অনৈচ্ছিক মলত্যাগ। পাতলা ও সাদাটেধূসর এবং পীতাত্ত এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট বিষ্ঠা ; লেইয়ের জায় উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ বিষ্ঠার অনৈচ্ছিক নিঃসরণ।

দুঃস্বপ্ন জায় মূত্র জমাট বাঁধিতেও পারে। প্রচুর জলবৎ ফেকাসে মূত্র, রজনীতেই অত্যধিক পরিমাণে ও নির্ঝাপ স্রোতে নির্গত হয় এবং তাহাতে তলানি পড়ে। অনৈচ্ছিক মূত্র নিঃসরণ। প্রাতঃকালে কতিপয় বিন্দু শুভ্র পুরাতন পৃথাতুর এবং সন্ধ্যাকালে প্রোষ্টেট গ্রাস্থর স্রাবের নিঃসরণ।

প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে এবং দণ্ডায়মান হইলে লিঙ্গোথান। বারম্বার, প্রচুর এবং দুর্বলকর শুক্রের নিঃসরণ। মলবেগে শুক্রস্রাব। রজনীতে লিঙ্গোথান ব্যতীতই শুক্রের স্বলন। হস্তমৈথুনপ্রযুক্ত জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা, কামেচ্ছার অভাব।

সঙ্গমাস্তে এবং স্বপ্নদোষের পরে শরীরের দুর্বলতা । বাম অণ্ডকোষের ক্ষীণতা । জননেদ্রিয়প্রদেশের কেশস্থলন ।

স্ত্রীজননেদ্রিয়রোগে প্রচুর পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ ক্ষত্ব্রাব শীঘ্রাগত ও অধিককাল স্থায়ী । ক্ষত্ব্রাবকালে যকৃতের বেদনা । চুলকানির সহিত প্রচুর, তরিদ্রাবর্ণ শ্বেতপ্রদর, ঋতুর পরেই অধিকতর । জরায়ুতে বায়ু জন্মে ।

অংশফলকার্দ্দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে গর্ভ করার ভ্রায় বেদনা । কটিক-উর্দ্ধস্থ স্থানবিশেষে জ্বালাযুক্ত বেদনা ।

স্কন্ধ এবং বাম হস্তে ছিন্নবৎ বেদনা । বাহ এবং স্বন্ধের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জলন্ত কয়লা সংস্পর্শের ভ্রায় জ্বালা । সন্ধির কাঠিন্য এবং থল্লী । হস্ত এবং অঙ্গুলির শুষ্ক শুষ্ক এবং সঙ্কুচিত । অঙ্গুলিনিচয়ের ঠিক অর্দ্ধাংশের বিন্ধিবিন্ধিভাব । লিখিতে হস্তের কম্প । হস্তের জ্বালা ও গুরুত্ব ; প্রলম্বিত হস্তে রক্তভর করে ।

হিপসন্ধিতে গুরুত্ব ও পক্ষাঘাতিক অন্বভূতি । উরুপশ্চাতের পেশীর জ্বালার দণ্ডায়মানে বৃদ্ধি এবং চলনে হ্রাস ; রজনীতে পদতলের জ্বালা । জজ্বার অধঃআংশে ক্ষতোৎপত্তি । রজনীতে টিবিয়া অস্থিতে বেদনা । পদাঙ্গুলিযুগ্ম-অধঃদেশে কোকার উৎপত্তি ; পদ ফীত ও বর্ষ্যযুক্ত । পদাঙ্গুষ্ঠের সন্ধিতে ক্ষাতি, আঘাতের অন্বভূতি ও জ্বালা ।

প্রাতঃকালে সকল সন্ধিতেই এবং বাহ ও জজ্বায় ঘৃষ্টবৎ বেদনা । অঙ্গনিচয়ের অস্থিতে জ্বালা, কামড়ানি ও ছিন্নবৎ বেদনা । জৈবরসক্ষয় বশতঃ অঙ্গনিচয়ের দুর্বলতা ।

হৃকের রসবিষিকোত্তেদ শুষ্ক অথবা আর্দ্র এবং শঙ্কযুক্ত । বসন্তের ভ্রায় উত্তেদ । হৃকে, চর্ম্মকীল (warts), ক্লেমাণ্ডটিকা (condylomata) এবং ক্ষত । হৃকের স্থান বিশেষ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।

জৈবরসাপচয়, বিশেষতঃ অপরিমিত কামসেবা অথবা হস্তমৈথুন প্রভৃতি নিবন্ধন মানসিক এবং শারীরিক অবসাদ ও দৌর্বল্য প্রভৃতি ।—মানসিক ও শারীরিক, বিশেষতঃ মানসিক অবসাদ ঘটিত মনোবৃত্তিনিচয়ের জড়তা ফস্ফরিক এসিডের ক্রিয়ার বা রোগীর একটি প্রধান প্রকৃতি । রোগী নির্লিপ্ত, উদাসীন এবং অকর্মণ্য হইয়া জড়তাবিশিষ্ট । এই অবস্থার অগাধ কারণ মধ্যে উপরিউক্ত জৈবরসাপচয় প্রধান স্থানীয় এবং প্রদর্শক বলিয়া গণ্য ।

গভীর তন্দ্রা অথবা মস্তিস্কীয় জড়তাব্যঞ্জক প্রগাঢ় নিদ্রালুতাবশতঃ নিকটস্থ বিষয় সম্বন্ধীয় অনবধানতা, কিন্তু জাগরিত হইলে সম্পূর্ণ জ্ঞানোদয় ।—স্নায়বিক, বিশেষতঃ মস্তিস্কীয় দৌর্বল্য বা অবসাদই ফস্ফরিক এসিডক্রিয়ার মৌলিক প্রকৃতি । টাইফয়েড জ্বরের শেবাবস্থায় আমরা ইহার অতি পরিস্ফুট দৃশ্য দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকি । এই জ্বরের অতি শোচনীয় অবস্থায় ফস্ এসি রোগীর অগতম জীবনরক্ষক বলিয়া বিবেচিত । রোগীর সন্ধটাপন্ন অবস্থায় উপরিউক্ত মানসিক লক্ষণ ফস্ এসি নির্বাচনের অতীব উৎকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া পরিগণিত । রোগী তামসিক নিদ্রাভিভূত, সর্ববিষয়ে অজ্ঞতাবিশিষ্ট এবং জড় পদার্থবৎ নিশ্চেষ্ট থাকিলেও চেষ্টা করিলে সে জাগরিত হয়, “হাঁ” “না” প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত কথায় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করে এবং তৎক্ষণাৎ পূর্বতাব ধারণ করিয়া নিদ্রাভিভূত হয় । ইহাতে মস্তিস্কের প্রগাঢ় অবসাদ প্রদর্শিত হইলেও জ্ঞানের লোপ হয় না ।

মৰ্মাস্তিক দুঃখ, শোক, মনোভঙ্গ এবং প্রেমনৈরাশ্য প্রভৃতি মানসিক অবসাদ বা বিষাদকর ঘটনা রোগের কারণ রূপে বর্তমান থাকা ।—বদ্ধবিচ্ছেদ, নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু, প্রণয়ীর বিরহ এবং সম্পত্তিনাশ প্রভৃতি যে কোন দুর্ঘটনাই হউক, ফস্ এসিপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তাহা অসহনীয় । মনভঙ্গ ঘটে । দুঃখের আতিশয্যে রোগী যেন হতজ্ঞান হয় । মানসিক অবসাদ, জড়তা ও নিলিপ্তাবস্থা । ফলতঃ রোগী অনেক লময়েই বিষাদবায়ু, শুষ্কবায়ু এবং বাতুলতা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হয় । ইণ্ডো-সিন্ধারোগীও উল্লিখিত কারণাদিতে বিষম ও অবসাদিত হয় । কিন্তু তাহা ফস্ এসির তুল্য গভীরতা পায় না, কিন্তু রোগীর মানসিক উত্তেজনাপ্রবণতা বা অসহিষ্ণুতাব জন্মে । ল্যাকোসিসরোগীর মানসিক ভাব দুঃখিত ও উত্তমহীন থাকিলেও উদাস্তপূর্ণ হয় না ।

উদরাগ্ধান ; উদরের ডাক ও জলবৎ গড় গড় শব্দ এবং পুরাতন অথবা তরুণ, বেদনাহীন, শুভ্র অথবা হরিদ্রাবর্ণ বিষ্ঠাযুক্ত উদরাময়, যাহাতে রোগীর বলক্ষয় ঘটে না ।—উপরিউক্ত উদরাগ্ধান প্রভৃতিসহ শুভ্র অথবা পীত উদরাময় ; অথবা যে কোন রোগে ঐরূপ উদরাময় বর্তমান থাকিলে ফস্ এসি প্রদর্শিত হইয়া থাকে । যে উদরাময়ে রোগী দুর্বল হয় না অপিচ শারীরিক উন্নতিও হইতে পারে তাহাও ইহার প্রদর্শক । কিছুদিন পূর্বে প্রায় দুইবৎসর স্থায়ী, উদরাময়রোগগ্রস্ত একটি শিশুর কোন প্রকার শারীরিক অবনতি না দেখিয়া ফস্ এসি ৩০, প্রয়োগে শিশু অতি সহজে আরোগ্য লাভ করে ।

চিকিৎসা ।

শিরশূল বা হেডক ।—বিষ্ঠালয়ের পাঠিকা বালিকাদিগের বিশেষ প্রকারের শিরঃশূলে ফস্ফরিক এসিড উপকারী ।

দ্রুতবর্দ্ধিযু শরীর অপিত মস্তিস্কীয় দুর্বলতাবিশিষ্ট বালিকাদিগের মধ্যেই অনেক সময়ে এইরূপ শিরশূল উপস্থিত হয়। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা আরম্ভ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত থাকে।

মানসিক বিকার—ডিমেন্সিয়া বা বুদ্ধিহাস (মানসিক শক্তির ঋক্ষতা) অথবা মেলান্কলিয়া বা বিষাদোন্মত্ততা।— প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা, প্রভৃতি আসক্ত লিপ্সামূলক চিন্তাবৃত্তির কাল ব্যাপী অশান্তি, বন্ধুবিচ্ছেদ, নিকট আত্মীয় ব্যক্তির মৃত্যু, ব্যবসায়ের ক্ষতি এবং প্রেমঘটিত নৈরাশ্য প্রভৃতির ফল স্বরূপ শোক, দুঃখাদিঘটিত স্থায়ী অশান্তি, অথবা হস্তমৈথুনাদি নিবন্ধন অপরিমিত শুক্রকণ্ডের পুরাতন ফলস্বরূপ পুরুষত্বহানি বশতঃ বিষন্নতা প্রভৃতি কারণে নিমজ্জমান মানসিক শক্তির একমাত্র রক্ষাকর্তা **ফস্ফরিকাস এসিড**। রোগীর শারীরিক অবনতি না হইতে পারে, কিন্তু ভগ্নাবশেষ মানসিক বৃত্তি সকলের অতি শোচনীয় শক্তিহীনতা জন্মে। রোগী সম্পূর্ণ অকর্ষণীয় হইয়া যায়। সর্ব বিষয়েই উদাসীন থাকে। মানসিক উত্তেজনা প্রবণতার চিহ্নমাত্র থাকে না, রোগী সহজে কিছু বুঝিতে কি কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না এবং স্মরণক্তি লুপ্তপ্রায় হয়। কাহারও সহিত কথা কহিতে চাহে না, প্রশ্ন করিলে অল্প কথায় উত্তর প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করে। রোগী বড় গৃহবিরহাতুর হয়।

দুঃখ এবং অজ্ঞাত মানসিক অবসাদকর ঘটনা, বিশেষতঃ প্রেম-নৈরাশ্য নিবন্ধন মানসিক রোগের তরুণাবস্থায় **ইথ্রেসিয়া** এবং পুরাতন স্থায়ী ভাব ধারণ করিলে **ফস্ এসি** প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পিড্রিক এসিড—সম্পূর্ণ শক্তিহানি, মেরুদণ্ডের জ্বালা, পদের দুর্বলতা এবং পৃষ্ঠ ও মস্তকপশ্চাতের বেদনা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত তরুণ ডিমেন্সিয়া (বুদ্ধির ঋক্ষতা) রোগে ইহা উপকারী।

ইহার রোগীও মৌনী ও উদাসীন । রোগ পুরাতন হইলে ফস্ফ
এসিই উপযুক্ত ঔষধ ।

স্নায়বিক দুর্বলতা বা নিউরিস্থিনিয়া ।—বহুকালব্যাপি
দুঃখ, অবিশ্রান্ত মানসিক শ্রম, অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা অথবা অত্যধিক
চর্চান্তা প্রভৃতি নিবন্ধন স্নায়বিক দুর্বলতায় ফস্ফ এসি সর্বোৎকৃষ্ট
ঔষধ । শোণিতের ক্ষয় পূরণে যেক্রপ আইয়ারণ, স্নায়ুশক্তি পুনঃ
স্থাপনে তদ্রূপ ইহা আমাদিগের সাহায্যকারী । রোগী মানসিক ও
শারীরিক উভয়তঃই জড়তাবিশিষ্ট হইয়া যায় । নিক্রমসাহ ও সর্ববিষয়ে
নিষ্কিন্ত থাকে, কাহারও সঙ্গিত বাক্যালাপ করে না, তুষিক্তাবধারণ
করে । পাঠের ক্ষমতা মাত্র থাকে না । সামান্য পাঠের চেষ্টাতেই
মত্তক এবং ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গের গুরুত্ব ও অসাড়তা জন্মে ; মাথা ঘোরে,
চিন্তার গোলমাল হয়, শরীরে, বিশেষতঃ কটিতে চন্‌চনি ও কীট বিচরণ-
বৎ অসুভূতি জন্মে । পৃষ্ঠে এবং জঙ্ঘায় বেদনা থাকে না, কিন্তু তাহা
দুর্বল হয় ও জ্বালা করে । জননেন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যায় এবং মলবেগেও
গুরুক্ষরণ হয় । রোগী সর্বদাই নিদ্রালু থাকে । দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিদিগের
রোগেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ । গুরুক্ষয়ই রোগের সাধারণ কারণ ।

আর্জেন্টাম নাইট্রিকম্—গাত্রোথান করিতে পৃষ্ঠের
বেদনার চলা ফেরায় উপশম । অঙ্গের কম্প ও দুর্বলতা, কটি
ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ত্বায় বোধ, মাথা ঘোরা এবং জননেন্দ্রিয়ের কোক্‌ড়ান
ও ধ্বজস্তম্ভ অবস্থা । গৃহাদির কোণ যেন বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া
রোগী ভীত ।

এলুমিনা—যেক্রদণ্ডে তপ্তলৌহ প্রবেশ করায় ত্বায় বেদনা ।
অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে রোগী টলিতে থাকে । রোগী পদতলে বেদনা
বোধ করে ।

জিঙ্কাম্—পৃষ্ঠের সর্বাধঃ কপেরুকা প্রদেশে অধিকতর বেদনা

মেরুদণ্ড বাহিয়া জ্বালা, জজ্বাপশ্চাতে কীট বিচরণের অনুভূতি এবং অঙ্গের দুর্বলতা ; বেলা ১১টার সময় অধিকতর ক্ষুধা নিবন্ধন উদরের শূণ্যবোধ এবং পৃষ্ঠ ও অঙ্গের দুর্বলতা । স্নায়বিক লক্ষণাদির ওয়াইন মগ্ন পানে বৃদ্ধি ।

শ্বাসযন্ত্ররোগ—কাসি, বক্ষ্যাকাস বা টুবাকুলার থাই-সিস্।—বক্ষরোগে ফস্ফরিক এসিডের সাধারণ ব্যবহার না থাকিলেও অবস্থা বিশেষে বায়ুনালীর শৈল্পিক ঝিল্লীর প্রতিশ্রায় রোগে ইহা ফলপ্রসূ । এন্সিফর্ম কার্টিলেজে বা বক্ষের অধঃসম্মুখে গুড়গুড়ি হওয়ায় কাসির উদ্বেক । সন্ধ্যাকালে রোগী শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি । প্রাতঃকালে পীতাত অথবা স্লেথ্রা ও পূয় মিশ্রিত এবং সাধারণতঃ লবণাস্বাদ গ্যারের নিষ্টিবণ ।

বক্ষ্যাকাসরোগে ফস্ফরাসের উপযোগিতা অধিকতর থাকিলেও বক্ষের দুর্বলতার আধিক্যে কথ্য কহিতে রোগীর কষ্ট জন্মিলে ফস্ফরিক এসিড তাহার স্থলভুক্ত হয় । এস্থলে দুর্বলতাই স্বাসকষ্টের কারণ । প্রবর্তমান বায়ুসংস্পর্শ প্রযুক্ত রোগীর সর্দির আক্রমণ হয় । এজন্য রোগী উষ্ণবস্ত্রে গাত্র আবৃত রাখিয়া বক্ষের তাপ রক্ষা করে । উপরিউক্ত লক্ষণাদির বর্তমানতায় ফস এসিড শ্রেষ্ঠতর ঔষধ ।

উদরাময় বা ডাইয়ারিয়া ।—তরুণ এবং পুরাতন উভয়প্রকার উদরাময়েই স্থল বিশেষে ফস্ফরিক এসিড বিশেষ উপকারী ঔষধ । উদরের গড় গড় শব্দে ডাক, পাতলা জলবৎ এবং অধিকাংশ সময়ে শুষ্ক অথবা পীতবর্ণ বিষ্ঠার ত্যাগ এবং অত্যন্ত তৃষ্ণার বর্তমানতা ইহার উদরাময়ের সাধারণ লক্ষণ । **ডাইনার রোগসহ ফস এসি** রোগের বিশেষ সাদৃশ্য থাকিলেও প্রথমের রোগীর অতি শীঘ্র প্রসূত দুর্বলতার আক্রমণ এবং দ্বিতীয়ের রোগীর তাহার অভাব ও স্থলবিশেষে

রোগীর শরীরায়তনের উন্নতি উভয় ঔষধকে প্রভেদিত করিয়া থাকে । উভয়ের রোগই উদরের বেদনাহীন এবং উভয়ের রোগীরই শরীরে প্রচুর শক্তি থাকে । দ্রুতবর্দ্ধিযু শিশু এবং যুবকদিগের মধ্যেই সাধারণতঃ ফস্ফ এসিড রোগ দৃষ্ট হয় । এনোভেল্ল তায় ইহাতেও বাত-কর্ষের সহিত মল নিঃসরণ হইতে পারে ; কিন্তু মলত্যাগের পূর্বে গড় গড় শব্দে উদরের ডাক, মলদ্বারের দুর্বলতা, গুরুত্ববোধ ও চুলকানি এবং মূত্রত্যাগসহ মলত্যাগের উপস্থিতি প্রভৃতি এনোভেল্ল বর্তমান থাকিয়া ইহাকে ফস্ফ এসিড হইতে প্রভেদিত করে । পড-ফিলনামেল্ল বেদনাহীন উদরাময়ের অতি শীঘ্র ভয়াবহ দুর্বলতা ফস্ফ এসিডের বেদনাহীন উদরাময় হইতে যথেষ্ট প্রভেদক । ক্যাঙ্সের কাঙ্স রোগীও বিশেষ দুর্বল হয় না, কিন্তু তাহার বিজাতীয় ক্ষুধা ও অল্পদ্রাণ বিষ্ঠা বিশেষ প্রভেদক বলিয়া গণ্য । ফস্ফরিক এসিডের বিষ্ঠা অনেক সময় অজীর্ণ ভুক্তবস্ত্র মিশ্রিত থাকে ।

বহুমূত্র রোগ বা ডায়াবিটিস্—মধুমেহ বা ডায়াবিটিস্ মিলিটাস, মূত্রমেহ বা ডায়াবিটিস্ ইন্সপিডাস্ ।—ফস্ফরিক এসিডের ঔষধগুণ পরীক্ষায় মূত্রাধিক্য বা পলিয়ুরিয়া একটি প্রধান লক্ষণরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে । ইহার পরীক্ষা-স্থান ব্যক্তি অনেক সময় মনে করে যেন তাহার মূত্রনালীর পরিসর বিগুণ হইয়াছে । ইহার বহুমূত্র রোগের মৌলিক আক্রমণ কিউনিতে হয় না । ইহার মূল আক্রমণ মস্তিষ্কের স্থানবিশেষে । দুঃখ, শোক, মানসিক অশান্তি এবং উৎকর্ষ প্রভৃতি ভাববিকলতা ইহার রোগের কারণ । রোগী সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে ধারণ করে, হতভম্বের তায় হইয়া যায়, স্মরণশক্তিহীনতার চরম সীমায় বাইতে পারে ; কলতঃ রোগীর মানসিক ও শারীরিক শক্তির ভয়াবশেষ মাত্র থাকে । অবস্থা বিশেষে মূত্রের কেবল জলীয়াংশের বুদ্ধি নিবন্ধন ত্যাগসংখ্যা ও পরিমাণ উভয়েরই

বৃদ্ধি হয়। মূত্র জলবৎ নির্মল ও পরিষ্কার থাকে ; কখন বা তাহা দুগ্ধবৎ গণনিশিষ্ট ও শর্করাপূর্ণ হয় ; কখন কখন আয়বিক ক্ষয় প্রযুক্ত কস্টেটের তলানি পড়ে। শেষোক্ত প্রকারের মূত্র সংশোধনে ফলস এন্সি একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যাতি দোষ বটে না। সর্ব-প্রকার রোগেরই বর্দ্ধিতাবস্থায় ক্ষুধাহীনতা জন্মে এবং কখন কখন অত্যধিক তৃষ্ণা থাকে। অনেক সময়েই স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া রোগীকে কষ্ট প্রদান করে। রজনীতে বারম্বার মূত্রত্যাগ করিতে উঠা ইহার একটি প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

ডাং হেরিং প্লাস্মামকে মধুগেহ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কপ্তিকান, সিলি এবং স্ট্রিপেছাস্ মূত্রমেহের অত্যাতি ঔষধ।

শুক্রেমেহ বা স্পাস্মাটরিয়া।—সাধারণ আয়বিক দুর্বলতা এবং হস্তমৈথুন অথবা অত্যধিক কামসেবা প্রভৃতি যে কোন কারণ-বশতঃই হউক অপরিমিত শুক্রাণুচয়ের পুরাতন ফলস্বরূপ মানসিক ও যান্ত্রিক শক্তির ভিত্তিমতপ্রায় অবস্থায় ফসফরিক এসিড আমাদিগের প্রধানতম আশ্রয়। জননেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ উত্তেজনাহীন অবস্থায় ইহার কার্যকারিতা দেখা গিয়া থাকে। রোগীর শারীরিক অবস্থাও অতিশয় অবনত হইয়া পড়ে। জন্বার দুর্বলতাবশতঃ কম্প হয় বলিয়া রোগী চলিতে টলে, “হুচটু খায়” ও শিরঃস্রবন থাকে। মেরুদণ্ড বাহিয়া পৃষ্ঠের জ্বালা রজনীতে বৃদ্ধি পায়। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা প্রযুক্ত অণুবৈজ্ঞানিক ও অণুকোষ শিথিল হইয়া যায় ও বুলিয়া পড়ে। লিঙ্গের উৎস নক্ষমতা রহিত হইয়া যায়, অথবা তাহার অসম্পূর্ণ উত্থান এবং সন্ধ্যাকালে অতি শীঘ্র শুক্র স্থলন হয়। শুক্রধারণাশক্তি মাত্রও থাকে না, মল মূত্র ত্যাগের সামান্য বেগেই বীৰ্য্যপাত ঘটে। কখন কখন ধ্বজভঙ্গরোগীর নিরীক্যোন্মুখ প্রদীপের হঠাৎ প্রজ্জ্বলনবৎ লিঙ্গের ক্রিয়োত্তেজনা হইলে

সঙ্গমের পূর্বেই অথবা অকালে অতি শীঘ্র শুক্রস্ফলন নিবন্ধন লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে। অনেক সময় লিঙ্গবেষ্টনকে কীট বিচয়ণবৎ অনুভূতি জন্মে।

ইহাতে দুর্বলতা বশতঃ সঙ্গমকালে লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে, নাক্সভমিকায় লিঙ্গের আক্ষেপিক ক্রিয়াবশতঃ শিথিলতা জন্মে। ডাং হিউজের মতে এ রোগের ইহা প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। কিন্তু ইহা নিম্নক্রমে কার্য্যকারী নহে। অণ্ডকোষ টানিয়া নামানের জ্বায় অনুভূতি। গতপাপানুশোচনাবশতঃ রোগী ক্লিষ্ট ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে ব্যাকুল হয়, অথবা মানসিকশক্তিহানিবশতঃ সম্পূর্ণ উদাসীনতা জন্মে।

সিদ্ধনা—অনেক বিষয়ে ফস্ফ এসিড তুল্য হইলেও তাহার জ্বায় ইহা পাত্তর পুরাতন রোগের পক্ষে কার্য্যকারী নহে। শুক্রক্লেব তরুণ দুর্বলতাদি নিবন্ধন কুফল, যেমন ক্রমাগত ২৭ দিবস রক্তনীতে স্বপদোষ বশতঃ দুর্বলতা, ইহা অচিরে বিদূরিত করিতে পারে।

ফস্ফরাস্—ইহাতে ধ্বজভঙ্গের পূর্বে জননেদ্রয়ের অত্যধিক উত্তেজনা হয়। ইহার অন্ত্যন্ত লক্ষণমধ্যে কঠিন মলতাগকালে প্রেইট গ্রন্থির স্রাব নিঃসরণ ও অনৈচ্ছিক রেতঃক্ষরণ প্রধান।

পিত্তিক এসিড—ইহাতে পুনঃ পুনঃ লিম্বোথান প্রযুক্ত নিদ্রার ব্যাঘাত এবং শীঘ্র শীঘ্র শুক্রস্ফলন হয়। প্রবল কামেচ্ছাসহ বীৰ্য্যপাত হওয়ায় দুর্বলতা জন্মে। ডাং কিং ইহার উচ্চতম ক্রমের ব্যবহার করিতে বলেন, কেননা নিম্ন ক্রমে ইহা রোগবৃদ্ধি করিতে পারে।

অস্থিরোগ—হিপ্ ডিজিজ্ বা বক্ষণসন্ধিরোগ, ভার্টেব্রাল কেরিজ বা কশেরুকাস্থিকৃত।—গণ্ডমালারোগগ্রস্ত শিশুদিগকে অস্থির পুষ্টিহানি বশতঃ অস্থিবিকাররোগে (Rachitis) বক্ষণ-সন্ধিসংস্থষ্ট অস্থিবেষ্টপ্রদাহ এবং বক্ষণসন্ধির ক্ষত ও মেরুদণ্ডের এক বা একাধিক কশেরুকার ক্ষতি, বেদনা কাঠিন্য, ক্ষত এবং

পৃষ্ঠদণ্ডের বেদনাদিসহ বক্রতা উপস্থিত হয়। “ছুরিকা দ্বারা অস্থি টাছার ন্যায় অস্থিত্ব” অস্থি রোগে ফস্ফরিক এসিডের প্রদর্শক স্থানীয় কলিয়া পরিগণিত। রক্তনীতে এই লক্ষণের বৃদ্ধি। এই সকল রোগে পারদের অপব্যবহার তইলেও এরূপ লক্ষণ উৎপন্ন হইতে পারে। ফস্ফ এসি রোগী অত্যধিক দুর্বল।

দুর্বলতা বা ডিবিলিটি।—স্নায়বিক ক্রিয়াগত দুর্বলতার পক্ষে ফস্ফরিক এসিড ফলপ্রসূ। ইহার লক্ষণে মেরুদণ্ড বাহিয়া এবং অঙ্গে জ্বালা থাকে। ওদাসিন্য, মন ও শরীর উভয়ের জড়-ভাব এবং স্নায়বিক উদ্ভ্রান্তাবের (Irethism) সম্পূর্ণ অভাব ইহার বিশেষ লক্ষণ। স্মরণশক্তির শোচনীয় অভাব ঘটে। অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবাদি প্রযুক্ত শুক্রকর্ম, এবং শোক, দুঃখ, প্রেমনৈরাশ্য ও গৃহবিবাহাতুরতা প্রভৃতি বশতঃ মানসিক ভাবাবসাদ ইহার বলহানির কারণ। রোগীর শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া যায়। দুর্বলতার চরম সীমায় রক্তনীষণ্য ও অবিশ্রান্ত তন্দ্রা প্রভৃতি বিপজ্জনক লক্ষণের উপস্থিতি দ্বারা দুর্বলতার সাংঘাতিক অবস্থা প্রকাশিত হওয়ায় ফস্ফ এসি প্রয়োগের উপযোগিতা দৃষ্ট হয়।

এম্ব্রা প্রি—স্নায়বিক দুর্বলতার প্রতিক্রিয়ার অভাব।

সরিপ্লাম্—সোরাডোব বর্ধমান থাকায় প্রতিক্রিয়া হয় না।

তরুণ অথবা প্রবল রোগান্তে রোগী অত্যন্ত দুর্বল থাকে।

লরাসিরেস।স্—ফস্ফরোগান্তে প্রতিক্রিয়া হয় না।

টাইফয়েড ফিবার বা সন্ন্যপাত জ্বরবিকার।—যন্তিঞ্চ লক্ষণের বিশেষ প্রকৃতি এবং উদরলক্ষণের প্রাচুর্য দ্বারা টাইফয়েড জ্বরে ফস্ফরিক এসিড প্রদর্শিত হয়। জ্ঞানশক্তির গভীর অবসাদ নিবন্ধন রোগী সর্ববিধয়ে উদাসীন ও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে ধারণ করে। রোগীর জ্ঞানশক্তির লোপ হয় না, কিন্তু প্রগাঢ় শারীরিক ও

মানসিক অবসন্নতা বশতঃ কথা কহিতে প্ররুতিহীন থাকায় ডাকিলে সহজে জাগরিত হইলেও অল্প কথায় প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরই দেয়। উদর স্ফীত হয়, ডাকে এবং বড় বড় করে। উদরাময় থাকিলে রোগী বেদনাহীন এবং জলবৎ এবং অনেক সময় অজীর্ণ ভুক্ত বস্তু মিশ্রিত মল অনৈচ্ছিকরূপে ত্যাগ করিয়া থাকে। অল্প হইতে রক্তস্রাবও হইতে পারে। নাসিকার রক্তস্রাবে ইহা রাসের তুল্য হইলেও রোগের প্রথমাবস্থায় তাহার ন্যায় ইহা শান্তি আনয়ন করে না। রোগী নাসিকারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়। মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত জিহ্বার মধ্য বাহী কাল্চে লোহিত রেখা দৃষ্ট হয়। আস', ব্যাপ্টি ও কল্‌চির ন্যায় জিহ্বা শুষ্ক এবং দন্ত ঘন ও কাল্‌চে মলাবৃত থাকে। কথা কহিতে অনিচ্ছুক, ফস্ এসি রোগী ঔজ্জ্বল্যহীন, কাচঘৎ চক্ষু মেলিয়া নিরোধের ন্যায় এক দৃষ্টি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে থাকে। ইহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত ট্র্যাম রোগী বিক্ষারিত, প্রচণ্ড চক্ষুর কটমট চাহনিসহ অনবরত প্রলাপ বলিতে থাকে।

ফস্‌রোগীর মানসিক উত্তেজনা ও জিহ্বার শুষ্কতা ফস এসি হইতে অধিকতর। ফলতঃ আসের যেরূপ রাসসহ, ফসের তদ্রূপ ফস্ এসিসহ সঞ্চদ্র দৃষ্টিগোচর হয়। নিউমনিয়া বর্তমান থাকিলে ফসের উপযোগিতা অধিকতর থাকে।

সুইট স্পিরিট অব নাইটার-ফস এসির ন্যায় মানসিক অবসাদ ও ঔদাসীন্য প্রযুক্ত হানিমান ইহার ব্যবহার করিতেন। রোগী সম্পূর্ণ নির্নিপুণ ভাবে শয্যায় পতিত থাকে, কিন্তু প্রশ্ন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করে। ফলতঃ ফস এসি দ্বারা কার্য্য না হওয়ায় ডাং ক্যারিংটন ইহার ব্যবহারে ফল পাইয়াছেন।

লেকচার ৪২ (LECTURE XLII.)

ফস্ফরাস (Phosphorus) ।

সাধারণ নাম ।—ফস্ফরাস ।

প্রয়োগরূপ ।—অরিষ্ট বা টিংচার ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—কতিপয় সপ্তাহ ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম ।—২x হইতে ২০০ ক্রম প্রায়শঃ এবং

তদুর্দ্ধ ১০০০০০ (cm) ক্রম পর্য্যন্তও ইহার ব্যবহার বিরল নহে ।*

লক্ষপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগ বিশেষে যে যে ক্রমের ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা নিয়ে প্রদর্শিত হইল, যথা—ডাং কুপার—রোগীর বয়স ২৬ বৎসর, ৫ বৎসরের শিরঃশূল; অনিয়মিত আক্রমণ; অনিয়মিত সময়ে, বিশেষতঃ মস্তক নত করিলেই বেদনা; ললাটের বেদনা এক পার্শ্ব হইতে অন্যপার্শ্বে, কখন বা মস্তক পশ্চাতে তীর বেগে যায় এবং ললাটে অধিকতর থাকে; আক্রমণের পূর্বে দৃষ্টিমালিন্য ও বেদনা কালে বিবমিসা হয়; প্রথমে উদরান্নয় পরে অদমা কোষ্ঠবদ্ধ; ৩; আরোগ্য। ডাং ব্রাউন—রোগীর বয়স ২০; সাময়িক শিরঃশূল; প্রথমে আবেশে আবেশে আমাশয়ের প্রথম বেদনা ৩ দিন থাকিবার পরে ঐ প্রকৃতির বেদনাই ললাটের বামপার্শ্ব আক্রমণ করে, এবং চক্ষু, দন্ত ও মস্তকপার্শ্ব পদ্যন্ত বিস্তৃত হয়, বেদনার প্রকৃতি ছুরিকা বসানের ন্যায়; ৩, আরোগ্য। ডাং ভিলাস্—রোগিনী অত্যন্ত উত্তেজনাগ্রবণ; চক্ষুর চিত্রপত্রেষ (Retina) রক্তাধিক্য রোগ; চক্ষুর সম্মুখে আলোকে ক্ষণপ্রভা ও রঙ্গিল চক্র দৃষ্ট হয়; ২x আরোগ্য। ডাং বেল্—ভদ্রমহিলা, বয়স ২০; পাঠে চক্ষুর গভীরদেশে বেদনা; রোগী চক্ষুর সম্মুখে কাল কালবিন্দু দেখে, প্রাতে চক্ষুর পাতা ভারি বোধ হয়, উজ্জ্বল বস্তুর দিকে তাকাইলে এবং প্রদীপের আলোকে রোগের বৃদ্ধি এবং গোমূলি সময়ে উপশম; ২০০, আরোগ্য। ডাং উসার—বলিষ্ঠ পুরুষ; প্রতি সপ্তাহ

উপচয়।—মধ্য রজনীর পূর্বে ; বিহ্যাময় ঝটিকার সময় ; চিং হইয়া অথবা বামপার্শ্ব চাপিয়া শরনে ; উষ্ণ গৃহে ; হস্তমৈথুন এবং শুক্রেয় অপচয়ে ; একা থা কিলে ; উষ্ণ বস্ত্র আহারে ।

উপশম।—শীতল, মুক্ত বায়ুতে ; আহারান্তে ; বিশ্রামে ; নিদ্রার পরে । শীতল বায়ু মস্তক এবং মুখমণ্ডলের লক্ষণ উপশম করে, বক্ষ, কণ্ঠনালী এবং গ্রীবার লক্ষণ বৃদ্ধি করে ।

সম্বন্ধ।—ফস্ফরাসের কার্যপ্রতিষেধক—ক্যাল্ফর, কফিয়া, নাক্স ভ, টেরিবিষ্ট ও ভাইনাম্ ; বিষমাত্রায় বমনকারক ঔষধ ও জলসহ ম্যাংগোসিয়ার দ্রব ।

ফস্ফরাস যাহার কার্যপ্রতিষেধক—টেরিবিষ্ট, রাস ভেন । ইহা অধিক পরিমাণে লবণ, কপূর ও আয়ডিন ব্যবহারের কুফল নষ্ট করে ।

ফস্ফরাস যাহার পরে প্রযোজ্য—ক্যাঙ্কে কা, সিল্ক, কেলি কা, লাইক, নাক্স ভ, রাসটক্স, সিলিকা ও সালফ ।

৬ আউন্স করিয়া তামাকু পাইত ; অন্ধহ রোগ ; প্রথমে সাল্ক ৩০ প্রযোগ ও তামাকু অর্দ্ধভাগে হ্রাস করায় দৃষ্টিশক্তি অল্পষ্ট ও আলোকাসহিষ্ণুতা জন্মে, পরে ৬, আরোগ্য । ডাং থিয় বন্ড—৫ বৎসর বয়সের রোগী ; বেদনাসহ কাণপাকা, বাম কর্ণে আরম্ভ হইয়া এক্ষণে দক্ষিণ কর্ণ আক্রান্ত ; পূজ ও রক্ত পড়ে ; রজনীতে বেদনা বৃদ্ধি হওয়ার নিদ্রা হয় না ; বাম কর্ণ প্রায় বধির ; কাণপাকা বন্ধ হইলে বাম চক্ষুর নিম্ন পাতায় অগ্নি অথবা নাসিকামূলভাগে উদ্ভেদ জন্মে ; কোষ্ঠবদ্ধ ; ১০০০০, (cm) আরোগ্য । ডাং গার্গসি—অন্ননালীর সঙ্কোচনে (stricture of œsophagus) । রোগিণী শীর্ণ ও দুর্বল ; আশ্রয়ে শূণ্যমুভূতি ও তীর বৈধার হ্রাস বেদনা ; পৃষ্ঠ বাহিয়া উর্দ্ধগামী তাপের অনুভূতি ; স্নায়বিক উদ্ভেজনশীলতা ; ৭০,০০০ (70m), আরোগ্য । ডাং হ্যান্-কিভেল—রোগীর বয়স ৪৯ বৎসর ; আহার ও পানে বমনের বেগসহ অত্যন্ত কাসি ; কাসির জন্ত রাতে নিদ্রাহীন, ১২ আরোগ্য । ডাং টো—পুরাতন স্বরব্রণপ্রদাহ ; কুস্-কুস্ হইতে প্রভূত পরিমাণ মুদ্র রক্তস্রাবে রোগী মুচ্ছিতপ্রায় ; শীতল বর্ষ ; শয্যাগত ; ৩০ ; বদ্ধ । ডাং নিউটন—শিশুনিউরনিয়া, ৩, আরোগ্য ।

বিরুদ্ধসম্বন্ধযুক্ত ঔষধ - কষ্টিকাম্ ।

কার্য্যপূরক ।—সেপা ও আসেনিকের ।

পাল্মনারি টুবাকুলসিস (ফুসফুসের গুটিকাৎপত্তি) রোগে এই ঔষধের ক্রিয়ায় প্রবল, শুষ্ক কাসি হওয়ায় শোণিত নিষ্ঠূত হইলে তন্নিবারণে একালিফা ইণ্ডিকা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

তুলনীয় ঔষধ ।—একন, এষ্ট্রা, এমেন, এপিস, আস', বেল, ব্রায়, ক্যাক্সে কা, কার্ব ভেজ, কল্‌চি, সিক্স, ক্রেটেলাস্, ইপিকা, কেলি কা, লাইক, মার্ক, নাক্স ভ, নেট সা, পড, পাল্‌স, রাস, সিকেলি, সিলিক ও সাল্‌ফ্ ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ ।—
একহারা, সুন্দর এবং আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি, যাহাদিগের শেক
রেশমোপম স্ফটিকণ, চক্ষুপুটের রোম সুকোমল এবং যাহারা
স্মৃতিতক্সী, সতেজ, চৈতন্যশীল ও উত্তেজনাপ্রবণ ।

যে সকল যুবা ব্যক্তির দেহ শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হওয়ায় সম্মুখে নত
হইবার উপক্রম হয় (সাস্‌ফ, মন্তক নত করিয়া ভ্রমণ করে) ; মৃৎ-
পাণ্ডুরোগ ; পাণ্ডুরতা ; বৃদ্ধদিগের উদরাময় ।

আলোক, শব্দ, ঘ্রাণ এবং স্পর্শ প্রভৃতি সৰ্ব্ব প্রকার আগন্তুক
বিষয়ের সংস্রবেই ইন্দ্రిয়াসহজুতা (ইথের, নাক্স ভ, টেরাষ্টু) ।

অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ; অবিশ্রান্ত শরীরচালনা ; যাহারা মুহূর্তমাত্রও স্থির
হইয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না (জিহ্ব পদ চালনা করে) ।

অধিকাংশ স্থলে স্নায়ুরোগে মেরুদণ্ড বাহিয়া স্থানে স্থানে,
অংশফলকাস্থিহ্রয়ের মধ্যবর্তী স্থানে (বরফের চাপ সংলগ্ন
ধাককার ভ্রায়, ল্যাক্সিয়া) জ্বালা ; অথবা তীব্র জ্বালা পৃষ্ঠ বাহিয়া উর্দ্ধে
উঠে ; করতলের জ্বালা (ল্যাকে) ; বক্ষ ও ফুসফুস এবং প্রত্যেক
শরীরোপাদানের (সাল্‌ফ, আস') জ্বালা ।

সামান্য শৈত্যসংস্পর্শেই শরীরের, বিশেষতঃ বক্ষের তীক্ষ্ণ বেদনা, চাপে, এমন কি সামান্য চাপেও বদ্ধিত ; শল্যকাস্তিহ্রয়ের ব্যবধান স্থানের বেদনার বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে বৃদ্ধি ; রোগী মৃত্ত-
বায়ু সহ্য করিতে পারে না ।

মস্তকে, বক্ষে, আমাশয়ে এবং সর্ব শরীরে দুর্বল, খালি খালি এবং
কিছুই নাই ভাবের অনুভূতি ।

উদাসীন ; কথা কহিতে অনিচ্ছুক ; ধীরে প্রশ্নের উত্তর করে ;
অলসতার সহিত শরীর চালনা ।

জীবন ভার বোধ ; ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রতীয়মান ।

আয়বিক দৌর্বল্য ; কম্প ; শরীরে ম্যাগ্নেটিক শক্তি লাগাইবার
ইচ্ছা ।

সর্ব শরীরিক বলক্ষয় ও দুর্বলতা ; দৈববরসক্ষয় নিবন্ধন কাস্তি ।

মস্তক, বক্ষ, আমাশয় এবং সম্পূর্ণ উদরে এক প্রকার দুর্বল,
শূণ্য এবং কিছুই নাই নাই ভাবের অনুভূতি ।

শীতল খাদ্য ও পানীয়, রসাল তৃপ্তিকর বস্তু, এবং আমাশয়ের
বেদনার উপশমকারী কুন্নি বরফ প্রভৃতিতে লালসা ।

জলপানান্তর আমাশয়ে জল উষ্ণ হইলেই বমন ।

কোষ্ঠবদ্ধ জন্মিয়া বিষ্ঠা সুরু, দীর্ঘাকার, শুষ্ক, চিমসা এবং কুকুরের
বিষ্ঠার তায় কঠিন ; অতি কষ্টের সহিত মলত্যাগ (কষ্ট, প্রণাস,
ষ্ট্যাফি) ।

উদরাময়ে কোন বস্তু সরলান্ত্রে প্রবেশ মাত্রই মলত্যাগ ;
কলের মুখ হইতে ঢালিয়া পাড়ার তায় প্রচুর মলের নিঃসরণ ; জলবৎ
বিষ্ঠার মধ্যে সাগুর তায় দানা দানা পদার্থ ; মলদ্বার ফাক
হইয়া থাকার অনুভূতি ; (এপিস, সিকেলি) ; অনৈচ্ছিক
মলত্যাগ । বগেরার প্রকোপ সময়ের উদরাময় ; অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়

জলশ্রাব করিতে পারে না, জল দেখিলেই বমন হয়, স্নানকালে চক্ষু মুদ্রিত রাখিতে বাধ্য (লাইসি) ।

ধাতুগত রক্তস্রাবপ্রবণতা ; সামান্য ক্ষত হইলে প্রচুর রক্তস্রাব (ক্রিমাজোট, ল্যাকে) ।

পুনঃ পুনঃ প্রভূত পরিমাণ রক্ত নির্বাহরূপে যেন ঢালিয়া পড়ে এবং পরে কিছুক্ষণের জন্য নিবারিত থাকে ; রক্তকাসি ; জরায়ুর কর্কট রোগে (cancer) রক্তস্রাব ; আর্দ্রভাবে নাসিকা, আমাশয়, মলদ্বার এবং মূত্রনালী হইতে অশুক্ল রক্তস্রাব ।

স্বরযন্ত্রের বেদনায় রোগী কথা কহিতে অক্ষম ; উষ্ণ বায়ু হইতে শীতল বায়ুর মধ্যে ঘাইলে (ত্রায়ের বিপরীত), হাসিলে, কথা কহিলে, পাঠ করিলে, আহার করিলে এবং বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে (ড্রিসিরা, ষ্টেনাম) কাসি ।

পুরাতন উদরাময়ের রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

হানিমান বলিয়াছেন—“রোগীর পুরাতন উদরভঙ্গ অথবা উদরাময় থাকিলে ইহা দ্বারা অধিকতর উপকার হয় ।”

রোগকরণ ।—মানসিক উত্তেজনা কক্ষরাসের বহুবিধ রোগের কারণ । ফলতঃ অজ্ঞান, অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা, হস্তমৈথুন, আঘাত, শৈত্যসংস্পর্শ, সিজতা, শকটারোহণ, অতিরিক্ত মত্তপান, জৈবরসক্ষয় এবং অভ্যাসগত স্রাবের রোধ অথবা স্বগুণে বসিয়া যাওয়া প্রভৃতি বহুবিধ কারণে ইহার রোগ জন্মিয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—পরিপোষন ও পুনরুৎপাদিকাশক্তিপ্রদ স্নায়ুগুণ এবং শোণিত কক্ষরাসের ক্রিয়াক্ষেত্র । ইহার ক্রিয়ায় উভয়ের উপাদানগত বিশ্লেষণ ও ধ্বংস সাধিত হয় । ইহার ক্রিয়াফলে এক দিকে স্নায়ুউপাদানের অতি প্রবল উত্তেজনা নিবন্ধন অচিরে রক্তাধিক্য ও প্রদাহ জন্মে এবং তন্নিবন্ধন আক্রান্ত স্নায়ুপদার্থের

অভ্যন্তরে প্রাদাহিক স্রাবের উপস্থিতি অথবা শোণিত, মস্তিষ্ক-মেরু-মজ্জা এবং অস্থির বিশ্লেষণ ও ধ্বংসের সংঘটন বশতঃ আক্রান্ত প্রদেশের ক্রিয়াবলাদ ও পক্ষাঘাত হয়। অপর দিকে শোণিতের বসাপকৃষ্টতা ও শোণিতোপাদান, বিশেষতঃ তাহার সূত্রজ্ঞান পদার্থ অর্থাৎ ফাইব্রিনের বিশ্লেষণ সংঘটিত ও শোণিতের সঙ্কোচক গুণ অপহৃত হওয়ায় তাহা তরলতর হয় এবং শিথিল রক্তবহা নাড়ী হইতে সহজেই ক্ষরিত হইতে থাকে। তজ্জন্তু শোণিতস্রাব ও বহিরভ্যন্তর সর্কশরীরে কালশিরা উৎপন্ন হয়। চোয়ালান্ধি, দন্ত ও ফুস্ফুস ইহার প্রাথমিক ক্রিয়ার প্রধান লক্ষস্থল এবং তজ্জন্তু চুয়ালান্ধি ও দন্তের ধ্বংস, অস্থিকৃত ও ফুস্ফুসের বিধানতন্ত্রের মধ্যে রক্তের ক্ষরণ ও সঞ্চয় হয়। এতদ্ভিন্ন ইহার ফলে অগ্ন্যাগ্ন বৃদ্ধ ও উপাদানের, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের বসাপকৃষ্টতা, কিডনির প্রবল প্রদাহ ও যকৃতের অনতিপ্রবল প্রদাহ, যকৃতের ইয়াল এট্রফি বা পীতক্ষয়রোগ এবং সমস্ত শৈল্পিক কিল্লীর, বিশেষতঃ পরিপাকবস্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের শৈল্পিক কিল্লীর প্রদাহ ও উপাদানগত বিকার উৎপন্ন হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—ফস্ফরাস অতি ধীর ক্রিয়াশীল দ্রব্য। ইহার নিম্ন বিষমাত্রা এক গ্রেণ সেবনে সাধারণতঃ তিন চারি দিবসে মৃত্যু উপস্থিত হয়। ইহা সাক্ষাৎভাবে শরীরোপাদানের দাহকর বা ধ্বংশকর নহে; সুতরাং ইহার সত্ত্ববিষক্রিয়ার লক্ষণ হইতে ইহার ক্রিয়া সৰ্ব্বদা আমাদিগের বিশেষ কোন জ্ঞান জন্মে না, তবে এই সদ্য বিষক্রিয়ার লক্ষণ, শব-ব্যবচ্ছেদলব্ধ চিহ্নাদি ও বহুদিন ফস্ফরাসের কারখানায় কার্য করা হেতু শ্রমজীবীগণের দেহে যে সকল উপাদানগত ও ক্রিয়াগত পরিবর্তন ঘটে তাহার সমষ্টি হইতে ইহার ক্রিয়া সৰ্ব্বদা অনেক স্রাস্তাস পাওয়া যায়। ফলতঃ হোমিওপ্যাথি মতে ফস্ফরাসের পরীক্ষালব্ধ লক্ষণাদি হইতেই আমরা ইহার ক্রিয়ার প্রায়

সর্বাঙ্গীন ব্যাপকতা, গুরুত্ব, গভীরতা ও বিশেষতার সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি।

বিষক্রিয়ার সাংঘাতিকতা ও ব্যাপকতায় **আসেনিক ও ফস্ফরাস** প্রায় সমকক্ষ। কিন্তু আসেনিক প্রবল-দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট বস্তু; তাহার দাহন ও ধ্বংসমূলক ক্রিয়া প্রায় উপাদাননির্বিষশেষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংঘটিত হয় এবং তাহার বিষক্রিয়া-নিবন্ধন মৃতদেহের পরিপাকযন্ত্রপথাদিতে নানারূপ ধ্বংসচিহ্ন দেখা যায়। ফস্ফরাস ধীর ক্রিয়াবিশিষ্ট বিষ। ইহার বিষক্রিয়ানিবন্ধন দেহোপাদানে সামান্য রক্তাধিক্যের চিহ্ন ভিন্ন কোন ধ্বংসচিহ্ন দৃষ্ট হয় না। এই কারণে যে কোন তরুণ বা পুরাতন রোগের পতনাবস্থায় আসেনিক যেরূপ আন্তর্কলপ্রদ ঔষধ, ফস্ফরাস হইতে সেরূপ ফলের আশা করা যায় না।

আইয়ারণ যেমন শোণিতের হিমগ্লোবিন পদার্থের শ্রেষ্ঠতম উপাদান, ক্যালকেরিয়া যেমন অস্থির প্রধান উপাদান, ফস্ফরাস তেমনই স্নায়ু-পদার্থের প্রধানতম উপাদান এবং স্নায়ুপদার্থ ও শোণিতের প্রাণ স্বরূপ। এই কারণে শরীরোপাদানে আইয়ারণ ও ক্যালকেরিয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি যেরূপ রোগজ পরিবর্তনের কারণ, ফস্ফরাসের হ্রাস-বৃদ্ধিও তরুণ রোগজ পরিবর্তনের কারণ হইয়া থাকে। তন্নিম্ন স্নায়ুশক্তিই সর্বপ্রকার দেহযন্ত্রের কার্যনিয়ন্তা বলিয়া ফস্ফরাসের হ্রাসবৃদ্ধিসহ গৌণভাবে সর্ববিধ দেহোপাদানেরই পরিবর্তন ঘটয়া থাকে।

ক্যালকেরিয়া, সাল্ফার, ফস্ফরাস প্রভৃতি অতি প্রধান সৌরিক ঔষধ। ইহারা সকলেই বিশেষরূপ গুণমালা লক্ষণ প্রকাশ করিলেও কি শরীরাবয়ব, কি বহিরভ্যন্তরিক রোগজ পরিবর্তন, সর্ববিষয়েই ইহারা স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া থাকে।

ফস্ফরাস খাড়াবিশিষ্ট ব্যক্তি যেন রোগের অঙ্কুর লইয়াই জন্ম গ্রহণ

করে। শিশুগণ দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু অপিচ মাংসহীন থাকায় দীর্ঘচন্দ্র ও শীর্ণকায় হয়। ইহাদিগের দেহ অতি কোমল, মৃণ ও পণ্ডুর বলিয়া দেখিতে সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠিত, চক্ষু সূক্ষ্ম ও বুদ্ধি বাঞ্জক এবং চক্ষুপত্র সূচিকণ ও রেসমোপম লোমযুক্ত থাকে। ইহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি বয়সের তুলনায় দ্রুত অধিকতর স্ফুর্তি প্রাপ্ত ও তীক্ষ্ণতর হয়। আমরা কথিত ভাষায় একরূপ নিন্দাছলে যাহাকে “ইচড়ে পাকা” বলিয়া থাকি, ইহারা প্রায় তদ্রূপ। ইহাদিগের স্নায়ুগুণ তদিতর উপাদানের বিনিময়েই সেন স্ফুর্তি প্রাপ্ত হয় এবং শরীর এবং স্নায়ুগুণ উভয়ে রই মূলে ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ত্তমান থাকে। বুদ্ধির প্রাখর্য থাকিলেও তাহা গান্ধীয়া ও দ্রুতাদিগুণবিবর্জিত হয়। ফলতঃ স্নায়ুগুণের এই মৌলিক দুর্বলতাপ্রসূত অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত ফস্ফরাসরোগী বিলক্ষণ উত্তেজনাপ্রবণ থাকে। ইহাদিগের রসগ্রহিণিচয় অত্যন্ত রোগপ্রবণ থাকে ও সহজেই বিবর্দ্ধিত হয়। গাত্রে ক্ষত জন্মিলে তাহা নিরাময়িক শক্তিহীন থাকে। শিশুগণ কষ্টে কথা বলিতে ও হাঁটিতে শিখে। বালিকাদিগের মধ্যেই ফস্ফরাস প্রকৃতির বিশেষ স্ফুর্তি দৃষ্ট হয়। ফলতঃ পূর্ণবয়স্ক ফস্ফরাসব্যক্তি যক্ষ্মারোগের আকর।

ফস্ফরাসবিষক্রিয়ার প্রথমাবস্থায় স্নায়ুপদার্থের ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা উপস্থিত হইয়া অচিরে তাহা দুর্বলতায় পরিণত হয়। এই দুর্বলতায় অসহিষ্ণুতা বশতঃ রোগী বড়ই উত্তেজনাপ্রবণ থাকে। ফলতঃ এই দুর্বলতা নিবন্ধন মিথ্যা সবলতা বা অসহিষ্ণুতাই ফস্ফরাস বিষক্রিয়ার বিশেষতা। উপরিউক্ত উত্তেজনায় ফলে স্নায়ু পদার্থে রক্তাধিক্য ও প্রদাহ জন্মিয়া তন্মধ্যে প্রদাহিক স্রাব উৎপন্ন হয়। শোণিতাপকৃষ্টতা বশতঃ স্নায়ুকেঞ্জের পুষ্টিহানি, স্নায়ুবেষ্ট মধ্যে শোণিতস্রাব এবং প্রদাহিক স্রাব প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ইহাই ফস্ফরাস বিষাক্ত রোগীর অঙ্গবিশেষের পক্ষাঘাতের কারণ। কোন অঙ্গের পক্ষাঘাতের উপক্রমে

তাহাতে সড়সড়ি বা চন্‌চনি উপস্থিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তিহানির প্রথমাবস্থায় আগন্তুক বিষয় সংশ্রবের অসহিষ্ণুতা এবং মস্তিষ্কীয় বিগলনা দি রোগের পূর্বগামী উদ্ভেজনা প্রবণতা প্রভৃতি দ্বারা স্নায়ু পদার্থের ধ্বংসমূলক প্রাথমিক উদ্দীপনা প্রকটিত হয়।

ফস্ফরাসের ক্রিয়া মূলতঃ স্নায়বিক দুর্বলতাজনক। স্নায়ুমণ্ডলই শরীরস্থ সর্বযন্ত্রের নিয়ামক। এই কারণে উপরিলিখিত সাক্ষাৎ ক্রিয়াফল ভিন্ন ইহার গোণ ক্রিয়াকালে পরিপোষণনিয়মক সহানুভূতিক স্নায়ুর ক্রিয়া বিপর্যস্ত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ও শরীরোপাদানে বিবিধ রোগজ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। স্নায়ুবিকারের সহিত পূর্বকথিত শোণিতবিকার মিলিত হইয়া এই সকল পরিবর্তনের পরিমাণ, গুরুত্ব ও সাংঘাতিকতার বৃদ্ধি করে। এজন্য চোয়ালান্থির সহিত ফস্ফরাসের সাক্ষাৎ ক্রিয়াসম্বন্ধ থাকায় সাক্ষাৎভাবে তাহার ধ্বংস সাধিত হইলেও ইহার গোণ ক্রিয়াফলে উর্দ্ধ চূয়াল ও কসেরুকাস্থি আক্রান্ত হয় এবং মস্তকাস্থিতে অর্ধদাদি জন্মিয়া থাকে। তন্নিম্ন ইহার গোণ ক্রিয়া ফলে কুচ্ছ সাধ্য স্ত্রাবারোগ এবং যকৃত, কিড্‌নি ও প্যাংক্রিয়াস প্রভৃতি বসাপকুষ্ঠতা ইত্যাদি নানাবিধ যান্ত্রিক ও উপাদানগত অসাধ্য রোগ জন্মিতে দেখা যায়।

ফস্ফরাসের তরুণ ও দ্রুত এবং কালব্যাপী ও ধীর এই উভয় প্রকার বিষক্রিয়াই স্বাসযন্ত্রের, বিশেষতঃ ফুসফুসের, অতি গভীর উপাদানগত পরিবর্তন উৎপন্ন করে এবং তাহা হইতে ব্রঙ্কাইটিস, নিউমনিয়া প্রভৃতির সদৃশ টিস্যুবিকার ও লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ ইহার ক্রিয়া বহু বিস্তৃত ও বিবিধ। ইহার ঔষধগুণপরীক্ষায় যে সকল লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

রোগীর অপম্মার রোগবৎ ক্ষণে হাসি ক্ষণে কান্না উপস্থিত হয়। গোষ্ঠলিকালে, বিদ্যুৎস্পর্শনিম্নয় ঝটিকায় এবং একা থাকিলে রোগী

তবিশ্রান্ত স্বপ্নে উৎকর্ষা বশতঃ অস্থির হয় এবং তাহার স্বপ্নকল্প হইতে থাকে। বিষাদিত রোগীর চক্ষু হইতে জল নিঃসৃত হয় অথবা মধ্যে মধ্যে অনৈচ্ছিক রূপে মিথ্যা হাস্য হইতে থাকে। প্রেমোদ্দীপনা হয়। ক্রমিক মানসিক উদ্দীপনা বশতঃ রোগী হঠাৎ ক্রোধাক্ত হওয়ায় অতি প্রচণ্ড ব্যবহার করে; কিন্তু তাহাতে নির্বাহোন্মুখ স্বাস্থ্য-শক্তির অপচয় নিবন্ধন কষ্ট উপস্থিত হয়। কখন কখন মানসিক ক্রিয়ার অস্বাভাবিক স্ফূর্তি জন্মে। মানসিক ভাবে ও শরীরিক উত্তেজনা-গ্রস্ত হয়; কিন্তু সামান্য অসন্তুষ্টিতেই অবসাদ জন্মে। সামান্য উল্লাসভাবে বেশেই শরীর উষ্ণ হওয়ায় অমুভূতি জন্মে যেন রোগী উষ্ণ জলে নিমজ্জিত আছে। অধ্যক্ষিক উদাসীনতা, কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না, অথবা ভুল উত্তর দেয়। দুঃখিত ভাবে চুপ করিয়া থাকে। বিষাদাক্ত, মনে করে তাহার মৃত্যু হইবে। প্রত্যেক গৃহকোণ হইতে যেন কিছু হাঁটিয়া বাহির হইতেছে দেখিয়া আশঙ্কান্বিত। বৈরাগ্যভাব, আপনার সম্বন্ধেও উদাসীন থাকে। চিন্তাকালে শিরঃশূল ও শ্বাস কষ্ট জন্মে; আশাশ্রয়হীন আশঙ্কার অমুভূতি হয়, এবং রোগী মস্তকের দুর্বলতা বোধ করে। সংজ্ঞাহীনাবস্থায় প্রলাপ কহে এবং মক্ষিকা ধরিতে থাকে।

স্বাস্থ্যবিকারঘটিত, অথবা মাদকদ্রব্য ও কাফির অপব্যবহার জনিত শিরোগুর্ধন; শয়ান বা উপবেশনাবস্থা হইতে উত্থানকালেও শিরোগুর্ধন হইয়া মুচ্ছার আয় হয়। প্রাতঃকালে এবং আহারান্তে শিরোগুর্ধনের বৃদ্ধি। রাত্রি জাগরণে আয় মস্তকের গোলমাল ভাব, মস্তকের বিশৃঙ্খল ভাব ও গুরুত্ব, মস্তকশীর্ষে ও ললাটদেশে অধিকতর থাকে, শিরোগুর্ধনে সম্মুখে পতনোন্মুখ হয়। মস্তক অনাবৃত করিলেও শীতল বায়ুতে এই সকল লক্ষণের উপশম। মস্তকের দুর্বলতা, রোগী পিয়ানোর সুর সহ্য করিতে পারে না।

মস্তকে রক্তাধিক্য। ললাটদেশে, চক্ষু ও নাসিকামূলের অভিযুগে গতিশীল, চাপবৎ ও মৃদু বেদনা। ললাটপার্শ্বে দপদপানি বেদনা। মূর্দ্ধাদেশে অজ্ঞানকর বেদনা। পশ্চাৎমস্তিকে শৈত্যানুভূতি ও মস্তিকের কাঠিগাহুভূতি। মেরুদণ্ড হইতে মস্তিকে তাপের প্রবেশ নিবন্ধন দপদপানি, খোঁচানি ও জ্বালা। মস্তকশীর্ষস্থানে, কোন ভারি বস্তুর চাপানুভূতি। মস্তিক সর্বদাই ক্লান্ত বোধ হওয়ায় রোগীর মনে হয় সে তাহার শান্তি বিধান করিতে পারিবে না।

মানসিক শ্রমে মস্তকে আঘাতিতবৎ। ললাটস্থক কসা থাকার অনুভূতি। মস্তকস্থকের প্রবল চুলকানিতে প্রচুর খুঁকির স্থলন। কেশমূলের শুষ্কতা নিবন্ধন শুঁচ, শুঁচ কেশের স্থলন, কর্ণের উর্দ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টাক পড়া স্থান দৃষ্ট হয়।

অবিশ্রান্ত নিদ্রালুতা, উন্মীলিত নেত্রে অচৈতন্য থাকে (Coma vigil)। মধ্য রজনীর পূর্বে নিদ্রার অভাব ও অস্থিরতা। নিদ্রায় শান্তিদূর হয় না। অগ্নিদাহের এবং জন্তু দংশনের স্বপ্নে উৎকণ্ঠা জন্মে, প্রেমবিষয়ক বা অশ্লীল প্রেমবিষয়ক স্বপ্ন দেখে, কার্যো অস্থির থাকার এবং কর্ম শেষ করিতে না পারার স্বপ্ন দেখে। সকল দিবস নিদ্রালু, রজনীতে অস্থির।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিকার বশতঃ পাঠ করিতে অক্ষর সকল লোহিত বর্ণ দৃষ্ট। পাঠের পর চক্ষুর গভীর দেশে মৃদু বেদনা এবং চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু চলিয়া যাওয়ার উজ্জ্বল পদার্থের দিকে তাকাইয়া থাকিলে ও প্রদীপের আলোকে বুদ্ধি এবং গোষ্ঠ লির আলোকে উপশম। মূর্চ্ছা হওয়ার ত্রায় ক্ষণিক অন্ধত্ব। দিবসে ক্ষণে ক্ষণে অন্ধত্বের আক্রমণ, অথবা বোধ যেন বস্তুসকল ধূসরবর্ণ পর্দাবৃত। দীপশিখার চতুর্দিকে সবুজ বর্ণ মণ্ডলের দর্শন। শ্রবণবিকার জন্মিলে, বিশেষতঃ মধুম্বেদ্যের কথা শ্রবণে কষ্ট। টাইফাস

জরাস্ত্রে অঙ্গসীমানিচয় শীতল থাকে ও শ্রবণের কষ্ট হয় । শব্দ, বিশেষতঃ গান বাজের শব্দ কর্ণ মধ্যে প্রতিধ্বনিত । কর্ণমধ্যে বেগে শোণিতের সঞ্চালন হওয়ায় তাহাতে গোল মাল ও উচ্চ শব্দ হইতে থাকে । আত্মস্বাদ শক্তির বিকার বশতঃ মুখে তিক্ত ও ক্রৌঞ্চবৎ এবং দুগ্ধ পানে অগ্ন্যস্বাদ জন্মে ।

অনুভূতিবিকার জন্মিলে আলোক, উগ্রভ্রাণ, গোলমাল শব্দ ও স্পর্শে অসহিষ্ণুতা । সামান্য শৈত্য সংস্পর্শেই ছিন্নন, আকর্ষণ ও আততভাবের বেদনা । শরীর ঘৃষ্টবৎ বোধ হওয়ায় শৈত্যের অনুভূতি ।

গতিদ স্নায়ুর রোগে মধ্যে মধ্যে মুচ্ছার ভাব জন্মে, এবং রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পাণ্ডুর ও শীতল অবস্থায় মৃতবৎ পড়িয়া থাকে । সজ্ঞানাবস্থায় মূগীর ন্যায় আক্ষেপ । অবশাদ্ধের আক্ষেপ । অঙ্গের পক্ষাঘাতাবস্থায় কোট বিচরণবৎ ও ছিন্ন করার ন্যায় অনুভূতি এবং অসাড়তা তাপে বর্দ্ধিত ।

মুখমণ্ডল আরক্ত, পাণ্ডুর, বসিয়া যাওয়া ও মূত্ৰবর্ণ ; মুখে অস্বাস্থ্য-ব্যঞ্জক পীতভাভা এবং তাহা স্ফীত ও ফাঁপ যুক্ত । বস্মা চক্ষুর চতুর্দিকে নীলবর্ণ চক্র । অণুতর গণ্ডস্থল তপ্ত । চক্ষুর পাতা ও চক্ষুপার্শ্ব শোথযুক্ত । মুখের ত্বকের আতত ভাব । মুখমণ্ডলের, ললাট পার্শ্বের ও চোয়ালের অস্থিতে ছিন্নবৎ এবং তীরবেধবৎ বেদনা ।

চক্ষুতারা সঙ্কুচিত ও অবস্থানুসারে বিস্তৃত । অনতিপ্রবল চক্ষুপ্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস্ ও চক্ষুর জলস্রাব ; চক্ষুপত্র স্ফীত এবং তাহাও মিবোমিয়ান গ্রন্থির পৃথসন্ধারে চুলকানি ও জ্বালা । চক্ষু, ললাট এবং চক্ষুকোটরের কন কনানি । চক্ষুগোলকের ক্ষুদ্র স্থানে জ্বালা । চক্ষু জলপূর্ণ এবং চক্ষুপত্রের কম্প ।

কর্ণের স্রাব নিবন্ধন অধিকাংশ সময়ে রক্তনীতে তীর বেধবৎ

বেদনা। কর্ণে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত দপ দপানি। কর্ণে বহুপাদ বা পলিপাস্ রোগ জন্মে ।

শ্বাসযন্ত্র লক্ষণে নাসিকা ক্ষীত ও স্পর্শে বেদনায়ুক্ত। নাসাপথ ক্ষীত, শুষ্ক ও অবরুদ্ধ, এবং ক্ষতযুক্ত এবং তাহার ধারে মামড়ি থাকে। নাসিকায় পলিপাস্ জন্মিলে সহজেই রক্তস্রাব। বারবার হাঁচি। নাসিকা হইতে সবুজাভ পীতবর্ণ এবং রক্তযুক্ত ও পুষ্ণাকার স্লেষ্মার স্রাব। নিশ্বাস সহ নাসিকা হইতেপুনঃ পুনঃ রক্ত বাহির হয়; নাসিকা হইতে প্রচুর রক্ত স্রাব ও রক্তের ঘীর নিঃসরণ। নাসিকার সর্দি ও গলদেশের প্রদাহ; মস্তক বোলাটে বোধ; পর্যায়ক্রমে স্রাবযুক্ত ও শুষ্ক সর্দি। ব্রাণশক্তির, বিশেষতঃ শিরঃশূল থাকিলে, অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা।

স্বরযন্ত্রের সর্দিতে তাহার এবং শ্বাসনালীর কাঁচাভাব, কাসি ও স্বরভঙ্গের সন্ধ্যা কালে বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ প্রযুক্ত ফিসফিস শব্দের উচ্চ কথা স্বর উঠে না। দীর্ঘ কাল পর্যন্ত চীৎকার স্বরে কথা কহিলে বক্তাদিগের বেক্রপ হয় তদ্রূপ স্বরলোপ ঘটে। শ্বাসনালীর (Trachea) অধঃঅংশের উত্তেজনা প্রবণতা বশতঃ উর্দ্ধ বন্ধে শ্বাসরোধ কর চাপ। স্বরযন্ত্রের বেদনায় কথা কহিতে পারে না। স্বরযন্ত্র ও বায়ুনালীর (ত্রাকাই) কাঁচা ভাব হইয়া পুনঃ পুনঃ থ্যাক্ থ্যাক্ কাসি ও গলা থাকর।

শ্বাসরুদ্ধে শ্বাসরোধের ভীতি। বক্ষ মধ্যে কষ্ট ও উৎকর্ষার ভাব সন্ধ্যায় ও প্রাতে বৃদ্ধি। সন্ধ্যাকালে নিদ্রিতাবস্থায় শ্বাস গ্রহণে উচ্চ শব্দ; ফুসফুসের পক্ষাঘাত হওয়ার ভ্রায় প্রতি রাত্রিতে শ্বাসরোধের আক্রমণ। বক্ষের আক্কেপিক সংকোচন। বুধব্যাদান করিয়া শব্দে হাঁপের ভ্রায় শ্বাস প্রস্থাস। বক্ষের কলাভাব, পূর্ণতা ও গুরুত্বের অস্বভূতি বশতঃ কষ্টে শ্বাস গ্রহণ। প্রত্যেক

কাসির পর ঋষা প্রাশাসের ধৰ্মতা ; এবং অল্প ভ্রমণেই ঋষাকষ্ট ও হৃৎকম্প ; সন্ধ্যার পরে তাহার বৃদ্ধি । অত্যধিক আহাৰ করার ঋষ বন্ধের পূৰ্ণতা ।

কোন ব্যক্তি রোগীর গৃহে প্রবেশ করিলে মানসিক উত্তেজনা বশতঃ ও উগ্রভাৱে কাসির উদ্বেগ ; বিদ্যুৎধ্বনিময় ঝটিকার পূৰ্বে কাসি ; কাসিলে উৰ্দ্ধোদরে খোঁচা লাগার অহুভূতি হওয়ায় রোগী উৰ্দ্ধোদর চাপিত করিতে বাধ্য । বন্ধের আড়া আড়িতাবে কসান্তাব হওয়ায় শুড়শুড়িয়ুক্ত, শুক কাসি ; বন্ধ মধ্যে শুড় শুড় করিয়া ফাঁপা ও আক্ষেপিক কাসি ; কাসিলে সৰ্ব্বশরীর কম্পিত ।

স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ ; স্বরবন্ধ মধ্যে কৰ্কশ ভাব ও টাটানি ; অন্ততর চক্ষুর উৰ্দ্ধে সূচিবোধ ও বিদীৰ্ণ হওয়ার ঋষ শিরঃশূল এবং স্বরযন্তের শুকতা ও জ্বালুসহ কাসির সন্ধ্যা কালে এবং রজনীতে বৃদ্ধি ।

উষ্ণ বায়ু হইতে শীতল বায়ুতে বাইলে, হাঁসিলে ও বড় করিয়া কথা বলিলে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে, আহাৰ বা পান করিলে এবং বামপার্শ্ব চাপিয়া অথবা চিত হইয়া শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি । কাসিতে অনৈচ্ছিক মলত্যাগ ।

বুদ বুদ ও রক্তযুক্ত এবং লোহার মরিচার ঋষ বর্ণবিশিষ্ট, কখন পূৰ্ণবৎ, কখন শুভ্র ও চিম্‌সা, এবং অবস্থা বিশেষে শীতল শ্লেষ্মায়ুক্ত, অম্লাস্বাদ, লবণাক্ত অথবা মিষ্ট গয়ার অধিকাংশ সময় প্রাতঃকালে নিষ্ঠিত ।

ফুসফুসের বামদিকে সূচিবোধে অহুভূতি, দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে উপশম । বন্ধে জ্বালা, বেঁধার ঋষ বেদনা এবং কসান্তাব । বন্ধের রক্তাধিক্যে উৎকর্ষা, কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনায় বৰ্দ্ধিত ; অংশফলাকাঙ্ক্ষিণের ব্যবধান স্থানে খল্লী । ফুসফুস ও ঋষপথের (Bronchi) প্রতিআয়সহ হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃতি (Dilatation) বা বসাপকৃষ্টতা ; ঋষযন্তপথের শুকতা ; উৰ্দ্ধবন্ধে হাজিয়া যাওয়া ভাবের অহুভূতি ; বন্ধোপরি অত্যধিক ভাবি বস্তুর চাপ থাকার অথবা কসান্তাবের

অশুভ্রুতি ; বন্ধের টাটানি ও ঘৃষ্টভাব ; ফুসফুসের নিউমনিয়াবৎ লক্ষণ সহ স্পষ্ট ব্রঙ্কাইটিসের জ্বাল শ্বাসনালী লক্ষণ এবং বিশেষরূপে দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নার্দ্ধের ঘনীভূত অবস্থা । রক্ত কাসি ।

সন্ধ্যায় এবং প্রাতঃকালে শয্যায় শয়নাবস্থায় ; পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে ; এবং সামান্য শরীর চালনায় প্রবল হৃৎকম্প ও উৎকর্ষ । হৃৎপিণ্ডের ফুৎকারবৎ শব্দ । বন্ধের মধ্যভাগে এবং হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্তী স্থানে চাপ বোধ ।

নাড়ী দ্রুত, পূর্ণ এবং কঠিনস্পর্শ ; কখন কখন ডবল আঘাত-বিশিষ্ট ; কখন বা ক্ষুদ্র দুর্বল ও দ্রুত ।

পরিপাকবস্ত্রবিকার বশতঃ শুষ্ক ওঠে বুলের জ্বাল আবরণ । অধঃচ্যুতলাস্থির মৃত্যু বা নিক্রসিস, উর্দ্ধ চ্যুতলা কচিং আক্রান্ত । প্রদাহবৃত্ত প্যারটীড গ্রন্থিতে পূর্য সঞ্চার । রোগীর টাইফয়েড অবস্থায় জিহ্বা ও ওষ্ঠ হইতে আটাল গয়ার দড়ির জ্বাল প্রলম্বিত । ওষ্ঠ, মুখ ও গলাভ্যন্তর শুষ্ক থাকে । জল দ্বারা উপশম হয় না ।

বস্ত্র ধৌত করিতে অথবা অল্প কারণে শীতল অথবা উষ্ণ জল মধ্যে হস্ত রাখিলে দন্তশূল । ক্ষয়িত দন্ত মধ্যে চিমটি কাটার ও হল ফোটায় জ্বাল বোধ । দন্ত হইতে দন্তমাড়ি অপস্থত হয় ও তাহা হইতে সহজেই রক্ত স্রাব ঘটে ।

অবস্থাবিশেষে জিহ্বা শুষ্ক, অচল, কাল ছাল দ্বারা আবৃত, ফাটা এবং পাচ'মেন্ট কাগজের জ্বাল অথবা চকচকে থাকে ; শুষ্ক ও শুভ্র-লেপাবৃত জিহ্বাগ্রে হল বেধার অশুভ্রুতি ; জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণ লেপ ; কখন বা তাহার মধ্য ভাগ মাত্র লেপাবৃত দেখা যায় ।

মুখের তালু বা টাকরায় এবং জিহ্বায় উপদ্রুত (জাড়ী বা) । মুখের টাটানি ও সহজে রক্তস্রাব । মুখলালার বৃদ্ধি এবং লবণাক্ত অথবা মিষ্টাস্বাদ । কথার উচ্চারণ কষ্টকর, ধীরে কথা কহে ।

দক্ষিণ টন্সিল গ্রন্থির ক্ষীতি । দিবা রজনী গলদেশের শুষ্কতা । প্রাতঃকালে গলা খাঁকর দিলে শীতল, থানা থানা, প্রায় স্বচ্ছ ও শুভ্র স্লেথা উঠে । টন্সিল ক্ষীত এবং উপজিহ্বা ক্ষীত ও লঘমান, উভয়েই শুষ্কতা ও জ্বালার অনুভূতি । গলনিয়ের কাচা ও চাঁছা ভাবের সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি ; প্রাতঃকালে গলা খাঁকর । গলমণ্ডে তুলা থাকার অনুভূতি ।

অগ্ননালীর জ্বালা ; তাহার আক্ষেপের অনুভূতি ।

আহার করিতে চাহে, কিন্তু গাঢ়বস্ত দেওয়া মাত্রই তাহার প্রয়োজনাত্যব জন্মে । রজনীতে ক্ষুধায় মুচ্ছার ভাব । কুল্লী-বরফ প্রভৃতি শীতল খাদ্য ও পানীয় চাহে । অতপনীয় পিপাসায় স্নিগ্ধকর বস্তুর লালসা । মিষ্ট বস্ত বা মাংসে বিতৃষ্ণা । গলদেশের পূর্ণতাব বশতঃ ক্ষুধার অভাব । ক্ষুধার অভাব ও ক্ষুধাধিক্যের পর্যায়ক্রমিকতা ; আমাশয়ের জ্বালা, কর্তনবৎ বেদনা ও চাপ হওয়ায় বিবমিষা এবং বমন ।

পুনঃ পুনঃ শ্লোদগার । আক্ষেপিক উদগার ; উদগারে অগ্নাস্বাদ । বিবমিষা ব্যতীতই ভুক্তবস্ত গলা বাহিয়া উঠে এবং কখন কখন তাহাতে মুখ পরিপূর্ণ হয় । আহারান্তে অথবা এক ঢোক জল খাইলেই দেখিতে জলবৎ, কালি এবং কাফি চূর্ণের ন্যায় প্রভূত পরিমাণ অগ্নাস্বাদ, দ্রব ও তরল পদার্থগুহ হইতে নিষ্কিপ্ত হইতে থাকে । পীত জল আমাশায় মধ্যে উত্তপ্ত হইলেই বমন । খাদ্য বস্ত গলাধঃকরণ মাত্র অগ্ননালীর আমাশয়সীমার আক্ষেপবশতঃ পুনরায় বাহিরে আইসে । অবিশ্রান্ত বিবমিষা । পিত্ত এবং রক্তের বমন ।

আমাশয়ে অত্যন্ত পূর্ণানুভূতি এবং স্পর্শে ও চাপে বেদনা । আমাশয়শূল । আমাশয়োর্ধ্বে কোন কঠিন বস্তুর চাপের অনুভূতি । আমাশয়দেশের জ্বালা ও কষ্ট । আমাশয়ের আকৃষ্টবৎ বেদনা

বক্ষ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত । আমাশয়ে আক্ষেপ সহ আকৃষ্টবৎ বেদনা ।

যকৃতের বিরুদ্ধি ও কাঠিষ্ঠ নিবন্ধন বেদনা । যকৃত প্রদেশে চাপে বেদনা । *যকৃতদেশের স্পর্শসহিষ্ণুতা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, এবং স্পর্শে যকৃতের বেদনা । শ্রাবা । দক্ষিণ কুক্ষিতে দিপ দিপ বেদনা, প্লীহা বর্দ্ধিত ।

উদর বিস্তৃত এবং আগ্নানযুক্ত এবং স্পর্শে বেদনা বিশিষ্ট । অন্ত্রमध्ये বায়ুর রোধ ; গড়গড় উচ্চ শব্দে উদরের ডাক এবং অনেক বায়ুর নিঃসরণ হয় । উদরের অত্যধিক দুর্বলতা ও শূণ্যভূতি প্রযুক্ত রোগী শয়ন করিতে বাধ্য । উদরে শৈত্যানুভূতি । পুরাতন উদরাময়ে উদরের শিথিলতা । জলপান করিলেও তৎপরে উদরের ডাক ।

উদরাময়ে প্রচুর, জলবৎ বিষ্ঠা কলের নল হইতে জল ঢালিয়া পড়ার গায় বেগে নির্গত হইলে নিদ্রার পর তাহার উপশম ; প্রভূত পরিমাণ লাদাটে বিষ্ঠার উদরাময় ; সবুজাভ মলযুক্ত ও রক্তময় উদরাময় ; রক্তময় বিষ্ঠামধ্যে ভেকের ডিম্বের গায় অস্বচ্ছ, লাদাটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা থাকে ; রক্তরেখাযুক্ত ও মাংসবর্ণ, জলবৎ মলত্যাগে বেদনা হয় না । বেদনাহীন পুরাতন উদরাময়ে অজীর্ণ ভুক্ত বস্তু থাকে এবং রজনীতে অত্যন্ত তৃষ্ণা পায় ।

কলেরার একোপকালে বারম্বার পাতলা মলত্যাগ । দুর্বলকর ও বেদনাহীন উদরাময়ের প্রাতঃকালে বৃদ্ধি । কোষ্ঠবদ্ধে সরু, লম্বা, শুষ্ক, চিম্বা এবং কুকুরের বিষ্ঠার গায় শক্ত মল কষ্টে নির্গত । রক্তস্রাবী অর্শ জন্মে । সরলাস্ত্রে কুহন হইলে রক্ত ও পূয় নির্গত হয় । রোগী ধোঁধ করে যেন মলবার উন্মুক্ত রহিয়াছে ।

রজনীতে বারম্বার অল্পঅল্প মূত্রত্যাগ । প্রচুর পরিমাণ, ক্রোশে

ও জলবৎ মূত্রত্যাগ এবং বারম্বার অল্প অল্প মূত্রত্যাগ । হৃৎকের ছ্যাকড়ার
ন্যায় বোলা ও সাদাটে মূত্রের নিম্নে ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি এবং
প্রতিভাগে চিত্রবিচিত্র সর । শুভ্র অথবা লোহিতবর্ণ তলানিমুক্ত
মূত্র এবং রক্তমেহ । অবস্থা বিশেষে মূত্রে শর্করার বর্তমানতা ।
কিডনির প্রদাহে মূত্রে ক্ষরিত কোষ ও শোণিতলালা বা এল্‌বুমেন
দৃষ্ট হয় । মূত্রনালীপথের আনর্জন ও জ্বালা নিবন্ধন পুনঃপুনঃ
মূত্রবেগ ।

পুংজনবেদ্রিয়ার বিকার বশতঃ জননেদ্রিয়ার উত্তেজনা প্রযুক্ত
পুনঃপুনঃ লিঙ্কোথান ও রেতস্‌খলন, অথবা অদম্য রমণেচ্ছা ।
কামাতুরতা বশতঃ রোগী উলঙ্গ হয় । জননেদ্রিয়ার কালব্যাপী
উত্তেজনার পর এবং হস্তমৈথুন নিবন্ধন ধ্বজভঙ্গ । অণ্ডকোষবেষ্ট
মধ্যে জলসঞ্চয় । স্ত্রীজননেদ্রিয়ে ফল্গুরাসক্রিয়ার ফলস্বরূপ রতিশক্তির
আত্মভাবিক ক্ষুতি । অতি শীঘ্র শীঘ্র, অত্যল্প অথবা প্রচুর ঋতুস্রাব ;
শোণিত ফেকাসে এবং ঋতুসময়ে উদরশূল, বিবমিষা এবং উদরা-
ময়ের উপস্থিতি । জরায়ু হইতে প্রভূত রক্তস্রাব । তীব্র ও বিদাহী
শ্বেতপ্রদর জননেদ্রিয়ার হাজা ও ফোস্কা উৎপন্ন করে ।

সমুদয় অঙ্গের, বিশেষতঃ সন্ধির দুর্বলতায় বোধ যেন অঙ্গাদির
পক্ষাঘাত জন্মিয়াছে, কার্যে নিযুক্ত হইলেই সন্ধি কাঁপিতে থাকে ; হস্ত ও
পদের ক্ষতি । অঙ্গনিচয়ের ঘৃষ্টবৎ বেদনা । অঙ্গাদির সীমা, বিশেষতঃ
হস্ত ও পদ সীমার স্থায় ভারী বোধ ।

বাম স্কন্ধের ছিন্নবৎ বেদনার রজনীতে শর্যায় থাকা মময়ে বৃদ্ধি ।
প্রাতঃকালে স্নানের পর উর্দ্ধাঙ্গের কাঠি ও চাপাশুভ্রুতি । বাহু এবং
হস্তের অসাড়তায় রোগী নিদ্রাগন্ত । হস্ত কাঁপিতে থাকে । কখন
কখন অঙ্গুলিনিঃস্রের, বিশেষতঃ তাহাদিগের অগ্রভাগের অসাড়তা
ও স্পর্শজ্ঞানহীনতার অশুভ্রুতি । অঙ্গনিচয়ের চলৎশক্তি রহিত ।

অধঃ অঙ্গের গুরুত্ব বশতঃ অসুস্থতাব ও দুর্বলতা উচ্চারোহণে বর্ধিত। দক্ষিণ বক্ষণ বা হিপসন্ধির বেদনা। অনেক সময় বসিয়া থাকিলে নিতম্বদেশে পুয়সঞ্চারবৎ বেদনা। টিবিয়াস্থিবেষ্টে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। টিবিয়াস্থিবেষ্টের বিগলনশীল (Gangrenous) প্রদাহ ও জ্বরে জাহ্নসন্ধি পর্য্যন্ত ঝিল্লীর উন্মোচন প্রযুক্ত আবরণহীন অস্থির কর্কশতা। জজ্বা ও পদের ক্লান্তি ও গুরুত্ব। জাহ্নসন্ধির বেদনায় পদ পর্য্যন্ত আকৃষ্টতার অমুভূতি। পায়ের “ভিমের” খল্লী। ভ্রমণে গুল্ফসন্ধিতে মোচড়াণি বেদনা। জাহ্নসন্ধিপশ্চাতে গুরুত্বামুভূতি। সন্ধ্যাকালে অথবা ভ্রমণকালে পদের ক্ষীতি।

হৃকের পাণ্ডুরতা; স্রাবাচিহ্ন; কালশিরা; নীললোহিত পীড়কা বা পিটিকি। ঘূমরোগজ শোণিতস্রাবের কলঙ্ক বা পাপূঁরাতিমরোজিকা। স্থানিক স্পর্শজ্ঞানাভাব (Anæsthesia)। হৃকে কীট বিচরণের অমুভূতি। শরীরময় চুলকনা। অকময় দ্রববৎ গোলাকার উদ্বেদ। ঋতুস্রাব উপস্থিত হইলে ক্ষত হইতে রক্তস্রাব। বিসর্পাকার নালীক্ষত হইতে পাতলা ও তীব্র ক্লেদযুক্ত পু্যস্রাব বশতঃ প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর।

প্রদর্শক লক্ষণ।

শরীরাকৃতির বিশেষতা—শরীরের দীর্ঘতা ও ক্ষণতা; হৃকের সৌন্দর্য্য; চক্ষুপুটলোমের কোমলতা ও সূক্ষ্মতা; কেশের কটাসে বর্ণ প্রভৃতি।—ঔষধ মাত্রেরই ষাত্ অথবা রোগপ্রবণতা নূন্যাধিক স্পষ্টতাসহ ব্যক্তিবিশেষের শরীরাকৃতিতে, বিশেষতঃ তাহার মুখাবয়বে পরিস্ফুটিত হয়। অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত ফস্ফরাস, ক্যালকৈরিসা এবং সাল্ফার, বিশেষতঃ প্রথম দুই রোগীতে ইহা অনন্তসাধারণরূপে বহিরাকারে প্রতিকলিত হইতে দেখা যায়। কেননা ইহার। স্ফুরণোদ্ভূত বা প্রায় কিঞ্চিৎ স্ফুরিত

রোগ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে । এজন্ত ইহাদিগের শরীরাকারের বিশেষতা অতীব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় । ক্যালকেলিয়াস রোগ বর্ণনে ইহা বিষয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে । পুরাতন রোগে ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য হইলেও এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে তরুণ রোগেও এতদ্বারা আমরা আশাতীত সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারি । থাইসিস প্রভৃতি পুরাতন রোগের ঔষধ নির্বাচনে রোগীর বহিরবয়ব দ্বারা আমরা যে নিত্যই প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক-মণ্ডলিতে সর্বজনবিদিত । অতএব শিক্ষার্থীদিগের এ বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করা যে সর্বতোভাবে অলজ্ঞানীয় তাহা বলাই বাহুল্য ।

স্নায়বিক দুর্বলতা ।—রস-রক্ত এবং শরীরোপাদানের ধ্বংস ও গভীর বিশ্লেষণকারী ঔষধ মাত্রই প্রভূত শারীরিক দুর্বলতা উৎপন্ন করে । কিন্তু ফস্ফরাস দুর্বলতার বিলক্ষণ বিশেষতা আছে । এই দুর্বলতা সম্পূর্ণরূপেই একটি স্নায়বিক বিকারোৎপন্ন লক্ষণ । এই দুর্বলতার পূর্ববর্তী লক্ষণ, রোগ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাহার প্রকাশ এবং তাহার পরিণাম লক্ষণ প্রভৃতি রোগবিশেষে ফস্ফরাস নির্বাচনের পক্ষে অতি মূল্যবান প্রদর্শক ; তাহা নিয়ে বর্ণিত হইতেছে :—

জ্বালা ।—আসেনিক এবং সালফারের দ্বারা ফস্ফরাসও একটি জ্বালাপ্রধান ঔষধ । এই জ্বালা মেরুদণ্ড বাহিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে, অংশ কলাকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে, অথবা নিম্ন হইতে দ্রুত উর্দ্ধগামী তীব্র তাপরূপে মেরুদণ্ডে, হস্তের তালুতে, বক্ষে এবং কুসকূলে, ও প্রত্যেক শরীরযন্ত্রে বা উপাদানে অন্বেষিত হয় । সাক্ষাৎ স্নায়ুতে অথবা মায়াজক অর্কুদাদির ক্ষেত্রে কিম্বা রোগের অজ্ঞাবধ সাংঘাতিক উপাদানবিশ্লেষণ বা পচনে যে স্থানে যে ভাবেই হউক এবং ইহার সহিত শরীরের তাপ থাকুক বা নাই থাকুক, ইহা প্রায় সর্বত্রই স্নায়বিক বিকার নিবন্ধন ঘটে । স্নায়বিক শক্তিনাশই ফস্ফরাস-

সেন্স মূল এবং প্রধান ক্রিয়া । এই শক্তিনাশক বা দুর্বলতাজনক ধ্বংস ক্রিয়ার প্রাথমিক স্নায়বিক উদ্দীপনা ও অস্পষ্ট উপাদানগতবিশ্লেষণই এই ভয়াবহ জ্বালার কারণ । নিম্নলিখিত ইন্ডিয়ানুভূতির স্বাভাবিক উত্তেজনা-প্রবণতা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক লক্ষণও এই জ্বালার স্নায়বিক উৎপত্তির নির্দেশ করে । এই জ্বালার অননুসাধারণ স্নায়বিক উৎপত্তি *আসেন্সিবি* ও *সালুফার* জ্বালা হইতে ইহাকে প্রভেদিত করিয়া থাকে । উপরোক্ত জ্বালার উদ্দীপনা যন্ত্রবিশেষে নূন্যাবধিকাল পর অথবা প্রথম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণরূপে প্রকটিত হয় । ঔষধের ক্রমবর্ধিষ্ণু ধ্বংসকর ক্রিয়াকালে সর্বাঙ্গীন অথবা অঙ্গবিশেষের দুর্বলতা, স্নায়ুকেজের বিগলনাদি নিবন্ধন এক বা একাধিক অঙ্গের পক্ষাঘাত জন্মে এবং এই জ্বালায়ক ধ্বংসক্রিয়া পরস্পর ভাবে পোষণ বিভ্রাট উৎপন্ন করিয়া টাইফয়েড পরিবর্তন এবং রূপান্তরিত প্রভৃতি কুজুসাধ্য ও অসাধ্য রোগের পূর্বগামী সতর্ককারী লক্ষণরূপে উপনীত হয় । একজ্ঞ এই জ্বালা সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিলে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ঙ্গম হইবে যে *ফস্ফরাস* নির্বাচনে ইহা অতি উচ্চ স্থানীয় প্রদর্শক ।

সর্বপ্রকার ইন্ডিয়ানুভূতিরই আগন্তুক বিষয়ে অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবনতা বা অসহিষ্ণুতাব।—*ফস্ফরাস*ের উপরিউক্ত স্নায়বিক উদ্দীপনা বশতঃ দর্শনেন্দ্রিয় আলোকে, শ্রবনেন্দ্রিয় উচ্চ শব্দে, ভ্রাণেগ্রয় উগ্রগন্ধে এবং স্পর্শেন্দ্রিয় আগন্তুক বস্তুর সংস্পর্শে অসহিষ্ণুতাবের পরিচয় প্রদান করে । এইরূপ অনুভূতি বিকারে ইহা *ইম্প্রেশিয়া*, *নাক্স* এবং *ট্যারেন্টেলাস*হ তুলনীয় । কিন্তু প্রথমে অসহিষ্ণুতা মানসিক ভাবাবেশের অত্যধিকার ফল, দ্বিতীয়ের অসহিষ্ণুতায় আক্ষেপাদি জন্মে এবং তৃতীয়ের অসহিষ্ণুতা বেদনাদি কষ্ট উপস্থিত করে । *ফস্ফরাস*ের স্নায়বিক শক্তিশানির কারণীভূত প্রারম্ভিক উদ্দীপনা বহুটি অসহিষ্ণুতা এইরূপে প্রভেদিত হয় ।

শরীরযজ্ঞ বা শরীর স্থান বিশেষে শূন্য বা খালি খালি
 ভাবের অথবা সকলই অন্তর্দ্বন্দ্ব করার অনুভূতি ।—ইহাও
 স্নায়বিক জালাযুক্ত ধ্বংসাত্মক দুর্বলতানুভূতির প্রকারভেদ মাত্র ।
 অনুভূতিদ্বয় স্নায়ুর বিকাররূপ বেদনাদি বৈকারিক লক্ষণের কারণ, শরী-
 রাংশবিশেষের অস্তিত্বের অনুভূতিও তদ্রূপ স্নায়বিকশক্তি মূলক । এজন্য
 অনুভূতিদ্বয় স্নায়ুশক্তির দুর্বলতাদি বিকার কখন কখন শরীরাত্মবিশেষের
 অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞানের বিকার উৎপন্ন করে । এ কারণ রোগবিশেষে
 মস্তক, বক্ষ, আমাশয়স্থান এবং বিশেষতঃ সম্পূর্ণ উদরাত্মকস্তরের
 দুর্বলতাপ্রকাশক শূন্যভাবের অথবা ঐ সকল শরীরযজ্ঞের হইতে
 যেন যন্ত্রনিচয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বপ্রযুক্ত গহ্বর নিচয়ের শূন্যগর্ভ ভাবের অনুভূতি
 জন্মে । উপরিউক্ত ভ্রান্ত অনুভূতি অন্ত্য যে সকল ঔষধে দেখিতে পাওয়া
 যায় অম্মধে, সিন্ধি, কার্বি ভেজ, এনাকাড, ও ইম্মে-
 সিন্সা প্রধান । ঐষ্ট্রোমে বক্ষের দুর্বলতা বা শূন্যভাব অতিপ্রধান
 প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে গণ্য ; ইহা তাহার প্রায় সর্বপ্রকার শ্বাসযন্ত্ররোগেই
 উপস্থিত থাকে । ইহার স্নেহপ্রদরোগগ্রস্ত শীর্ণ ও বলহীন রোগীর বস্তি
 কোটরস্থ যন্ত্রনিচয়ের দুর্বলতাপ্রযুক্ত জরায়ুর প্রকৃত স্থানচ্যুতি বশতঃ
 ঐরূপ অস্বাভাবিক অনুভূতি জন্মে । ইহাতে রোগীর এতাদৃশ দৈহিক দুর্ব-
 লতা ঘটে ও অণুদর এতই শূন্য বোধ হয় যে রোগী শক্তি-
 হীনতা বশতঃ নিকটস্থ আসনে বসিয়া বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয় ।

মলদ্বার উন্মুক্ত অথবা ফাক থাকার অনুভূতি এবং
 গুহদ্বারের উন্মুক্তাবস্থা ।—ইহাও স্নায়বিক দুর্বলতার ফল । গুহ
 দ্বাররক্ষক পেশীর স্নায়ুর দুর্বলতানিবন্ধন রোগীর তৎসম্বন্ধীয় চৈতন্যের
 অভাবপ্রযুক্ত অনুভূতি জন্মে যেন মলদ্বার উন্মুক্তাবস্থায় রহিয়াছে ;
 কখন কখন প্রকৃতই উন্মুক্ত থাকে এবং মধ্যে মধ্যে কোষ্ঠানিস্র

মলত্যাগ ঘটে। কোন রোগের আত্মবাস্তবিক অথবা স্বাধীন উদরাময় রোগে ইহা ফস্ফরাসের অননুসাধারণ প্রদর্শক ; কেননা অনৈচ্ছিক মলত্যাগ অনেক ঔষধে থাকিলেও মলদ্বারের এক্সপোসিচারিক ও শোচনীয় অবস্থা অত্র ঔষধে বিরল।

বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে রোগের বৃদ্ধি।—ইহা ফস্ফরাসের কাসি, বক্ষবেদনা, উদরাময় প্রভৃতি বহুতর রোগের অতি পরিষ্কৃত লক্ষণ। কাসরোগে রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিলেই অবিশ্রান্ত কাসির উদ্বেক ও প্লুরাইটিস রোগে বেদনার বৃদ্ধি হয়। উদরাময় রোগে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া বামপার্শ্বে শয়নে নিশ্চিত মলবেগ উপস্থিত হয়। এই লক্ষণ ফস্ফরাসের উদরাময়ের অথবা উদরাময়সংযুক্ত রোগের একটি প্রধান প্রদর্শক বলিয়া প্রতিপন্ন।

অনিবার্য শোণিতস্রাবের বর্তমানতা এবং ক্ষরিত শোণিতের সংযমনাভাব।—পূর্বে বলা হইয়াছে ফস্ফরাস শোণিতের প্রগাঢ় পরিবর্তন সাধন করে। এই পরিবর্তনের মধ্যে ফাইব্রিন বা শোণিতের সূত্রজ্ঞানপদার্থের বিশ্লেষণই প্রধান। অবিকৃত ফাইব্রিন উপাদানই ক্ষরিত শোণিতের চাপ বাধার এক মাত্র কারণ। ফস্ফরাস ক্রিয়ায় ফাইব্রিনের বিশ্লেষণপ্রযুক্ত শোণিতের সংযামক গুণের অভাব এবং অত্রবিধ অপকর্ষ নিবন্ধন শোণিত তরলতর ও সংযমন-শক্তিহীন হয় এবং শিথিল-প্রাচীর রক্তবহা নাড়ী হইতে অতি সহজেই ক্ষরিত হইতে থাকে। ক্ষরিত শোণিত জমাট বাধে না। অধিকাংশ স্থলে শোণিতের উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের বর্তমান থাকায় অনুমান হয় যেন তাহার অন্তর্জ্ঞান গ্রহণের পক্ষি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই শোণিত স্রাবের প্রকৃতি এই যে, ফুসফুস, জরায়ু, কর্কট বা ক্যান্সার, অর্কুদ এবং ঋতুর অনুকল্প-রূপে নাসিকা, আমাশয়, মলদ্বার এবং মূত্রনালী প্রভৃতি যে কোন স্থান

হইতে, যে কোন কারণেই রক্তস্রাব হউক প্রচুর পরিমাণে, পুনঃপুনঃ এবং যেন নির্বোধরূপে হয় । যেন রক্তস্রাবী যন্ত্র, ক্ষত অথবা টিউমারের রক্তনিঃশেষ হওয়ায় মধ্যে মধ্যে ক্ষণকালের জন্য স্রাব বন্ধ থাকে । কোন কোন ব্যক্তি আপাতঃ দৃষ্টিতে সুস্থ থাকিলেও হস্তোৎপাটনে অথবা অন্যান্য সামান্য কারণেই দস্তমাড়ি ইত্যাদি স্থান হইতে রক্তস্রাব হয় । এই সকল ব্যক্তির শোণিতের কাইব্রিণের কোনরূপ বিকার থাকাই সম্ভব । বাহাই হউক এবম্বিধ আপাতঃ অজ্ঞাত কারণ সম্ভূত স্বভাবগত রক্তস্রাবপ্রবণতাবিশিষ্ট প্রকৃতিকে “রক্তস্রাবী ধাতু” বা “রক্তস্রাবকারী ধাতুদোষ” অথবা “হিমেরজিক ডাইয়াথিসিস” বলে । এইরূপ রক্তস্রাবের উপস্থিতি রোগবিশেষে ফস্ফরাসের প্রদর্শক ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডক ।—ফস্ফরাসের শিরঃশূল সাধারণ রোগের মধ্যে গণ্য নহে । মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য ইহার শিরঃশূলের কারণ । ইহাতে মস্তিষ্ক এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞানেঞ্জিয়াদির বৃদ্ধ ও পুরাতন প্রকৃতির স্নায়বিক উত্তেজনা ও অসহিষ্ণুতা নিবন্ধন রোগী পুষ্ণের ভ্রাণে মুচ্ছা যায় । মস্তকে প্রবল শোণিতগতি হওয়ায় দপ্‌দপানি শিরঃশূল । কর্ণমধ্যে গর্জনবৎ ধ্বনি হইতে থাকে এবং অশান্তিপ্রদ শব্দের প্রতিধ্বনি নিবন্ধন রোগী মস্তুষের কথা বুঝিতে পারে না । শৈত্য প্রয়োগে, এমন কি শীতল বস্তু পানে ও আহারে এবং স্থিরভাবে উপবেশনে যন্ত্রণার উপশম । রোগী কোন প্রকার তাপসংস্রব সহ্য করিতে পারে না । উষ্ণ গৃহে অবস্থান, উষ্ণ বস্তুর আহার, এমন কি উষ্ণ জল স্পর্শ করিলেও শিরঃশূলের বৃদ্ধি । মস্তকে জ্বালা এবং মুখ রক্তিমাবিশিষ্ট ও শুষ্ক । কোন কোন রোগীর কখন কখন কামেচ্ছার বৃদ্ধি প্রযুক্ত লিঙ্কোথান ও অদম্য রমণপ্রবৃত্তির উপস্থিতি এবং রোগীর নিজাববাহায় বেতজ্বলন ।

মানসিক বিকার—উন্মাদ রোগ ; কামোন্মত্ততা ; অবসাদবায়ু প্রভৃতি ।—ফস্ফরাস স্বাধীন উন্মাদাদি রোগের বিশেষ প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না । অতিরিক্ত হস্তমৈথুন এবং ইন্দ্রিয়সেবাশ্রয়িত কখন কখন মস্তিস্কীয় দুর্বলতাবশতঃ রোগীর বুদ্ধি বিভ্রাট ঘটে । অনেক সময়ে যক্ষ্মাকাস, মস্তিস্কের ও মেরুদণ্ডের বিগলন (softening), কশেরুকমাচ্ছেদ্য ক্ষয় বা লোকমোটর এটাক-সিয়া এবং পক্ষাঘাত প্রভৃতি দুর্শ্চিকিৎস্য ও সাংজাতিক রোগের প্রাথমিক মস্তিস্কীয় উত্তেজনা, সম্ভবনীয় রোগবিষয়ক দুর্শ্চিন্তা, এবং কখন কখন জননেদ্রিয়ের ভাবী শক্তিনাশের প্রারম্ভিক আয়বিক উত্তেজনা বশতঃ কামেচ্ছার অস্বাভাবিক উত্তেজনা প্রভৃতি নিবন্ধন মানসিক স্বৈর্য্যহানি ও চিন্তা বিভ্রাট ঘটে । প্রকৃতির বিভিন্নতা-রূপে এই সকল মানসিক লক্ষণ নানাবিধ রোগাশ্রয়ীভূত হয় । পূর্বে বলা হইয়াছে ফস্ফরাস মূলতঃ আয়বিক উপাদান ও শক্তিনাশক বস্তু । ফলতঃ আমাদিগের উপরিউক্ত মানসিক লক্ষণাদির পরিণাম স্বরূপ ভাবী রোগ আশঙ্কারই বিষয় । চিকিৎসক যথা সময়ে উপরিউক্ত মানসিক লক্ষণের সম্যক উপলব্ধি করিয়া উপযুক্ত সাবধানতাসহ ফস্ফরাস প্রয়োগ করিলে উল্লিখিত দুর্শ্চিকিৎস রোগাদি সমূলে আরোগ্য করিতে না পারিলেও শোচনীয় পরিণামের যে কিঞ্চিৎ সাময়িক বাণী জন্মাইতে ও রোগবিষয়ের কিঞ্চিৎ লাম্যতা রক্ষা করিতে পারেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । এবম্বিধ রোগাদিতে ফস্ফরাসের শিরঃশূলে বর্ণিত আয়বিক অসহিষ্ণুতাদি সম্পূর্ণ লক্ষণই বর্তমান থাকে । ফলতঃ আয়বিক কোন গভীর রোগের প্রারম্ভিক মস্তিস্কীয় উত্তেজনার অবস্থাতেই উভয় রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয় ।

উন্মাদ রোগ গ্রন্থ রোগী অত্যন্ত উৎকণ্ঠাবিত, ভীত এবং সময়ে ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পরক্ষণেই নিদ্বেজ ও দুর্বল হই

পড়ে। ইহার অধিকাংশ লক্ষণই দুর্বল মস্তিষ্কের অসহিষ্ণু ভাবের প্রকাশক। রোগী অত্যন্ত বিষন্নচিত্ত, অবসাদগ্রস্ত এবং স্বজনবর্গের অমঙ্গলের চিন্তায় আশঙ্কায়িত। জীবনে বীতরাগ সংসারে ঘৃণা। মানসিক ভাবের পরিবর্তনশীলতা নিবন্ধন রোগী ক্রমে উচ্চ হাস্ত এবং ক্রমে ক্রন্দন করে। কখন বা রোগী আপনাকে অতি গৌরবান্বিত মনে করে, কখন বা নিলজ্জ ব্যবহার করে।

কামোন্মাদ রোগে ফস্ফরাসের উন্নততা কামোন্মাদের ভাব ধারণ করিলে রোগীর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা হয়। লক্ষ্যমোছার ভয়াবহ ও অদম্য উদ্দীপনা নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোথান ও শুক্রস্থলন হইতে থাকে। রোগী অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। পরিহিত বস্ত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করে। জননেত্রির অস্বাভাবিক উত্তেজনা বশতঃ কাম প্রবৃত্তির প্রবলতা এবং অতিরিক্ত রেতোস্থলনে পুরুষ রোগীর ধ্বজভঙ্গ ও স্ত্রীরোগীর বক্ষ্যাহ দোষ ঘটে।

চিন্তোদ্বেগ, অবসাদবায়ু বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিসের ফস্ফরাস রোগী স্বাস্থ্য লক্ষ্যে অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত। একা থাকিলে কিবা ঝটিকা উপস্থিত হইলে রোগী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কায়িত হয়। পরিবর্তনশীল মানসিক ভাব প্রযুক্ত রোগী সময়ে অতি দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থা প্রকাশ করে কখন বা অনন্দোৎফুল্ল রোগী হাস্য করিতে থাকে।

শিরোগূর্ণন বা ভার্টিগো এবং ব্রেণফ্যাগ্ বা মস্তিষ্কের ক্লান্তি।—ফস্ফরাসের ঔষধগুণপরীক্ষায় নানাবিধ শিরোগূর্ণন লক্ষণ উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। মস্তিষ্কের মূহু শোণিতাধিক্য-নিবন্ধন আয়বিক দুর্বলতা ইহার সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া পরিগণিত। হস্তমৈথুন বা অপরিমিত ইন্ড্রিয়সেবা প্রযুক্ত আয়বিক বলক্ষয় ইহার মৌলিক কারণ বলিয়া অনুমিত। ব্রতীকীয় উদ্দীপনার লক্ষণ স্বল্প

মানসিক ও জ্ঞানেঞ্জিয় নিচয়ের অসহিষ্ণুতা বর্তমান থাকে । মুক্ত-
বায়ু মধ্যে, আহারান্তে এবং সন্ধ্যাকালে রোগের বৃদ্ধি হয় । রোগী ভ্রমণ-
কালে মস্ত" ব্যক্তির দ্বারা টলিতে থাকে । মস্তক ভারি বোধ হয় ।
মস্তকের বিশৃঙ্খল ভাব উপস্থিত হওয়ায় রোগী চতুর্দিকস্থ বস্তু ঘূর্ণায়মান
হইতে দেখে । ডাঃ উইলিয়ম বোরিক বলেন, “যত প্রকার শিরো-
ঘূর্ণন রোগ থাকা সম্ভব হইতে পারে, বিশেষতঃ তাহা যদি স্নায়ুদৌর্বল্য-
যুক্ত হয়, ফসফরাস দ্বারা তাহার উপকার হইবে ।” ইহার
পরিণামে এবং অতিরিক্ত মানসিক শ্রম ও চক্ষুর অবিশ্রান্ত ব্যবহার নিবন্ধন
মস্তিষ্কীয় দুর্বলতা বশতঃ চিন্তাশক্তির অভাব হইলে “মস্তিষ্কীয় ক্রান্তি”
বা “ব্রেণফাগ” জন্মে । ফসফরাসের অতি কঠিন উপদান-
গত ধ্বংসকর ও ক্রিয়াগত মস্তিষ্কীয় রোগের প্রারম্ভিক অবস্থায়
উপরিউক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

ককুলাস—সোলার প্লেকসাস বা উদরস্থ সহায়ভূতিশীল
স্নায়ুজাল বিশেষের রোগ জনিত অজীর্ণদোষে ইহার শিরোঘূর্ণন জন্মে ।
স্নায়বিক দৌর্বল্য ইহার পরিণাম । রোগীর মস্তকপশ্চাতে শিরঃশূল,
মস্তকে তাপ, চক্ষুতে রক্তিমতা এবং কটিদেশে বেদনা হয় । উঠিয়া
বসিতে, শকটারোহণে, এমন কি আহারান্তেও কষ্টের বৃদ্ধি হয় ।

ব্রাহ্মনিদ্রা—আমাশয়াজীর্ণ প্রবৃত্ত শিরোঘূর্ণনে বমন এবং
মূর্ছা ইহবার উপক্রম । শয়নাবস্থা হইতে গাত্ৰোত্থান করিতে ও
শরীর চালনায় রোগের বৃদ্ধি ।

সিঞ্চনা—আমাশয়িক অজীর্ণযুক্ত রক্তহীনতা এবং শারীরিক
দৌর্বল্য ইহার শিরোঘূর্ণনের কারণ । শারীরিক রূপচয় ইহার
রোগের অন্তবিধ কারণ ।

নাক্‌ভমিকতা ও পাল্‌সোটিলা—স্বলবিশেষে আমা-
শয়াজীর্ণনিবন্ধন শিরোঘূর্ণনে ষ্ট্রব প্রদর্শক লক্ষণদ্বারা কচকারী ।

সেরিব্রাল সফ্‌নিং, মস্তিষ্ককোমলতা বা বিগলন।—

মস্তিষ্কোপাদান সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবার পূর্বে অথবা রোগের প্রথমাবস্থায় যখন মস্তকের যুত্বে বেদনা, রোগীর দুর্বলতা ও অবিশ্রান্ত ক্লান্ত্যাব এবং ভ্রমণে কিঞ্চিৎ কষ্টানুভূতি প্রভৃতি আসন্নরোগের পরিচয় প্রদান করে, তদবস্থায় ফস্‌ফরাস প্রয়োগে বহুতর রোগীর বর্তমান রোগলক্ষণ দূরীভূত হওয়ায় রোগী আশঙ্কিত রোগাক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ফস্‌ফরাসের অধিকাংশ রোগে, বিশেষতঃ এস্থলে, ফস্‌ফরাসের লক্ষণের পূর্বে নাকস ভনিকার লক্ষণ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। একত্র ফসের পূর্বে প্রায়শঃ নাকসের প্রয়োগ ফলপ্রসূ। কখন বা রোগ বিশেষের কতিপয় লক্ষণ ফস্‌ দ্বারা দূরীভূত হইলেও কতিপয় লক্ষণ অবশিষ্ট থাকিয়া নাকস প্রদর্শিত করে। সাধারণতঃ নাকস, ফস্‌ফরাসের প্রতিষেধক।

পিট্রিক এসিড—অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করিলেই রোগীর মস্তকের গভীরদেশে তীক্ষ্ণ শিরঃশূল হয়। অনেক সময়েই মস্তকের রক্তাধিক্য মেরুমজ্জা পর্য্যন্ত বিস্তার করায় উপরিউক্ত লক্ষণ সহ কামোত্তেজনা হইলে প্রবল লিঙ্গেখান হইতে থাকে।

স্পাইন্টাল ইরিটেসন বা মেরুমজ্জার উত্তেজনা, পৃষ্ঠশূল; পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস।—পূর্কোক্ত মস্তকের কোমলতা, মেরুমজ্জার উত্তেজনা ও তনিবন্ধন পৃষ্ঠবেদনা, মেরুমজ্জার কোমলতা এবং অর্কদাদি কর্তৃক মেরুমজ্জার চাপ প্রভৃতির ফল স্বরূপ অর্কদ এবং যুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত প্রভৃতি নানা প্রকার স্নায়বিক শক্তি-হানিমূলক রোগ জন্মে এই সকল রোগের ঔষধ মধ্যে ফস্‌ফরাস অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। উপরিউক্ত মেরুমজ্জা রোগে প্রথমে তাহার উদ্দীপনা উপস্থিত হইয়ায় মেরুমজ্জা বাহিয়া সাময়িক ও

অসহনীয় বেদনা এবং স্পর্শসহিষ্ণুতা ও দুর্বলতা জন্মে। ফুস্-ফুস্ রোগে, বিশেষতঃ পৃষ্ঠের উভয় অংশকলকাস্থির মধ্যবর্তী প্রদেশে অত্যন্ত জ্বালাকর বেদনা এবং পৃষ্ঠবংশ (পৃষ্ঠবংশের কষ্টক প্রবন্ধন) চাপিলে অসহনীয় বেদনা হয়। মেরুমজ্জা রোগবটিত পক্ষাঘাতে আক্রান্ত পার্শ্বের পেশীনিচয়ের সন্ধোচন ঘটে এবং শরীরান্তের পক্ষাঘাত জন্মিলেও তাহাতে কীটবিচরণ ও ছিন্নবৎ অস্থিত্ব থাকে। তাহার তাপ বৃদ্ধিসহ অসাড়তা জন্মে। পৃষ্ঠবংশের গুরুত্ব এবং ক্রান্তভাবের অস্থিত্ব, বিশেষতঃ শিড়িতে উঠিতে অধিকতর কষ্ট হয় ও রোগী ভ্রমণে অক্ষম হইয়া পড়ে। পদ তলের বেদনা হয়, তাহাতে ঝিন্ঝিনি ধরার অস্থিত্ব জন্মে। পথের সামান্য অসমতাতেই ভ্রমণ করিতে রোগী হচটুখায়। রোগী উত্তেজনাপ্রবণ থাকে। শোণিতশুক্লাদি জৈবরসাপচয়, শীঘ্র শীঘ্র অধিক সন্তান প্রসব এবং প্রথম বয়সের ব্যক্তিদিগের দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি প্রভৃতি উপরোক্ত ব্যক্তিদিগের অতি শীঘ্র পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগের সাক্ষ্য কারণ বলিয়া গণ্য।

নাক্স ভানিকা—পৃষ্ঠবেদনার রোগী উঠিয়া বসিয়া পার্শ্ব-পরিবর্তন করিতে বাধ্য। বিশেষতঃ বেদনা কটি আক্রমণ করে।

লাইকপোডিয়াম—উভয় অংশকলকাস্থির মধ্যবর্তী স্থানে জলন্ত কয়লা থাকার ভ্রায় জ্বালা। কটির কাঠি ও বেদনা।

সিকেলি—হঠাৎ পৃষ্ঠ আঁকড়িয়া ধরে।

চাইনিলাম সালফ—পৃষ্ঠবংশের উত্তেজনায় পৃষ্ঠদেশীয় মেরুমজ্জা অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু। গ্রীবার সন্ধিনিয় ও পৃষ্ঠের সন্ধোচক কশেরুকাস্থি চাপিত করিলে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত।

এলুমিনা—মেরুমজ্জার রোগানিবন্ধন পক্ষাঘাতের পক্ষে উপকারী। পদদ্বয় এতাদৃশ ভারি বোধ হয় যে রোগী তাহা কষ্টে টানিয়া ফেলিতে পারে; উপবেশনাবস্থাতেও ক্লান্তি বোধ।

ফসফরাস, প্লাস্মা এবং জিঙ্কাম—পক্ষাঘাতরোগে ইহার অনেকাংশে সমক্ৰিয়া। স্নায়বিক শক্তিহানি এবং মস্তিস্কীয় স্নায়ু-পদার্থের বিগলনসহ কম্প থাকিলে ফস্ফ ও জিঙ্ক উপকারী। ফস্ফ পক্ষাঘাতসহ চক্ষুপুটের পতন থাকে না এবং জিঙ্কামের জায় ইহার রোগ ওয়াইন মদ্যপানে বৃদ্ধি হয় না। প্লাস্মামের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায় এবং শীর্ণ অঙ্গের ও উদরের বেদনা পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হইতে থাকে।

শিক্ষার্থীদের বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে উপরি উক্ত পক্ষা-ঘাত প্রভৃতি রোগ অথবা তদ্বৎ যে কোন প্রকার দুরারোগ্য রোগ চিকিৎসায় লক্ষণাপেক্ষা রোগীর ষাতু বিষয়ক জ্ঞানলাভ ও তদনুসারে ঔষধ ব্যবস্থাই ফল লাভের মূল। অতএব রোগীর জীবনের আমূল শারীরিক অবস্থা জ্ঞাত হইয়া ঔষধ নির্বাচন করা উচিত।

লোকোমটর এট্যাক্সিয়া (Locomotor Ataxia)।—এ রোগে মেরুমজ্জা বাহিয়া অত্যন্ত জ্বালা, এবং আক্রান্ত অঙ্গে চন্দ্রনি ও কীট বিচরণবৎ অমুভূতি প্রভৃতি মেরুমজ্জার স্পষ্টতর উত্তেজনা লক্ষণ বর্তমান থাকে। রোগের চরমবৃদ্ধির সময়ে বর্তমান না থাকিলেও রোগাক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় জননেদ্রিয়ার উত্তেজনা ইহার অবশ্যস্বাভাবী লক্ষণ বলিয়া গণ্য। ইহার অত্যাগত লক্ষণ মধ্যে চক্ষুতে আলোক প্রভার উদয়, লিখিতে হস্তের কম্প, স্নায়বিক দুর্বলতা এবং শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্পর্শবৎ অমুভূতিসহ বেদনাই প্রধান। মদ্য মাংসের অমিত ব্যবহার এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা নিবন্ধন রোগে নাক্সসভমিক উপকারী।

স্নায়ুশৃঙ্খলের ক্রিয়াদৌর্বল্য বা নিউরিন্ফিনিয়া।—মেরুমজ্জার উপাদানগত পরিবর্তন ঘটিত রোগের পূর্বাভাসস্বরূপ এই প্রকাররোগলক্ষণাদি উপস্থিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। এই সকল

লক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যথালময়ে ফস্ফরাস প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ রোগীকে বহুতর দুর্শ্চিকিৎস অথবা অসাধারণায়বিক রোগের কবল হইতে রক্ষা করা যায়। রোগীর জায়বিক দুর্বলতা নিবন্ধন উত্তেজনাপ্রবণতা বশতঃ আগন্তুক বিষয়ে অতীব অসহিষ্ণুতা উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কের দুর্বলতা প্রযুক্ত-চিন্তাশক্তির অভাব ঘটে। শরীরের স্থানে স্থানে জ্বালার অহুভূতি ঘর্ষণে উপশম থাকে। পদদ্বয় দুর্বল, অসাড় ও শীতল থাকে এবং শরীরের বহির্দ্বার রক্ষক সঙ্কোচনী পেশী নিচয়ের শিথিলতা জন্মে। রোগী অল্পভব করে যেন সামান্য নড়িলেই তাহার পৃষ্ঠ ভয় হইবে। কর্ণমধ্যে শব্দের উপস্থিতি ইহুর অন্তর প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে গণ্য। স্নায়ুগুণের বলক্ষয়নিবন্ধন বর্থাৎ প্রগাঢ় দুর্বলতার পক্ষে ফস্ফরাস অতিপ্রধান স্থানীয় ঔষধ।

কোকা—মানসিক অবসাদ, সাধারণ দুর্বলতা এবং কাণ্ডে প্রবৃত্তিহীনতা ইহার উৎকৃষ্ট প্রদর্শক। সামান্য শ্রমেই রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

এনাকাডিমিয়া—মানসিক শক্তিহীনতার দ্রষ্ট হই প্রসিদ্ধ। চিন্তা এবং স্মরণ শক্তি অত্যন্ত অবসাদিত হয়। ইহার পরিণাম ফলে বাতুলতা জন্মে।

চক্ষুরোগে—এম্লিয়পাইয়া বা দৃষ্টিমালিন্য; এস্ট্রেন-পাইয়া বা দৃষ্টিদৌর্বল্য; ক্যাটারাক্ট বা মতিয়াবিন্দু; করডাইটিস বা কৃষ্ণাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ; রেটিনাইটিস বা চিত্রপত্রোষ প্রভৃতি।—সাধারণতঃ চক্ষুর বহিঃরোগচিকিৎসায় ফস্ফরাসেন্স উপযোগিতা প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। চক্ষুর জায়বিক উপাধানগত রোগ নিবন্ধন শক্তি হার্মি হওয়ায় কোন কোন প্রকার দৃষ্টিবিভ্রাট রোগে ইহা অনেক সময়ে সফল হইয়া থাকে। কিডনি

রোগনিবন্ধন এল্‌বুমিডুরিয়া ও ঋতুরোধ প্রভৃতি জরায়ুরোগ অণুধার বা ওভারিরোগ এবং রेतঃ প্রভৃতি জৈবরসক্ষয় ফস্ফরাস চক্ষুরোগের কারণ। আমরা ইতিপূর্বে ফস্ফরাসের ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছি তাহাতে অবশ্যই বোধগম্য হইবে যে ইহার চক্ষুরোগ অত্যন্ত ক্লেশসাধ্য। ইহার দৃষ্টিদৌর্বল্য সহজ স্নায়বিক দুর্বলতা ঘটিত নহে। ইহাতেও ন্যূনাধিক স্নায়বিক উপাদানগত পরিবর্তন উৎপন্ন হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় চক্ষুর স্নায়ুমাণ্ডলের উদ্দীপনা জন্মে। রেটিনা, করাইড প্রভৃতি ঝিল্লী চক্ষুর অভ্যন্তরীণ উপাদানে রক্তাধিক্য হয় এবং তাহা প্রদাহেও পরিণত হইতে পারে। এবম্বিধ কারণে স্নায়ু পদার্থের ক্ষয় ও পোষণবিকার বশতঃ উপাদানপরম্পরার নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটে।

রোগের প্রথমাবস্থায় নানাপ্রকার দৃষ্টিবিভ্রাট জন্মে। দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়। রোগী নানাপ্রকার বর্ণ দৃষ্টি করে। চক্ষুর সম্মুখে কাল-বিন্দু উপস্থিত হয়, রোগী দৃষ্টবস্তুর ধূসরবর্ণ ঝিল্লী আরুত দেখে। রোগী বোধ করে যেন সর্বদায়ই সে কুয়াসার মধ্যে দৃষ্টি করিতেছে। বস্তু সকল লোহিবর্ণ প্রতীয়মান হয়। পাঠকালে অক্ষর লালবর্ণ দেখায়; ফস্ফরাস চক্ষুরোগে ভিন্ন অস্ত্র কোন ঔষধের রোগে এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ইহা ইহার অতি মহার্ব প্রদর্শক। ফস্ফরাস চক্ষুরোগে উপরি উক্ত অবস্থা বড় সাজ্বাতিক পরিণাম সূচিত করে। অতএব চিকিৎসা পক্ষেও ইহা একমাত্র উপযোগী কাল বলিয়া বিবেচিত হয়। রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দৃষ্টিমালিন্য, দৃষ্টিদৌর্বল্য প্রভৃতি উপস্থিত হয় এবং যথাসময়ে ফস্ফরাস প্রযুক্ত হইলে উপকারের আশা করা যায়। ইহাতে রোগী পাঠ করিবার চেষ্টা করিলে অক্ষর নিচয় শৃঙ্খলাহীন দেখে এবং চক্ষু চন্‌চন ও জ্বালা করে। টাইফয়েড জরাস্থের দৃষ্টিমালিন্যেও ইহা কার্যকারী। বৈদ্যাতিক আঘাতজনিত অন্ধত্ব এতদ্বারা আরোগ্য হয়।

এই সকল চক্ষুরোগে রোগী প্রদীপালোকের চতুঃপার্শ্বে সবুজবর্ণ মণ্ডল দেখিতে পায়। ইহার প্রয়োগে মতিয়াবিন্দু রোগের বাধা জন্মে। মতিয়াবিন্দুর অত্যন্ত ঔষধ মধ্যে সিনিসিসিয়া, কনাইয়াস, সিকেনি এবং নেট্রোস্মিউ উল্লেখযোগ্য।

কনাইয়াস—গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহে, প্রদাহের তুলনায় আলোকাতঙ্ক অধিকতর হয়। অতি সামান্য রক্তিম থাকে, কখন বা নাও থাকিতে পারে। তাকাইলেই চক্ষু হইতে বেগে জলস্রাব হয়। ডাং ট্যাল্কট ইহা দ্বারা মতিয়াবিন্দু আরোগ্য করিয়াছেন। ডাং ডাজিয়ন ইহাকে অপক বয়সের অসাময়িক দূরদৃষ্টি রোগের পক্ষে উপকারী মনে করিতেন। প্রচলিত সময়ের বেগে ইহা নিষ্ফল।

জিফ্রাম—টেরিজিয়াম বা অহুপক্ষুরোগে (চক্ষুর উপর মাংসবৃদ্ধি) চন্‌চনি ও চক্ষুর অভ্যন্তর কোনে (inner Canthus) হলবেধানুভূতি থাকিলে এবং কালব্যাপী চক্ষুর প্রদাহপ্রযুক্ত কর্ণিয়ার বা কালক্ষেত্রের অস্বচ্ছতা জন্মিলে উপকারী।

রেভ্যানিয়া—ইহাও টেরিজিয়াম আরোগ্য করিয়াছে।

কপ্তিকান—মতিয়াবিন্দু চিকিৎসায় ইহা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ডাং নর্টন ইহাকে মতিয়াবিন্দু চিকিৎসায় প্রধানতম স্থান প্রদান করেন।

বধিরতা বা ডেফ্‌নেস্ ও হার্ডনেস্ অব হিয়ারিং।—কর্ণের স্নায়বিক উদ্দীপনা বশতঃ কর্ণে নানাপ্রকার শব্দ শ্রুত হওয়ার বিষয় ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ফস্ ফল্লাসের বধিরতা বা আংশিক বধিরতার বিশেষত্ব এই যে, রোগী প্রধানতঃ মনুষ্যের কথা শ্রবণে ন্যূনাধিক অক্ষম হয়। ইগ্নেসিয়ার রোগী অল্প শব্দে বধির থাকে কিন্তু মনুষ্যের কথা শুনিতে পায়। এই সকল বধিরতা টাইকয়েড জরাস্তিক স্নায়বিক দুর্বলতানিবেদন জন্মে। শোণিতাধিক্য

বশতঃ বধিরতাসহ কর্ণমধ্যে গুণ গুণ ও নানাপ্রকার উচ্চ শব্দ হয় ।

নাসিকাসর্দি বা করাইজা ; রোজ-কোল্ড ।—সাধারণ তরুণ সর্দিতে ফস্ফরাসের বিশেষ প্রয়োগতা দৃষ্ট হয় না । কিন্তু সর্দি নাসিকা হইতে অগ্নিগামী হইয়া বন্ধ আক্রমণ করিলে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে । ফস্ফরাসের, দ্বাণে অসহিষ্ণুতার বিষয় ইতিপূর্বে বিবৃত হইয়াছে । পুষ্পদ্বাণের অসহিষ্ণুতা বশতঃ পুষ্পের উগ্র দ্বাণে এক প্রকার সর্দি জন্মিয়া থাকে তাহা “রোজ কোল্ড” নামে খ্যাত । পুষ্পদ্বাণে রোগীর মুচ্ছার ভাব । ইহা গুল্মবায়ুর অঙ্গ স্বরূপ । ফস্, ইয়ে, স্যাঙ্গুই, ভ্যালেরি এবং নাকস ভাইহার ঔষধশ্রেণীভুক্ত ।

পিনস্ বা পুতিনস্ ; নাসিকার পলিপাস্ বা বহুপাদার্কুদ রোগ ।—পুরাতন সর্দিরোগে শোণিতরেখাযুক্ত সবুজ স্লেয়ার প্রাব হইলে ফস্ দ্বারা উপকার হয়, শোণিত রেখা না থাকিলে ইহা দ্বারা কার্য্য হইতে দেখা যায় না । কখন কখন নাসিকা নাড়িলে রক্তপ্রাব হয় । নাসিকাস্থির মৃত্যু বা নিক্রোসিস হইলে নাসিকা লোহিতবর্ণ ও স্পর্শে বেদনায়ুক্ত থাকে । নাসিকায় পুতিগন্ধ জন্মে । পলিপাস্ বা নাসিকার বহুপাদার্কুদ রোগে নাসিকা হইতে প্রচুর উজ্জ্বল লোহিত রক্তপ্রাব ঘটে ।

স্বরযন্ত্র রোগ—স্বরলোপ বা এর্থনিয়া ; মেম্ব্রে নাস্ ক্রূপ বা সর্ভিল্লিক ঘুংসি কাসি ।—স্বরযন্ত্র প্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্ রোগের অবস্থাবিশেষে ফস্ফরাস্ দ্বারা উপকার হইয়া থাকে । স্বরযন্ত্রের অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা এবং দ্বরভঙ্গ সন্ধ্যাকালে এতাদৃশ বৃদ্ধি পায় যে তাহাতে রোগীর প্রায় সম্পূর্ণ স্বরলোপ ঘটে ।

রোগী কথা বলিলেও কাসি পায়। বেদনার অসহনীয় বৃদ্ধি হয় বলিয়া রোগী চুপ করিয়া থাকিতে ও সাধ্যামুসায়ে কাসি চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হয়।

ক্যাটারেল বা মেমেনাস্ ক্রুপ অথবা সর্দিজ সর্বিম্লিক ঘুংরি কাসি রোগের শেষাবস্থায় প্রভূত স্নায়বিক অবসাদ বশতঃ স্বর লোপ, প্রগাঢ় দুর্বলতা, শরীরের শীতলতা, চটচটে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ, পাণ্ডুর মুখমণ্ডলের বসিয়া যাওয়া দৃশ্য এবং অধঃ চোয়ালের খুলিয়া পড়া প্রভৃতি শোচনীয় লক্ষণ উপস্থিত হইলে ফ্রন্স প্রযুক্ত হয়।

কাসি বা কফ্।—পূর্বে বলা হইয়াছে ন্যাসিকার সর্দি রোগে ফ্রন্স ফ্রান্সের বিশেষ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু সর্দি অধঃগামী হইলে অথবা প্রথমেই বুকে বসিলে অর্থাৎ শ্বাসনালী বা ট্রেকিয়া আক্রমণ করিলে ইহা প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য। ফলতঃ পূর্ববর্ণিত ফ্রন্স ফ্রান্স ধাতুবিশিষ্ট ও যক্ষ্মাকাসপ্রবণতায়ুক্ত ব্যক্তিদিগেরই প্রায়শঃ একরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক সময়ে ন্যাকস্ লক্ষণযুক্ত সর্দির শেষাবস্থায় এবং ওলিভ্যান্ সেপা সর্দি ভোহার ব্যবহারে বসিয়া বন্ধ আক্রমণ করিলে ফ্রন্স ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বুক (ষ্টার্গাম অস্থি-পশ্চাৎ) ও স্বরযন্ত্র শুড় শুড় করিয়া ইহার কাসির উদ্রেক হয়। কথা কহিলে, কি কোন প্রকার শব্দ করিলে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কোন পরিবর্তন করিলেই কাসি পায়। কাসি প্রথমে শুক থাকে ও পরে পুরাকার, আটা স্লেমা নিষ্ঠূত হয়। উষ্ণ বায়ু শীতল হইলে রোগের বৃদ্ধি হওয়ায় বন্ধ শুকতা এবং তাহার উর্দ্ধপ্রদেশের সঙ্কোচনবোধসহ শুষ্ক কাসি হয়।

আহারান্তে আমাশয়োর্জ কোটরস্থান শুড় শুড় করিয়া যে কাসি হয় তাহাকে আমাশয় অথবা যকুৎ কাসি বলে। কোন অপরিচিত ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিলে মানসিক উত্তেজনা বশতঃ ইহার স্নায়বিক কাসির বৃদ্ধি হয়। কোন প্রকার উগ্র গন্ধে, বাস্তবিক পক্ষে কোন সৌগন্ধি বস্তুর দ্বাণেও ইহার কাসির উদ্রেক হইয়া থাকে।

বেলোডনা—কাসির প্রথমাবস্থায় বন্ধের টাটানি, স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা এবং জ্বর ইহার দ্বারা উপশম হইলে যে গলাভাঙ্গা ও কর্কশ স্বর থাকিয়া যায় তাহা ফস্ফরাস্ আরোগ্য করে।

রক্ত কাসি বা হিমপ্টিসিস্।—কাসিতে উজ্জ্বল লোহিত-বর্ণ শোণিত তরলাবস্থায় নিষ্ঠুত হইয়া পরেও যদি জমাট না বাঁধে তাহাতে ফস্ফরাস্ উপকারী।

ব্রঙ্কাইটিস্ এবং নিউমনিয়া বা ব্রঙ্ক-নিউমনিয়া রোগ।—নিউমনিয়ারোগ চিকিৎসায় ফস্ফরাস্ অতি প্রধান স্থানীয় ঔষধ মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তথাপি ইহার প্রয়োগ যে বিশেষ বিবেচনাসাপেক্ষ তাহা শিক্ষার্থীদিগের হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যিক। কেননা এই রোগচিকিৎসায় ইহা যথোপযুক্ত খ্যাতি লাভ করিলেও যথা তথা ইহার প্রয়োগ আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় না। রোগসহ উপসর্গ রূপে ব্রঙ্কাইটিস না থাকিলে, ফুসফুসবেষ্ট বা প্লুরা প্রধানরূপে আক্রান্ত হইলে বা প্লুরনিউমোনিয়ারোগে (ব্রাণ্ টংকুষ্ট ঔষধ) এবং আক্রান্ত ফুসফুসাংশ সর্বতোভাবে ঘনীভূত (হিপাটাইজড বা সলিডিফাইড্) হইলে ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্ত, ফস্ফরাস্ শরীরাবয়বযুক্ত এবং বন্ধরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই ইহার রোগের উপযুক্ত কার্যক্ষেত্র। এই সকল ব্যক্তির নালিকায় সর্দি হইলে সহজেই অধোগামী হওয়ায়, অথবা প্রথমেই সর্দি বন্ধ আক্রমণ করায় ব্রঙ্কাইটিস্ রোগ জন্মে। এই অবস্থায় প্রবল জ্বরাদি বেলোডনারূপে বর্তমান থাকিলে তাহা দ্বারা রোগের প্রবলতা দূর হওয়ার পরে ফস্ফরাস্ আরোগ্যের সম্পূর্ণতা প্রদান করে। লক্ষণাভুলারে প্রথমেও ফস্ফরাস্ উপযোগিতা দৃষ্টিগোচর হয়। রোগী বন্ধরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট থাকিলে রোগ অনেক সময়েই ফুসফুসের মূল উপাদান বা বায়ুকোষ অচিরে আক্রমণ করে। অথবা

যুগপৎ বায়ুনলী ও ফুসফুস আক্রান্ত হওয়ায় ব্রঙ্ক-নিউমনিয়া রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় আক্রান্ত ফুসফুসের বায়ু-কোষনিচয় প্রদাহিক এবং কর্তৃক সম্পূর্ণ পরিপূরিত বা নিরেট অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে অথবা রোগের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায় তরলীভূত প্রদাহিক আব শোষনাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ দ্রুত (Resolution) হওয়ায় ফুসফুস আংশিকরূপে প্রদাহিক আবদ্ধ হইলে ফস্ ফস্ প্রযুক্ত হয়।

রোগী কাসিলে বকের বেদনায় শোধ করে যেন বক্ষাভ্যন্তরে কিছু ছিল হইয়া আসলগা হইতেছে। শ্বসনবন্ধে লঙ্কোচন ও উর্দ্ধবন্ধে শ্বাস-রোধকর চাপাশুভ্রুতি জন্মে। রোগী বোধ করে যেন বক্ষ শোণিত-পূর্ণ রহিয়াছে। আকর্ণনে বায়ুনলীতে (Bronchi) শুষ্ক ও আর্দ্র শ্লেষ্মার শব্দ এবং বকের প্রতিঘাতে নিরেট ও আকর্ণনে পুট পুট শ্রুতি প্রসিদ্ধ শব্দে যুগপৎ ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমনিয়া অথবা ব্রঙ্ক-নিউ-মনিয়ার বর্তমানতা প্রকটিত করে। শ্বাসকষ্ট থাকে এবং উর্দ্ধ বন্ধে শুষ্কতা, জ্বালা, কাঁচা বা অবদারণ ভাবের অনুভূতি বিশেষরূপে ব্রঙ্কাইটিস রোগের পরিচয় দেয়। ফস্ ফস্ রোগের নিষ্ঠূত রক্ত ও শ্লেষ্মাযুক্ত, বিশেষতঃ হরিদ্রাত এবং শোণিতরেখাক্ত গন্নার ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। অবস্থাসূত্রে গন্নার ব্র্যাক্স-নিয়াস্ নাম “রাষ্ট্র” (লৌহমলবর্ণবিশিষ্ট) হয়।

রোগের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায় টাইফয়েড বা দুর্বল বৈকারিক লক্ষণ উপস্থিত হইলে ফস্ ফস্ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য। ব্র্যাক্স-নিয়া স্বল্প বৈকারিক রোগের ঔষধ। যে রোগের প্রথম-বস্থায় ব্র্যাক্স প্রযুক্ত হয় পরে তাহারই গভীরতর দুর্বলতা ইত্যাদি টাইফয়েডলক্ষণ প্রকাশিত হইলে ফস্ ফস্ অতি উপযোগী ঔষধ বলিয়া জানিতে হইবে। ফস্ টাইফয়েড লক্ষণে আয়তনিক দুর্বলতা বশতঃ রোগী মানসিক ও শারীরিক অবলাদগ্ৰস্ত হয়।

এবং অস্পষ্ট প্রকাশ কহিতে থাকে । মুখ বিবর্ণ এবং শরীর বর্ণহীন ও ন্যূনাধিক হরিদ্রাভ হয় । বহুৎ স্পর্শে বেদনায়ুক্ত থাকে । রোগী অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ করে এবং নাড়ী দুর্বল ও দ্রুত হইয়া যায় ।

টুবার্কুলিনাম্—ডাঃ আর্গল্ফিক বলেন, “লবুলার (কুসকুস গোলকাহুর) নিউমনিয়া রোগে ইহা ফস্ফরাস অথবা এন্টিম-টার্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ঔষধ” ; এবিষয়ে মতামত প্রকাশের উপযুক্ত চিকিৎসকগণেরও ইহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহাপনোদন হইয়াছে ; কেহ বা প্রত্যেক নিউমনিয়া রোগে ৬ হইতে ৩০ মধ্যে কোন না কোন ক্রমের টুবার্কুল মধ্যগামী (Intercurreur) রূপে ব্যবহার করেন ।

ডাঃ হিউজের মতে অল্পবয়স্কদিগের তরুণ বন্ধরোগের প্রায় যে কোন ঔষধ হইতে ফস্ফরাস শ্রেষ্ঠতর ।

ডাঃ লিলিয়েস্থাল বলেন, “স্বপ্নিগু ও কুসকুসের পক্ষে ফস্ফরাস শ্রেষ্ঠ বলকারক ঔষধ”

ডাঃ জাস হান্সসাকে টাইফয়েড নিউমনিয়ারোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ মধ্যে গণ্য করেন, অর্থাৎ ইহা অধিকাংশ রোগে প্রযুক্ত হয় ।

টুবার্কুলোসিস্ বা গুটিকোংপাদক রোগ—যক্ষ্মা কাস বা থাইসিস্ ।—হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপ্রণালীর আবিষ্কারের পরে থাইসিসরোগিকংসায় ফস্ফরাস প্রায় প্রধানতম ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । কার্যক্ষেত্রেও আমরা পূর্ববর্ণিত ফস্ফরাসের শরীরাকৃতি ও ধাতুবিশিষ্ট যক্ষ্মাকাসের রোগীই অধিকতর দেখিতে পাইয়া থাকি । কিন্তু পরবর্তী সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই রোগে ইহার উপযোগিতা বিষয়ে সন্দিহান না হইলেও ইহাকে বড় ভীতির চক্ষে দেখিয়াছেন এবং অতি সতর্কতার সহিত ইহার ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন । আমরা নিম্নে তাহা বর্ণনা করিতেছি । কলতঃ একাধিক স্থলে ইহার ব্যবহারে আশাশ্রিত্যেরও যারাম্বকতা বিষয়ে বিশ্বাস জন্মিয়াছে ।

ডাঃ বেয়ার বলেন “অন্ত কোন ঔষধই ফসফরাসের জায় সহজে রক্তস্রাব আনয়ন করে না” ।

ডাঃ ক্যারিংটন বলেন “অতি সতর্কতার সহিত ইহার প্রয়োগ না করিলে উপকারের স্থলে ইহা অনেক সময়েই অতুপকার করিয়া থাকে । বিশেষতঃ ইহার উপযোগিতা বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া অতি অল্প ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত” ।

ডাঃ কেণ্ট বলেন, “রোগের শেষাবস্থায় অত্যুচ্চ ক্রমের একমাত্রা ফসফ প্রয়োগ করিলে রোগীর কষ্টপ্রদ হেট্টিক জ্বরের উপশম হওয়ায় মৃত্যু কাল অপেক্ষাকৃত শান্তিময় হয় । অসাধ্যরোগে ইহা পুনঃ প্রয়োগ করিলে আশার বিরুদ্ধফল সুনিশ্চিত । কোন কোন রোগীর রোগের অতি বৃদ্ধি কালে উচ্চক্রমের ফসফ বিপজ্জনক । ৩০ হইতে ২০০ ক্রমের উর্দ্ধ ক্রম ব্যবস্থেয় নহে । রোগের প্রথমাবস্থায় ৩০ অপেক্ষা নিম্ন ক্রমের ঔষধ ক্ষতিজনক” ।

ডাঃ ডিউক প্রত্যেক রোগীর অবস্থাদি ষড় পূর্বক পর্যবেক্ষণ করিয়া এরোগে ঔষধ ব্যবস্থা করিতে বলেন, কেননা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-জগতে ইহা একরূপ স্বীকৃত যে, অ্যাস, সাল্ফ এবং ফসফ বিশেষরূপে প্রদর্শিত না হইলে তাহাদের প্রয়োগ কখনই যুক্তিসূক্ত নহে ।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস প্রায় অসাধ্য রোগ মধ্যে গণ্য । বংশদোষ-নিবন্ধন বাহাদিগের রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা লক্ষিত হয় তাহাদিগের ধাতু প্রকৃতি, শরীরাকৃতি এবং সর্দির পৌনপুনিক আক্রমণ প্রভৃতি ও পূর্ব-গামী ক্ষুদ্র বৃহৎ রোগাক্রমণ বিষয়ক বিবরণ দ্বারা ভাবি সাংঘাতিকতার অনুমান করা যায় । এই সময় রোগ চিকিৎসিত হইলে ফললাভের কথঞ্চিৎ আশা করা যাইতে পারে ।

থাইসিস রোগ চিকিৎসায় প্রথমেই এবং প্রধানতঃ সাল্ফার, ক্যাঙ্কেরিনা এবং ফসফরাসের বিষয় আমাদিগের

অরণ পথে উদয় হয়। অধিকাংশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের মতেই সোরা দোষ থাইসিস রোগের আদি বা মৌলিক কারণ। অতএব তন্নিবারণ পক্ষে শ্রেষ্ঠতম ঔষধ সালিস্ফার যে ইহার কোন না কোন অবস্থায় প্রযোজ্য হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ফুসফুসে গুটিকোংপত্তির পর ইহার প্রয়োগ যে বিপজ্জনক তৎবিষয়ে যুরদ্ধর চিকিৎসক মহাস্বাগণ একমত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ গণ্ডমালাদেধনিবারক প্রধান ঔষধ ক্যাঙ্কে ও ফসের ক্রিয়াপথ পরিস্কারার্থেই ইহা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। রোগাক্রমণের আরম্ভে ও ফুসফুসে গুটিকোংপত্তির পূর্বে রক্তসঞ্চয়ের অবস্থা পর্য্যন্তই ইহার শেষ প্রয়োগ কাল। ক্যাঙ্কে এবং ফস অবস্থানুসারে রোগের যে কোন সময় প্রয়োগোপযুক্ত হইলেও সম্যক পরিস্ফুট অবস্থায় রোগের উপসর্গাদির প্রশমনদ্বারা রোগীর কক্ষিৎ কষ্টের শান্তিবিধান ব্যতীত ইহাদিগের দ্বারা রোগারোগ্য হওয়া সুদূরপরাহত বলিয়াই জানিতে হইবে।

ক্যাঙ্কেলিয়া রোগীর বহিরাবৃত্তি ও মানসিক অবস্থাদির বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহার আমাশয়াজীর্ণ ও অন্নরোগ প্রধান। একারণ সহজেই ইহাদিগের ফুসফুস পুষ্টিহানি এবং গুটিকোংপত্তির ক্রিয়াকেন্দ্র হওয়া অচিরাতঃ পংস প্রাপ্ত হয়। ফসফরাস দাতুবিশিষ্ট শিশু ও যুবক-যুবতীর শরীর প্রসারহীন ও উচ্চতায় দ্রুতবৃদ্ধিযু হওয়ায় শরীরোপাদানাদি, বিশেষতঃ ফুসফুস উৎকর্ষ লাভের বিনিময়ে ঐকদোশিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগের ফুসফুস সর্ব্বাক্ষপুষ্ট হয় না; কুজ্জিশাবকবন্ধবৎ অপ্রসার বন্ধস্থিত উৎকর্ষহীন ও ক্ষণভঙ্গুর ফুসফুসে সহজে ও সম্বর গুটিকোংপত্তি নিবন্ধন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই সকল ব্যক্তি পুরুষানুক্রমিক রোগপ্রবণতা হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। সামান্য শৈত্যসংস্পর্শে ইহাদিগের সর্দি ও ব্রঙ্কাইটিসের আক্রমণ হয়। সহজেই উদরাময় জন্মে এবং প্রাতঃকালে তাহার বৃদ্ধি হওয়ায় বিষ্ঠা সহ প্রায়শঃ অপক ভুক্তবস্ত্র নির্গত হইয়া যায়।

অনেকের বালাবহায় অস্থিরোগ থাকে । ইহাদিগের বলস্বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরোপাদানের উৎকর্ষের বিনিময়ে যেন সৌন্দর্যের বৃদ্ধি এবং মানসিক উন্নতি হইতে থাকে । ইহাদিগের সুদীর্ঘ ও শ্রীমান দেহের মুখশ্রী ও চক্ষু হইতে যেন তীক্ষ্ণ এবং সুমার্জিত বুদ্ধি পরিস্ফুটিত হয় ।

যুবক, যুবতী উভয়েরই রোগের প্রারম্ভিক অবস্থায় সহজেই বন্ধে ও কঠোর পুনঃপুনঃ সর্দির আক্রমণ নিবন্ধন অত্যন্ত স্বরভঙ্গের সন্ধায় বুদ্ধি দেখা যায় । বন্ধে প্রবলতাসহ শোণিতগতির বৃদ্ধি প্রযুক্ত সঙ্ঘটিত ভাব জন্মে ; বাম ফুসফুসচূড়ান্তদেহারী বেদনা হয় ; রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না ; প্রতিদিন অপরাহ্ন সময়ে হেক্টিক বা প্রলেপক অরসহ প্রায়শঃ স্বরলোপ, গণ্ডের রক্তিমতা ও শুষ্ক কাসি হয় এবং রক্তনীতে বন্ধের কষ্ট হওয়ায় রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না ।

পূর্বাহ্ন ১০।১১ টার সময় উদর শূন্য বোধ হয় এবং রক্তনীতে অস্বাভাবিক ক্ষুধানিবন্ধন নিদ্রাভঙ্গে আহারের আবশ্যকতা জন্মে ও আহার না করিলে মূর্ছার ভাব হয় । এই সকল লক্ষণের ক্রমবৃদ্ধির সহিত ফুসফুস ধ্বংস হওয়ায় গহ্বরোৎপন্ন হয় । উভয় অংসফলকাস্ত্রির মধ্যবর্তী স্থানের জ্বালা ফসফরাসের প্রদর্শক বলিয়া গণ্য । ইহাতে বিশেষতঃ শেষ রক্তনী ও প্রাতঃকালে প্রচুর পরিমাণ শুভ্র ও চিমসে ভাবের এবং অনেক সময়ে শোণিতরেখাযুক্ত গয়ার নিষ্ঠুর হয় ।

এমনিয়াম মিউ—অংসফলকাস্ত্রিঘয়ের মধ্যস্থানে শৈত্যাত্মক ভূতি থাকিলে থাইসিসে ইহা প্রযুক্ত হয় ।

এণ্ডোকার্ডাইটিস বা হৃদস্তর্ক্বেষ্টপ্রদাহ এবং মায়কার্ডাইটিস বা হৃৎপিণ্ডপ্রদাহ।—সাধারণতঃ তরুণ রসবাত ও নিউ-মনিয়ার উপসর্গরূপে এই সকল রোগ জন্মিয়া থাকে এবং স্থলবিশেষে ফসফরাস প্রদর্শিত হয় ।

আমাশয়রোগ—অজীর্ণ বা ডিস্‌পেপ্সিয়া ; আমাশয় ক্ষত ; আমাশয়ের ক্যান্সার প্রভৃতি।—ফস্‌ফরাস লক্ষণে ভুক্তবস্ত্র উদ্‌গীরণ ও রোমস্থনের ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাশয়ের স্নায়বিক দুর্বলতা নিবন্ধন পুরাতন অজীর্ণ রোগে উপরি-উক্ত লক্ষণেব বর্তমানতা ফস্‌ফরাস প্রদর্শন করে। আমাশয়-সংযুক্ত অন্ননালীসীমার আক্ষেপ বশতঃ ভুক্তবস্ত্র উদ্‌গীরণ হইয়া মুখে প্রবেশ করাই সম্ভবতঃ এই রোমস্থনের কারণ।

ফস্‌ফরাস অজীর্ণদোষ কতিপয় বিশেষ লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। রোগী শীতল থাকে ও পানীয়ে লালসা করে, তাহাতে কিয়ৎ কালের জন্য তৃপ্তি বোধ হইলেও আমাশয়তাপে উষ্ণ হওয়া মাত্রই তাহার বমন হইয়া যায়; বিবমিষাহীন উদ্‌গীরিত রক্তের নিষ্ঠীবন ইহার অতি সাধারণ লক্ষণ। সিপিফ্রা, সল্‌ফার এবং নেট মিউশ্বের গায় পূর্বাহ্ন ১১টার সময় আমাশয়ের দুর্বলতা বা আমাশয় স্থলে “কিছু নাই নাই ভাবের” অনুভূতি ফস্‌ফরাসে অন্ত পর্য্যন্ত দিল্লত হয়। অন্নোদ্‌গার উঠে এবং আত্মযজিক লক্ষণরূপে অসফলকার্‌স্থদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে জ্বালা থাকে। ব্রাহ্মণ গায় ইহাতেও জিহ্বা-মধ্য বাহিয়া শুভ্র লেপ দৃষ্ট হয়। সাল্‌ফারের গায় রজনীতে রোগীর ক্ষুধা হয় এবং কিছু আহার না করা পর্য্যন্ত নিদ্রা হয় না। পুরাতন অজীর্ণরোগে ভুক্তবস্ত্র আমাশয় সংলগ্ন হওয়া মাত্রই বমন হইয়া যায়; ব্রিস্‌মাথেও এই লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং আমাশয়ের বেদনা ও জ্বালা বর্তমান থাকে।

আমাশয়ের ছিদ্রোৎপন্নকারী ক্ষত, ক্যান্সার বা ককট রোগ এবং অবদরণ প্রভৃতি উপাদানধ্বংসকারী বা বিশ্লেষণকারী রোগেও ইহার প্রবোগিতা দৃষ্টিগোচর হয়। আমাশয়ের কোন সীমাবদ্ধ

স্থানে জ্বালা ও চৰ্ৰ্বণবৎ বেদনা ইহার প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে গণ্য । কিছু আহার মাত্রই বমন হয় । বমনসহ ভুক্তবস্ত্র ও চাপ চাপ নরম কাকি-চূর্ণবৎ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ উঠে । রোগী ক্রমে শীর্ণ ও রক্তহীন হইতে থাকে ।

বমন বা ভমিটিং ।—পুরাতন বমনরোগে ফসফরাস বিশেষ উপকারী ঔষধ । শীতল জলে অত্যন্ত হৃষা জন্মে, কিন্তু জল পান করিলে তাহা আমাশয়ে উষ্ণ হওয়া মাত্র বমন হইয়া যায় । আমাশয়ের ক্ষত ও ক্যান্সার রোগের রক্তবমনেও ইহা উপকারী । ঋতুরোধ ঘটায় আমাশয় হইতে ঋতুর অল্পকাল থক্তবমনও এতদ্বারা নিবারিত ও ঋতু সহজ হয় ।

বিসমাখ—আহার মাত্র আমাশয়ে জ্বালা হওয়ার রোগী ভুক্তবস্ত্র বমন করে ।

ক্যালকে কার্ব—ভুক্তপান মাত্রই অগ্ন হয় ও চাপ বাধিয়া বমন হইয়া যায় ।

উদরাময় ।—পুরাতন উদরাময়ে ফসফরাস বিশেষ উপকারী ঔষধ । প্রত্যুষে সবুজবর্ণ আম ও অনেক সময় অজীর্ণ ভুক্তবস্ত্রের চেন হয় ; প্রায়শঃ উদরে বেদনা থাকে না । বিষ্ঠা সরলান্ত্রে প্রবেশমাত্র নিঃসৃত হইয়া যায় । বিষ্ঠাসহ মাগুদানা, ভেকের ডিম, ভাত বা মোমের টুকরা প্রভৃতির গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ থাকিয়া ফস্ প্রদর্শিত করে । ইহার উদরাময় অত্যন্ত দুর্বলকারী । ইহা অস্ত্রের, বিশেষতঃ তাহার কোলন ও সরলান্ত্রাংশের পক্ষাঘাত আরোগ্য করিতে সক্ষম । রোগী বোধ করে যেন মলদ্বার ফাঁকু হইয়া আছে । এপিসেও এ লক্ষণ দৃষ্ট হয় ; ফসের গায় এলোজেন্ড অনৈচ্ছিক মলত্যাগ আছে । ফসফরাসে বেগের সহিত প্রচুর পরিমাণ মল নিঃসরণ হয় এবং অনেক সময়ে রোগী বমন করে ; কলতঃ পূর্বকথিতরূপ পীত পদার্থ আমাশয়ে উষ্ণ হওয়া মাত্র বমন

হইয়া যাওয়া ইহার অন্ততম প্রদর্শক লক্ষণ। উষ্ণ বস্তু আহাৰেও উদরাময়ের বৃদ্ধি হয়। উদরাময়সহ আমাশয়ের প্রসিদ্ধ দুর্বলতা অথবা তথায় “কিছু নাই ভাবের” অনুভূতি এবং অসফল-কাঙ্ক্ষিদয়মধ্যস্থানের জ্বলা থাকে। কলেরার প্রাদুর্ভাবকালের উদরাময়েও অনেক সময়ে ইহার উপকারিতাদৃষ্ট হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগ।—ফসফরাসের কোষ্ঠবদ্ধ সাধারণ রোগের মধ্যে গণ্য নহে। তথাপি সরু, শুষ্ক, চিমসে, লম্বা এবং কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায় কঠিন বিষ্ঠার ছাড় কষ্টে ত্যাগ হইলে ইহা তাহার ঔষধ।

যকৃৎ রোগ—রক্তাধিক্য, ন্যাবা বা জণ্ডিস্, সিরসিস্, বসাপকৃষ্টতা, ওয়্যাক্‌সি লিভার, ইয়েলো এট্রফিক্‌স্ লিভার প্রভৃতি।—সাক্ষাৎ অথবা গোণ যে ভাবের ক্রিয়াদ্বারাই ইউক ফসফরাস যকৃতের অতি শোচনীয় ও সাংঘাতিক উপদানগত পরিবর্তন উৎপন্ন করে। এই ক্রিয়াফলে যকৃতের রক্তাধিক্য, বেদনা, গুরুত্ব এবং বিবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া রোগের ক্রমপরিষ্করণে যকৃতের উপরিলিখিত সর্ববিধ রোগজ পরিবর্তনই সম্ভব হইয়া থাকে। কার্য্যক্ষেত্রেও উপরিউক্ত রোগনিচয়ের অবস্থাবিশেষে ফসফরাসের প্রয়োগের স্থল উপস্থিত হইতে দেখা যায়। ইহার রোগের কামল বা জণ্ডিসুলক্ষণও যে সহজ নহে তাহা ইহার মূল উপদানগত রোগের গুরুত্বেই অন্বিত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতাবশতঃ নাড়ী ধীরগতি অথবা দুর্বল ও ক্ষুদ্র হইয়া যায়। বলা বাহুল্য যকৃতে শোণিতগতির বাধাবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ, এবং অতি কঠিন প্রকারের উদরী প্রভৃতি শোথ ও তদানুযায়িক অন্তান্ত লক্ষণ ইহার অবশ্যজ্ঞাবী ফল বলিয়া জানিতে হইবে। শোণিতাপকৃষ্টতা, হ্রোগ ও অস্থিরোগ প্রভৃতি ফসফরাসের যকৃৎরোগের সাধারণ ফল।

প্যাংক্রিয়াস্ রোগ।—টুবার্কলরোগগ্রস্ত রোগীদিগের যকৃৎ,

স্বপ্নিও ও কিড্‌নি প্রভৃতি যন্ত্রের বসাপকৃষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে প্যাংক্রিয়া-সেরও তদ্রূপ রোগ জন্মিয়া থাকে অথবা কখন কখন মধুমেহ বা ডায়াবিটিস মেলিটাস ও এল্‌বুমিনুরিয়া রোগ হইতেও ইহার ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয় ; ভূক্তবস্তুর বস বা তৈলময় পদার্থ পরিপাক ইহার ক্ষয়িত রসের ক্রিয়া । প্যাংক্রিয়াসের উপাদানের ধ্বংস হইলেই বসাপদার্থ পরিপাক হয় না উদরাময়ের বিষ্ঠাসহ তাহা ভেকের ডিম, সিদ্ধ করা সাণ্ড অথবা মোমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তপাকারে নির্গত হয় । বিষ্ঠামধ্যে এই বিশেষ পদার্থের বর্ত্তমানতাই এই রোগের পরিচায়ক এবং প্রদর্শক ।

নেফ্রাইটিস, ব্রাইট'স ডিজিজ অথবা এল্‌বুমিনুরিয়া (বৃক্ক প্রদাহ) ।—এ রোগের চিকিৎসায় ফসফরাস আমাদিগের একটি প্রধান অবলম্বন । ইহাতে নিম্নলিখিত লক্ষণাদি উপস্থিত থাকে । রোগী অতি স্পষ্ট রূপে সর্বাঙ্গীন দুর্বলতা বোধ করে এবং অত্যন্ত অলস ও নিদ্রালু রোগীর হস্তপদ শীতল হয় । প্রাতঃকালে অধিকতর ক্লান্তি বোধ এবং সন্ধ্যাকালে জ্বরের বৃদ্ধি হয় কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না । রোগীর কার্যে অপ্রবৃত্তি জন্মে, মাথা ঘোরে, শ্রবণশক্তির হ্রাস হয় এবং মস্তকের, বিশেষতঃ ললাটপ্রদেশের গুরুত্বসহ বেদনা হয় । উর্দ্ধ চক্ষুপুটের শোথ, চক্ষুর সম্মুখে কোয়াসা সমল হরিদ্রাত গাণ্ধবর্ণ, মুখের শোথ, ক্ষুধার অভাব এবং অত্যন্ত দুর্বলকর সাদাটে ও বেদনাহীন উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ অতি গভীর স্বাস্থ্যহানির পরিচয় দেয় । কিড্‌নির বসাপকৃষ্টতা রোগেই ফসফরাস বিশেষ উপযোগী ঔষধ । য্ত্রে “ওয়্যাকসিকাট” বা “বসাখণ্ডবৎ পদার্থের ছাঁচ” থাকে । ঘোর কটাবর্ণ অপ্রচুর য্ত্র এল্‌বেনযুক্ত হয় অথবা অল্পপরিমিত সেরে রামযজ্ঞবৎ বর্ণের রেখা বা বিভ্রাস দৃষ্ট হইতে থাকে । উপসর্গরূপে ফুসফুসরোগের বর্ত্তমানতা ফসফরাস বিশেষ উপযোগিতা নির্দেশ করে এবং বাম পার্শ্বে শয়নের অপারকতা ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক থাকে । বমন এবং আমাশয়বিকার

প্রায়শঃ উপস্থিত হয় । মূত্ররোধনিবন্ধন লক্ষ্যাজীন আক্ষেপের পক্ষেও ইহা বিলক্ষণ উপযোগী ঔষধ ।

ধ্বজভঙ্গরোগ বা ইম্পোটেন্স ।—জননেদ্রিয়ের স্বাভাবিক উত্তেজনার ফলস্বরূপ ধ্বজভঙ্গ ঘটিলে ফস্ফরাস উপকারী । যুবা পুরুষদিগের স্বাভাবিক কামোদ্দীপনা পরিতৃপ্তির অভাব বশতঃই হউক অথবা তাহার বশবর্তী হইয়া অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবাপ্রযুক্ত উপরি উক্ত উদ্দীপনা স্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলস্বরূপ যে রোগ জন্মে তাহাতেই ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । কন্যাস্ত্রান-রোগীর স্বাভাবিক উত্তেজনা থাকিয়াই পরে ধ্বজভঙ্গ ঘটে । অত্যধিক লবণব্যবহারনিবন্ধন ধ্বজভঙ্গ ফস্ফাস আরোগ্য করিয়াছে । ইহাতে মল-বেগের সহিত বোধ্যপাত হয় ।

স্ট্রীজননেদ্রিয় রোগ—আর্তবাধিক্য ; আর্তবাতাব ; অনুকল্প রজঃস্রাব বা ভাইকেরিয়াস্ মেনষ্ট্রুয়েষণ ।—ফস্ফরাসের রজোবাহুল্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না । এ রোগে অধিক পরিমাণে কেকাসে রক্তস্রাব হয় ও তাহা অধিক কাল থাকে । ঋতুকালে রোগিনী দুঃখিত থাকে ও ক্রন্দন করে ।

আর্তবাতাব বা ঋতুরোধ এবং স্বল্পঋতুস্রাবে অধিকাংশ সময়ে ফস্ফরাসের কাথ্যকারিতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । ইহাতে অতি বিলম্বে বিলম্বে অপ্রচুর ঋতুস্রাব হয় । ঋতুরোধ ঘটিলে তাহার অনু-কল্পরূপে রক্তকাসি ও রক্তবমন হইলেও ইহা উপকারী । অল্পকল্প ঋতুস্রাব নাসিকা হইতে হইলে ব্রাস্ম তাহার ঔষধ ।

বক্ষ্যাদারোগ ।—স্বাভাবিক কামোদ্দীপনাপ্রযুক্ত বক্ষ্যাদাঘ ঘটিলে ফস্ফরাস তাহা আরোগ্য করিতে লক্ষ্যম ।

ঠুনকো, স্তনফোটক বা ম্যামারিএব্‌সেস ।—স্তন ফোটক জন্মিলে, অবস্থানগারে ফস্ফরাস ষাণ বিশেষ কার্য্য

পাওয়া যায়। স্তনের প্রদাহ বিসর্পবৎ (ইরিসিপেলাটাস) আকার ধারণ করে। স্ফোটকের রক্তমুখ হইতে লোহিতবর্ণ রেখা চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। পাতলা, জলবৎ ও বিদাহী শ্রাব হয়। কখন বা ক্ষতমুখের বিবর্দ্ধিত মাংসাস্থুর হইতে সহজেই রক্তশ্রাব ঘটে। ইহা এ স্থলে সিলিসিয়ার কার্য্যপূরকরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

রক্তশ্রাব বা হিমরেজ।—ফস্ফরাসের ক্রিয়ায় শোণিতের ফাইব্রিণাংশ বিশ্লেষিত হওয়ায় রক্ত জমাট বাঁধে না; এজন্য যে কোন বস্ত্রোপাদানের বিশেষতঃ এম্বুমিহুরিয়া রোগে আশ্রয় এবং ফুস্ফুস প্রভৃতির উপাদানের শিথিলতা ঘটিলে, কিম্বা সাধারণ ক্ষত জম্মিলে কি অক্ষুদাদিতে ক্ষত হইলে সহজেই রক্তশ্রাব হয়। এই প্রকার রক্তশ্রাব নিবারণে ফস্ফ অদ্বিতীয় ঔষধ।

ডায়াবিটিস মেলিটাস বা মধুমেহ।—টুবার্কুলাস ও গাউটগাভুদোষ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ডায়াবিটিস রোগে প্যাথক্রিয়াসের উপাদানবিকার ও ক্রিয়াহানিবশতঃ পূৰ্ব্বকথিত উদগ্রাম দৃষ্ট হইলে ফস্ফ উপকারী। রোগী রসশ্লেষ্মিকা ষাভুবিশিষ্ট হইলে নেট্র সাল্ফ ঔষধ; ইহাতে মুখ ও গলা শুষ্ক থাকে। ডায়াবিটিসরোগে শীর্ণ রোগীর পিপাসা থাকিলে ও গ্যাট্রিণ হইলে আর্স তাহার ঔষধ।

অস্থিরোগ—অধঃস্থস্থির নিক্রোসিস্; মেরুদণ্ড-স্থির ক্ষত বা কেরিজ।—আমরা ইতিপূর্বে ফসফরাসের বিধক্রিয়ানিবন্ধন অস্থিবিকার, বিশেষতঃ অধঃচোয়ালস্থিতে ইহার ধ্বংসকর বিকারোৎপাদনের বিষয় অবগত হইয়াছি। স্বাভাবিক রোগে দন্তোদগম বিভ্রাট অথবা অস্থিসংলগ্ন গ্রন্থির প্রদাহ বশতঃ কখন বা উৰ্দ্ধ চুয়ালস্থির নিক্রোসিস বা ধ্বংস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে সিলিসিয়ার ব্যবহারে নষ্ট অস্থি দূরীভূত হইলে ফস্ফ অবশিষ্ট অস্থির স্বাস্থ্যসম্পাদন-কার্য্য রোগের গতির বাধা জন্মাইতে সক্ষম। গণ্ডমালাঘাতগ্রস্ত শিশুদিগের

মেরুদণ্ডস্থির ক্ষতরোগেও অবস্থানুসারে ফস্ আমাদিগের সাহায্যকারী। এ স্থলে রোগীর বিশেষ শারীরিক গঠন ও রোগ-প্রবণতাই ঔষধনির্বাচনের উপায় বলিয়া জানিতে হইবে। ইহারা বক্ষরোগপ্রবণ থাকে; সামান্য কারণে ইহাদিগের সর্দি ও কাসি হয়। শাল্ফারের প্রায় প্রাতঃকালীন উদরাময় প্রায় লাগিয়া থাকে। বিষ্ঠা সাধারণতঃ অজীর্ণ ভুক্তবস্তুমিশ্রিত।

উপরিউক্ত অস্থিকৃতসংশ্রবে অধিকাংশ সময়ে তৎসংলগ্ন মেরুমজ্জাংশ উদ্দাপিত হয় ও কলঙ্করূপ মেরুদণ্ডের স্থানবিশেষে জ্বালা, ব্যাণ্ডেজ বা ফিতা দ্বারা শরীর বেড়িয়া কশা থাকার অনুভূতি এবং প্রথমে হাঁটার কষ্ট ও পরে সম্পূর্ণ অক্ষমতা উপস্থিত হয়। শিশু পৃষ্ঠে কোন প্রকার তাপপ্রয়োগ সহ্য করিতে পারে না। অনেক সময় মল-দ্বার প্রভৃতি শরীরবহির্দ্বারের সঙ্কোচক পেশীতে শিথিল ভাবের অনুভূতি জন্মে।

হিপ্‌ডিজিজ বা বক্ষগনস্কিরোগ; নী-ডিজিজ, হোয়াইট-সোয়েলিং বা জানুস্কিরোগ বা শিবামুণ্ড।—সর্বপ্রকার স্কিরোগ উপরেই ফসফরাসের ন্যূনাধিক ক্রিয়া থাকিলেও হিপস্কিরোগ ও জানুস্কিরোগেই ইহা বিশেষতা লাভ করিয়াছে। গণ্ডমালাধাতুর শিশুদিগের মধ্যে অনেক সময়ে এরূপ রোগ দৃষ্টিগোচর হয়। এস্থলেও শিশুর বিশেষ শারীরিক গঠনাদিই ঔষধ নির্বাচনের সাহায্যকারী। ইহা সিনিসিস্থান্ন কার্যপূরক রূপে ব্যবহৃত হয়।

নালীকত বা ফিচ্‌চ লা।—গ্রন্থির এবং সন্ধিহিত স্থানের নালীকতরোগে ফসফরাস উপকারী। ক্ষতের কিনারায় অসার মাংস কাঁপিয়া উঠে এবং পাতলা পুয়বিশিষ্ট ও ফিকিৎ বিদ্যাহীণগুচ্ছ প্রাব হয়। ক্ষতের চতুর্দিকে প্রায় বেলাডনান্ন ছায়, কিন্তু সিনিসিস্থাপেক্ষা অধিকতর বিসর্পবৎ রক্তমা বিদ্যুত থাকে।

অধিকাংশ সময়ই ক্ষতে জ্বালা ও হুলবেগবৎ বেদনা করে এবং হেকটিক জ্বর, রক্তনীষর্গ, উদরাময় এবং অপরাহ্নে উৎকর্ষ উপস্থিত হয়।

পলিপাস বা বহুপাদার্কুদ।—নাসিকা, কর্ণ এবং জরায়ুর, বিশেষতঃ নাসিকার পলিপাস হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইলে ফস্ফরাস উপকারী। ক্যান্সেরিলা, ট্রিচিনাস এবং স্যাঙ্কুনেরিয়া ইহার অত্যুপযোগী ঔষধ।

টাইফয়েড বা সন্নিপাতজ্বর বিকার।—টাইফয়েড অথবা লো-রেমিটেন্ট জ্বর প্রভৃতি টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত যে কোন প্রকার জ্বরে অত্যধিক স্নায়বিক বলহানি ঘটিলে ফস্ফরাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জাই বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। রোগী বিবর্ণ হইয়া যায়। জিহ্বা পিচ্ছিল, চটচটে ও সূত্রবৎ ক্রেনের দ্বারা আবৃত থাকে, তাহা সহজে জিহ্বা হইতে ছাড়ে না। ইহা দন্তমাড়ি ও দন্তসহ মলরূপে (sordes) সংলগ্ন থাকে, কিছুতেই তাহা পরিষ্কার করা যায় না। মস্তক, বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্পষ্টতঃ শীতল এবং দেহকাণ্ড উষ্ণ থাকে। বক্ষ এবং উদরে শোণিতাধিক্য জন্মে। প্রস্রাস তপ্ত হয়। বক্ষে শোণিতগতির বাধাপ্রযুক্ত নিউমনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়; ফুস্ফুসে শোণিতস্রাবও বিরল নহে। ব্রঙ্কাইটিস বর্তমান থাকে। বক্ষमध्ये শ্লেষ্মার শব্দ শ্রুত হয়। রোগীর তীব্র তৃষ্ণা শীতল জলপানে প্রশমিত হয় কিন্তু জল আমাশয়াভ্যন্তরে তপ্ত হওয়ামাত্রই বেগে বহির্গামী হইয়া পলায়িত হয়। উদরাময় নিত্যলক্ষণরূপে উপস্থিত থাকে ও কিছু আহার করিলেই কাল্চে, রক্তযুক্ত, আঁসবৎ পদার্থমিশ্রিত মলত্যাগ হয়। যকৃৎ ও প্লীহা বিবৃদ্ধ ও স্পর্শে বেদনায়ুক্ত থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে পূর্বকথিতরূপে কঠিন, সরু ত্রাড়ের মলত্যাগ হয়। জ্বরকালে রোগী গাত্রবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে। হস্ত গাত্রবস্ত্রের বাহিরে লয়। প্রচুর ঘর্ম হইলেও তাহাতে রোগের কোন উপশম হয় না।

ফলত: টাইফয়েড জ্বরের জার্মিক দুর্বলতার প্রাধান্যনিবন্ধন রোগের শেবাবস্থায় ফুসফুসের পক্ষাঘাতিক লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকায় ফস-ফসাস অনেক সময়ে বলপ্রদ হইয়াছে। এই অবস্থায় ক্ষয়ক্ষয় রোগী ঘড় ঘড় শব্দে উষ্ণ নিশ্বাস কেলে। হস্তপদাদি শীতল ঘর্ম্মবৃত এবং নাকী লুপ্তপ্রায় হয়।

আর্সেনিক—ইহাতেও আহারমাত্রই রোগী মলত্যাগ করে। উভয় ঔষধই তৃষ্ণায় শীতল জল চাহে কিন্তু আর্স তাহা লব্ধ করিতে পারে না, পানমাত্রই বমন করে, উষ্ণ জলে উপশম পায়; ফস-রোগী শীতল জলে উপশম পায়, কিন্তু আমাশয়তাপে তাহা উষ্ণ হইলেই উঠিয়া যায়। ফলত: রাসসহ আর্সেনের যেরূপ সম্বন্ধ, ফস এসি সহ ফসের তদ্রূপ সম্বন্ধ। রাস রোগের গভীরতর অবস্থায় যেরূপ আর্স, ফস এসি রোগের তদাবস্থায় ফস প্রদর্শিত হয়। ফস-ফসাসে ফস এসি অপেক্ষা জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়চৈতন্তের উদ্বেজনা এবং দ্বিহবার শুষ্কতা অধিকতর থাকে। রাসেও উপরিউক্ত ইন্দ্রিয়াদির অসহিষ্ণুতা বর্তমান থাকায় ফস দ্বারা টাইফয়েড নিউমনিয়ার উপশম না হইলে রাস প্রয়োগোপযুক্ত হয়।

কার্ব' ভেজ—ফসেরও পরে অর্থাৎ কলাপস বা পতন লক্ষণ অতিশয় প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে ইহার সময় উপস্থিত হয়। লক্ষ্য অধিকতর শীতল ও শীতল ঘর্ম্মবৃত থাকে। পরিপাক যন্ত্রে ইহার অধিকতর ক্রিয়া থাকায় উদরক্ষীতি প্রভৃতি ঔদরিক লক্ষণের এবং ফসের ক্রিয়া মস্তিষ্ক ও মেরু মজ্জায় অধিকতর থাকায় তৎসংক্রান্ত লক্ষণের বাছল্য হয়।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেন্ট ফিবার; হেক্টিক বা প্রলেপক জ্বর।—ইহার স্বাধীন সবিরাম জ্বর প্রারম্ভ: দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণত: আমরা ইহার জ্বর হেক্টিক বা প্রলেপক

প্রকারের দেখিয়া থাকি। বলতঃ জরোৎপত্তির কারণের বিভিন্নতা ব্যতীত উভয় জরমধ্যে লক্ষণগত বিশেষ কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

প্রত্যহ অপরাহ্নে ন্যূনাধিক শীত এবং হস্তপদাদিশরীরলীমায় বরফবৎ শীতলতা উপস্থিত হইলে তাপের আক্রমণ হয়। রজনীতে তাপ থাকিতেই প্রচুর ঘর্ম হয় ও অস্বাভাবিক ক্ষুধা বশতঃ রোগী কিছু না খাইয়া থা কতেই পারে না। জ্বরত্যাগে সম্পূর্ণশরীরে প্রচুর ঘর্ম সামান্য পরিশ্রমে বর্ধিত হওয়ায় রোগী ক্রমে শয্যাগত হয়। ইহার জর অতীব স্নায়বিক শক্তির অপহারক।

হামজ্বর বা মিজলুস্।—উদ্ভেদ সূচকরূপে নিষ্ক্রান্ত না হওয়ায় বক্ষের প্রদাহিক আক্রমণ হইলে ব্রোঞ্চ তাহা বহির্নিষ্ক্রান্ত করিয়া বক্ষবেদনা, ও কাসি প্রভৃতির উপশম করে, কিন্তু বক্ষরোগ গভীরতর টিসু আক্রমণ করায় ব্রঙ্ক-নিউমনিয়ায় পরিণত হইলে ফসফরাস প্রয়োগোপযুক্ত হয়। শুষ্ক দুর্বলকর কাসি এবং শ্বাসকষ্ট ইহার প্রদর্শক রূপে বর্তমান থাকে।

স্ট্রিকটা—অবিশ্রান্ত শুষ্ক, আক্কেপিক কাসির রজনীতে শয়না-বহ্যায় বৃদ্ধি হইলে উপযোগী। শুড়শুড়িযুক্ত বিরক্তিকর কাসি।

ব্রুমেস্—ব্রঙ্কাইয়ের শুড়শুড়িযুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি।

ড্রুসিনা—হৃৎ শব্দক কাসির জ্বায় কাসি।

স্যাভাডিলা—সর্দিলক্ষণ, হাঁচি ও ললাটদেশে শিরঃশূল। কোনকোন দেশব্যাপক হামজ্বরকালে ইহার লক্ষণ উপস্থিত হয়।

লেক্চার ৪৩ (LECTURE XLIII.)

থুজা (THUJA.)

প্রতিনাম ।—থুজা অক্সিডেন্ট্যালিস্ ।

সাধারণ নাম ।—আর্বর ভাইটি ।

জাতি ।—কনিফেরি ।

জন্মস্থান ।—উত্তর আমেরিকা ও ক্যানাডা দেশে বৃক্ষাকারে জন্মে ।

প্রয়োগরূপ ।—টাটকা পত্রের অরিষ্ট বা টিংচার ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—এক হইতে চল্লিশ দিবস ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম ।—মূল অরিষ্ট হইতে ২০০ ক্রম পর্য্যন্ত সাধারণতঃ প্রয়োগ হইয়া থাকে ।*

* লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠাচিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে ঔষধের বে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাং হইন্—রোগীর কতিপয় সপ্তাহ হইতে মূৰ্ছাদেশে গৰ্ভ করার স্মার বেদনা ; রোগী অনুভব করে কেহ যেন সর্বদাই তাহার পাখে পাখে চলিতেছে, কিছুভেই এই চিন্তা হইতে অব্যাহতি পায় না ; ৩০, উপশম । ডাং কাংকেল—মূগীরোগ হইতে শিরোযুগ্মন ; ন্যূনাধিক কালান্তর আংশিক সংজ্ঞাহীনতা ; আক্রমণের পূর্বে মস্তকে বিশেষ একরূপ অনুভূতি জন্মে ; তাহার নিকটে কাহারও যাওয়া সহ হয় না ; মুখ হইতে একরূপ পচাটে জল উল্লীর্ণিত হয় ; গ্রীবাংশটাং হইতে বেদনা মস্তকের সম্মুখে যায় ; মধ্যে মধ্যে শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে, আশ্বাশ্বদেশ চাপে অসহিষ্ণু থাকে ; ৩০০, আরোগ্য । ডাং মুর—৬৫ বৎসরের অবিবাহিতা ত্রীলোক, দক্ষিণ চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে ৪ বৎসরের চর্মকীল ; অল্পদিন হইল দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কিয়ৎপরিমাণ বেদনাবৃদ্ধ হইয়াছে ; ৩, সেবনে ও মূল আরকের

উপচয়।—প্রাতঃকালে এবং পূর্বাহ্নে ; রজনী ৩টায় এবং অপরাহ্ন ৩ টায় পরে ; শয্যাভ্যাগে ; স্নানান্তরস্থ মস্তপানে ; ধূতপানে ।

উপশম।—যুক্ত বায়ুতে ; তাপে ; শরীরচালনায় ।

সম্বন্ধ।—খুজার কার্যপ্রতিবেশক—ক্যাম, ককু, ক্যাম্ফর, মার্ক, পাল্‌স্ ও সাল্‌ফার ।

খুজা যাহার কার্যপ্রতিবেশক—মার্ক, আয়ডি, নাক্‌স্ ড, সাল্‌ফার ; ক্যাম্ফর অপব্যবহারের ।

খুজা যাহার পরে প্রযোজ্য—মেড, মার্ক, নাই এসি ।

কার্য্যপূরক।—মেড, স্‌ত্‌বা এবং সিলিকন ।

মেট্রিকের ওয়ার্ট রোগে খুজা অপেক্ষা সিনেবারিস প্রশংসনীয় ।

তুলনীয় ঔষধ।—অরাম, ক্যানা স্‌ট্‌, ক্যান্‌সা, কোপেরা, ইগ্‌রে, মার্ক, নাই এসি, পাল্‌স্, স্‌ট্‌ফি ও সাল্‌ফার ।

বহিঃরোগে ২৭দিনে আরোগ্য । ডাংহিল্‌স্—উপত্যায় উপদংশজ প্রদাহ ও স্নেহাণ্ডটকা বা কণ্ঠিলমা দ্বারা কণীপকা বা পিউপিলের প্রায় সম্পূর্ণ রোধ ; ২০০, আরোগ্য । ডাং কুপার—একটি বালিকার মুখের, ললাটের, গ্রীবার ও কর্ণের খুঁকি বা পিটিরিয়াসিস্ দিবসে ও গরম জলে ধৌত করিলে বৃদ্ধি পাইত ; ১০, আরোগ্য । ডাং হিউজ—রোগীর বয়স ৬৩ ; কর্ণরন্ধ্রে র কোষময় উপাদানযুক্ত বহুপাদার্ক্সুদ বা পলিপাস্ ; ফেকাসে লোহিত পলিপাস্ বা ম কর্ণরন্ধ্রে প্রায় রুদ্ধ করিয়াছিল ; উহা স্পর্শ করিলেই রক্ত এবং কর্ণ হইতে পুন্ন ও স্নেহা পড়িত ; কর্ণে তীব্রবেধবৎ বেদনা কেবল ষ্টাউট মস্তপানে উপশম হইত ; কর্ণে প্রায় শুনিতে পাইত না ; প্রথমে ১২, পরে ৩০, আরোগ্য । ডাং হর্গবি—লিম্‌মুণ্ডগার্ধে অভ্যবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে ফুলকপি বা কলি ক্লাউয়ারবৎ উপমাংশ দেখা যাইত ; প্রচুর দুর্গন্ধ শ্রাব ; ১০০০ (m), আরোগ্য । ডাং কেলস্—মলদ্বারের কিনারায় বৃন্তযুক্ত স্নেহাণ্ডটকা বা ক্ষুদ্র সাইকটিক প্রবর্দ্ধন ; দুর্গন্ধ শ্রাব ; মূল আরক এক ফোটা মাত্রার ব্যবহারে অল্পদিনে আরোগ্য । ডাং হার্জবার্গার—জরায়ুর পলিপাস্ প্রত্যেক দুই সপ্তাহ পর, অবিকালস্থায়ী স্তব্ধশ্রাব । রক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও প্রচুর ; স্তন্য দুই ; ৩ সপ্তাহের মাতা ; ৪, সেবনে ও মূল আরকের বহিঃ

উপযোগীধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—ডাং প্রভলের মতে লাইকসিলের কলঙ্করূপ, রসজনক বা হাইড্রজিনইড প্রকৃতির পক্ষে উপযোগী। এই প্রকৃতিবিশিষ্ট শরীরোপাদানের জলধারণের শক্তি থাকায় বর্ষণ, শৈত্য, আর্দ্র আবহায়া, স্নান এবং যে সকল খাদ্য শরীরের জলভাগ বৃদ্ধি করিতে পারে তাহা উপরিউক্ত ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির রোগ বৃদ্ধি করে। মৈত্রিক প্রকৃতিবিশিষ্ট স্থূলকায়, কৃষ্ণর্ণ, কৃষ্ণকেশ এবং কৃষ্ণবস্ত্রযুক্ত ব্যক্তি।

গোবীজের টীকার কুফল (এন্টিটা, সিলিক্) এবং পুয়ধাতু বা গণ-রিয়া বসিয়া অথবা তাহার কুচিকিংসা (মেডো) নিবন্ধন রোগ।

রোগীর দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহার পার্শ্বে কোন অপরিচিত ব্যক্তি আছে ; যেন তাহার আত্মা ও শরীর পৃথক করা হইয়াছে ; যেন তাহার উদরে কোন জীবন্ত জন্তু আছে ; যেন সে কোন উচ্চ শক্তির ক্ষমতাধীনে আছে।

উন্মাদ রোগগ্রস্থ জীলোকেরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে কি কাহাকে তাহাদিগের নিকটে যাইতে দেয় না।

চক্ষু মুদ্রিত করিলে শিরোবুর্ণন (ল্যাফে, থির)।

শিরঃশূলে বোধ যেন মস্তকপার্শ্বে পেরেক বসান হইয়াছে (কফি, ইগ্রে ;) অথবা ঐ স্থানে বোতামের পিঠ চাপিত করা হইয়াছে ; কামবিষয়ক অমিতাচারে, শরীর অত্যন্ত তাপিত হইলে এবং চা (সেলি) পানে রোগের বৃদ্ধি। উপদংশ অথবা লাইকসিস্ হইতে পুরাতন রোগ।

শূল, আঁইসবৎ থুফি ; কেশ শুষ্ক হইয়া স্থলিত হয়।

আঁহুড়ে শিশুর লাইকসিস্ বা উপদংশ প্রযুক্ত চক্ষুপ্রদাহে (Ophthalmia) চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট অথবা রসবিষিকার ঞায় বড় বড় দানা জন্মে ; তাপপ্রয়োগে ও চক্ষু আবৃত রাখিলে রোগ

উপশয় থাকে, চক্ষু অনারত করিলে বোধ হয় যেন চক্ষু ভেদ করিয়া নীতল বায়ুশ্রোত বহিয়া বাইতেছে ।

রক্তনীতে চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে ; তাহার কিনারা শুষ্ক ও আঁইল-বৎ ; তাহাতে অজ্ঞানী ও অর্কবৃন্দ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্ডিলমায় স্নায় স্থূল কঠিন গিট জন্মে ; ষ্টিয়াক্সিগ্রেয়া দ্বারা এই সকলের কিঞ্চিৎ উপশয় হয় কিন্তু আরোগ্য হয় না ।

কর্ণের পুরাতন প্রদাহে পূচা মাংসের স্নায় পূয়বৎ স্রাব ; দানা, স্লেয়াণ্ডটিকা বা কণ্ডিলমেটা এবং কেকাসে লোহিত, সহজেই রক্ত-স্রাবপ্রবণ, কোষ গঠিত পলিপাস্ জন্মে ।

দন্তের মূলদেশের ধ্বংস হয় কিন্তু চূড়া সুস্থ থাকে (মেজি— কিনারার ধ্বংস, ষ্টিয়াক্সি) ; দন্ত পীতবর্ণ হইয়া গুঁড়া হইয়া যায় (সিলিক) । চা পানে দস্তশূল ।

বোধ যেন উদরে কোন জন্তু ডাকিতেছে, উদরে কোন জীবন্ত পদার্থ নড়ার স্নায় বোধ, উদরের স্থানে স্থানে ক্রণের হাত ঠিলিয়া উঠার স্নায় বোধ (ক্রোকাস, নাক্স ম) ।

ভ্রমণে অথবা অস্বারোহণে বাম আঙাধার প্রদেশে আলায়ুক্ত বেদনায় রোগী উপবেশন বা শয়ন করিতে বাধ্য ; ইহা প্রত্যেক ঋতুস্রাব কালে বর্দ্ধিত ।

কোষ্ঠবদ্ধের মলত্যাগকালে সরলান্ত্রে ভায়ানক বেদনা হওয়ায় রোগী বেগ দেওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হইলে, আংশিকরূপে বহিরাগত বিষ্ঠা সরলান্ত্রমধ্যে ফিরিয়া যায় (স্ত্রানি, সিলিক) ; উপবেশনাবস্থায় স্ফীত অর্শে অতি তীক্ষ্ণ বেদনা ।

অতি প্রত্যাষে, পিপাসা মুখ হইতে পড়ার স্নায়, গড় গড় করিয়া অনেক বায়ুলহ বেগে উদরাময়ের তরল মল ত্যাগ, প্রান্তরাস, কক্ষি পান এং চর্কিময় বস্ত ও পিঁয়াজ আহারের এবং গোবীজের তীক্ষ্ণরস তাহার বৃদ্ধি ।

মলমল কচা, বেদনাবৃত্ত এবং চেপটা চর্মকীল অথবা আর্দ্র স্লেয়া-
গুটিকাযুক্ত বেষ্টিত ।

যোনির অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণুতা নিবন্ধন লক্ষ্যের ব্যাঘাত (শুষ্কতা জল
লাইক, লাইলি, নেট্রাম) ।

স্বল্প সময়, কচা অথবা কচাসে শুষ্ক এবং স্থানে স্থানে শুষ্ক কলকবৃত্ত,
তাহাতে দানাময় ও বৃন্তবৃত্ত (ষ্টাফি) বৃহৎ চর্মকীল বা ওয়ার্ট্র জন্মে
এবং কেবল আবৃত স্থানের উদ্ভেদ চুলকাইলে অত্যন্ত আশা করে ।

বোধ যেন মাংস পিটিয়া অস্থি-হইতে পৃথক করা হইয়াছে
(কাইটল—যেন অস্থি টাছা হইয়াছে, রাস) ।

মূত্রত্যাগের পরে বোধ যেন মূত্রনালী বাহিয়া মূত্র আলিতেছে ;
মূত্রত্যাগ শেষ হইলে মূত্রনালীতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠনবৎ বেদনা (সার্জা) ।

ভ্রমণকালে জজ্বা কাষ্ঠনির্মিত বলিয়া বোধ ।

অনুভূতি জন্মে যেন শরীর, বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাচনির্মিত,
সহজেই ভগ্ন হইবে ।

পূর্ণধাতু বলিয়া বাইলে সন্ধিবাত, প্রেটেট গ্রন্থিপ্রদাহ, সাইকলিস,
ধ্বজভঙ্গ, স্লেয়াগুটিকা এবং অনেক ধাতুগত রোগ জন্মে ।

নখ কদাকার, বক্র ও ভঙ্গুর (এটি ক্রু, মেড, লিলিক) ।

রোগকারণ—সাইকটিক বা গনরিয়া (পুয়মোহ) বিব-
হৃষিত খাড়া খুজার অনেক রোগের মৌলিক কারণ । অত্যধিক
কামবিষয়ক আত্মাচার, শরীর অধিক উত্তপ্ত হওয়া এবং অতিরিক্ত
ভ্রমণপ্রযুক্ত ক্লান্তি ইহার রোগের অন্তবিধ ও সাক্ষাৎ কারণमध्ये পরি-
গণিত ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—খুজা প্রধানতঃ জননেদ্রিয়, মূত্রবন্ধ, শুষ্ক-
হার এবং স্বল্প আক্রমণ ক্রিয়া তাহারিগের উদ্ভেদনা উৎপন্ন করে ।
ইহার কালে উপরিউক্ত বস্তাদিহ্র আয়ের পরিবর্তন হওয়ার তাহা তীব্র,

কতকর এবং জৈবরসাদির বিশ্লেষণ ও শরীরোপাদানের ধ্বংস সাধন করে। সাল্ফার এবং মার্কারি যে রূপ সোরা এবং উপদংশবিষক্রিয়ায় প্রশমনকারী, খুঁজা তরুণ “সাইকলিস” বা গনরিয়া বা পুষ্পধাতুর বিষঘটিত রোগাদির উপশমকারী। স্বকে এবং শৈল্পিক কিল্লীতে চর্মকীল এবং স্নেহাণুটিকার উৎপত্তি দ্বারা সাইকটিক বিষ বিশেষতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—আমরা হানিমান-আবিষ্কৃত বিখ্যাত তিন প্রকার পুরাতনরোগবিষের বিষয় ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। “সোরা” বা কুঠ, “সিকিলিস” বা উপদংশ এবং “সাইকলিস” বা গানরিয়া বা পুষ্পত্ব। এই তিন প্রকার পুরাতন রোগবিষমধ্যে সিকিলিসসহ সাইকলিসের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় ইহা একরূপ মধ্যবর্তীস্থান অধিকার করে।

যাহা হউক উপরিউক্ত গনরিয়া উপযুক্ত চিকিৎসাভাবে আরোগ্য না হওয়ায় পুরাতন ও স্থায়ী রোগে পরিণত হইলে অথবা পিচকারি দ্বারা স্থানিক ঔষধ প্রয়োগ প্রভৃতি অপচিকিৎসা দ্বারা বসাইয়া দিলে উহা অচিরে অতি প্রগাঢ়রূপে শরীরের তিওড়তম জৈবপদার্থ আক্রমণ করিয়া যে ধাতুদোষ উৎপন্ন করে তাহাকে হানিমান সাইকটিক ধাতুদোষ এবং উপরিউক্ত গনরিয়াবিষকে “সাইকলিস” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। “সোরা” বিষ যে রূপ স্থানিক কচ্ছুরোগ দ্বারা, “সিকিলিস” যে রূপ জননৈন্দ্రిয়ের স্থানিক ক্ষত দ্বারা, গনরিয়াবিষ বা “সাইকলিস” তরুণ প্রধানতঃ মূত্রনালীর স্থানিক প্রদাহ ও পুণ্ড্রজনন দ্বারা বহিষ্কৃত ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। কুচিকিৎসাদি যে কারণেই হউক ইহার। শোষিত হইয়া শরীরান্ত্যস্তরে প্রবেশলাভ করিলে শরীরস্থ রক্ত, রস ও উপাদানাদি কলুষিত করিয়া স্বয়ং প্রকৃতি অহুসারে শরীর-বহিরন্ত্যস্তরে কুঙ্কলাধা ও অসাধ্য নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন করে।

তদ্বাধ্যে উপরিউক্ত অভ্যন্তরীণ সাইকসিস রোগ বহিস্ক্রিয়োৎপাদে জননেঞ্জিয়ের ও মলদ্বারের কণ্ডিলমেটা বা স্লেয়াণ্ডটিকা ও স্বকের ওয়াট বা চর্মকীল (বিশেষরূপ কর্কশ ও এবুড়োথোবড়ো আঁচুলি) দ্বারা বিশেষরূপে প্রকাশিত হয় ।

আমাদিগের বর্ণনীয় খুজার ঔষধগুণপরীক্ষাতেও তরুণ ও পুরাতন ধাতুগত সাইকসিস বা গনরিয়া সদৃশ ন্যূনাধিক ভীকৃতাংশিষ্ট মূত্র-যন্ত্রের স্থানিক শ্রাব ও মূত্রকৃচ্ছাদি লক্ষণ এবং কণ্ডিলমা, ওয়াট প্রভৃতি নানাবিধ অভ্যন্তরীণ রোগের বহির্লক্ষণ উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে । কার্য্য ক্ষেত্রেও ইহা সাইকসিসস্বটিত নানাপ্রকার তরুণ ও পুরাতন বহিস্ক্রিয় রোগ—গনরিয়াশ্রাব, কণ্ডিলমা, ওয়াট, রসবাত, এমন কি অর্কুদ প্রভৃতি—আরোধ্য করিয়া ইহার অঞ্চনীয় এটিসাইকটিক বা পৃথকাতৃ বিষনাশক গুণের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছে ।

কোন ধর্ম্মশাস্ত্রশিক্ষার্থী অন্তমনকভাবে আর্বর ভাইটির পত্র চর্চন করিলে তাহার রস উদরস্থ হইবার পর তাহার মূত্রকৃচ্ছ ও লিঙ্গমূণ্ডের কণ্ডিলোমা প্রভৃতি সহ যাবতীয় গনরিয়া লক্ষণ উৎপন্ন হয় ও চিকিৎসা ব্যতীতই অল্পকালমধ্যে তাহা তিরোহিত হয় । এই ঘটনার ইঙ্গিত পাইয়া হানিমান আর্বর ভাইটির (খুজার) ঔষধগুণপরীক্ষায় নিযুক্ত হইলে জননেঞ্জিয় ও অন্তাগ্র যন্ত্রে ইহার ক্রিয়া ও তৎসংপন্ন লক্ষণ দৃষ্ট করিয়া গনরিয়াগহ ইহার লক্ষণাদির অতি নিকট সাদৃশ্য স্থিরীকরণে সমর্থ হইলেন ।

খুজা মৈথুনিক ঝিল্লী, বিশেষতঃ মূত্রযন্ত্রের মৈথুনিক ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া নানাপ্রকার মূত্রকৃচ্ছলক্ষণ উৎপন্ন করে । ইহার পুরাতন ও নূহ প্রদাহে মৈথুনিক ঝিল্লীর বহিরাবরণ বা এপিথিলিয়াসের বিকৃতি ও কাঠিগ্ধ জন্মিলে কণ্ডিলমা বা স্লেয়াণ্ডটিকার উৎপত্তি হয় । পরে তাহার কোমলস্থ জন্মিলে চেপটা হইয়া ঝিল্লীসহ সংলগ্ন

হইয়া যায়। এক্ষেপে নালিকা, কর্ণ, মলভার, মুত্রাশয় এবং মুত্রপথ প্রভৃতি যাবতীয় শৈল্পিকবিল্লীপথেই ইহা সন্ধি বা ক্যাটারেল প্রবাহাবস্থা উপস্থিত করিলে তাহা হইতে ন্যূনাধিক সবুজাভ, অম্ল ও কতকর স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা স্বকেরও অতিশয় রোগজ অবস্থা উৎপন্ন হয়। ইহার যত্নপ্রদাহে স্বকের বহিরাবরণ বা এপিথিলিয়ামের বিবৃদ্ধি জন্মিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ স্থানে চর্মকীল বা ওয়বুট জন্মে; তজ্জন্ত বহুবিধ চর্মরোগের প্রতিকৃতিমূলক উদ্ভেদের আবির্ভাব এবং স্বকের সহজ স্রাবেরও বিকৃতি—অম্ল ও বিদাহিতাব উৎপন্ন হয়।

ফলতঃ ইহার কালব্যাপী ব্যবহারে পুরাতন বা অন্তঃস্থ খী গনরিয়া-রোগের কুফলস্বরূপ গ্রন্থিবিবৃদ্ধি, রসবাত, শরীরিক শীর্ণতা প্রভৃতি সর্ব-প্রকার রোগের অতি নিকট সাদৃশ্যবিশিষ্ট উপাদানগুত পরিবর্তন ও লক্ষণাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তজ্জন্ত নাইট্রিক এসিড, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া, সিনাবেরিস এবং স্রাবাইনা প্রভৃতি গনরিয়াবিষপ্রতিষেধক বা এন্টি-সাইকটিক ঔষধপরিবারের ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করে। ডাং ভনগ্রাভেলের মতে তাহার বর্ণিত হাইড্রজিনইড বা রসজনক ধাতুর পক্ষে গনরিয়া-বিষ অতি কুফলপ্রদ। প্রকৃতপক্ষেও এই সকল শিথিলপেশী, শোথিতবৎ রসপূর্ণ ব্যক্তিদেগের গনরিয়ারোগ অতি কুচ্ছসাধ্য এবং পুরাতন প্রকৃতি ধারণ করিয়া দেহযন্ত্রে নানাপ্রকার পুরাতন রোগের মন্দিরস্বরূপ করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আবার তাইটিও, কি ঔষধগুণপরীক্ষায় কি বিষক্রিয়ায়, উপরিউক্ত ধাতুবিষিষ্ট ব্যক্তিদেগের শরীরে প্রগাঢ় ক্রিয়া-উৎপাদন করিয়া রোগবিষসহ তাহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকটিত করে।

স্বপ্নমণ্ডলও যে এতদ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত ও বিচলিত হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

মানসিক বিকারবশতঃ রোগী চিন্তা করিতে পারে না, অতি ধীরে কথা বলায় প্রবৃত্ত হয় যেন কথা শ্রবণ না হওয়ায় তাহার অসুস্থত্বান-

করিতেছে ; ভুল কথার ব্যবহার করে । দৃঢ় কল্পনা জন্মে যে তাহার পার্শ্বে কোন অপরিচিত ব্যক্তি আছে ; যেন তাহার আত্মা ও শরীর পৃথক হইয়াছে ; যেন সে কাঁচনির্মিত ; যেন তাহার উদরে কোন জীবন্ত জন্তু রহিয়াছে । বাতুল জীলোকগণ তাহাদিগকে স্পর্শ করা অথবা তাহাদিগের নিকটস্থ হওয়া ভালবাসে না । রোগী বিরক্তির সহিত ত্রস্তভাবে ধারণ করে ; ক্ষিপ্ৰভাবে কথা কহে । কথা বলার অনিচ্ছা, প্রাতঃকালে নিদ্রাভঞ্জে বর্দ্ধিত । রোগীর ধারণা জন্মে সে আর জীবিত থাকিতে পারে না ; জনসঙ্গ ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন করে । সামান্য-বিষয়েও অতিশয় সন্দিগ্ধ, অসন্তুষ্ট, এবং ক্রোধপরবশ । কলহপ্রিয় ও অত্যধিক উত্তেজিত ।

মস্তিষ্কানুভূতিবিকারবশতঃ চক্ষু মূর্জিত করিলে শিরোগূর্ণণ এবং চক্ষু উন্মুক্ত করিলে তাহার উপশম ; উপবেশনাবস্থা হইতে গাত্রোত্থান করিলে, নত হইলে ও উর্দ্ধে অথবা পার্শ্বে তাকাইলে শিরোগূর্ণণ ।

অবিশ্রান্ত নিদ্রাহীনতা ; নিদ্রালুতা, অশাস্তিপ্ৰদ নিদ্রা ; বামপার্শ্বে শয়ন করিলে নিদ্রাকালে কষ্টজনক এবং উৎকর্ষাপূর্ণ স্বপ্ন ।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিপ্লব ঘটয়া রোগী চক্ষুতে অধিকাংশ সময়ে পীতবর্ণ অগ্নিশিখা দর্শন করে ; স্বৰ্ঘ্যালোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ বোতলের ত্রায় বস্তু দৃষ্ট হয় ; অন্ধত্ব ; নিকটদৃষ্টি ; দৃষ্টির অস্পষ্টতা, চক্ষু ডগড়াইলে দূর হয় । কর্ণে সূচুস্ত জলের শব্দ । গলাধঃকরণকার্যে বাম কর্ণে উচ্চশব্দসহ কয়করানি । নাসিকায় লোণামৎ স্নানিমত্ জলের ত্রায় । আশ্বাস মিষ্ট, প্রাতঃকালে পচা ডিঘের ত্রায় ; স্বাস্ত লবণহীন বোধ ; পাউরুটি শুষ্ক এবং তিক্ত বোধ ।

স্বজনীতে লগাট, লগাটপার্শ্ব এবং মস্তকপশ্চাতের ছিন্নবৎ অনুভূতির বৃদ্ধি । লগাটের বামপার্শ্ব উচ্চস্থানে পেরেক বিদ্ধ করার ত্রায়

বেদনা। মূর্দ্ধাদেশে পেরেক বসানোর উদ্ভূতি অপরাহ্নে এবং বেলা ৩টা হইতে ৪টা পর্যন্ত অধিক থাকে এবং মস্তকচালনার ও বর্ষে জাহার হ্রাস হয়। লালটিপার্শ্বের ভেদ করিয়া ছিদ্র করার ভ্রায় অদ্ভূতি ; চাপানে শিরঃশূলের বৃদ্ধি।

কঠিন, শুষ্ক এবং চাকচিক্যহীন কেশের স্থলন। মস্তকস্থক পর্শে বেদনায়ুক্ত। মস্তকে শ্রাবী এবং ক্ষতকর উদ্বেদ। মস্তকে মধুর ভ্রাণযুক্ত বর্ষ।

অদ্ভূতিপ্রদ স্নায়ুর বিকারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়ারহীন। ভ্রমণকালে দেহ লঘুভর বোধ। শরীরের নানাবিধস্থানে স্ফুটবেধের অদ্ভূতি জ্বালায় পরিণত। আক্রান্ত শরীরাংশের শীর্ণ ও অলাড়তা। গতিপ্রদস্নায়ুলক্ষণে শরীরোদ্ধাংশের কাঁকি। শরীরের লীমাবদ্ধ স্থানে ধল্লীর ভ্রায় কাঁকি। এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত। দুর্বলতার প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

মুখমণ্ডল পীতবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ মণ্ডলবেষ্টিত। মুখমণ্ডল তপ্ত এবং আরক্ত। প্রাতঃকালে গণ্ডের বিসর্পবৎ ক্ষীতি। মুখের অস্থিনিচয় স্পর্শে বেদনায়ুক্ত। মুখের স্ফোটক এবং খোলসযুক্ত উদ্বেদ স্পর্শে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত।

চক্ষুর শুভ্র স্বচ্ছ বা স্কেলরটিকা প্রদাহযুক্ত ও রক্তবর্ণ। দুর্বল চক্ষুতে বালুকা পড়ার ভ্রায় চাপ ও শুষ্কতা। কনীণিকার বিবৃতি। চক্ষুতে এবং চক্ষুপত্র প্রচণ্ড জ্বালা ও জলবেধের অদ্ভূতি। চক্ষুপত্রের প্রদাহ বশতঃ ক্ষীতি এবং কাঠিন্য। চক্ষুতে আগন্তুক বস্তু থাকার অদ্ভূতি। স্পর্শে বায়ু স্রবণের ছিন্নবৎ অদ্ভূতির উপশম। রক্তনীতে চক্ষু জুড়িয়া থাকে।

নালিকাপত্রের বেদনায়ুক্ত ক্ষত এবং মামড়ি। নালিকাপত্রের ক্ষীতি কাঠিন্য এবং টান টান ভাব। নালিকাপত্রের লোহিতবর্ণ, চুলকনায়ুক্ত

উদ্ভেদ কখন কখন লিভ। নাসিকা হইতে পুয়াকার দুর্গন্ধ স্লেছা-প্রাব।
শুষ্ক সর্দির জন্ত নাসিকার অত্যধিক শুষ্কবোধ সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত।
নাসিকায়ূলে বেদনায়ুক্ত চাপ।

স্বরযন্ত্রের কর্কশতা এবং স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্রে শীতল বায়ুর অসহিষ্ণুতা ;
স্বরযন্ত্রে শেঁ। শেঁ। শব্দ এবং তাহার স্থানবিশেষ বেদনায়ুক্ত। ঘড়
ঘড় শব্দের এবং উৎকর্ষায়ুক্ত শেঁ। শেঁ। শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস ; দোড়ানের
পরে যেরূপ হয় রোগী পুনঃ পুনঃ সেইরূপ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে ;
উৎকর্ষাসহ ঘন ঘন শেঁ। শেঁ। শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস হইয়া রোগীর শ্বাস-
রোধের উপক্রম হইলে সে পশ্চাদিকে মস্তক নত করিতে এবং উঠিয়া
বসিতে বাধ্য।

স্বরযন্ত্রের বেদনাসহ ক্রুপশব্দের গলা ভাঙ্গা, শুষ্ক ও আলগা, গলা বন্ধ
করার ভ্রায়, রক্ত মিশ্রিত গয়ারযুক্ত, বমনোদ্রেক কারী কাসি এবং
স্বরযন্ত্রে স্লেছা কর্তৃক গলরোধকারী ও প্রাতঃকালে বুদ্ধিযুক্ত নানা-
প্রকার কাসি। কোন অঙ্গ শীতল হইলে, কোন শীতল বস্ত
আহার বা পান করিলে, শয্যায় শয়ন করিলে, কথা কহিলে, ক্রন্দন
করিলে, কোন বস্ত পান করিলে এবং শীতল বায়ুতে, কাসির বৃদ্ধি।
শীতল জল পানে হুসহুসের আক্ষেপ। কোন শীতল বস্ত পানে
হুসহুসে স্ফুটবেদনায়ুক্ত। স্থির থাকিলে অথবা শরীর চালনা করিলে
হৃৎপিণ্ডের সাময়িক কম্পন। উর্দ্ধে উঠিতে হৃৎকম্প। প্রাতঃকালে
জাগরিত হইলে উৎকর্ষাসহ হৃৎকম্প হয় এবং বক্ষে প্রচণ্ড রক্তাধিকাসহ
হৃৎকম্পের শব্দ শ্রুত। সন্ধ্যাকালে শরীরে প্রচণ্ড ম্পন্দন।

নাড়ী সন্ধ্যাকালে পূর্ণ ও দ্রুত, প্রাতঃকালে ধীর ও দুর্বল।

পরিপাকযন্ত্ররোগে মুখের কোণের নিকটে উর্দ্ধোষ্ঠের ঝাঁকি।
উর্দ্ধোষ্ঠে চুলকনায়ুক্ত, লোহিতবর্ণ উচ্চ স্থান। উর্দ্ধোষ্ঠ স্পর্শসহিষ্ণু

শীতলতা । লিঙ্গমূণ্ড এবং মেট্রিককে পর্যায়ক্রমে চুলকনা ও হৃদ্যবেধের
অনুভূতি । অণ্ডকোষচালিত হইবার অনুভূতি । রক্তনীতে বেদনামূলক
লিঙ্গোথান এবং রেতঃস্রব । জননেব্রিয়ে, বিশেষতঃ অণ্ডকোষকে
এবং লিঙ্গমূল ও শুষ্কতারব্যবধারক চর্মে বা পেরিনিয়ামে প্রচুর ঘর্ম ।
গনরিয়ার অন্তঃপ্রবিষ্টতা বশতঃ সন্ধিবাত, প্রোটাইটিস, লাইকলিস এবং
ধ্বজভঙ্গ ।

ঘোনির অত্যধিক অসহিষ্ণুতাবশতঃ সঙ্গমের ব্যাঘাত । ঋতুস্রাব
অতিশয় অগ্রগামী ও অত্যন্ত, তাহার পূর্বে প্রচুর ঘর্ম । জরায়ু-
মুখে আড়িক্তের ছাল ওঠা । গ্লেম্মাস্রাবী খেত প্রদর বা লিউকরিয়া ।
মূত্র ত্যাগান্তে জীজননেব্রিয়ে কামড়ানি ও চুলকানি । ঘোনিমধ্যে
জ্বালা এবং কামড়ানি ।

উপবেশনাবস্থায় বস্ত্রিপশ্চাতে, মেরুদণ্ডাধঃসীমায় এবং উরুতে
বেদনামূলক আকৃষ্টতা ; অনেক সময় উপবেশনের পর ঋজুভাবে দণ্ডায়মান
হইবার ব্যাঘাত । গ্রীবাংশচাতের আকৃষ্টবৎ বেদনা । গ্রীবাংশচাতের
ও পার্শ্বের কাঠিন্য ও টান টান ভাব, গ্রীবাংশস্থির ক্ষীতি, কতুইতে
রসবিক্ষিপ্ত । অঙ্গুলির অগ্রভাগের প্রদাহ, চন্‌চনি, যুতবৎ শীতলতা ও
অসাড়তা ।

ভ্রমণ কালে হিপসন্ধির শিথিলতার অনুভূতিতে বোধ যেন ভজ্বা
কাঠনির্মিত । হিপসন্ধির কন্‌কনানি নিবন্ধন ভজ্বার প্রলম্বিত ভাব ।
পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ লোহিতবর্ণ ও ক্ষীত । পদাঙ্গুলিতে দুর্গন্ধ ঘর্ম ।
পদের ঘর্ম বলিয়া যায় । পদতল শিরাজালে চিত্রবিচিত্র ।

উত্তর অঙ্গসন্ধিতে হৃদ্যবেধাৎ বেদনা । অঙ্গ বিস্তৃত করিলে সন্ধির
দুঃস্বরানি । নখ বাক্য চূরা, ভক্ষুর অথবা কোমল হইয়া যায় । রসবাত-
রোগে সন্ধিতে অসাড়তা জন্মে, তাপে, রক্তনীতে অঙ্গচালনায় এবং
রক্তনী ১২ টায় পরে তাহার বৃদ্ধি এবং শীতলতায় ও বর্ষের পরে স্থান ।

হকের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ হস্তে এবং জননেদ্রিয়ে চর্মকীল বা ওয়াটের জ্বর প্রবর্তন। হকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কীটদংশনের জ্বর তদানক চুলকনি। স্বক্ মল, স্থানে স্থানে কটাবর্ণ, তাহাতে কটাদে সাদা কলঙ্ক দৃষ্ট হয়। কেশ পাতলাভাবে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া কাটিয়া যায়। আবৃত স্থানের উদ্ভেদ চুলকাইলে অত্যন্ত জ্বালা করে।

প্রদর্শক লক্ষণ।

পিচকারী প্রভৃতি এলিওপ্যাথি মতের অপচিকিৎসা দ্বারা পুয়মেহ বা গনরিয়া অন্তঃস্থখী হওয়া অথবা বসিয়া যাওয়া।—অন্তঃপ্রবিষ্ট গনরিয়ার কুফল বা সাইকসিস্ ঘটিত রোগেই খুজার বিশেষ প্রয়োগিতা থাকিলেও অত্যন্ত ঔষধের জ্বর, লক্ষণগত সাদৃশ্য থাকিলে সাইকসিস্ ব্যতীত অন্য কারণোদ্ধৃত রোগেও ইহার ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। ফলতঃ ইহা সাইকসিস্ ঘটিত রোগ চিকিৎসাতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এজন্য এতদ্বারা চিকিৎসিতব্য অধিকাংশ রোগেই রোগীর কুচিকিৎসা দ্বারা গনরিয়া বসিয়া যাওয়ার বিবরণ এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট গনরিয়া বা সাইকসিস্ রোগের চিত্রস্বরূপ আক্রান্ত শরীরে নিম্নলিখিত অগ্ৰাণ্য কতিপয় বিশেষ লক্ষণের বর্তমানতা খুজার প্রদর্শক।

জননেদ্রিয় এবং মলদ্বারপার্শ্ব প্রভৃতির শ্লেষ্মিক ঝিল্লীতে শ্লেষ্মাণ্ডটিকা বা কণ্ডিলমেটা এবং শরীরের স্থানে স্থানে চর্মকীল বা ওয়াটের বর্তমানতা।—উপরিউক্ত শরীরভ্যন্তরীণ গনরিয়া বিবরণ এবং শরীরের সাধারণ সাইকটিক অবস্থার বর্তমানতার চিত্রস্বরূপ কণ্ডিলমেটা ও ওয়াটের উৎপত্তি খুজার প্রদর্শক। কণ্ঠিকাও একটি এন্টিসাইকটিক ঔষধ। ইহার

লক্ষণেও ওয়ার্ট দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । কিন্তু ইহার ওয়ার্ট শৃঙ্গের ন্যায় গঠনবিশিষ্ট ও নিরেট এবং শুষ্কতা তাহা বিদারণযুক্ত, যেন কাটা কাটা ভাবে ফুলকপির কুলের বা কলি ক্লাউয়ারের আকৃতিবিশিষ্ট । হওয়ায় উভয়ের প্রভেদ নিরূপণ সহজ হইয়া থাকে ।

বিশেষ বিশেষ রোগের অথবা বিশেষ বিশেষ রোগলক্ষণের প্রকৃত্য-রূপারেও কতিপয় রোগে শুষ্কতা প্রদর্শিত হয়, যথা—দন্তরোগ, দন্তমূলের ধ্বংস ও তাহার চূড়ার অবিকৃত অবস্থা ; উদর-রোগে উদরে জন্তুর ডাকের ন্যায় শব্দ, উদরাভ্যন্তরে জীবন্ত জন্তু থাকার অনুভূতি অথবা উদরের স্থানে স্থানে মধ্যে মধ্যে উচ্চতা জন্মিলে তাহা ভ্রূণের হস্ত দ্বারা হইতেছে বলিয়া অনুভূতি ; মানসিক বিকারে রোগীর পার্শ্বে অপরিচিত ব্যক্তির বর্তমানতা, তাহার শরীর এবং আত্মার পৃথকভাবে থাকার ধারণা এবং শরীর কাচ নির্মিত বলিয়া অনুভূতি ; কোষ্ঠ বন্ধে কঠিন ও বৃহৎ বিষ্ঠার ন্যাডের অর্ধনিষ্কাশিত ক্ষবস্থায় সরলান্ত্রে পুনঃ প্রবেশ ইত্যাদি । বলা বাহুল্য এই সকল প্রকৃতি বিশিষ্ট লক্ষণ যে কোন রোগসহ উপস্থিত হইলে শুষ্কতা প্রদর্শিত হয় ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেক ।—বিশেষ প্রকারের স্নায়বিক শিরঃশূলের পক্ষে শুষ্কতা উপযোগী ঔষধ । এই শিরঃশূল “ফ্রন্টাল” নামে খ্যাত । ইহাতে অনুভূতি জন্মে যেন মস্তকে অথবা ললাটপার্শ্বে উচ্চ স্থানে (Frontal eminence) পেরেক বসান হইতেছে ইম্প্রেশনার ও অস্বাভাবিক মস্তকাভ্যন্তর হইতে মস্তকপার্শ্ব ভেদ করিয়া পেরেক বহিষ্কারবনের অনুভূতি “হিষ্টেরিক্যাল ফ্রন্টাল” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে ।

মস্তক এবং মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলরোগে রোগী সাইকসিস দোষযুক্ত না হইলেও খুজা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। অতিরিক্ত চা পান ইহার কারণ; ইহার অসহনীয় ছুরিকাঘাতবৎ বেদনায় রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য। উপবেশন করিলে বেদনার ভয়াবহ বৃদ্ধিতে রোগী ক্ষিপ্তবৎ এবং এমন কি, সংজ্ঞাহীন হইতে পারে। মুখমণ্ডল, গণ্ডাস্থি এবং চক্ষুপ্রদেশ হইতে বেদনার আরম্ভ বলিয়া অনুভূতি জন্মে এবং তাহা মস্তকে বিস্তৃত হয়। স্পিজিফিকসিয়ার বেদনা মস্তকের পশ্চাৎপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া মুখমণ্ডলাদিতে যায়।

উন্মাদ রোগ বা ইনস্ট্যান্টি।—খুজা আশ্চর্য্য প্রকারের মানসিক বিকার উৎপন্ন করে। অধিকাংশ সময়েই প্রগাঢ় সাইকসিস অথবা পুয়ধাহুয়োগনিবন্ধন শাভুবিকারই এইরূপ মানসিক বিপ্লবের কারণ। ইহাতে বৃহৎপ্রকার লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং অনেক সময়ে তাহা বিবাদবায়ু অথবা গুল্মবায়ু রোগের প্রকৃতি ধারণ করে। শেষোক্ত প্রকারের রোগসহ রোগিণীর ইম্পেসিয়ার স্যাস প্রদিক্ক “ক্রেভাস্ হিষ্টেরিকাস্” বলিয়া শিরঃশূল উপস্থিত থাকে। মস্তকপশ্চাতে ও ললাটের উভয় উচ্চতর স্থানে পেরেক বিদ্ধ করার তায় বেদনা জন্মে।

ইহার উন্মাদাদি মানসিক বিকার জ্বীলোকদিগের মধ্যেই অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায় এবং বাম অণ্ডাধারের বৃহৎ বেদনাসহ সংসৃষ্ট থাকে। রোগিণী অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ, ছেদপরবশ, কলহপ্রিয় এবং কিত্বূত কিমাকার হয়। অতি নিকট আস্ত্রীয়, এমন কি স্বামী ও মাতা পর্য্যন্তও তাহার বিরক্তিকর হইয়া ওঠে। রোগের প্রথমাবস্থায় সম্পূর্ণ বুদ্ধিব্রংশ হয় না, কিন্তু রোগিণীবিলক্ষণ প্রতারণাপ্রিয় হয়। আপন মানসিক অবস্থা গোপন রাখিবার চেষ্টা করে, এমন কি, কিস্তিকাল পর্য্যন্ত তাহা চিকিৎসকও বুঝিয়া উঠিতে পারে না। খুজা রোগী বড় ক্ষিপ্তকারী, সহজেই উত্তেজিত হয়; রোগিণী একা থাকিতে চায়, মনে করে সে

অন্তঃসত্তা, উদরে ভ্রণের হস্তচালনা বুঝিতে পারে, কখন বা মনে করে তাহার উদরে জীবন্ত জন্তু রহিয়াছে, কেহ তাহার পাশে পাশে ঘাইতেছে এবং তাহার শরীর এবং আত্মা পৃথক রহিয়াছে। মনে করে সে কাঁচ-নির্মিত ; কাচের স্থায় স্বচ্ছ নহে কিন্তু ভঙ্গপ্রবণ, এজন্তু কাহাকেও নিকটে আসিতে দেয় না।

ফসফরাস—মানসিক উদ্দীপ্ততাব প্রযুক্ত রোগী মনে করে তাহার শরীর খণ্ডাকারে বিচ্ছিন্ন আছে।

ব্যাপ্টিসিন্ধা—রোগীর কল্পনা জন্মে যেন তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড অথবা দুইটি হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা সংগ্রহ করণার্থ সে অনবরতঃ চতুর্দিকে শরীর চালনা করে।

স্ট্র্যান্স—ইহাতে রোগী মনে করে সে অতি বৃহৎ, তাহার হস্ত অতি বৃহদায়তন, অথবা সে ডবল বা দুইজন ইত্যাদি।

চক্ষুরোগ—আইরাইটিস্ বা উপতারা প্রদাহ, রেফা-রাইটিস্ বা চক্ষুপুট প্রদাহ, স্কেরটাইটিস্ বা ঘনত্মক-প্রদাহ।—গনরিয়া অথবা উপদংশ প্রযুক্ত জীর্ণশরীর ব্যক্তিদিগের উপতারকায় বা আইরিসে স্লেয়াণ্ডটিকা জন্মিলে ও উপতারার প্রদাহরোগে, শুল্জা উপকারী। চক্ষুতে তীক্ষ্ণ ধোঁচানি বেদনা ও তাপানুভূতি জন্মে। স্কেরটিকের (চক্ষুর ঘনত্মকের) এবং চক্ষুপুটের প্রদাহ ও চক্ষুপুটে চর্ম-কীল বা ওয়ার্ট জন্মিলে শুল্জা তাহার উপকারী ঔষধ। চক্ষুপুট জলপূর্ণ বোধ হয়। চক্ষুপুটকিনারায় প্রদাহ হইলে তথায় তুঁব বা ভূষির স্থায় কীট জন্মে এবং চক্ষুপুটের কেশ রুগ হইয়া যায়। চক্ষুপুটপার্শ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্কুদ রোগে ইহা উপকারী।

পিনস্, পুতিনস্ বা অজিনা।—শুল্জান্ন উপদংশজ পুতিনস্ রোগে স্রাব গাঢ় এবং সবুজবর্ণ থাকে এবং অনেক সময়েই তাহার সহিত শুল্জান্ন চক্ষুরোগ উপস্থিত হয়।

দন্তশূল ও দন্তক্ষয়রোগ।—সাইকাস বা গনরিয়ার গভীর আক্রমণে দন্তের মাড়ি বেদনায়ুক্ত এবং তাহার মূল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, কিন্তু তাহার অপরাংশ দৃষ্টতঃ সুস্থ থাকিলে **খুজা** উপকারী।

পূয়মেহ বা গনরিয়া ; একশিরা বা অর্কাইটিস ; প্রাণ্টেটাইটিস।—পূর্বকথিত রসজনক বা হাইড্রজিনইড ধাতুর্বাশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পূয়মেহ রোগ অতি ক্লেশসাধ্য। ইহাদিগের রোগ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন করায় ক্রমশঃ ধাতুবিকারের নিদর্শনস্বরূপ একশিরা, প্রাণ্টেটগ্রন্থিপ্রদাহ, জননেদ্রিয়ার ক্ষত এবং শ্লেষ্মাশুটিকা বা কণ্ডিলমা ও চর্মকীল বা ওয়াট প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এলপ্যাথিক পিচকারী প্রভৃতি ব্যবহারে গনরিয়াশ্রাব বসিয়া যাওয়া রোগের বারম্বার প্রত্যাবর্তনের ও সাইকটিক ধাতুদোষের অতি সাধারণ কারণ। ইহার শ্রাব পাতলা এবং সবুজাভ। মূত্রনালীতে বলসানবৎ বেদনা হয়। মূত্রত্যাগান্তে একবিন্দু মূত্র থাকিয়া জাওয়ার অনুভূতি জন্মে। জননেদ্রিয়ে এবং গুহদ্বারে শ্লেষ্মাশুটিকা ও চর্মকীলের উপস্থিতি এরোগে **খুজা**র উপযোগিতা বিষয়ের অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক রূপে পরিগণিত। ফলতঃ উপরিউক্ত ধাতুদোষবশতঃ শরীরের অনেক স্থানেই শ্লেষ্মাশুটিকা এবং চর্মকীল উৎপন্ন হয় এবং **খুজা** দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। কখন কখন শ্লেষ্মাশুটিকা অথবা চর্মকীলের চতুর্পার্শ্বে অথবা তাহার গলিত হওয়ায় জননেদ্রিয়ার তৎস্থানে অবিকল উপদংশের ক্ষতবৎ ক্ষত উৎপন্ন হয়। এই সকল ক্ষতের তলদেশ সমল পীতভা এবং কিনারা কঠিনস্পর্শ থাকে। অনেক সময়ে লিঙ্গমুণ্ড, অণ্ডকোস-বেষ্টক, পেরিনিয়াম এবং গুহদ্বারপ্রদেশে পুষ্যাবৃত গভীর বিদারণ দেখিতে পাওয়া যায়। জননেদ্রিয়প্রদেশ মিষ্টভ্রাণের বর্ধসিক্ত থাকে। অণ্ডকোষ আক্রান্ত হইলে ক্ষীত, উর্দ্ধে আকৃষ্ট এবং দৃষ্টবৎ ও কমনকানি বেদনায়ুক্ত হয়। **খুজা** ইহার আশ্রয় ঔষধমধ্যে গণ্য।

ডিজিট্যালিস্—ইহাতে লিঙ্গমূণ্ডের প্রদাহ, মূত্রনালীর জ্বালা এবং পুরাকার উজ্জ্বল হরিত্রাবর্ণ প্রাপ্ত হয় ।

নেত্রাম্ সাল্ফুরিকাম্—ইহাও সাইকসিস্ বটিত, কণ্ডিলমা প্রভৃতির অল্পতম ঔষধ ।

স্রীজনেন্দ্রিয় রোগ—অণ্ডাধারপ্রদাহ বা ওভারাই-টিস্ ;
 শ্বেত প্রদর বা লুকারিয়া প্রভৃতি ।—কুলকপিপুষ্পবৎ মাংস-কন্দ (cauliflower excrescences), কলুষিত সন্তোগঘটিত পীতবর্ণ ভেকছত্রবৎ মাংসবৃদ্ধি (fungus growths) এবং ক্লেয়াগুটিকা (condylomata) প্রভৃতি স্রীজন্দের রোগ, অনেক সময়ে উপরিউক্ত উপদংশ এবং পূর্যমেহের ধাতুগত দোষের ফল এবং শুল্জা তাহার উপশম করে । ফলতঃ উল্লিখিত কারণহীন স্রীজন্দেরোগারোগ্যেও ইহার প্রসিদ্ধি আছে ।

গনরিয়াদি জনেন্দ্রিয়রোগ নিবন্ধন বামপার্শ্বের অণ্ডাধার প্রদাহ রোগের সন্দেহ জন্মিলে শুল্জা ব্যবহৃত হয় । জরায়ুর মৃদু বেদনায় মানসিক উত্তেজনা প্রবণতা জন্মিলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় ।

আসেনিক—অণ্ডাধারের, বিশেষতঃ দক্ষিণ অণ্ডাধারের জ্বালাযুক্ত আতত ভাবের বেদনায় ইহা উপকারী । তাপপ্রয়োগে বেদনার উপশম হয় । রোগী তৃষ্ণার্ত, উত্তেজনা প্রবণ ও অস্থির থাকে ।

কলসিসহ—অণ্ডাধাররোগসংশ্লিষ্ট উদরশূলের কামড়ানি বেদনায় রোগী সম্মুখে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হয় বা “পায়ে মাথায়” সংলগ্ন করে ; অণ্ডাধারস্থানের গভীর দেশে সূচিবোধবৎ বেদনা থাকে । ডাঃ সাদিকের মতে বাম অণ্ডাধারের প্রদাহসংশ্লিষ্ট উদরশূলে ইহা কার্য্যকারী । শোথ থাকিতে পারে ।

হেমামেলিস্—অণ্ডাধার প্রদাহ ও স্রাবশূল ।—ডাঃ লড্‌লাম অণ্ডাধারের পুরোধাত্মক অনতিপ্রবল প্রদাহে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন ;

ইহা বেদনার উপশম করে এবং ঋতুস্রাবের সম্ভবিত বিকারে বাধা প্রদান করে। আঘাতপ্রযুক্ত অগুণ্ডাধারপ্রদাহের যন্ত্রণাপ্রদ উদরব্যাপী টাটার্নি বেদনাতেও ইহা উপকারী। হেম্মার উষ্ণ নির্ধাসের বহিঃপ্রয়োগে অগুণ্ডাধারপ্রদাহের বেদনা ও অগুণ্ডা কষ্ট নিবারিত হয়।

আক্সিডিন—দক্ষিণ অগুণ্ডাধারের রক্তাধিক্য অথবা জলসঞ্চয় ও স্তনের শীর্ণতা বা ক্ষয়ে উপযোগী; দক্ষিণ অগুণ্ডাধার হইতে অরাস্থ্য পর্যন্ত চাপিয়া ছিঁপ বসানের দ্বারা বেদনার ঋতুস্রাবকালে বৃদ্ধি।

পডফিসাম—দক্ষিণ অগুণ্ডাধারের বেদনা উরু বাহিয়া যায়। ইহার সহিত উরুর অবশতা থাকিতে পারে।

গণ্ডমালা ও শিশুক্করোগ।—সাইকটিক দোষ না থাকিলেও তদ্ব্যবহাৰধাতুবাশিষ্ট শিশুর গণ্ডমালা এবং ক্করোগ **খুজা** আরোগ্য করিতে সক্ষম। ইহাদিগের উদরাময়ের জলবৎ বিষ্ঠা অত্যধিক বায়ুর সহিত ভড় ভড় শব্দে নিক্ষিপ্ত হয়; শিশু প্রান্তরাসের পর অধিকতর মলত্যাগ করে। শিশুদিগের চক্ষুপত্রের কিনারার কাট ঘটিত রোগে (টিনিয়া সিলিয়ারিস) ভূষির দ্বারা খুঁকি জন্মে এবং পক হয়, কেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও কোঁকড়া হইয়া যায়। শিশুগণের উদর বড় থাকে এবং তাহার নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠে; শীঘ্র সম্পূর্ণ জাগ্রৎ হয় না।

বসন্তরোগ বা স্মল পক্স (Variola)। ডাং বনিংহসেন **খুজা**কে বসন্তরোগের প্রতিবেধক এবং আরোগ্যকারী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং ইহার প্রয়োগে ফলপ্রাপ্ত হইতেন। রোগের উদ্বেগিক অবস্থায় ক্ষুদ্র, চেপ্টা ও বেদনায়ুক্ত উদ্বেগ কৃষ্ণবর্ণ ও প্রদাহিত বগাংশোপরে অবস্থিত হইলে ইহা উপযোগী। পূরসন্ধানে দুর্গন্ধ জন্মে। গণ্ডমালা ও সাইকটিক দ্বাভূদোষযুক্ত শিশুদিগের রোগে এই ঔষধের কার্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডাং হার্টম্যান ইহা বসন্তের প্রতি-

বেধকরূপে প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন । বসন্তশুটিকায় পুণ জন্মিলে এবং রোগ স্থানান্তরিত হইয়া মস্তিষ্ক লক্ষণ উৎপন্ন করিলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শিয়া থাকে । ডাঃ গার্ব উইল্কিন্সন হাইড্রাষ্টিসকে ইহার জাতিগতসম্বন্ধযুক্ত অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন ।

ভেরিওলিনাম—অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বসন্ত শুটিকা পুণশুটিকায় পরিণত হইবার অবস্থায় ইহার ৩০ ক্রমকে বিশেষ ঔষধ বলিয়া প্রমাণ করিয়া থাকেন । ডাঃ আণ্ট ইহার ৬x এবং ১২x ক্রম ব্যবহার করিতে বলেন ।

সাইকসিস—ত্বকরোগ ; শ্লেষ্মিক ঝিল্লীরোগ ।—

যে কোন কারণে হউক পৃথমেই শরীরে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া শাভুদোষ ঘটাইলে বহুবিধ পুরাতন রোগ জন্মিয়া থাকে । তন্মধ্যে ত্বক্ এবং শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর কতিপয় বিশেষ বিশেষ রোগ অভ্যন্তরীণ সাইকসিস বিষক্রিয়ার অতি জাজ্বল্যমান বহিনিদর্শন প্রদান করিয়া থাকে । এই সকল রোগমধ্যে চর্মকীল বা ওয়ার্ট, জরায়ু-গ্রীবার এবং অগ্নাত্ত শ্লেষ্মিকঝিল্লীস্থানের কলিক্কাউয়ার বা ফুলকপির ফুলবৎ মাংসবৃদ্ধি, নালিকা, কর্ণ প্রভৃতির পলিপাস, স্থানবিশেষের ভেদছত্রবৎ (fungus) মাংসবৃদ্ধি এবং ত্বকের অগ্নাত্ত নানাপ্রকার কলঙ্কারি আমরা অনেক সময়ে চিকিৎসার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকি । ইহাদিগের মধ্যে যেগুলি কোমলতর, তাহারা বেদনা ও জ্বালাযুক্ত হয় এবং সহজেই রক্তস্রাব প্রবণ থাকে । অধিকাংশ কৃতবিদ্য চিকিৎসক এই সকল রোগে উপদ্রবসংশ্রব আছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন । এই সকল রোগের ঔষধ মধ্যে শুল্ক শীর্ষস্থান অধিকার করে । অগ্নাত্ত ঔষধ মধ্যে আইডি, ক এসিড, মার্কান্নি এবং ট্র্যাফিসেপ্টিক্সা প্রধান । পুণশাভু ব্যতীতও শুল্ক শাভুবিধিষ্ট ব্যক্তিদেগের এই সকল রোগে শুল্ক উপকারী ঔষধ ।

লেক্চার ৪৪ (LECTURE XLIV.)

এপিস্ (APIS)।

প্রতিনাম ।—এপিস্ মেলিফিকা। এপিয়াম ভাইরাস্। পয়জন অব্ দি বী। মধুমক্ষিকার বিষ।

প্রয়োগরূপ ।—ডাইলিউট এলকহলসহ যথানিয়মে সম্পূর্ণ জীবিত মাক্ষিকার অয়িষ্ট বা টিংচার অথবা সুগার অব্ মিক্সসহ তাহার ট্রিটুরেয়ণ এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে কেবলমাত্র মাক্ষিকাবিষের টিংচার বা অয়িষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—কতিপয় দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম ।—সাধারণতঃ ৩ হইতে ২০০ ক্রম।

সর্বনিম্ন মূল অয়িষ্ট এবং উচ্চ ১০০০০০ (Cm)ক্রম পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়।*

* লক্ষ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা নিয়ে বিবৃত করা যাইতেছে, যথা—ডাঃ উইসেল হুপ্—৪ বৎসরের বালক, হাইড্রকেফেলাস্ বা মস্তকোদক; লক্ষণ—চিৎভাবে শয়ন, বিক্ষারিত চক্ষু বক্রদৃষ্টি, কনীণিকার বিস্তৃতি এবং ঘূর্ণায়মান চক্ষুর পলকহীনতা; স্পর্শাঙ্গু ভূতি ইত্যাদি জীবিত চিহ্নের অভাব; বাম শরীরপার্শ্বের পক্ষাঘাত; রোগী ৪৮ ঘণ্টা মূত্র ত্যাগ করে নাই, মূত্রস্থালীতেও মূত্র মাই; মস্তকপট্টান্তের ভীষণ বেদনায় পূর্বে কর্ণশ চীৎকার করিয়াছিল; ৩০, আরোগ্য। ডাঃ বিসপ—৮ বৎসরের বালক; প্রারম্ভিক হাইড্রকেফেলাস্; রোগী সোরানোষযুক্ত; লক্ষণ—রোগী দিবসে নিদ্রালু ও অবসন্ন এবং নির্বুদ্ধিতাজ্ঞাপক মুখাবয়ববিশিষ্ট; রজনীতে প্রলাপকথন; প্রাতে জাগ্রৎ করা যায় না; অতিশয় আলস্ত এবং দুর্বলতা; পাণ্ডুর মুখ; ক্রিষ্ট কোষ্ঠবদ্ধ; অত্যন্ত মূত্রত্যাগ, ২, আরোগ্য। ডাঃ ডিসিয়ার—চক্ষুপ্রদাহ; চক্ষুতে চুমের গুঁড়া পড়িয়া রোগ জন্মে; চক্ষুর ফীতি ও কোহিতবর্ণ; চক্ষুর লোম অভ্যন্তরান্ধিতে প্রবিষ্ট; ১, আরোগ্য। ডাঃ হইন্—রোগীর বয়স ৬২; মুখের বিসর্প; লক্ষণ—জ্বালাময় বেদনা, হলধোঁধাভূত্ব, তৃষ্ণা-হীনতা, চক্ষু অধঃ শোণবৎ ফীতি, মূত্রালতা; নাড়ী ১২০; শরীর অত্যন্ত তপ্ত

উপচয় ।—প্রাতঃকালে (শরীরবেদনা, উদরাময়, স্বরবদ্ধ এবং নিদ্রালুতার) ; অপরাহ্নে (সবিরাম রোগের) ; রক্তনীতে (শিরঃশুলের এবং চক্ষু ও বক্ষবেদনার) ; ব্যায়ামে (শরীরের উষ্ণতা জ্ঞাত) রুদ্ধগৃহে, বিশেষতঃ গৃহ উষ্ণ হইলে । সাধারণ লক্ষণের অপরাহ্নে ৫টার সময় বৃদ্ধি ।

উপশম ।—নিদ্রাস্তে শীতলজলে বেদনার, স্ফাতি ও জ্বালার এবং চাপে শিরঃশুলের উপশম ।

সম্বন্ধ ।—এপিসের কার্য্যপ্রতিবেধক—হোমিওপ্যাথিক শক্তির ঔষধের মাত্রাধিক্যনিবন্ধন কুফলনিবারণে ইপিকা; কাফিপান ফলাফল-হীন; কোন কোন চিকিৎসক উচ্চ ক্রমের এপিস, লাকেসিস এবং

কিস্ত সিস্ত; ২০০, আরোগ্য । ডাঃ হইন্-ডিক্‌পিরিয়া; গলাধঃকরণে ও জ্ঞাত সময়েও গলায় হল বৈধার দ্বায় বেদনা; অত্যন্ত মূত্র; অত্যন্ত অস্থিরতা; অধিক অরতাপ থাকিলেও তৃষ্ণাহীনতা; উপজিহ্বা ও টন্সিলের উপর ঝিল্লির সংস্থিতি; ৩, আরোগ্য; ডাঃ মুর—৭৬ বৎসরের কৃষিকীৰী; ১৬ বৎসরের মধ্যে ৩ বার হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিসের আক্রমণ; গত দুই বৎসরে অনেকবার প্রবল হৃৎকম্প; সিঁড়িতে উঠিতে তাহার বৃদ্ধি; শায়িতাবস্থায় শ্বাসকষ্ট; নিদ্রাবেশমাত্র চমকিয়া উঠা; শরীর নত করিয়া বসিলে উপশম; মৃত্যুবৎ মুচ্ছার ভাব; বেদনা তীব্র হয় না; কন্ঠসিলে কিছু উঠে না; ক্ষুধা ভাল; অসহিষ্ণুতা এবং ত্রাসকম্পিতভাব; হৃৎস্পন্দনশব্দ অস্পষ্ট; পাল্‌মনারি (pulmonary) ধমনীর প্রসারণশব্দ উচ্চতর; প্রত্যেক হৃৎসংকোচনে সৰ্ব্বশরীরে চালনা; প্রত্যেক ৩য় বা ৪র্থ নাড়ীস্পন্দন লুপ্ত; শরীরের শুষ্কতা ও রক্ত-হীনতা; এপিস ৬ ও আস' ২০০ পর্যায়ক্রমে, পরে এপিস ৩ ও ক্যাটাস ২ পর্যায়ক্রমে, পরে মার্ক ডালসহ ঐ প্রকারে ব্যবহৃত হয়; অঙ্গাদির শোণ; অত্যন্ত মূত্র; এপিস টিংচার, আরোগ্য । ডাঃ গিণ্ডবল্ড—জলবৎ, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ উদরাময়ের আহার ও পানে বৃদ্ধি; মলদ্বারের তীব্র জ্বালা ও টাটানি; বিসর্পরোগপ্রবণ ধাতু; ৬০০ (6 m), আরোগ্য ।

ল্যাক্টিক এসিড প্রয়োগ করিয়াছেন। অত্যধিক এবং বিষ মাত্রার জল সল্ট, নেট মিউ (হোমিও শক্তি) এবং তাহার মিশ্র; জলপাইয়ের তৈল; পিঁয়াজ। রক্তমোক্ষণ অল্পকারী।

এপিস যাহার কার্যপ্রতিবেদক—ক্যান্সারিসের (মূত্ররুদ্ধ, মূত্রস্থালী-প্রদাহ, তরুণ ব্রাইটস ডিজিজ); আয়ডিনের অপব্যবহারে, সিন্ধ ও ডিজির।

এপিস যাহার পরে প্রমোজ্য—ভ্যাক্সিনেশন (বিসর্প, উদরাময়), ও সাল্ফারের।

এপিসের পরে যাহা প্রযোজ্য—গ্র্যাফা, আস. ফস, ষ্ট্রাম, পাল্‌স, লাইক, সাল্ফার ও আয়ডি।

বিরুদ্ধ স্বীকৃত বিশিষ্ট ঔষধ—রাস।

কার্যপূরক—নেট মিউয়ের।

তুলনীয় ঔষধ।—আস, এপসাই, আর্গি. বেল, ক্যান্সা, জেল্‌সি, লাইক, ল্যাকে, নেট মিউ, লিডাম, ম্যাগ্নে মিউ, মার্ক, পাল্‌স, ফস, রাস, সিকেলি ও সাল্ফার।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—গণ্ডমালা বা ষ্ট্রামাস ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি; যাহাদিগের গ্রন্থি ক্ষীণ এবং দড়কচড়াভাবযুক্ত; যাহাদিগের স্থিরাস অথবা ক্রতযুক্ত ক্যান্সার বা ককটরোগ থাকে

উদ্বেজনাপ্রবণ, বাতপ্রকৃতি ও চঞ্চল ব্যক্তি, যাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা কঠিন।

ক্রন্দনশীল স্বভাব, না কাঁদিয়াই পারে না; ভয়োত্তম ও নিরাশ ব্যক্তি (এটি জু, পাল্‌স)। যাহারা অত্যধিক স্পর্শসহিষ্ণু (বেল, ল্যাকে)।

দ্রীলোক, বিশেষতঃ বিধবা দ্রীলোক ; বালক এবং বালিকা, যাহারা সাধারণতঃ সাবধান থাকিলেও কোনবন্ধ নাড়াচাড়া করিতে গিয়া অনিপুণতাবশতঃ ফেলিয়া দেয় (বন্তি) ।

জ্বালাময়, হৃৎকোষের জ্বালা এবং টাটানি বেদনা ; বেদনা হঠাৎ এক শরীরাত্মক হইতে অত্যাংশে যায় (কেলি বাই, ল্যাক্ কে, পাল্‌স) ।

হাম, আরক্ত জ্বর এবং আমবাত প্রভৃতি তরুণ উদ্ভেদিক জ্বরের উদ্ভেদে অসম্পূর্ণ পরিস্ফুটনের বা বসিয়া যাওয়ার (জিক্স) কুফল ।

ঈর্ষা, হঠাৎ শঙ্কা, ক্রোধ, বিরক্তি এবং অমঙ্গলসংবাদগ্রন্থস্ত রোগ ।

জাগ্রৎ অথবা নিদ্রিত শিশুর হঠাৎ কর্কশ, হৃদয়বিদারক চীৎকার (হেলিবর, টুবাকু) ;

চক্ষুর অধদেশে (চক্ষুর উপরে কেলি কা), হস্তে ও পদে জলপূর্ণ থলীর জ্বালা শোথ ; জলশোথ বা ড্রপ্‌স রোগে তৃষ্ণাহীনতা (এসেটিক এসি, এপসাই)

অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব ও মূত্রপথাদির অত্যন্ত উত্তেজনা ; এক মূত্রের জলও মূত্রধারণে প্রায় অক্ষম, মূত্রত্যাগ করিতে মূত্রপথ ঝলসিয়া যায় ; পুনঃ পুনঃ অতি যন্ত্রণাপ্রদ, অত্যন্ত পরিমাণ, রক্তযুক্ত মূত্রত্যাগ ।

কোষ্ঠবদ্ধে অল্পভূতি যেন অধিক বেগ দিয়া মলত্যাগের চেষ্টা করিলে উদরস্থ কোন দৃঢ়সংবদ্ধ বস্তু ছিন্ন হইয়া যাইবে ।

অত্যন্ত মত্তপায়দিগের উদরাময়, উদ্ভেদিক রোগে, বিশেষতঃ উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়ার পর উদরাময় ; শরীরচালনা হইলেই অনৈচ্ছিক মলনিঃসরণ হওয়ায় বোধ যেন মলদ্বার বিস্তৃতভাবে কাঁক হইয়া আছে ।

রোগ কারণ ।—তরুণ উদ্ভেদিক রোগের উদ্ভেদ গুষ্ঠ না হওয়া বা বসিয়া যাওয়া, অভ্যস্তরূপে অতিরিক্ত মত্তপান, অত্যধিক উষ্ণ গৃহে

বাস, শীতল আৰ্হাওঁদ্বার সংশ্রব এবং জলে সিক্ত হওয়া প্রভৃতি এপিসের রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—এপিস বৃক্ক বা কিড্‌নিতে অতি প্রবল ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া তরুণ প্রদাহ উৎপন্ন করে। কিড্‌নিতে উপরিউক্ত ক্রিয়ার ফলস্বরূপ ইহা কোষময় ঝিল্লীতে (cellular tissue) বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া স্বক্ ও স্ফায়িক ঝিল্লীর তরুণ শোথ উপস্থিত করে। ইহার ক্রিয়ায় অনেক গভীর উপাদানস্বঃস্কারী বিসর্প-বৎ প্রদাহ এবং আমবাতসদৃশ একরূপ অগুণ্ডেদ উৎপন্ন হয়। ইহার উদ্দীপক ক্রিয়ায় স্ফায়িক ঝিল্লীর মূহ প্রদাহ জন্মে। রসঝিল্লীতে (Serous membrane) এপিসের আক্রমণে মস্তকের ও বক্ষের শোথ বা হাইড্রোকেফেলাস ও হাইড্রোথোরাক্স এবং উদরী রোগ সদৃশ অবস্থা উৎপন্ন হয়। রসঝিল্লীর প্রদাহ উৎপাদন করিতে এপিসের স্পষ্ট কোন ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অণুধার ও জরায়ুতে এপিসের অতি পরিস্ফুট ক্রিয়ার ফলস্বরূপ তাহাদিগের উত্তেজনা, রক্তাধিক্য, মূহ প্রদাহ এবং শোথের উৎপত্তি হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—অকে মধুমক্ষিকা দংশন করিলে সাধারণতঃ দৃষ্ট স্বচ্ছতা ও তাহার কিয়দূর পর্য্যন্ত ন্যূনাত্মক শোথবৎ স্ফীতিযুক্ত, তপ্ত ও লোহিতাভ হয়, তাহা বিলক্ষণ জ্বালা ও চনচন করে এবং তাহাতে মধ্যে মধ্যে ছলবেধবৎ বেদনা হয়। ফলতঃ, মধুমাক্ষিকাবিষের বিশেষ ক্রিয়া হওয়ার উপযোগী ঋতুবিশিষ্ট ব্যক্তিকে মধুমাক্ষিকা দংশন করিলে এতদপেক্ষাও গুরুতর, ব্যাপক ও গভীরতর বিষক্রিয়া লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ডাং হিউজ উদ্ধৃত ডাং চেপমেলের মধুমাক্ষিকাদষ্ট রোগীর বিষলক্ষণের বিবরণ পাঠ করিলে ভবিষ্যে আমাদিগের সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইতে পারে। ডাং চেপমেলের রোগী লিঙ ও ক্রোনিগপ্রধানধাতুবিশিষ্ট ছিল। রোগীকে মধু-

মক্ষিকা দংশন করিলে প্রথমে সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দংশনের অর্ধ ঘণ্টা মধ্যে ডাং চেপমেল আহৃত হইয়া রোগীর নিম্নলিখিত অবস্থা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। উৎকর্ষ ও ভীতি-যুক্ত মুখে রোগী অর্ধ চৈতন্যাবস্থায় কিঞ্চিৎ প্রলাপ করিতেছিল। তাহার সর্বগাত্র, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল, গ্রীবা, উদর এবং উর্দ্ধ ও অধঃঅঙ্গ স্ফীত ছিল; তাহার শরীরে স্নানলোহিত ও স্পর্শে কথঞ্চিৎ কর্কশ আৱক্তজরের উদ্ভেদের তায় উদ্ভেদ দৃষ্ট হইয়াছিল। শরীরের তাপ এবং শুষ্কতা, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট এবং নাড়ীর দ্রুতগতি ও কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল। রক্তিমাবিশিষ্ট মুখমণ্ডলযুক্ত রোগীর মস্তিষ্কে বেদনা ও বিশৃঙ্খল ভাব। বিসক্রিয়ার আরম্ভে মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া মুচ্ছার ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। পরে, শরীরের কম্প হইয়াছিল এবং শীঘ্র মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্ররোধ সংঘটিত হওয়াতেই বোধ হয় উপরিউক্ত উদ্ভেদিক লক্ষণাদি উপস্থিত হয়। ২৩ মাত্রা ক্যাম্ফর ও পরে বেল প্রয়োগে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

মনঃসংযোগ পূর্বক অনুধাবন করিয়া দেখিলে এপিসের উপরে বর্ণিত বিবলক্লেণে আমরা ইহার ক্রিয়ার বিশেষ আভাস পাইতে পারি। প্রথম দৃশ্যে রোগীর অবস্থা অতি কঠিন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে (১ ঘণ্টার চেষ্ঠায় প্রায় প্রকৃতিস্থ হয়) এবং সহজেই রোগী আরোগ্য হওয়ার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া দ্বারিত কোন গভীরতর উপাদানগত পরিবর্তনমূলক কঠিনতর রোগাবস্থা উৎপন্ন করে না। ইহা একনাইটের তায় প্রবল রক্তাধিক্য ও বেলাডনার তায় প্রবল প্রদাহ উৎপন্ন করে না এবং তাহা-দিগের তায় ইহাতে কোন প্রবল লক্ষণও উৎপন্ন হয় না। আর্সেনিক প্রভৃতির তায় ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া, শোণিত রস প্রভৃতি শরীরো-পস্থানের শোচনীয়, পচনশীল বা টাইফয়েড পরিবর্তক বলিয়াও অল্পমিত

হয় না। ইহা শোণিতবহা যন্ত্র, স্বক্. কোষিকোপাদান, মূত্রযন্ত্র, স্নৈমিক
ঝিল্লা, রসঝিল্লা এবং তজ্জাতীয় সাইনভিয়াল মেম্ব্রেন প্রভৃতির
উদ্ভেজনা, উদ্দীপনা ও মূহ প্রদাহ মাত্র উৎপন্ন করে। এই উদ্ভেজনা ও
প্রদাহের ফলস্বরূপ কোন প্রকার ভয়াবহ ধ্বংসকর পরিবর্তন না ঘটিয়া
কৌশিকোপাদানের শোথ, রসঝিল্লা ও সাইনভিয়াল মেম্ব্রেনের রস-
স্রাবে রসঝিল্লাগহবরে ও সন্ধিতে রসসঞ্চয় এবং রক্তবহা নাড়ীর
শিরাংশের প্রদাহ ও বিবৃদ্ধি প্রভৃতিই অধিকতর হইয়া থাকে। ইহা
পরিপাকশক্তিরও বিশেষ বিকারোৎপাদক নহে। তথাপি কার্বাঙ্কল,
দুষ্ঠত্রণ, টাইফয়েড জ্বর, টুবার্কুলার মিনিঞ্জাইটিস প্রভৃতি কঠিনতর ও
দ্রুতি রোগের অবস্থাবিশেষে ইহা দ্বারা মহোপকার সাধিত হয়, এবং স্থল
বিশেষে মধ্যম্ভিক্ষাদপ্ত স্বক স্থানের ধ্বংস বা গ্যাংগ্রেন হওয়াও দৃষ্টিগোচর
হইয়া থাকে। অধিকাংশ চিকিৎসকের বিবেচনায় ইহার ক্রিয়ার ফল-
স্বরূপ অত্যধিক স্নায়বিক দুর্বলতা, স্থায়ী ও মূহ উদ্দীপনা, মূত্রাশ্রয়
নিবন্ধন শোণিতাপকর্ষ এবং শোণের চাপবশতঃ আক্রান্ত শরীর্যাংশে
শোণিতগতির বাধাপ্রযুক্ত পুষ্টিহানি প্রভৃতি গৌণক্রিয়াই শোণিতদোষ
এবং শেষোক্ত প্রকার কঠিনতর ও টাইফয়েড অবস্থাবিশিষ্ট রোগাদিব
কারণ বলিয়া অনুমিত। নিম্নে ইহার বিশেষ বিশেষ যান্ত্রিক লক্ষণ
বিবৃত হইল।

মস্তিষ্কবিকারবশতঃ সংজ্ঞা লোপ। প্রগাঢ় অচৈতন্যাবস্থায় রোগী মধ্যে
মধ্যে হৃদয়বিদারকস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে। স্মরণশক্তির দুর্বলতা
ঘটে। রোগী অজ্ঞানস্থ থাকে। অসাবধানবশতঃ তাহার হস্তস্থিত বস্তু
শ্লিষ্ট হয়। মস্তকের অবসাদ। ওদাশ। রোগী কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ
করিতে পারে না; বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্ট প্রলাপ করে; কাষ্যে
ব্যস্ততা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে; কখন কাষ্য পরিবর্তন ও হঠাৎ কর্কশ
চীৎকার করে; মানসিক ভ্রান্তিবশতঃ কখন মনে করে তাহাকে দৌড়াইতে

হইবে, খঞ্জের ছায়া লাকাইয়া চলিতে হইবে, কখন বা মনে করে তাহার চলিবার ক্ষমতার অভাব হইয়াছে। রোগী অত্যন্ত ক্রন্দনশীল, না কাঁদিয়া থাকিতেই পারে না। মুহূর্ত্তীতি ও ঔদাস্ত। আনন্দব্যঞ্জক মুণাবয়ব। উত্তেজনাপ্রবণ মানসিক ভাব। রোগী কষ্টে শ্রবণ করে; তাহাকে সন্তুষ্ট করা কঠিন; বাতপ্রকৃতি। প্রচণ্ড উদ্ভততা। স্ত্রীলোক দীর্ঘাধিত হয়। স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়বিকারঘটিত উদ্ভততা।

অমুত্বৃতি বিকারে বিশৃঙ্খল ভাবের শিরোঘূর্ণন ভ্রমণাপেক্ষা উপবেশনে বৃদ্ধি পায়, শয়নে এবং চক্ষু মুদ্রনে তাহা বৃদ্ধির শেষ সীমায় যায়; তদবস্থায় রোগীর বিবমিষা এবং শিরঃশূল জন্মে।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটায় হাঁই উঠিতে থাকে। নিদ্রার প্রযুক্তি প্রবল থাকিলেও স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রযুক্ত নিদ্রা হয় না। স্নবিপ্রাস্ত গাঢ় নিদ্রা। স্ননিদ্রার অভাবে স্বপ্ন। রোগী নিদ্রাকালে চীৎকার করে, কখন বা চমকিয়া উঠে। দেশ ভ্রমণের, উড্ডীন হওয়ার এবং লোকসমাগমবিষয়ক ও অসন্তুষ্টির স্বপ্ন হয়।

শিরোঘূর্ণন সহ শিরঃশূল। চাপে লমস্ত মস্তকের মৃদু বেদনার উপশম, বোধ যেন মস্তক ক্লান্ত হইয়াছে। প্রাতে গাত্রোত্থান হইতে অপরাহ্ন ৩টা পর্য্যন্ত মস্তকের গুরুত্বসহ মৃদু বেদনা। চক্ষুর উর্দ্ধ হইতে দক্ষিণ চক্ষুগোলক পর্য্যন্ত কনকনানি বেদনা। শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা ও বমনসহ পুরাতন শিরঃশূলে ললাট এবং ললাট পার্শ্বে প্রচণ্ড বেদনা, কখন কখন তাহা চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তজ্জন্ত রোগী মস্তক ও চক্ষু নত করিয়া বসিতে বাধ্য। মস্তকপশ্চাতের কনকনানি। মস্তকের জ্বালা ও দগদগানি। ললাটের বামপার্শ্বে ও তরিকটবর্ত্তী স্থানে মধুমক্ষিকা-দংশনবৎ স্নায়ুশূল। মস্তকে এবং মুখে রক্তাধিক্য; মস্তকের পূর্ণতা।

শিশু অবশ ও অচেতন্য ভাবে পড়িয়া থাকে; প্রলাপ কহে; হঠাৎ কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠে; দন্ত কিড়ি মিড়ি করে; ক্রূপে

জ্বর আবর্তন করিয়া মস্তকে উপাধান মধ্যে প্রবেশ করায় (হেলি)। শরীরের এক পার্শ্বের আনর্জন অন্তর পার্শ্বের অবশ্যতা; মস্তক ঘর্ষসিক্ত ও রোগীর অত্যন্ত, দুঃখবৎ, মূত্রত্যাগ, তরুণ হাইড্রকেফেলাস (মস্তিকোদক)। মস্তক এবং তাহার স্বকৃষ্ণীত ও কঠিনবোধ।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্যস্ত হওয়ায় শ্রবণের কষ্ট। তিক্তাশাদ। অমুভূতিদ্রাব্যবিকারে জ্বালা, হলবৈধা এবং টাটানি প্রকৃতি বেদনাকর অমুভূতির প্রাধান্য। চুলকণা, আতত ভাব এবং দপদপানি বেদনাও থাকিতে পারে। আবেশে আবেশে তীক্ষ্ণ বেদনার আক্রমণ। বেদনা হঠাৎ এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যায়।

গতিদ্রাব্যবিক লক্ষণে শরীরকম্প ও দ্রাব্যবিক অস্থিরতা। পরিশ্রম করার জ্বর ক্লাস্তিতে বোধ যেন সর্বাক, বিশেষতঃ পৃষ্ঠ ঘৃষ্ট হইয়াছে; উপবেশনাগুর গাত্রোপাধান করিতে বুদ্ধিত। অত্যন্ত বলক্ষয়। বাম শরীর পার্শ্ব গতিহীন, কখন কখন দক্ষিণ হস্ত চালিত হয়; অঙ্গনিচয়ের তড়কা, কম্প এবং ঝাঁকি।

এপিস রোগীর মুখশ্রী অবস্থাবিশেষে আফ্লাদচিহ্নযুক্ত, প্রফুল্ল, কখন ভীতিব্যঞ্জক এবং কখন বা ঔদাস্তপূর্ণ; মুখ বিকটাকার, পাণ্ডুর, কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত ক্ষীত; কখন মুখ বসিয়া যায় এবং রুগ্নভাবে ধারণ করে। মুখমণ্ডল কখন পাণ্ডুর, রক্তহীন, ও ঘোর লোহিতবর্ণ; ক্ষীত, আরক্ত এবং উষ্ণ মুখমণ্ডলের জ্বালা ও বিকৃতি হওয়ার অমুভূতি, দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর; মুখ শোণিত, মোমের জ্বর বর্ণবিশিষ্ট ও পাণ্ডুর। গণ্ডের জ্বালা হয় ও পদ শীতল থাকে। বাম গণ্ডাস্থিতে হলবোধামুভূতি।

চক্ষুগোলকের কম্প রক্তনীতে বর্ধিত; তির্যক বা বক্রদৃষ্টি। চক্ষু ঘূর্ণিত হইতে থাকে। চক্ষুতে তীরবেধ ও কর্জনবৎ তীক্ষ্ণবেদনা। চক্ষুতে

আলাকর, তীব্র ও হুলবোধার স্থায় বেদনা। চক্ষুর যোজকঝিল্লী বা কঙ্ক্যাটাইভা রক্তপূর্ণ থাকায় তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তের নাড়ীমিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠে, কনীশিকার চতুঃপার্শ্বে রক্তপূর্ণ ঝিল্লী বা কিমলি। চক্ষুর কাল স্বচ্ছক্ষেত্র বা কর্ণিয়া স্ফুল ও ধূস্রবর্ণ কলঙ্কযুক্ত, ধূসরাত ও অস্বচ্ছ। কর্ণিয়ার ক্ষত ও ক্ষতাক (সিকেট্রিক্স) এবং বহিঃলরণ বা ইয়াকিলোয়া। চক্ষুর প্রদাহ নিবন্ধন আলোকাসহিষ্ণুতা জন্মিলেও রোগী তাহা আরও করা সহ্য করিতে পারে না। চক্ষু হইতে প্রচুর, বিদাহী জলস্রাব; অত্যন্ত আলোক-সহিষ্ণুতা। চক্ষুপুট কালচে লোহিত হয় ও উন্টাইয়া যায়; চক্ষুপুট-কিনারার ছাল উঠে এবং তদুপরে দানা জন্মে (Granulated); স্ফীত ও স্পর্শে বেদনায়ুক্ত চক্ষুপত্রের অধস্থ জলশোথ জলপূর্ণ থলির দ্বায় দেখায়; চক্ষুর অধদেশে ঐক্লপ প্রদাহহীন শোথজন্মে; চক্ষুপত্রের কাঠিছাড়ভূতি।

দুই কর্ণই লাল ও স্ফীত। প্রত্যেক বার চীৎকারকালে রোগী হস্ত উত্তোলন করিয়া কর্ণের পৃষ্ঠে লয়।

নাসিকা সর্দিতে ঘন, শুভ্র, দুর্গন্ধ এবং রক্তমিশ্রিত স্লেষ্মার স্রাব। নাসিকা স্ফীত, লোহিত ও শোথযুক্ত। নাসিকারন্ধ্রের ফোটক শৈত্যে উপশম।

স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা ও আলা এবং প্রাতঃকালে স্বরযজ। কথা কহিতে স্বরযন্ত্রের বেদনায় রোগী যেন কণ্ঠার ক্রান্তি বোধ করে এবং আকৃষ্টবৎ বেদনা হয়। স্বরযন্ত্রে দুর্বলতার অনুভূতি। স্বথযন্ত্রপথের শোধ।

অর এবং শিরঃশূলে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও কষ্টকর, শ্বাসপ্রশ্বাসে শব্দতা ও দ্রুতগতি; সম্মুখে অথবা পশ্চাতে বক্র হইলে শ্বাসক্লেব এবং বাম পার্শ্বে ঢাপিয়া শয়নে সকল কষ্টেরই বৃদ্ধি। অত্যন্ত শ্বাস

রোগের অমুভূতি প্রযুক্ত গলদেশে কিছুই সহ্য হয় না। উর্দ্ধে উঠিতে এবং উষ্ণ গৃহে শ্বাস কষ্টের বৃদ্ধি।

ষ্টার্ণামাস্থির উর্দ্ধস্থিত কোর্টারস্থানে উত্তেজনা নিবন্ধন কাসি। প্রচণ্ড কাসি, বিশেষতঃ শয়নে এবং নিদ্রার পরে অতি কষ্টকর কাসি। বন্ধোদ্ধভাগের টাটানির সহিত ধ্বংস শব্দের, বস্টাধ্বনিবৎ, ডঙ্ক এবং গলরোধকর কাসিতে মস্তিষ্কের বিকম্পন বা কন্কাসনের অমুভূতি হয়। কাসিলে প্রায়ই কিছু উঠে না, উঠিলে গয়ার মিষ্টাস্বাদ অথবা আস্থাদবিহীন থাকে।

বন্ধে পূর্ণতার অমুভূতি ও শ্বাসের খর্বতা প্রযুক্ত বন্ধের বাম পার্শ্বে ষ্টার্ণামাস্থির মধ্যাংশের নিকটে বেদনা। বন্ধের টাটানিতে ঘৃষ্ট অথবা আঘাতিত হওয়ার ভ্রায় অমুভূতি। বন্ধের জলশোধ। বন্ধের বাম পার্শ্বে সূচিবেধের অমুভূতি। বন্ধের সন্মুখদেশে জ্বালা এবং হুল বৈধার ভ্রায় বেদনা। বন্ধের বহির্দেশে ঘৃষ্ট অথবা আঘাতিত বৎ অমুভূতি।

হৃৎপিণ্ডের অব্যবহিত অধঃ প্রদেশে হঠাৎ তীক্ষ্ণ বেদনা হ্রিৎ অসমান ভাবে দক্ষিণ বন্ধে বিস্তৃত। হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃতি এবং ফুৎকারবৎ (Blowing) শব্দ।

নাড়ীস্পন্দন বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত, পূর্ণ এবং সবল, কখন দুর্বল এবং মণিবন্ধে প্রায় অদৃশ্য, সময় সময় ক্ষনলোপ বিশিষ্ট এবং অনমুভূত, কখন তারবৎ ও দ্রুত, কখন কঠিনস্পর্শ, ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী আঘাতবিশিষ্ট।

পরিপাকবস্ত্রবিকার বর্ণতঃ ওষ্ঠদ্বয় শোথযুক্ত; উর্দ্ধোষ্ঠ ক্ষীত, তপ্ত এবং লোহিত বর্ণ; অধঃ ওষ্ঠ বিশারগযুক্ত। ওষ্ঠ এবং চিবুকের জ্বালা।

বাম পার্শ্বের উর্দ্ধ কেশের দন্তে চট্কাই করিয়া বেদনা, হঠাৎ দ্রুত দ্রুত কামড় লাগে। দন্তযাড়ি হইতে সহজে রক্তস্রাব, দন্তযাড়িতে

এচও বেদনা । দন্তে টাটানি বেদনা ও হলবৈধার জ্বাল যন্ত্রণা ; দস্তমাজী ও গণ্ড স্ফীত এবং লাল ।

রোগী জিহ্বা বাহির করিতে বা কথা কহিতে পারে না । জিহ্বার শুকতা ; মুখগহ্বর অগ্নিবৎ লোহিতবর্ণ এবং স্পর্শসহিষ্ণু বেদনায়ুক্ত । জিহ্বার কিনারা বাহিয়া অবদারণ, জালা এবং হ্রসবেধবৎ বেদনায়ুক্ত ফোঁকা । জিহ্বা লোহিত ; জিহ্বা স্ফীত, এবং দেখিতে শুক ও চক্চকে ; জিহ্বা স্ফীত, শুক, কাটা, এবং ক্ষত যুক্ত অথবা রসবিধিকাবিশিষ্ট ।

মুখ এবং গলার শুষ্কতা । মুখ এবং গলার ঝলসান ভাব । দুর্গন্ধ মূত্র । মুখলালা, আটা, চিমসা এবং ফেনময় ।

টনসিল গ্রন্থি স্ফীত, উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ এবং গলাধঃকরণ কার্যে হলবৈধার জ্বাল বেদনায়ুক্ত । টনসিল এবং তালুতে গভীর ক্ষত, এবং ক্ষতের চতুঃপার্শ্ব দেখিতে বিসর্পরোগের আকারবিশিষ্ট ও শোথযুক্ত । স্বরযন্ত্রদ্বার শোধিত । সমল ও ধূসরবর্ণ লেপ দ্বারা আবৃত গলদেশে আটাল গ্লেট্টা । গলদেশের বহিরভ্যন্তরে স্ফীতি ; স্বরভঙ্গ ; শ্বাস-প্রশ্বাসের ও গলাধঃকরণের কষ্ট । গলাভ্যন্তরের পশ্চাদ্দেশে পুঞ্জ পুঞ্জ নির্মল রসপূর্ণ বিধিকা ।

ক্ষুধাহীনতা ও আহারে অনিচ্ছা । উদরাময় প্রভৃতিতে অতর্পণীয় তৃষ্ণা নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ জলপান । অরতাপকালে তৃষ্ণাহীনতা । হৃৎকেন্দ্রে এবং অল্প বস্তুর লালসা ।

রোগী আহার মাত্র বমন করে ও পরে পুনরায় বমনের চেষ্টা হয় । উদগার তিক্ত ও উগ্র ; গলা পর্যন্ত বুক জালা ; মুখ হইতে জল উঠে । লোহিতকলঙ্কযুক্ত গ্লেট্টা এবং ভুক্তবস্ত্র ও ক্রেনের বমন । উদরাময় ।

আমাশয়ে জালাযুক্ত তাপ । আমাশয়োর্দ্রব্যান স্পর্শসহিষ্ণু ;

আমাশরে অন্ন হওয়ার ভ্রায় আলা ; তাহার অলহিকু ও পূর্ণ ভাব ; চাপে আমাশয়ের বেদনার বৃদ্ধি। উত্তর কুক্ষি দেশে প্রচণ্ড আলা। পশুকাছির পচাংপাৰ্শ্বে টাটানি। কুক্ষিদেশে বেদনামুক্ত সন্ধান প্রযুক্ত রোগী সন্মুখে নত হইতে বাধ্য। কুক্ষিদেশের বেদনা উর্দ্ধে বিস্তৃত।

প্রাতঃকালে হাঁচিলে ও উদরে চাপ দিলে উদর প্রাচীরের এবং অন্ত্রের টাটানি বেদনা। উদরে পূর্ণতা ও ক্ষীতির অনুভূতি। চাপে স্পর্শে এবং সটান ভাবে শয়নে উদরে বেদনা ও স্পর্শসহিষ্ণুতা। উদরের গড় গড় ডাক, উদরাত্মন্তরে বিবমিষার অনুভূতি নিবন্ধন চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। উদরে প্রচণ্ড কষ্টনবৎ বেদনা। উদরে আলা ও হলবোধার ভ্রায় বোধ। উদরাময়ে মলদ্বার হাজিয়া যাওয়ার ভ্রায়। মলত্যাগের পূর্বে বায়ু নিঃসরণ।

উদরাময়ে প্রচুর, কাল্চে কটা, সবুজ অথবা সাদাটে, এবং কমলা লেবুর বর্ণের ভ্রায় বিষ্ঠা ; বিষ্ঠা সবুজাভ ও হরিদ্রাবর্ণ স্লেথাময় ; উদর কামড়াইয়া হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ মলত্যাগ, কখন হরিদ্রাবর্ণ নরম, কখন বা লেইর ভ্রায় এবং রক্তাধ্মিশ্রিত পাতলা ও হরিদ্রাভ, দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়। শরীর চালনা করিলেই মলত্যাগ এবং বোধ যেন মলদ্বার সর্বদাই ফাঁক হইয়া রহিয়াছে ; মূত্রত্যাগ করিতে মলত্যাগ। সরলান্নে দপ দপ করায় বোধ যেন তাহা পরিপূর্ণ রহিয়াছে ; কুহন। পুনঃ পুনঃ বেদনাহীন রক্তযুক্ত উদরাময়।

কোষ্ঠবন্ধে, বৃহদাকার ও কষ্টিন বিষ্ঠা কষ্টে নির্গত ; উদরে হলবেধবৎ বেদনায় বোধ যেন উদরাত্মন্তরে আগন্তুক বস্ত্র আটিয়া রহিয়াছে, অধিক বেগ দিলে ছিন্ন হইয়া যাইবে। আশ্রয়িত বেদনা, অন্ন হইতে রক্তস্রাব এবং অবিশ্রান্ত কুহনপ্রযুক্ত মলদ্বার হাজিয়া যায়।

কিড্‌নিতে বেদনা এবং চাপে অথবা স্পন্দনে হইলে টাটানি ।
 যুরেটারে বা মূত্রনলীতে পুনঃ পুনঃ হঠাৎ বেদনার আক্রমণ ।
 মূত্রস্থলী গ্রীবার অত্যন্ত উত্তেজনা নিবন্ধন বারম্বার জ্বালাযুক্ত
 মূত্রত্যাগ । পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তিপ্রযুক্ত সামান্য কতিপয়
 কোটা মূত্রত্যাগ । মূত্রযন্ত্রের অত্যন্ত উত্তেজনাবশতঃ অনৈচ্ছিক
 মূত্রকরণ ।

মূত্র অত্যন্ত ও অতিরঞ্জিত, লোহিত বর্ণ, রক্তযুক্ত,* তপ্ত ও
 পরিমাণে অল্প ; অত্যন্ত ও দুর্গন্ধময় মূত্র ; মূত্র অত্যন্ত ও লোহিতাভ
 কটা ; কিঞ্চিৎকাল স্থির থাকিলে মূত্র ঘোলা হইয়া যায় ; এলবুমেন বা
 শ্বেতলালাযুক্ত, অত্যন্ত, পাত্রেয় অধঃদেশে দৃষ্টব্য মূত্র ; কৃষ্ণবর্ণ
 মূত্রের কান্ধি চূর্ণবৎ তলানি ; মূত্রে মূত্রপথের নালীর আকার
 ছাঁচ বা টিউব্ কাষ্ট এবং স্লেগ্মিক বিল্লী উপদ্রব বা এপিথিলিয়াম
 থাকে ।

পুংজনেন্দ্রিয় বিকার বশতঃ বারম্বার, অনেক সময় স্থায়ী লিম্বোথান
 ঘটে । অনেক সময় দক্ষিণ পাশ্বের অণ্ডকোষ স্ফীত থাকে ; অণ্ডকোষত্ব-
 ভয়ঙ্কর চুলকানিযুক্ত, লোহিতবর্ণ এবং স্পর্শে টাটাপিযুক্ত অণ্ডকোষ-
 বেইন্ডকের শোথ, জলদোষ বা হাইড্রসিস ।

স্ত্রীজনেন্দ্রিয়রোগ লক্ষণে দক্ষিণ অণ্ডাধারের (ovary) বিবৃদ্ধি
 সহ বাম বক্ষের উর্দ্ধে ও উপরিভাগে বেদনা ও কান্ধি । জরায়ু অথবা
 অণ্ডাধারদেশে জ্বালা এবং হলবেধবৎ বেদনা । ঋতুশ্রাব কালে দক্ষিণ
 অণ্ডাধার প্রদেশে বেদনা এবং স্পর্শসহিষ্ণুতা । স্ত্রীজনেন্দ্রিয়ের ঠেল
 মারা এবং তাহাতে ঋতুশ্রাবের পূর্বের লক্ষণের অল্পরূপ লক্ষণের
 অল্পভূতি । স্ফীত অণ্ডাধারের তীক্ষ্ণ কর্জনবৎ বেদনা ও হল বেধার জ্বায়
 অল্পভূতির ঋতুশ্রাব কালে বৃদ্ধি । দক্ষিণ অণ্ডাধার ও জরায়ুর জলশোথ ।
 গর্ভপাত ।

অত্যধিক ঋতুশ্রাবকালে উদরের গুরুত্ব, মুচ্ছার ভাব, অস্বস্তি এবং অস্থিরতা জন্মে, হাই উঠিতে থাকে, কখন কখন তাহাতে গাত্রে মধুমক্ষিকাদংশনবৎ ছল বৈধার অমুভূতিযুক্ত লোহিতবর্ণ কলঙ্ক ; অণুধারের রক্তাধিক্য অথবা প্রদাহ ও ঋতুরোধ ঘটে ; রক্তো-লোপ। কষ্টে অত্যন্ত ও ক্রোদযুক্ত ঋতুশ্রাব। ভার্গোষ্ঠ বা লেবিয়ার শোথ। শ্বেত প্রদর রোগে প্রচুর, তীব্র ও সবুজাভ শ্রাব।

হস্তের শোথ। হস্তাঙ্গুলি, বিশেষতঃ তাহার অগ্রভাগে নখের গোড়ায় অসাড়তার অমুভূতি। আঙ্গুলহাড়ায় জ্বালা, ছল বেধবৎবেদনা, দপদপানি এবং স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা।

সমস্ত পদ ও বুচ্ছাঙ্গুলি বৃহত্তর বলিয়া অমুভূতি, পদ ও বুচ্ছাঙ্গুলি ক্ষীণ ও কঠিন। জজ্বা এবং পদ সাদাটে, পাণ্ডুর এবং শোথযুক্ত। লোহিতবর্ণ পদের বুচ্ছাঙ্গুলির জ্বালা ; পদ শীতল। অঙ্গাদির লক্ষণে হস্ত ও পদের কম্প। অঙ্গাদি অসাড় ও শীতল।

ত্বকের অস্বাভাবিক শুভ্রতা এবং স্বচ্ছতা। ত্বকে ছলবৈধা ও চিমটি কাটার গ্ৰায় অমুভূতি, এবং জ্বালা, চনচনি ও চুলকনা ; সামান্য স্পর্শেই ত্বকের বেদনা। ত্বকে মধুমক্ষিকার বা অন্ত কোন কীটের দংশনের গ্ৰায় আমবাতের রক্তনীতে অসহনীয় চুলকনা। সম্পূর্ণ গাত্রেই আমবাতের গ্ৰায় উদ্বেদ। ত্বকের ক্ষীতি এবং শুষ্ক বিসর্পবৎ রক্তিমতা। শরীরে বেজাষাতের গ্ৰায় রেখাকার ক্ষীতি ও লঘুমান কলঙ্ক ; ত্বকে গাঢ় লোহিতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

ছলবেধবৎ, জ্বালাযুক্ত এবং টাটানি বা ক্ষতের গ্ৰায় বেদনা।—
শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে অনেকেরই মধুমক্ষিকার দংশন বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান

ধাকা সম্ভব । আমাশিগের শরীরে যথুমক্ষিক। জলবিদ্ধ করিলে দষ্ট স্থান ক্ষ্যাত হয় এবং বেদনা সহ জ্বালা করে, টাটায় ও মধ্যে মধ্যে তাহাতে জ্বলবেঁধার গ্যার কষ্টপ্রদ অনুভূতি হইতে থাকে । জ্বালাময় বেদনা অজ্ঞাত কতিপয় ঔষধেও আছে । তন্মধ্যে *আস*, *সালফ* এবং *ফস্* প্রধান । *আস*ের জ্বালা তাপ এবং *এপিসেম* জ্বালা শৈত্য প্রয়োগে প্রশমিত হয় ; *ফস্*রাসের জ্বালা স্নায়বিক ধ্বংসকার্যের পূর্বগামী, ইহা অধিকাংশস্থলে পৃষ্ঠদেশে বিশেষরূপে প্রকাশিত হয় । *সালফ*জ্বালার জ্বালা সোরাদোষ নিবন্ধনপূর্বাতন রোগের সর্বব্যাপক লক্ষণ । ফলতঃ *এপিসেম* জ্বালা, টাটানি প্রভৃতি বেদনার প্রকৃতির যতই বিশেষতা থাকুক, যে পর্যন্ত তাহা ইহার অনন্তসাধারণ “মধ্যে মধ্যে ক্রম স্থানে জ্বলবিদ্ধবৎ তীক্ষ্ণ তাবিশিষ্ট ও কষ্টপ্রদ অনুভূতিবৃত্ত” না হয় সে পর্যন্ত কোন মতেই *এপিস* প্রদর্শিত হয় না । একত্ৰ *এপিস* নির্বাচন পক্ষে জ্বলবেধবৎ বেদনার অনুভূতি অতি প্রধান প্রদর্শক ; ইহা *এপিসেম* অধিকাংশ রোগে বর্তমান থাকিয়া অভ্রান্ত-রূপে *এপিস* নির্বাচন করে । মলকবেষ্টঝিল্লীর প্রদাহযুক্ত রোগে প্রগাঢ়রূপে অজ্ঞানাভিভূত শিশুরোগীর আবেশে আবেশে হৃদয়বিদারক কর্কশ চীৎকার বা “ক্রাই পেরিভেল” বারা এই লক্ষণ প্রকটিত হয় ।

স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা ।— *এপিসেম* অনেক রোগে, বিশেষতঃ ইহার উদর, জরায়ু এবং অণ্ডাধারের রোগে, বিশেষরূপে এই লক্ষণের বর্তমানতা ইহার অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য । উপরিউক্ত অভ্যন্তরীণ রোগাদিতে যন্ত্রোপরিস্থ শরীর প্রদেশে এবং অবস্থা বিশেষে সর্বগাত্রেই স্পর্শমাত্র অসহনীয় বেদনানুভূতি জন্মিলে, বোধ হয় যেন শরীরস্থান ঘুঁষ্ট বা আঘাতিত হইয়াছে । অনেক স্থলে

কেন্দ্র আঁশ করিলেও রোগী বেদনা বোধকরে। এস্থলে ইহা **সিঁকড়া** ও **আর্শিকসহ** ভুলনীয়।

জলশোথের বর্তমানতা।—কৌষিকবিধানাত্মক্রে রসসঞ্চয় বশতঃ শোথের উৎপত্তি **এপিসের** একটি ত্বরিত ও বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। মধুমক্ষিকা দংশন মাত্রই যে দৃষ্ট স্থান অবিলম্বে ক্ষীত হয় ইহা আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। ডাং হিউজ উদ্ধৃত মধুমক্ষিকা দৃষ্ট বোগীর অচিরাতঃ সর্কগাত্র ক্ষীত হওয়ার বিষয় ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি, ইহাই **এপিসের** শোথ লক্ষণ। **এপিসের** প্রদাহিক রোগমাত্রেই ইহার অতি ত্বরায় উপস্থিতি তাহার অতি নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক; কেননা অগ্নাত ঔষধের প্রদাহিক রোগে রুগ্ন শরীরস্থান বা যন্ত্র ন্যূনাধিক ক্ষীত হইলেও তাহা ফাইব্রিণ প্রভৃতি প্রাদাহিক স্রাব নিবন্ধন হয়। **এপিসের** ক্ষীতি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কৌষিক বা সেলুলার উপাদান মধ্যে শোণিতের সিরাম বা রসভাগ প্রবেশ করায় এইরূপ ক্ষীতি জন্মে। স্থান বিশেষে, যেমন গলদেশের প্রদাহে, বর্ধিত ও শোণিত উপজিহ্বা, চক্ষুর প্রদাহে তাহার অধঃপুটের নিম্নত্বক এবং সাধারণ শোথ রোগে অণ্ডকোষবেষ্টক জলপূর্ণ থলির গ্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ জলশোথের-বর্তমানতা **এপিসের** তরুণ এবং পুরাতন বহুতর রোগের প্রধানতম প্রদর্শক বলিয়া গৃহীত।

চিকিৎসা।

হাইড্রকেফালাস বা মস্তিষ্কোদক।—রসকিল্লী বা সিরাস মেধেণ **এপিস** কর্তৃক সাক্ষাত ভাবে আক্রান্ত হয় তাহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অগ্নাত রসকিল্লীর প্রাদাহিক রোগের স্থায় মস্তিষ্ক-বেষ্টরসকিল্লীর সহজ ও সাধারণ প্রদাহে ইহার কার্য দৃষ্ট হয় না। ইহা

মস্তিষ্কের রসবিদ্যার গুটিকোৎপত্তি রোগের বা টুবারকুলার প্রদাহের অবস্থা বিশেষের এক মাত্র ঔষধ। শিশু মস্তক আবর্তন করিয়া অবিরত উপাধানভ্যন্তরে প্রবেশকরাইতে থাকে এবং শিরোনুষ্ঠান হয়। অচৈতন্য শিশু মধ্যে মধ্যে হৃদয় বিদারক কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া জাগ্রৎ এবং অচিরে পুনঃ আজ্ঞানাভিভূত হয়। এই বিকট চীৎকার দ্বারা রসবিদ্যা প্রদাহের পূর্ব কথিত ছলবেঁধার ন্যায় বেদনার হঠাৎ আক্রমণ প্রকাশিত হয়। শিশুর শরীরের এক পার্শ্ব তড়কা বা কনভালসন দ্বারা আক্রান্ত হয় অথ পার্শ্ব নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকে। চক্ষুর বক্রদৃষ্টি, দ্রুত দুর্বল নাড়ী এবং মুত্রের স্ফলতা ইহার অন্যান্য লক্ষণ। ইহাতে অতি শীঘ্র মস্তকে জল সঞ্চিত হয় এবং রোগী প্রগাঢ় অচৈতন্যাবস্থায় যায়। এপিস অতি ধীরক্রিয়াশীল ঔষধ; কখন কখন ৩৪ দিবস পরে অতি বিলম্বে মুত্র-স্রাবের বৃদ্ধি দ্বারা ইহার কার্য প্রকাশিত হয়। রোগের উপরিলিখিত অবস্থায় এপিসই এক মাত্র ঔষধ। এ জন্ত যত পূর্বক ঔষধ নির্বাচন ও প্রয়োগান্তর ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক ঔষধের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া যাওয়া বাতায় চিকিৎসকের উপায়ান্তর নাই।

শিশুদিগের কলেরা এবং প্রভূত উদরাময়ে অনেক সময়ে হাইড্র কেমফালাস রোগ জন্মে এবং প্রায়শঃ তাহাতে ইহার অন্যান্য লক্ষণ সহ প্রসিদ্ধ কর্কশ চীৎকার উপস্থিত থাকিয়া এপিস প্রদর্শন করে। শিশুর পাতলা, ধলবৎ ও হরিদ্রাবর্ণ উদরাময় সাধারণতঃ প্রাতঃকালে বর্ধিত হয়। মলদ্বার সম্পূর্ণ শক্তিহীন থাকায় শরীর চালনা করিলেই মলত্যাগ হইয়া যায়। বিষ্ঠার দুর্বল ইহার অস্থায়ী লক্ষণ। রোগের অবস্থা অতি শোচনীয় হইলে মুত্রস্রাব কমিয়া যায়।

মিনিঞ্জাইটিস বা মাস্তকবেষ্টপ্রদাহ।—শিশুদিগের মস্তিষ্ক-বেষ্ট বিস্ত্রোতে গুটিকোৎপত্তি নিবন্ধন প্রদাহ বা টুবারকুলার মিনিঞ্জাইটিস

এর তরুণ মস্তিষ্কশোধ রোগেই এপিস দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। স্বপ্নভেদ বাহির না হইলে অথবা বুলিয়া যাইলে শিশুর ঘোর অচেতনতাবস্থায় মস্তিষ্কে ছুরিকাঘাত অথবা তীক্ষ্ণ তুল্যবেধবৎ বেদনা হওয়ায় শিশু মধ্যে মধ্যে কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠে এবং পুনঃ পুনঃ মস্তকান্তিমুখে হস্ত লইয়া যায়। মুগ্ধমণ্ডলের দোষিত ভাব এরোগের অন্ততম প্রকৃষ্ট লক্ষণ। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় মধুমক্ষিকাবিষ লক্ষণের প্রসিদ্ধ স্নায়বিক চঞ্চলতা বশতঃ রোগীর অস্থিরতা জন্মে এবং তাহাই ভাবী সাংঘাতিক রোগের প্রতি প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বেসাদনা এবং এপিস—প্রথমের রোগীর প্রবলতর লক্ষণ উৎপন্ন হওয়ায় প্রবল অরতাপ, শোণিত সঞ্চলনের প্রবলতাবশতঃ মুখের এবং চক্ষুর উজ্জ্বল লোহিত আভা এবং কেরটিডের দপদপানি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়; মস্তিষ্কের প্রবল রক্তাধিকো আবিল্যগ্রস্ত রোগী ভীতি-নিবন্ধন চীৎকার, ক্রন্দন এবং মধ্যে মধ্যে স্নায়বিক অসহিষ্ণুতা-প্রযুক্ত চমকিয়া উঠা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ের লক্ষণ দুর্বলতাবাঞ্জক। তহাতে স্নায়বিক চঞ্চল্য অধিকতর থাকে। রোগী মস্তকে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে কর্কশ চীৎকার করিয়া উঠে। মস্তিকে রসস্রাব প্রাধান্য ঘটিলে বেলু কার্য্যকরী হয় না।

হেলিবরাস্—স্নায়বিক উত্তেজনা ও চঞ্চলতা বিদূরিত হওয়ায় ও প্রতিক্রিয়ার অভাব বশতঃ রোগী অবসন্নাবস্থায় নীত হইলে হেলিবরাস্ এপিসের স্থলাভিষিক্ত হয়। ইহা এতদ্বলে প্রতিক্রিয়া পুনরানয়ন দ্বারা অল্প ঔষধের ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া থাকে। কুণ্ঠিত ললাটত্বক, বিস্তৃত কনীণিকা, প্রলম্বিতপ্রায় নিম্ন চুয়াল এবং প্রগাঢ় অচেতন ইহার লক্ষণ। রোগীর ললাট নীতল বর্ধসিক্ত থাকে এবং তাহার কোন এক হস্ত ও পদ অনৈচ্ছিকরূপে চালিত হয়।

প্রাণহীন—ইহাতেও রোগী এপিমেসের ভার চীৎকার করে। রোগীর অহুতি অল্পে বেঁচে মৃতক অত্যধিক বর্জিত হইয়াছে। ইহা শক্তির রক্তাধিক্য অপন্ন হইতে অধিকতর, এবং রোগী অত্যন্ত বমন করে।

জিহ্বাম—রক্তহীন রোগীর উদ্ভেদ বাহির অথবা পুটে না হওয়ায় ইহার রোগ জন্ম। পদের চঞ্চল গতি থাকে। রোগী অত্যন্ত দুর্বল। অচৈতন্য রোগীর নিম্ন চূয়াল বুলিয়া পড়ে।

সিকুটা—রোগের উদ্ভেদনার অবস্থায় সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ, হস্তাঙ্গুলির আনন্দন ও অজ্ঞানতা নিবারণ জন্য ইহার প্রয়োগ হয়। ইহা মৃতকে রসস্রাব নিবারণে সমর্থ।

গুন্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—যুবতীদিগের ঋতুরোধ বশতঃ গুন্মবায়ুরোগে এপিস কার্য্যকারী। ইহার রোগী অত্যন্ত বাত-প্রকৃতিবিশিষ্ট, উদ্ভেদনাপ্রবণ, চঞ্চল এবং চপল। অসতর্কতা বশতঃ হস্তের বস্ত্র আলিত হয়। অল্পপুঙ্ক্ত স্থলে রোগিনী হাস্ত করে। কাম প্রযুক্তি উদ্ভেজিত থাকায় ইহারা বড়ই দীর্ঘাষিত।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—জান্তববিষয়টি পক্ষাঘাত অতি বিরল ঘটনা নহে। উজ্জ্বল ডিক্‌থিরিয়া ও টাইফয়েড এর প্রভৃতি স্নায়বিক শক্তিক্ষয়মূলক এবং মস্তিষ্কে প্রদাহ নিবন্ধন করিত রসের চাপ বশতঃ পক্ষাঘাত রোগে এপিমেস প্রয়োগ সফলপ্রদ। এই সকল রোগের পূর্বে হাম প্রভৃতি হৃদযন্ত্রের অর হইলে অথবা উদ্ভেদ বসিয়া যাইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকারের আশা করা যায়। এ স্থলে সালফার ও সাতায্যকারী।

চক্ষুরোগ—কঞ্জাংটিভাইটিস্ বা যোজকবিদ্রাবী প্রদাহ ; কর্নিয়াল ওপেসিটি বা স্বচ্ছাবরকের অস্বচ্ছতা ; এস্ট্রেন-

পাইয়া বা দৃষ্টিদৌর্বল্য ; ষ্টিয়াফিলমা বা কর্ণিয়াদি চক্ষু উপাদানের বাহিনিঃসরণ।—গণমানুষীয় চক্ষুপ্রদাহে এপিস্ উপকারী ঔষধ। রাসেন্সর দ্বায় ইহাতেও কনীণিকার চতুর্পার্শ্বে ও চক্ষুপুটে আবরক ঝিল্লীর রক্তপূর্ণতা বশতঃ অত্যন্ত ক্ষীতি বা কিম্বাস্ জন্মে। চক্ষুর আলোকাসহিষ্ণুতা, বেগে জলশ্রাব এবং প্রদাহের বিসর্পবৎ প্রকৃতি প্রভৃতি সকলই রাসেন্সর সাদৃশ্য প্রকাশ করে। প্রভেদ এই যে রাসেন্সর দ্বায় এপিস্ পুয়োৎপত্তি হয় না, হল বেধার দ্বায় বেদনা থাকে এবং ইহার রোগযন্ত্রণার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি এবং চক্ষুপুটে শীতল জল প্রয়োগে হ্রাস হয়। ইহার চক্ষুপুটের বিসর্পবৎ প্রদাহ-যুক্ত স্থান দেখিতে নীললোহিত ও জলপূর্ণ স্বচ্ছক্ষীতিবৎ। রাসেন্সর আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা ও চুলকনার রজনীতে, বিশেষতঃ মধ্য রজনীর পরে বৃদ্ধি ও তাপ প্রয়োগে হ্রাস। ইহার বিসর্পবৎ প্রদাহ দেখিতে কালচে লোহিত, এবং গণ্ডে রসবিধিকা জন্মে। বিসর্পাক্রান্ত স্থানের অধিকতর জ্বালা ও চুলকনা। ক্ষয়িত চক্ষু জলের উষ্ণতা, বেদনার তীক্ষ্ণতা এবং শোথ প্রভৃতিতে এপিস্ রাসেন্সর তুল্য। প্রভেদ এই যে রাসেন্সর চক্ষুজল অধিকতর তীব্র। শোথিত চক্ষুপত্র নীল লোহিতের পরিবর্তে পাণ্ডুর এবং চক্ষুপত্রের কিনারা অধিকতর লাল। ১২টা রজনীর পর রাত্রি ২ হইতে ৩টা রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি ও সাধারণতঃ তাপ প্রয়োগে উপশম হয়। গণ্ডমালা রোগে রোগী বাহিরের শীতল বাতাসে চক্ষু চাহিতে পারে কিন্তু গৃহমধ্যে অন্ধকারেও তাহাতে সক্ষম হয় না। রাসেন্সর রোগী এপিস্ রোগী অপেক্ষা অধিকতর অস্থির।

এপিস্ রোগের চক্ষুপত্র শোথিত, ক্ষীত ও লোহিতবর্ণ। চক্ষুপুটের কিনারা জ্বালাযুক্ত এবং চক্ষু জুড়িয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে চক্ষুভেদকারী তীর বেধের ন্যায় বেদনা হইলে শীতল জল প্রয়োগে

উপশম । প্রথম রাতে ইহার যন্ত্রণা অধিকতর থাকে । ক্যালি বাই ইহার পুরে সুফলপ্রদ ।

পাঠকালে চক্ষুর চনচনিসহ জ্বালা, জলস্রাব এবং চক্ষুপত্রের চুলকনা, জ্বালা এবং হলবৈধার দ্বারা বেদনা প্রভৃতি লক্ষণসহ চক্ষুদৌর্বল্যে ডাং ক্যারিংটন এপিস দ্বারা উপকার পাইয়াছেন । ট্যাফিলমা ও চক্ষুর অস্বচ্ছতাও ইহা দ্বারা উপশমিত হয় ।

ইডিয়াগ্ৰটিডিস বা স্বরযন্ত্র-দ্বারশোথ ।—গলদেশের প্রদাহিক রোগে, বিশেষতঃ ডিফথেরিয়া রোগে কখন কখন আক্রান্ত গলদেশের সংস্থেতা বশতঃ স্বরযন্ত্র দ্বার ক্ষীত, লোহিতবর্ণ এবং শোথযুক্ত হওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাসের ভয়াবহ কষ্ট উপস্থিত হয় । উপরিউক্ত শোথ এস্থলে শ্বাস রুদ্ধের বুদ্ধির প্রধানতম কারণ হওয়ায় এপিসের প্রদর্শক হইয়া থাকে । ক্লোরিন ইহার সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত ।

স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্ ।—উপরিউক্ত প্রদাহ অধোগামী হইয়া স্বরযন্ত্রকোটর আক্রমণ করিলে ও শোথ তাহাতে প্রধান উপসর্গরূপ বর্তমান থাকিলে যদি পূর্কোক্তরূপ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় তাহাতেও এপিস্ এবং ব্রমিন আমাদিগের সর্বোৎকৃষ্ট সহায় বলিয়া গণ্য । সম্পূর্ণ স্বরযন্ত্র আক্রান্ত হইলে পুনঃ পুনঃ তাহার আক্ষেপ উপস্থিত হওয়ায় অধিকতর কষ্টের কারণ হইয়া থাকে । কিন্তু জলশোথ বর্তমান থাকিলে ঔষধের পরিবর্তন আবশ্যক হয় না । শোথ না থাকিলে স্যাশুকাস্ প্রয়োগোপযোগী ঔষধ ।

বিসর্প এবং গলদেশের প্রদাহ ও সাধারণ শোথ রোগে সংশ্রবে এবং উভয়ের বলিয়া যাওয়ায় স্বরযন্ত্রপ্রদাহ ও শোথ জন্মিলে এপিসের বিশেষ কার্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহা সাধারণ শোথ রোগে বিশেষ ফলপ্রদ নহে ।

হাঁপানিরোগ বা এডমা।—এপিসেন্স হাঁপানিরোগের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে “রোগী বুঝিতে পারে না যে সে কি প্রকারে পুনর্বার শ্বাসগ্রহণে সক্ষম হইবে”। বক্ষশোধ বা হাইড্রথোরাক্স, হৃৎবেষ্টশোধ বা হাইড্রপেরিকাডিয়াম এবং ফুসফুসে জলসঞ্চয় বা ইডিমা পান্নানাম ইহার যে কোন রোগে শ্বাসরুদ্ধ উপস্থিত হউক না কেন উপরি উক্ত ‘আর শ্বাস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না’ এইরূপ সন্দেহসূচক ভাব প্রকাশ করা এপিস রোগের উৎকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে।

ত্রিভিন্নরোগী অতি গভীর শ্বাস গ্রহণ করায় বোধ হয় যেন ফুস-ফুস মধ্যে প্রচুর বায়ুর অভাব বশতঃ সে তরুণ করিতেছে ; গ্রিওলিয়া **রোবাষ্টারোগী** নিজাগত হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের রোধ হওয়ায় হঠাৎ চমকের সহিত জাগ্রত হয় ; হিউমিড বা আর্দ্র অথবা স্লেম্মাপ্রধান এবং তরুণ সর্দিজ হাঁপানি রোগেও ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় ; পুরাতন, পৌনপুনিক হাঁপানিরোগের দুই প্রহর রক্তনীর পর আক্রমণ হইলে, রোগী অত্যন্ত উৎকণ্ঠায়ুক্ত ও অস্থিরতা বশতঃ শয়নে অক্ষম হইলে এবং অতিশয় দুর্বল ও রক্তহীন রোগীর বক্ষে জ্বালা থাকিলে ইহা উপকারী ; কোন কোন বিষয়ে **ইপিকা** রোগসহ ইহার সদৃশ দেখা যায় এবং ইহা তাহার পরে প্রয়োজ্য। ডাং বেয়ার এবং ডাং জসেট **আসেন্নিককে** এ রোগের সর্বপ্রধান ঔষধ বলিয়াছেন।

প্লুরিসি বা ফুসফুসবেষ্টপ্রদাহ।—এই রোগে ফুসফুস-বেষ্টগহ্বরে জল সঞ্চয় হইলে বা হাইড্রথোরাক্সরোগ জন্মিলে যখন অয়ের হ্রাস হইয়া যায় তখন এপিস প্রযোগে জল শোষিত ও দূরীভূত হওয়ায় রোগী আরোগ্য লাভ করে।

সাল্ফার—ইহা সর্বপ্রকার রক্ত্রাবের পক্ষেই উপকারী ;

ইহার যোগে সৃষ্টিবেধবৎ বেদনা বাম ফুসফুস ভেদ করিয়া পৃষ্ঠে যায় ও চিত্ত ভাবে শয়নে এবং পাত্র চালনার তাহার বৃদ্ধি হয়। এক-
নাইট ও ব্র্যান্ডনিয়ার পর ইহার প্রয়োগ সুকলপ্রদ।
রসশোধনের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিপার সাল্ফার—প্লুরিসিরোগে ব্রকাইটিস উপসর্গ থাকিলে
এবং পুষ সংকর হইলে হিপার দ্বারা মহত্বপূর্ণ হয়। হিপারের
নিজস্ব প্রদর্শক (আটাবুস্ত তত্ত্বজ্ঞানরসপ্রাব) বর্তমান থাকিলে বা প্লাস্টিক
প্লুরিসি রোগে ইহা প্রায় নিশ্চিত ফলদায়ক ঔষধরূপে কার্য্য করে।
বক্ষবেষ্টগত্বের পুষসংকর নিবন্ধন ক্ষয়কাসের উপক্রম হইলেও ইহা দ্বারা
মহত্বপূর্ণ হয়।

হ্রোগ—হ্রেষ্টপ্রদাহ এবং হাইড্রপেরিকাডিয়াম।—
“রোগী বুঝিতে পারে না কি করিয়া আর শ্বাস টানিতে লক্ষ্য হইবে,”
এইরূপ অসুভূতিসূচক শ্বাসকৃচ্ছ এবং ছুরিকাঘাত ও জলবেধবৎ বেদ-
নাদিরূপ প্রদর্শক লক্ষণযুক্ত হ্রেষ্টের প্রদাহ ও জল শোধরোগে
এপিস মহৌষধ বলিয়া বিবেচিত ; হৃৎকম্প, অস্থিরতা, উৎকর্ষা
এবং শয়নে ভয়াবহ শ্বাসকৃচ্ছ প্রভৃতি লক্ষণের বর্তমানতায় ইহা অস
সহ অতুলনীয়। হ্রৎপিণ্ড প্রদাহ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগে ইহা যে
সকল ঔষধসহ তুলনীয় নিম্নে তাহার উল্লেখ করা বাইতেছে :—

আর্সেনিক—আস্থিরতা, অবিরত স্থান পরিবর্তন এবং
শ্বাসকৃচ্ছ উভয় ঔষধ প্রায় সমক্রীয়। কিন্তু এপিসের চঞ্চলতা
(Fidgetiness), শিথিলতাহীন ফেকাসে শোধযুক্ত অঙ্গ উভয় ঔষধে
দৃষ্ট হইলেও অনেক স্থলে এপিসে বকের রক্তিমতা, চুলকনা অথবা
বিসর্পও অবস্থ। এবং রোগীর তৃষ্ণাহীনতা বর্তমান থাকিয়া আর্স
হইতে প্রভেদিত করে।

এপসাইনাম কেনা—ইহার নাড়ীর ক্ষুদ্রতা ও

দুর্বলতা এবং হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়া নিবন্ধন তাহার কখন দুর্বল ও কখন সবল ভাব যথেষ্ট প্রভেদক।

এস্পান্তোগাস—হৃদ্ধিদিগের নাড়ীস্পন্দন দুর্বল এবং স্বক্কের বহিঃপার্শ্বে বেদনা থাকিলে উপযোগী।

কাসি বা কফ।—অনেক সময়েই কাসির নিবারণে **এপিস** প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ষ্টার্ণাম অস্থির উর্দ্ধ কোটরস্থানের উত্তেজনায় এবং স্বরযন্ত্রের সামান্য চাপেই কাসির উদ্রেক হয়। শ্বাসনালীর উর্দ্ধভাগের সর্দিপ্রযুক্ত দ্ব্যস্তাধ্বনিবৎ কাসি। মধ্যরাত্রির পূর্বে কাসি হইয়া নিদ্রাভঙ্গ হয়, কিছুই উঠিতে চাহে না, কিন্তু ছিঁড়িয়া কিছু মাত্র উঠিলেই কাসির নিবৃত্তি হয়, রোগী গয়ার গিলিয়া ফেলে। অধিকাংশ সময়ে বক্ষশোধ নিবন্ধন ইহার কাসি হইয়া থাকে।

নাকস্ ভমিকা—শ্বাসনালীতে কর্কশ, টাছা ভাবের অহুত্ব, এবং শ্বাসনালীর উর্দ্ধাংশে স্লেয়া সংলগ্ন থাকার কাসি হয়।

ক্যাম্বিলি—কাসিসহ মানসিক উত্তেজনা থাকে।

আসেনিক—সুপ্রাষ্টার্ণাল কসাতে অত্যন্ত আলায়ুক্ত শুড়শুড়ি উৎপন্ন করিয়া জলশোধ ও হৃদ্রোগ প্রভৃতিতে ইহা কাসি উপস্থিত করে। এই স্থলেই ইহা **এপিস** সহ তুলনীয়।

মুখক্ষত, “জাভী ঘা” বা **এপ্‌থাস** সোর মাউথ।—জিহ্বা এবং মুখ প্রদাহযুক্ত। জিহ্বার অগ্রভাগ লোহিতবর্ণ ও জিহ্বা ক্ষীত, চকচকে ও শুষ্ক থাকে এবং কাটে; তাহার পার্শ্বে একক ভাবে অথবা দলবদ্ধরূপে রসবিম্বিকা জন্মে। মুখ, বিশেষতঃ জিহ্বাপার্শ্ব কল্লান বোধ হয় এবং তাহা প্রসিদ্ধ ছলবিদ্ধবৎ বেদনায়ুক্ত থাকে।

টনসিলাইটিস্ বা টনসিলগ্রন্থি প্রদাহ।—টনসিলের সাধারণ প্রদাহে **এপিসেন্স** প্রসিদ্ধ শোধ ও ছলবেধানু-কৃতি বর্জমান থাকিলে ইহা অমোষ ঔষধরূপে কার্য্য করে। গ্রন্থির

অত্যন্তরীণ উপাদান আক্রান্ত হইলে (Paranchymatous) ইহা কার্যকরী হয় না। গলদেশের বহিরভ্যন্তর উভয়ই ক্ষীত হয়। **বেলাডোনা** গ্রন্থির অত্যন্তরীণ উপাদানও আক্রমণ করিয়া থাকে এবং রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবহৃত হয়। ক্ষীত গ্রন্থির উপরি-ভাগে বহুতর ফলিকিউলার বা নলীগ্রন্থি মুখ হইতে রসস্রাব হইতে থাকে।

ল্যাকেসিস্—আক্রান্ত স্থান কালচে ও উগ্রদৃশ্যযুক্ত। তাহাতে অত্যধিক ক্ষীতি ও স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা থাকে। দূষিত, পাতলা ও দুর্গন্ধ পুয় নির্গত হয়।

ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক সর্বিল্লীক গলশ্ফট।—

এপিস্‌রোগে অরের বিশেষ প্রবলতা থাকে না। কিন্তু গলাভ্যন্তরীণ টনসিল, উপজিহ্বা, স্বরযন্ত্রদ্বার এবং নিকটস্থ যাবতীয় স্থানে **শোথ, ছল বৈধার** ন্যায় বেদনা এবং জিহ্বায় টাটানির বর্তমানতা ও ফোঁকা অতি পরিস্ফুট প্রদর্শক লক্ষণ রূপে বর্তমান থাকিয়া এই দুষিত ও সাংঘাতিক রোগে **এপিস্‌সেল** প্রয়োগিতার পরিচয় দেয়। স্বর-যন্ত্রদ্বারের শোথযুক্ত ক্ষীতি বশতঃ শ্বাসক্লঙ্ঘ এবং গলাভ্যন্তরে পূর্ণ বোধ নিবন্ধন মিথ্যা গলাধঃকরণ চেষ্টা হয় এবং বেদনার বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী ভয়াবহ যন্ত্রণা ভোগ করে। গলার বহির্দেশে বিলম্ববৎ প্রদাহ ও ক্ষীতি জন্মে এবং প্রশ্বাস বায়ু অবস্থানুসারে কখন দুর্গন্ধ হয়, কখন বা হয় না। উভয় টনসিলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ টনসিলে ধূলরবর্ণ, লমল ও চিমলা কিল্লী জন্মে, উপজিহ্বা দোষিতে প্রলম্বিত ও জলপূর্ণ বলির দ্বারা প্রতীর্ণমান হয়। রোগী অত্যন্ত দুর্বল ও অস্থির থাকে, নাড়ী ক্রান্ত ও দুর্বল হয়। বৃদ্ধস্রাবের অভাব (suppression) **এপিস্‌সেল** নিশ্চরায়ক প্রদর্শক।

ডিফথিরিয়ারোগে ল্যাক্‌সেপিস্‌সেল কিকিং ব্যাতি লাভ করিয়াছে; **এপিস্‌সেল** দ্বারা ইহাতেও গলার বহিরভ্যন্তর উভয়ই

ক্ষীত হয়, কিন্তু ইহার শরীরচালনা এপিসেসের ত্রায় সাধারণ
স্নায়বিক চঞ্চলতা (Fibgetiness) জ্ঞাপক নহে, আস'ওরাসের
ত্রায় যন্ত্রণা প্রসূত। মূত্রের স্বল্পতা বা রোধ এপিস্, ল্যাক
'কেনি এবং ক্যাছারিসে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিড্‌নি বা বৃকক রোগ—এম্বুমিনুরিয়া, লালামেহ
বা ব্রাইটস্‌ডিজিজ্।—লালামেহ রোগের পুরাতন অবস্থায়
এপিসেসের বিশেষ প্রসিদ্ধি নাই। ইহা তরুণ রোগের অবস্থানুসারে
বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ। যে কোন প্রকার লালামেহরোগে, বিশেষতঃ
আরক্ত অরাস্তিক রোগে কিড্‌নির মূহ্ বেদনা, মূত্রের স্বল্পতা এবং পুনঃ
পুনঃ মূত্রত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা উপযোগী। মূত্রে
প্রভূত পরিমাণ এম্বুয়েন এবং শোণিতকণিকা থাকে। অতি শীঘ্র
জলশোথ লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং মূত্রাঘাত ও কখন কখন ত্বকে
আমবাতের ত্রায় উদ্ভেদ জন্মে। জলশোথ সর্ব শরীরে হইলেও মূখে,
উর্দ্ধাধ অঙ্গে, উদরীকূপে উদরে, ইডিমাপাল্লনাম রূপে ফুসফুসে ও
জলপূর্ণ থলির ত্রায় নিম্ন চক্ষুপুটের অধোদেশে ও অণ্ড-
কোষবেষ্টে যে শোথ জন্মে, তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বক-
শোথে সাধারণতঃ গাত্রবর্ণ সাদাটে, গৌরবর্ণ গাত্র ধবল-প্রায় বোধ
হয়। মস্তক, পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা থাকে। রোগী নিদ্রালু
ও অবসাদগ্রস্ত এবং শরীর ঘৃষ্টবৎ বেদনামুক্ত। ডাং ডিউই
টিংচারের পরিবর্তে ট্রিটুরেসনের ব্যবহার করিতে বলেন। ক্যালোটিনা বা
আরক্ত অরাস্তিক এম্বুমিনুরিয়ারোগে ডাং কাফ্‌কা হিপিাক্স প্রয়োগের
উপদেশ দেন এপিস্ রোগে, বিশেষতঃ ইডিমা পাল্লনাম
থাকিলে, খালকট জন্ত রোগী “বুঝিতে পারে না সে কি করিয়া
সুন্দরী খাল গ্রহণে লব্ধ হইবে” এইরূপ বলিতে থাকে এবং ইহা
একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

**মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাশ্লতা এবং মূত্রাঘাত বা সাপ্রেসন অব্-
য়ুরিণ।**—এপিস দ্বারা মূত্রাশ্রাবের অতি গভীর পরিবর্তন ও
বিকার সাধিত হয়। মূত্রাশ্লতা, অথবা মূত্রের সম্পূর্ণ অভাব, নিদ্রালতা,
শরীরের স্থানে স্থানে জলশোথ, তৃষ্ণাহীনতা এবং শয়ন করিলে শ্বাসকৃচ্ছ্র
প্রভৃতি এপিসের প্রকৃষ্ট লক্ষণ। ইহাতে মূত্র কৃষ্ণবর্ণ, প্রভূত
এষুমেন বা ষ্বেত-লালাপূর্ণ এবং মূত্রনলীর “ছাঁচ” বা “কাঠি”
বৃক্ক থাকায় সহজেই অনুমিত হইবে যে ইহা প্রায় সর্ব প্রকার
এষুমিহুরিয়া রোগের পক্ষেই উপযোগী হইতে পারে। শিশুদিগের মূত্র-
কৃচ্ছ্র নিবারণে অনেক সময়েই ইহা আমাদিগের সাহায্যকারী।
ইহাতে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছায় সামান্য কতিপয় কোটা করিয়া
মূত্রত্যাগ হয়। অস্তায় লক্ষণ মধ্যে মূত্রস্থালীগ্রীবীর উত্তেজনা এবং
অনৈচ্ছিক মূত্র ক্ষরণ প্রধান। ক্যান্সারিসের অপব্যবহার
প্রযুক্ত মূত্ররোধ এবং মূত্রস্থলীর প্রদাহ এতদ্বারা আরোগ্য হইয়া
থাকে। এপসাই ও আসের অত্যন্ত পিপাসা এপিস
হইতে তাহাদিগকে প্রভেদিত করে।

স্ত্রীজননেদ্রিয় রোগ।—এপিসের ক্রিয়ায় বহুতর
স্ত্রীজননেদ্রিয় লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, একত্ব স্ত্রীজননেদ্রিয়সহ ইহার
যে বিশেষ ক্রিয়াগত সম্বন্ধ আছে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। স্ত্রীজননে-
দ্রিয়সহ ইহার এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের রোগ
চিকিৎসায় অতি নিরুদ্বেগের ঔষধ সহজেই জরায়ুর সঙ্কোচন উৎপন্ন
করে। অতএব স্ত্রীলোকদিগের উপরিউক্ত অবস্থায় অতি সাবধানতার
সহিত ইহার উচ্চ ক্রমের প্রয়োগই সর্বতোভাবে সঙ্গত। তৃতীয়
মাসে কি তৎপূর্বেও ইহা গর্ভপাত সংঘটিত করিয়াছে।

অর্ন্তবাতাব বা এমেনরিয়া।—ঋতুশ্রাবের অভাব ঋতায়
মস্তকে শোণিতাধিক্য জন্মিলে এপিস ঋতুশ্রাব পুনরানয়নে

সক্ষম। নিম্নাভিমুখে জরায়ুর ঠেল মারা উপস্থিত হয়, কিন্তু ঋতুস্রাব হয় না। ন্যূনাধিক গুণ্ণাবায়ুলক্ষণযুক্ত যুবতীদিগের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল রোগী বাত্যাচ্ছন্ন থাকে এবং ইহাদিগের অসামঞ্জসীভূত পেশীক্রিয়া বশতঃ অসাবধানতা নিবন্ধন বস্তু হস্তস্থলিত হয়। মুখমণ্ডল শোণিত-চ্ছটায়ুক্ত থাকে।

অণ্ডাধার রোগ বা ডিজিজেস্ অব্দি ওভারি—অণ্ডাধার প্রদাহ বা ওভারাইটিস্, অণ্ডাধারের অর্বুদ বা টিউমার।—এপিসের ঔষধ গুণ পরীক্ষায় বহুতর অণ্ডাধার লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং কার্য্যক্ষেত্রেও রোগচিকিৎসায় ইহা যথোপযুক্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ল্যাকেসিসের রোগ যেস্তপ বাম অণ্ডাধারে হয়, এপিসের রোগ তদ্রূপ প্রায়শঃই দক্ষিণ অণ্ডাধারে সীমাবদ্ধ থাকে। ইহা অণ্ডাধারে অতি প্রবল রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন করে। ইহাতে দক্ষিণ কুচকী প্রদেশের তীক্ষ্ণ টাটানি, হল বেঁধার ত্রায় অমুভূতি, জ্বালা ও কিঞ্চিৎ ক্ষীতি জন্মে। অণ্ডাধারের কোষ-গর্ভ অর্বুদ বা সিষ্টিক টিউমাররোগের, বিশেষতঃ তাহার প্রথম বা প্রারম্ভাবস্থায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; ইহার যথোপযুক্ত ব্যবহারে অনেক রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। জ্বালাযুক্ত বেদনা, হলের ত্রায় বেঁধা, দক্ষিণ উরু বাহিয়া অসাড়তা, বকের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা এবং অণ্ডাধারের সহায়ভূতি প্রযুক্ত কাসি প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ।

মার্কু রিসাস কর্ন—ডাং হিউজ অণ্ডাধারের স্নায়ুশূল রোগে ইহার প্রশংসা করেন। অন্তবেষ্ট আক্রান্ত হইলে ইহা ফলপ্রদ।

বভিষ্টা—ইহাও অণ্ডাধারের অর্বুদ আরোগ্য করিয়াছে।

আঙ্গুলহাঁড়া বা প্যানারিটাম।—অঙ্গুলী অতি দ্রুত

গতিতে ক্ষীণ ও তাহার উপরিভাগ উজ্জ্বল লোহিত ও টান টান হয় ।
আলায়ুক্ত হলবৈধার ত্র্যয় বেদনা এপিসেমের প্রদর্শক ।

রসবাত রোগ বা রিউম্যাটিজম্ ।—পেশী ও সন্ধি উভয়ের
রসবাত রোগে অবস্থানুসারে এপিস ফলপ্রদ হইলেও সন্ধির প্রদাহ-
যুক্ত তরুণ রসবাতরোগেই ইহা সাধারণতঃ প্রদর্শিত । আক্রান্ত
শরীরার্থ অনমনীয় এবং সামান্য চাপেই অত্যন্ত টাটানিয়ুক্ত । অনেক
সময় তাহাতে অসাড়া জন্মে । সন্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ, এবং তাহাতে
যেন টানিয়া বিস্তৃত করার ভ্রায় অভূত্বিত ; কখন বা তাহা ক্ষীণ ও
ফেকাসে লাল থাকে । এপিসেমের প্রসিদ্ধ আলায়ুক্ত হলবেদন
বদনা ঔষধ নির্বাচনের পক্ষে সাহায্য কারী ।

সাইনভাইটিস্ ।—গণমালাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদেগের রোগেই
এপিস্ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে এবং জাহ্নসন্ধির রোগে ইহার
লক্ষণ নিচয় অতি পরিস্ফুটরূপে দেখা দেয় । আক্রান্ত সন্ধি ফেকাসে
লোহিত বর্ণ ও টানটান থাকে । তীক্ষ্ণ ছুঁকাঘাতবৎ এবং হলবৈধার
ত্র্যয় বেদনা সামান্য অঙ্গ চালনায় বদ্ধিত ও শৈত্য প্রয়োগে
উপশমিত ।

আক্সিডিন—গণমালাধাতু শিশুদিগের জাহ্নসন্ধির শোথে ইহা
এপিসেমের পরে বিশেষ ফলদায়ক ঔষধ ।

কেলি আক্সডেটাম্—সন্ধির স্পন্দন ক্ষীণ এবং সন্ধির
অভ্যন্তরে তাপের অভূত্বিত এবং চর্কণ ও গর্ভ করার ভ্রায় বেদনা
রজনীতে বদ্ধিত হইয়ায় রোগী অস্থির থাকিলে ইহা উপকারী ।

ব্রাসিনিয়া—ইহার রোগসহ এপিস রোগের অতি নিকট
সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । উভয়েরই সন্ধির ক্ষীণ ফেকাসে লোহিত
ও টান টান ; হঠাৎ বা দ্রুত হলবৈধার ত্র্যয় বেদনা উভয়েই বস্তুমান
থাকে ও সামান্য অঙ্গচালনায় বৃদ্ধি পায় । প্রভেদ এই যে এপিসেমের

বেদনা শৈত্য এবং ব্রাহ্মণের তাহা তাপ প্রয়োগে উপশমিত হয়। ব্রাহ্মণিক্সা স্বয়ত্ত্ব বা আঘাতনিবন্ধন উভয় প্রকার যোগেই উপকারী। অবস্থানুসারে একন বা বেনেলের পরে ইহা প্রযুক্ত হয়।

ডুপসি বা জলশোথ।—আরক্ত জ্বরের পরিণাম এবং তরুণ জ্বরের জলশোথ তৃষ্ণাহীন হইলে এপিস তাহার সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ডুপসি রোগের তৃষ্ণাহীনতা এপিসের বিশেষ প্রদর্শক। খলির ন্যায় স্ফীতি এবং সর্বশরীরের ঘৃষ্টবৎ বেদনাও ইহার অত্যুৎকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া খ্যাত। গাত্র সাদাটে ও কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ ভাবযুক্ত এবং মূত্র অতিশয় স্বল্প থাকে। এপিস প্রয়োগে মূত্রস্রাবের বৃদ্ধি হওয়ায় রোগের উপশম হয়। ইহার রোগে গাত্রে আমবাত জন্মিতে পারে। হৃদ্রোগনিবন্ধন জলশোথে পদের শোথ জন্মে; বক্ষশোথ রোগে (Hydrothorax) শ্বাসকৃচ্ছ ও নিকট মৃত্যুর অনুভূতি হয়, কিন্তু তাহা আস' এবং একন গায় থাকে না। চক্ষু অধদেশে জলপূর্ণ খলির ন্যায় স্ফীতি এবং সর্বশরীরের ঘৃষ্টবৎ বেদনাও ইহার প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করা যায়। রসঝিল্লীতে এপিসের প্রভূত ক্রিয়া থাকায় উদরী, বক্ষশোথ, মস্তিস্কোদক প্রভৃতির জলশোষণের সাহায্য দ্বারা ইহা মহত্বপূর্ণ সাধন করে। এই সকল রোগে এপিসের ট্রিটুরেশন প্রয়োগই বিধেয়।

সবিরাম জ্বর বা ইন্টারমিটেন্ট ফিবার।—জ্বরচিকিৎসায় এপিস কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং ইহার জ্বরে কতিপয় পরিস্ফুট লক্ষণ থাকায় ঔষধ নির্দ্বিগ্নেও অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া বিবেচিত হয়। কুইনাইনের অপব্যবহার দ্বারা বিকৃতিপ্রাপ্ত, যকৃৎ, ম্লীহা, এবং শোথাদি উপসর্গ সংযুক্ত অপেক্ষাকৃত কঠিন ও পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরের পক্ষে এপিস অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অপরূহ ৩টার সময় জ্বরাক্রমণ, শীতকম্পকালে তৃষ্ণা, তাপকালে কদাচিৎ তৃষ্ণার বিদ্যমানতা এবং ঘর্মের সময় তৃষ্ণার সম্পূর্ণ অভাব ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ ।

ইহার অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ মধ্যে উষ্ণ গৃহে এবং তাপ প্রয়োগে শীতের বৃদ্ধি, শীতসহ হস্ত পদের তাপ (বেলেন্ন বিপরীত), শীত এবং তাপকালে বক্ষ মধ্যে জ্বালা ও অস্বস্তি, স্বাসরোধের অনুভূতি এবং বর্ষাবস্থায় আমবাতের উদ্ভেদ প্রধান ।

এপিসের বিষব্রাবস্থার কষ্টপ্রদ লক্ষণাদিও রোগের গভীরতার পরিচয় প্রদান করে । পদ শোধযুক্ত ও শুষ্ক পাণ্ডুর হয় । মূত্র অত্যন্ত হয় এবং আমবাত বর্তমান থাকে । রোগী উভয় পার্শ্বের পশ্চাৎকাছির পশ্চাতের বেদনায় কষ্টানুভব করে ।

ডাং কেরল ডানহাম—“ঘর্মের অভাব এপিস জ্বরের প্রদর্শক ।”

ডাং হেরিং—“মধুমক্ষিকা যে সময় অসাধারণ বল প্রয়োগে দংশন করে তখন এপিস জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়” ।

টাইফয়েড জ্বর বা সন্নিপাতজ্বরবিকার ।—টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত জ্বরাদিতে এপিস্ প্রধানতঃ তাহার মানসিক লক্ষণ দ্বারা প্রয়োগিতা প্রকাশ করে । ইহার মুহু প্রকৃতির প্রলাপে অজ্ঞানাভিভূত রোগী বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্ট কথা বলিতে থাকে । মুখমণ্ডল কখন লোহিত বর্ণ ও শোণিতের আভাযুক্ত । ফেকাসে গৌরবর্ণ রোগীর মুখমণ্ডল অনেক সময়ে মোমের ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট, এবং কখন বা আনন্দের ভাবযুক্ত । শরীরের কোন স্থানে জ্বালাযুক্ত তাপ এবং স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক শীতলতা ; শুষ্ক প্রায়শঃ শুষ্ক থাকে, বর্ষ হইলেও অনারী দেখা যায় । রোগীর অন্ত্যন্ত বলহীন হওয়ায় উপাধানে মস্তক রক্ষায় অসমর্থ হয়, মস্তক উপাধানচ্যুত হওয়ায় রোগী শয্যায় পদপ্রান্তে নামিয়া যায় । জিহ্বা শুষ্ক ও লাল থাকে এবং কখন কখন তত্পরি লাধাটে বা কালুচে লেপ দৃষ্ট হয়,

তাহার পার্শ্বে রসবিধিক জন্মে ; বাহির করিতে দিহ্বা কণ্ঠিত হওয়ার ল্যাকেসিসের দ্বাৰা দন্তে আটকাইয়া যায়। এপিসেরোগী মিউরিসেটিক এসিডের রোগীর তায়ই দুর্বল। কিন্তু শেবোক্তের অন্য রোগপ্রবণ দূষিত খাদ্য প্রভেদকস্বরূপ বর্তমান থাকে।

আরক্ত জ্বর বা স্ফাল্ট্ ফিবার।—প্রবল জ্বর, দ্ব্যয়িক অসোয়ান্তিবশতঃ চঞ্চলতা, মুখ এবং গলদেশের লোহিতাভা, কোকায়ুক্ত দিহ্বা, ত্বরিত দুর্বলতার আক্রমণ, মূত্রাশ্রুতা, তন্দ্রা এবং আরক্ত জ্বরের উদ্ভেদসহ ঘামাচির বর্তমানতা এপিসেরোগের সাধারণ লক্ষণ। ত্বকে, ও গলাভ্যন্তরে প্রায়শঃ শোথ উৎপন্ন হয় এবং ত্বকে চিমটি কাটা ও ছল বেঁধার তায় অনুভূতি জন্মে। আরক্ত জ্বরের পরিণামে এম্বুমিউরিয়া বা লালামেহ জন্মিলে ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বেলেডনা—উদ্ভেদের মসৃণতা, উজ্জ্বল লোহিতাভা এবং ঘামাচির অভাব ইহার বিশেষতা। শরীর তপ্ত এবং মুখমণ্ডল আরক্ত, অথবা রোগী বিশেষে তাহা পাণ্ডুর থাকে, কিন্তু এপিসের তায় পাণ্ডুর এবং শোথযুক্ত হয় না। গ্রীবাগ্রস্থিচয় স্ফীত হইতে পারে, কিন্তু তাহার কৌষিকবিধানে রসপ্রবেশপ্রযুক্ত এপিসের তায় স্ফীতি ও বিসর্গবৎ নীলাভা জন্মে না।

বাসপ বা ইরিসিপেলাস।—এপিসের রোগাক্রান্ত স্থান প্রথমে গোলাপী লোহিতাভা থাকে এবং শোথিত হইলে পরে তাহা কালচে এবং নীললোহিত হইয়া যায়। শোথ অতি শীঘ্রই উপস্থিত হয়, এবং আক্রান্ত শরীরাংশের টাটানি ও স্ফুটবৎ বেদনা জন্মে। রোগ কোন কঠিন স্থানকে কেন্দ্র করিয়া চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত হইলে ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত। ইহা বেলেডনা ও ক্লাসের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে। ইহাতে বেলেডনা প্রবল এবং তীব্রতা বিশিষ্ট প্রদাহ ও তদনুযায়িক রক্ত স্থানের উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, দগ্ধপানি বেদনা প্রভৃতি

থাকৈ না । **রাসেন** ইহার ঋয় আক্রান্ত স্থানে কাসুচে লোহিতবর্ণ এবং জ্বালা ও হুল বেঁধার অল্পভূতি থাকিলেও তাহার চুলকণার আধিক্যযুক্ত ফোকার বর্তমানতা ইহাতে দৃষ্টিগোচর হয় না । মুখমণ্ডল আক্রান্ত হইলে **এপিসের** রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বামপার্শ্বে ও **রাসেন** রোগ বাম পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে যায় । **রাসেন** ফোকা ও **এপিসের** শোথ উভয়ের প্রদর্শক । মুখমণ্ডলের রোগে নীলাভা জন্মিলে **এপিস** ও **ল্যাকেসিস** তুল্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু অত্যন্ত লক্ষণে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক ।

ক্যাস্চারিস্—ইহার রোগে বৃহৎ বৃহৎ ফোকা জন্মে এবং ফোকা বিদৌর্ণ হইলে বিদাহী শ্রাব নির্গত হয় । নাসিকোপরি বিসর্প আরম্ভ হইয়া ইতস্ততঃ বিস্তৃত হয় । ইহার সূক্ষ্মতর হুলবেধ ও জ্বালাকর বেদনা এবং তৃষ্ণার বর্তমানতা প্রভেদক । ইহার মূত্রলক্ষণের স্থায়ত্বের নিশ্চয়তা নাই ।

স্কফরবিয়ান্—ইহাতে বৃহৎ বৃহৎ পীতবর্ণের রসবিষ জন্মে এবং প্রবল জ্বর হয় । ইক্ষুর পাক ও খননবৎ বেদনাসহ মস্তক এবং মুখমণ্ডলের বৃহৎ বৃহৎ রসবিষযুক্ত বিসর্প রোগের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য ।

বসন্ত রোগ বা ভেরিয়লা — অত্যন্ত শোথবৎ ক্ষীতি, হুলবেধবৎ বেদনা ও চুলকণা থাকিলে **এপিস্** উপকারী ।

আমবাত, শীতপিত্ত বা আর্বুটিকেরিয়া ।—ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা সবিরাম জ্বরকালে অসহনীয় চুলকণা, জ্বালা এবং হুলবেধামুভূতি সহ হঠাৎ লোহিতাভ সাদাটে ও দীর্ঘতর আমবাতের উদ্ভেদ জন্মিলে **এপিস্** উপকার করে ।

সাল্ফার—গাত্রময় চুলকনায়ুক্ত পুরাতন আমবাত রাত্রি কালে বৃদ্ধি হইলে ।

সিপিলা—দুগ্ধ কিম্বা শূকরের মাংসাহারে আমবাত জন্মিলে ।

লেক্চার ৪৫ (LECTURE XLV.)

রাস্ টক্সিকডেণ্ড্রন (Rhus Toxicodendron)

প্রতিনাম ।—রাস হিউমাইল ।

সাধারণ নাম ।—পয়জন ওক্ । পয়জন আইভি ।

জাতি ।—এনাকার্ডিয়েসি ।

জন্মস্থান ।—উত্তর আমেরিকার সর্বত্রই খোলা জমিতে, বেড়ার পার্শ্বে এবং জঙ্গলময় স্থানে গুল্মাকারে জন্মে ।

প্রয়োগরূপ ।—টাটকা পত্রের অরিষ্ট বা টিংচার ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—কতিপয় ঘণ্টা হইতে কতিপয় বৎসর (ডাং নিডহার্ড) ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম ।—সাধারণতঃ ১ হইতে ২০০ ক্রম, তদূর্দ্ধ নানাক্রমে ১০০০০০ (cm) পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।*

* লব্ধ প্রতিষ্ঠিতিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল ; যথা, ডাং ডুলাক্—ভদ্রমহিলা, বয়স ৩০ ; অযোগ্য পাত্রে বিশ্বাস স্থাপন নিবন্ধন দুঃখবশতঃ মানসিক উত্তেজনা রোগের কারণ ; নাড়ী ক্ষুদ্র এবং দ্রুত ; গাত্রতাপ ; গণ্ডে লোহিত কলঙ্ক ; দুর্বলতা ও উদ্ব্রাময় ; কস এসি ১২, নিশ্বল, কিন্তু বিষাক্ত হওয়ার বিশ্বাস থাকায় রাস ৩০ প্রয়োগে আরোগ্য । ডাং লি বিন—চক্ষুপুট পতন রোগে (Ptosis) ৭৫০০০ (75 m.) প্রয়োগে উপকার । ডাং স্টেন্স—চক্ষুর কাল ক্ষেত্রের অসচ্ছতা (Opacity of cornea), রোগীর বয়স ৪৫ ; সম্পূর্ণ অন্ধ ; কর্ণিয়ার স্তরমধ্যে ঘন সাদাটে রসের সঞ্চয় ; উপত্যরা অসমান ; পূর্বেরে বিসর্প রোগ হইয়াছিল, শীতলজলপ্রয়োগে তাহা বসিয়া যায় ; তাহার পর হইতেই দৃষ্টিমালিন্দ্র ঘটে ; ১, আরোগ্য । ডাং আকু'লেরিয়াস—বৃহদাকার

উপচয় ।—স্থিরভাবে থাকিলে ; রজনীতে, বিশেষতঃ মধ্য রজনীতে ; ঝটিকার পূর্বে ; সিক্ত হইলে ; আর্দ্র আবহাওয়ায় ; সিক্ত বায়ু সংস্পর্শে ; শীতল জলপানে ; শয্যাখিত হইতে ; গাত্রচালনার আরম্ভে ।

উপশম ।—অবিশ্রান্ত শরীর চালনায় ; আক্রান্ত শরীরান্তের চালনায় ; উষ্ণ এবং শুষ্ক আবহাওয়ায় ।

সম্বন্ধ ।—রাসটক্সের কার্যপ্রতিষেধক—বেল, ব্রায়, ক্যান্ফর, কফিয়া, ক্রেটন টিগ, ও সাল্ফার ।

রসবিষযুক্ত পামা রোগ ; আক্রান্তস্থান ছাল ওঠা ও কাঁচা এবং হরিত্রান্ত মামড়ি দ্বারা আবৃত ; পুরাকায় রসশ্রাব ; কোষময় ঝিল্লী রসদ্বারা ক্ষীত ; ৩০, আরোগ্য । ডাং বেলিজ—একহারী বাতশ্লেষা ধাতুর বালিকা, বয়স ১২ ; রজনীতে অন্নের বৃদ্ধি ; গ্রীবাংশতে বেদনা ও কাঠিগ্র, ঘাড় ফিরাইলে বৃদ্ধি, অবস্থান পরিবর্তনে হ্রাস ; অস্থিরতা ; দক্ষিণ টনসিলের প্রদাহ ও তদুপরি স্থল হরিত্রান্ত শুভ্র অ্যাময়ের চর্ম্মের স্রাব কলঙ্ক ; জিহ্বা শুভ্র, অত্যন্ত লেণযুক্ত, পার্শ্ব ও অগ্রভাগ লোহিতবর্ণ, প্রায় ক্ষতভাবযুক্ত ও কাঁচা ; দুর্গন্ধ নিশ্বাস ; গলাধঃকরণে খোঁচার স্রাব বেদনা ; গেলার আরম্ভে বেদনা অধিকতর ; ১৫০০ (১৫ m), আরোগ্য । ডাং মিলার—দিবসে শুষ্ক কাশি ; কাশিতে অধোদর যেন ছিড়িয়া যায় ; কথা কহিলে ও গান গাহিলে কান্নির উদ্বেক, চালনায় প্রথমে স্বচ্ছ এবং গ্রীবা পেশীর কাঠিগ্র ও অকর্ণগততা, ক্রিষ্ণে পরিশ্রমে উপশম ; ২০০, আরোগ্য । ডাং কত্র্যানি—বিবাহিতা স্ত্রীলোক, ২০ বৎসরের রোগ ; বর্ধনানে শ্যাগত রক্তহীন ও দুর্বল ; ক্ষুধাহীন ; নাড়ী স্পন্দন ৪৮ ; হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি ও প্রসারণ ; বামকক্ষের বেদনা বামবাহ বাহিয়া নামিয়া যায় ও তাহা শীতল ও অসাড় বোধ হয় ; রাত্রি ৪টার সময় বেদনার বৃদ্ধি ; আমাশয়ে ও বামবক্ষে থর থর মুচ্ছা-ভাবের অমুভূতি ; হৃৎপিণ্ড প্রদেশে ঘড়ঘড়ির অমুভূতিসহ বামপার্শ্বের টাটানি, বামপার্শ্ব চাপিয়া শরনে ভয়ানক হৃৎকম্প এবং হৃৎপিণ্ডে বেদনা ; ২০০ আরোগ্য । ডাং স্মিথ—১৪ বৎসরের বালক ; কতিপয় দিবস বাৎস ধৌত জলমিশ্রিত জলবৎ বিষ্ঠাত্যাগ করিতেছিল তাহা সম্ব্য হইতে রাত্রি ৩টা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইত, ২০০ আরোগ্য । ডাং বেরিজ—বালিকা, বয়স ২০ ; দন্তক পক্ষাৎ হইতে সমুখ পর্যন্ত ও মেরুদণ্ড বাহিয়া ভয়ঙ্কর বেদনা ।

রাসটক্স যাহার কার্যপ্রতিষেধক—এন্টিম টা, ব্রায়, রেনাল্ল, ও রড।

১. রাসের পরে সাধারণতঃ যাহা প্রদর্শিত—আস, ব্রায়, ক্যালকে কা, কনা, নাক্স ভ, ফস এসি, পাল্‌স ও সাল্‌ফার।

রাস সাধারণতঃ যাহার পরে প্রদর্শিত—আর্গি, ব্রায়, ক্যালকে কা, ক্যালকে ফস, ক্যাম, ল্যাকেসিস, ফস এসি ও সাল্‌ফার।

রাসের কার্যপূর্বক—ব্রায়।

রাসের সহিত এপিসের অসম্মিলন সম্বন্ধ।

ধাতুগত অস্বাভাবিক উত্তেজনায় রাসটক্সের অপেক্ষা রাসভেনিনেটা উপকারী। মস্তকপশ্চাতের শিরঃশূলে ও পেশীর টাটানিতে (যদি তাহা দমকা বায়ুসংস্পর্শে কিম্বা সিক্ত শৈত্যে অথবা টাইকয়েড প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ কারণে হয় এবং যদি তাহা শরীর চালনায় ও উষ্ণ উপশম থাকে তাহা হইলে) রাস রেডিক্যান্স অধিকতর উপকারী।

তুলনীয় ঔষধ।—এনাকা, এলাহাস, এপিস, আর্গি, আস, ব্রায়, কষ্টি, ক্রিমেটস, কনা, ক্রটন টি, ডাক্সা, যুক্ত্রে, ফেরাম, লিডাম, লাইক, নাক্স ভ, ফস, ফস এসি, পাল্‌স, রেনাল্ল, রড, রুটা, সিপি, সিলি, সাল্‌ফ ও ভায়লা।

শিরঃশূল; চিত্তভাবে শয়ন করে; মস্তক পশ্চাৎপাথে আকৃষ্ট; সামান্য শরীর চালনায় ও স্পর্শে ভয়াবহ বেদনা, অল্প প্রায় অবশ; মূত্রত্যাগ ধীরে ও থাকিয়া থাকিয়া হয়; নিদ্রা হয় না; নাড়ি ধীরগতি; অলসিত্ত হাওয়ার রোগ জন্মে, ৬ আরোগ্য, ডাং বেরিজ—সেকেণ্ডারি সিকিলিস (উপনংশের উদ্ভেদ); একমাস যাবৎ বহায়াত্রে ঘর্ম; লিঙ্গমূণ্ডের কনকনানি, মূত্রত্যাগ শেষ হইলে ২৪ কোটার অনৈচ্ছিক নিঃসরণ; ২০০; আরোগ্য। অণ্ডাধারের কোষগর্ভ অর্কুদ (Cystic tumour); কামিলা ব্রীলোক; অর্কুদা-বহায়া অত্যন্ত প্রম করিয়াছিল; ১৮০০ (১৪ c), আরোগ্য। ডাং নিউট—যুব-পুংসের আরক্ত স্রব্ধে অধিক জলপান লক্ষ্যে মূত্রত্যাগ কম হইয়া নিদ্রার শোধ, ৫, আরোগ্য।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—

রসবাতরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী।

সিক্ত হওয়ায়, বিশেষতঃ উষ্ণ শরীরে সিক্ত হইয়া রোগ জন্মিলে। শরীরাত্মক বিশেষের মচকান কিম্বা টানাটানি, অত্যাধিক অঙ্গাদি উত্তোলন, বিশেষতঃ হস্ত অতিশয় টান করিয়া অত্যাচের কোন বস্তু ধরিবার চেষ্টা; সিক্তভূমিতে শয়ন; গ্রীষ্মকালে কোন আটকা জলে বা নদীতে স্নান প্রভৃতি কারণে পেশী অথবা কণ্ডুরা (বেলিস, ক্যালেক্স, নাক্স) প্রভৃতি শরীরাত্মক বিশেষের রোগে উপযোগী।

সৌত্রিক কিল্লী (রড—রসকিল্লী ত্রায়) এবং শরীরের বাম অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্ব, অধিকতররূপে আক্রান্ত হয়।

মোচড় লাগার ভ্রায়, অথবা হাতের পেশী কণ্ডুরা সংযোগস্থান হইতে ছিন্ন হওয়ার ভ্রায়, ছুরিকা দ্বারা চাঁছিয়া ফেলার ভ্রায় বেদনার, মধ্য রজনীর পরে এবং সিক্ত আব হাওয়ায় বৃদ্ধি; আক্রান্ত শরীরাত্মক স্পর্শে বেদনাবৃদ্ধ।

অত্যধিক অস্থিরতা, উৎকর্ষ, এবং আশঙ্কা ও বেদনা প্রযুক্ত রোগী শয্যায় থাকিতে পারে না, উপশম জন্ত অবিরত অবস্থান পরিবর্তন করে (মানসিক উৎকর্ষ জন্ত অস্থিরতা, একন)।

বামপার্শ্বের পেশীর বাত এবং গৃধ্রসী (Scialica); হৃৎপিণ্ডরোগে বাম বাহুর কনকনানি।

মূক্তবায়ুর অসহিষ্ণুতা; শয্যাবৃত্ত মধ্য হইতে হস্ত বাহির করিলে কালির উদ্বেক (ব্যারা, হিপার)।

বিষপান করাইবে বলিয়া ভীতি নিবন্ধন রজনীতে শয্যায় থাকিতে পারে না।

শিরঃশূলে পদনিক্ষেপ অথবা মস্তক চালনা করিলে মস্তক আলগা বলিয়া বোধ; মস্তক মধ্যে জল পতনের ভ্রায় অসহিষ্ণুতা

এবং অজ্ঞানভাব ; বোধ যেন মস্তক ছিন্ন হইয়াছে, বিয়ার মত্তপানে শিরঃশূল ; সামান্য মানসিক দুঃখে, পুনরাক্রমণ, শীতল স্থানে উপবেশনে অথবা শয়নে তাহার বৃদ্ধি, এবং তাপে ও শরীর চালনায় উপশম ।

দণ্ডায়মানাবস্থায় অথবা ভ্রমণকালে শিরোঘূর্ণন, শয়নে (শয়নে উপশম, এপিস) অথবা গাত্রোথানে (ত্রায়) বৃদ্ধি পায় ।

দৈনিক অমিত পরিশ্রমের কার্য্য, দাঁড় টানা ও সন্তরণ করা প্রভৃতি অত্যধিক পরিশ্রমের কার্য্য বিষয়ক স্বপ্ন ।

মুখের কোণে ক্ষত, মুখের চতুঃপার্শ্বে জ্বরচুট্টা (Fever blisters).; চিবুকে উদ্ভেদ (হিপার ; নেট্রাম) ।

গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় স্কন্ধস্থয়ের ব্যবধান স্থানে বেদনা ; কটিতে কাঠিও বেদনা ; উপবেশনে ও শয়নে তাহার বৃদ্ধি ; চালনায় অথবা কোন কঠিন স্থানে শয়নে উপশম ।

রোগ কারণ ।—স্নান অথবা অধিক ভ্রমণ প্রযুক্ত ক্লান্তি, অত্যধিক শারীরিক শ্রম এবং শারীরিক উপঘাত প্রভৃতি রাস্ টক্‌সের রোগের সাধারণ কারণ । শরীরে ঝাঁকি লাগা, বৃষ্টিতে বা অল্প প্রকারে সিক্ত হওয়া, গাত্র ধৌত করা, জলের মধ্যে কার্য্য করা ও শৈত্যসংস্পর্শ ইহার রোগের সাধারণ কারণ । কখন কখন মানসিক উদ্ভেজনা, অতিরিক্ত অথবা অভ্যাসগত মত্তপান, অভ্যাসগত স্রাবের রোধ এবং উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া বশতঃ হহার রোগ জন্মিয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—স্থূল জীব শরীর, বিশেষতঃ তাহার স্নৈয়িক-বিল্লী, লসীকাগ্রহি, ত্বক্, পেশীউপাদান এবং সন্ধিনির্মাণকারী উপাদান-নিচয় রাস্ টক্‌স্‌ দ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত হয় । এই ক্রিয়ার প্রাথমিক ও প্রধান কলরূপ তাহাঙ্গিণের উদ্দীপনা জন্মে । অবস্থানদ্বারা এই উদ্দীপনা প্রবাহে পরিণত হইতে পারে, অথবা আক্রান্ত টিসুতে রসস্রাব

ঘটাওয়া শরীরে বিশেষর শোধ অথবা উদরায়ন প্রভৃতি কোন প্রকার স্রাব উৎপন্ন করিতে পারে। ত্বকেই এই উদ্দীপনা বিশেষ পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। “ত্বক সহ ইহার পত্রের সামান্য সংস্পর্শ অথবা সান্নিধ্য ঘটিলেও অতি সামান্য রক্তিমতা হইতে অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির রসবিষযুক্ত বিসর্প বা এরিসিপেলাস্ জন্মিয়া থাকে। ত্বকের জ্বায় ইহা শৈল্পিক বিল্লীও আক্রমণ করে এবং তাহাতে পামার জ্বায় বিধিক। জন্মে; চক্ষু আবরক শৈল্পিক বিল্লী বা কঙ্কাটাইভাতেও ইহা তীক্ষ্ণতর ক্রিয়া প্রকাশ করে।

ইহার প্রাথমিক ক্রিয়ায় রসবিল্লীর তান্তবোপাদানে বিশেষ উত্তেজনার ফলে সন্ধির এবং পেশীর, বিশেষতঃ পেশীবেষ্ট-তান্তব-বিল্লী বা ফেসিয়ায়, কণ্ডরায়, স্নায়ুবেষ্টবিল্লীতে, লিগামেন্টে এবং ফাইব্রাস টিস্যুতে রসবাতবৎ প্রদাহ জন্মে। সর্বাঙ্গীন লসীকাগ্রস্থি আক্রান্ত হওয়ায় তাহা বর্দ্ধিত ও প্রদাহযুক্ত হয়। ইহার ক্রিয়ায় সেলুলার টিস্যু রসপূর্ণ হয় এবং পোষণ ক্রিয়ার অবসাদ ও অপকর্ষ জন্মে। ইহার গোণ ক্রিয়ায় ইঞ্জিয়জ্ঞানের অবসাদ এবং মস্তিষ্কযন্ত্রমণ্ডলীর টাইফয়েড জ্বরের অনুরূপ দুর্বলতা উপস্থিত হয়। রাস্টাকসের প্রধান বিশেষতা এই যে ইহার লক্ষণের বিশ্রামে বৃদ্ধি ও শরীর চালনায় উপশম হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—রাস্টিক্সিকডেপ্তা রাস্‌রেডিক্যান্স্ এবং রাস্‌ভেনিনেটা এই তিন প্রকার রাস্‌ই ন্যূনাধিক প্রায় সমগুণ বিশিষ্ট, একজন্ম রোগ নির্বিক্রেণ যে যদিও ইহাদিগের যে কোনটি ব্যবহৃত হইতে পারে তথাপি রাস্টিক্স্‌ই সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ইহাদিগের ক্রিয়া একটি উজ্জ্বলনশীল (Volatile) অল্পগুণ কিন্তু ক্রিয়াবীজের উপরে নির্ভর করে। রাস্ক্রিয়াবীজের এই উজ্জ্বলনশীল প্রকৃতি ও তীব্র বিদাহী ক্রিয়ার ফলে এতদ্বারা শরীরে পুরে কোকা এবং বস্তুগত নির্বাচিত ক্রিয়াসম্বন্ধে সৌত্রিক

দেহোপাদান বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। রাসবিষের উত্তীর্ণ-
শীলতা বশতঃ ইহার ক্রিয়া স্বকের গভীরতর দেশে প্রবেশ করে না,
কেবল সাক্ষাৎভাবে সংস্পৃষ্ট স্বকস্থানের উপরিভাগে আবদ্ধ থাকে অথবা
সর্বাঙ্গীণ স্বকেও বিস্তৃত হইতে পারে। ইহার বাষ্প স্বাসযন্ত্রপথে
প্রবেশান্তর শোষিত হইয়া সর্বাঙ্গীণ, বিশেষতঃ পরিপাকযন্ত্রপথের
নানাধিক উদ্দীপনা উপস্থিত করে। স্বকে ইহার ক্রিয়া কেবল বহিঃ
প্রয়োগের উপরেই নির্ভর করে না। ফলতঃ যে প্রকারেই
শরীরে প্রবেশ করুক, স্বক, শৈথিল্যিক বিলী, লসীকাগ্রহি এবং
তন্তুবিধান, বিশেষতঃ সন্ধিনির্মাণকারী তন্তুবিধান প্রভৃতি সাক্ষাৎ ভাবে
আক্রান্ত হয়। শুষ্ক শীতল বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন রোগে যেরূপ
একনাইট সর্ব প্রধান ঔষধ, জলসিক্ততা অথবা জলসিক্ত বায়ুসংস্পর্শ
নিবন্ধন রোগের পক্ষে রাস তক্রপ প্রধানতম ঔষধ। ব্যক্তিবিশেষের ধাতু
প্রকৃতিগুণসারে ঔষধ বিশেষে ক্রিয়ার তারতম্য হইয়া থাকে। একন
এবং রাস উভয়েই প্রদাহোৎপাদক ঔষধ, কিন্তু একর রোগী স বল ও
রক্তসম্পন্ন থাকায় তরুণ ও প্রবল প্রদাহের প্রথম রক্তসঞ্চয়িক অবস্থায়
ইহা প্রযোজ্য। রোগ প্রকৃত প্রদাহে পরিণত হইলে এস্থলে বেলাডনা এক-
নাইটের স্থলাভিষিক্ত হয়। রাসবাতিক ধাতুদোষযুক্ত অপেক্ষাকৃত দুর্বল
ও অপকৃষ্ট শোণিতবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই রাসটক্স উপযোগী ঔষধ।
ইহার রোগ আয়নিয়া হইতে গভীরতর এবং আসেনিক হইতে স্বল্পতর
টাইফয়েড অবস্থায়িত। একজন্ম ইহা উপরিউক্ত উভয় ঔষধের মধ্যপদা-
ভিষিক্ত হয়। টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত রোগের গুরুতর অবস্থায় রোগী
অবিশ্রান্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিলে ত্রায় স্থলে রাস, এবং রাসের রোগীর
অস্থিরতা লক্ষণ নিবারিত হইয়া হৈর্ঘ্যাদি ত্রায় লক্ষণ উপস্থিত হইলে
ত্রায়ই উপযোগী। রাসরোগীর অস্থিরতা টাইফয়েড লক্ষণ প্রগাঢ়তা
পাইয়া শরীরচলনাদি মৃত্যুকল্প যন্ত্রণার প্রকাশক ভাব ধারণ এবং রোগী

বৃত্তান্তি প্রকাশ করিলে আলেমিক ইহার স্থানান্তরিত হয়। আলে-
নিকের দাহিকা শক্তি সর্বব্যাপী এবং দেহের প্রায় সর্ব উপাদানেরই
ধ্বংসকারী; রাসের প্রদাহ ও বিদাহী শক্তি তাদৃশ সর্বব্যাপী বা গভীরতা-
বিশিষ্ট নহে। রাসের প্রদাহাদি রোগমাত্রই রসবাত প্রকৃতি ধারণ
করে এবং সন্ধিরোগ, টাইফয়েড জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি যে কোন রোগে
ন্যূনাধিক রসবাত প্রকৃতির বেদনা উপস্থিত হয়। আঘাত অথবা ভ্রম ও
অজ্ঞাদির টানটানি বশতঃ কোমলোপাদানের তরুণ ও পুরাতন রোগে
ইহা আণিকাসহ তুলনীয় হইলেও তাহার ত্রায় ইহার ক্রিয়া পেশী ও
রক্তবহা নাড়ী প্রভৃতি সর্বপ্রকার কোমলোপাদানেই বিস্তৃত হয় না।
ইহার ক্রিয়া বিশেষরূপে সৌত্রিক দেহোপাদানেই প্রায় সীমাবদ্ধ থাকে।

রাসটক্সের উদ্ভীপনা প্রবল প্রদাহে পরিণত হয় না। ফলতঃ ইহার
ক্রিয়া শোণিত সঞ্চালক যন্ত্রগুণ, হৃৎপিণ্ড, শোণিতবহা নাড়ী প্রভৃতির
দুর্বলতা সাধন করে। একনাইট ও বেলের ত্রায় ইহার হৃৎপিণ্ড
এবং নাড়ীর স্পন্দন বেগপূর্ণ, প্রবল ও লক্ষ্যমান নহে। রাসের
উদ্ভীপনা প্রদাহে পরিণত হইলেও নাড়ী অনতিপ্রবল বা দুর্বল টাই-
ফয়েড প্রকৃতিবিশিষ্ট থাকে।

অনেক সময়ে ইহাতে রসঝিল্লীর উদ্ভীপনা নিবন্ধন রস বা সিরামের
স্রাবোৎপন্ন হইলে তাহা উদরী প্রভৃতি রোগে পর্যাবসিত হয়। পরিপাক
পথের স্নৈয়িক ঝিল্লীর নাতি তীক্ষ্ণতর প্রদাহে মাংস যৌত জলবৎ
উদরাময় জন্মে। সর্বাঙ্গের লসীকাগ্রস্থি প্রদাহিত হয়। মস্তিকে ইহার
সাক্ষাৎ ক্রিয়া হয় না, সম্পূর্ণ স্নায়ুগুণে ইহার গৌণক্রিয়ার ফলস্বরূপ
দুর্বলতা ও অবসতা প্রকাশ পায়। ইহাতে মানসিক ও স্নায়বিক
অহর তাহি যে সকল মিথ্যা স বলতার ভাব দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা দুর্বলের
অস্বাভাবিক স বলতা বা অসহিষ্ণুতা প্রসূত মিথ্যা স বলতা মাত্র। ইহা
শৌণভাবে অস্থি প্রভৃতি দেহোপাদানেরও প্রদাহাদি রোগোৎপন্ন করে।

রোগীর অজ্ঞানতা সহ মস্তকের চর্চনি ও অঙ্গের বেদনার শরীর চালনায় উপশম হয়। মানসিক দুর্বলতা বশতঃ রোগী অল্পমনস্ক থাকে; ভ্রান্তি অন্বে; লহজে কিছু বুদ্ধিতে পারে না এবং অতি নূতন ঘটনা সকলও স্মরণ রাখিতে পারে না। অসংলগ্ন কথা বলে; চিন্তা করা কষ্টকর বলিয়া রোগী যেন তাড়াতাড়ি অনিচ্ছার সহিত প্রশ্নের উত্তর দেয়। প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেয়, কিন্তু তাহাতে বিলম্ব হয়; প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত কাল পর্য্যন্ত কোন এক বিষয়ে মনঃসংযোগ রাখিতে পারে না। দুর্বল ও মূঢ়তাবের প্রলাপ কহে; মনে করে সে মুক্ত মাঠে ভ্রমণ অথবা অতিপরিশ্রমের কার্য্য করিতেছে। মানসিক অবসাদ বশতঃ দুর্বলতা; নিদ্রতস্থানে থাকিলে ক্রন্দন করিবার প্রবৃত্তি, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি পায়। কেহ বিষ খাওয়াইবে বলিয়া ভীতি। উৎকর্ষা এবং ভীকৃত্য, গোখুলি সময়ে বৃদ্ধি পায়। রোগী অস্থিরতাসহ স্থান পরিবর্তন করিতে থাকে; এক শয্যা হইতে শয্যান্তরে যাইতে চাহে। জীবনে ঔরাস্য জন্মিলেও মৃত্যুভীতি থাকে। আত্মহত্যার চিন্তা উপস্থিত হওয়ায় জলে ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।

শয্যা হইতে উঠিতে শীতলাব ও চক্ষুর পশ্চাতে চাপবোধ হওয়ায় মস্তবৎ শিরোগূর্ণন। বৃদ্ধদিগের শিরোগূর্ণন শয়নাবস্থা হইতে উত্থানে এবং পার্শ্বপরিবর্তনে অথবা নত হইতে বৃদ্ধি পায়।

ভ্রমণকালে ললাট মধ্যে জ্বালা। ললাটদেশে আড়ভাবে পেটি জড়ান তত্ত্বা থাকার অস্বভূতি। অজ্ঞানকর শিরঃশূল ও কর্ণে গুণগুণ শব্দ, উপবেশন বা শায়িতাবস্থায় এবং ঠাণ্ডার মধ্যে, প্রাতঃকালে ও বিয়ার মত্ত সেবনে বর্দ্ধিত, তাপে ও চালনায় হ্রাস; শিরঃশূলে শয়ন করিতে বাধ্য, ও সামান্য মানসিক দুঃখে তাহার পুনরাবর্তন। মস্তকে শোণিত ধাবিত হওয়ায় বিভ্রিভি, দপদপানি, এবং কর্ণে গুণগুণ শব্দ, চক্চকে ও লাল মুখমণ্ডল, তজ্জন্ত রোগী অস্থির থাকে ও শরীরের

চালনা করে। পদনিক্ষেপ করিলে ও মাথা ঝাঁকাইলে মস্তিষ্ক আলগা বোধ হয়। দন্তশূলে স্ফিটবেধবৎ বেদনা কর্ণ, নাসিকামূল এবং গণ্ডাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মস্তকপশ্চাতের উচ্চ স্থানে কন্কনানি।

ইন্দ্রিয় স্থানবিভ্রাট বশতঃ চক্ষুর মন্থুখে পর্দা থাকার ভ্রায় দৃষ্টিমালিঙ্ঘ ঘটে। বিশেষতঃ মন্থুবোর শব্দ সম্বন্ধে শ্রবণশক্তির হ্রাস হয়। ভ্রাণশক্তির অভাব ঘটে। আশ্বাদশক্তি বিকৃত হওয়ায় রোগী মুখে খাতুর আশ্বাদ পায়। প্রাতঃকালে ও আহাৰাস্তে মুখে পচাটে আশ্বাদ জন্মে। আহাৰ্য্যের, বিশেষতঃ রুটীর আশ্বাদ তিক্ত বোধ হয়।

চোয়ালান্ধির স্থানভ্রষ্টতা (dislocation) নিবন্ধন স্ফিটবেধাত্মভূতি ও বেদনাপ্রবুক্ত আক্কেপিক জ্বতন হয়, কিন্তু নিদ্রানুতা থাকে না। আহা-রাস্তে অত্যন্ত আলস্য ও নিদ্রানুতা। অজ্ঞানবৎ গাঢ় নিদ্রা। বেদনা জন্ত বার টা রাত্রির সময় ভাল নিদ্রা হয় না, রোগী শাস্তির আশায় পার্শ্বপরি-বর্তন করিতে থাকে। বিয়ার মধ্যে মত্ত রোগী নিদ্রাকালে মুখবাদান করে ও তাহার মস্তক ঝুলিয়া পড়ে। নৌকার দাঁড় টানা ও সাঁতার দেওয়া প্রভৃতি অত্যধিক পরিশ্রমবিষয়ক স্বপ্ন দেখে।

অনভ্যন্ত শারীরিক শ্রমে, প্রসবাস্তে, অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবায়, কম্প-জ্বর অথবা টাইফয়েড জ্বরাস্তে এবং জলসিক্ততায় কিংবা সিক্ত মাটিতে শয়নে রসবাত জন্মিলে গতিদ স্নায়ুর বিকার বশতঃ পক্ষাঘাত জন্মে। তাহাতে কখন আক্রান্ত শরীরাংশে বেদনা থাকে না, কখন বা তাহার বেদনাত্মক কাঠিগ, খঞ্জতা, ছিন্নবৎ অহুভূতি, চন্টনি এবং অসাড়তা জন্মে। দক্ষিণ শরীরোর্দ্ধের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত শরীরাংশে ক্রিমিক্রিমি ধরার ভ্রায় হয়। শরীরের অতিশয় দুর্বলতা, টাটানি এবং কাঠিগ জন্মিলে শরীর চালনার প্রথমাবস্থায় রোগী কষ্ট বোধ করে, চালনা কারিতে থাকিলে উপশম বোধ হয়, অবশেষে ক্রান্তি জন্মিলে বিশ্রামের আবশ্যকতা জন্মে।

*অজ্ঞভূতিদ্রায়াবিকার বশতঃ অস্থিরতায় রোগী শারীরিক অবস্থান
বৈবর্তন করিতে বাধ্য।

নাসিকা স্ফুনাগ্র এবং চক্ষু নীলাভাবিশিষ্ট। মুখমণ্ডল প্রজ্জ্বলিত
অগ্নিবৎ লোহিতবর্ণ, পাণ্ডুর ও বসা, তাহার বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত
বিসর্পবৎ ঘোর লোহিত বর্ণ ও স্থানে স্থানে হরিদ্রাভ রসবিষিকা।
আকুটতা ও ছিন্নবৎ অস্থভূতি। তাহাতে জ্বালা ও চুলকণা, চন্‌চনিসহ
হলবেধবৎ বেদনা। রোগী দন্ত অতি প্রলম্বিত ও শিথিল বোধ করে ও
যেন অসাড় থাকে; হস্তর কাঠিগ্র জন্মিলে চালনায় সন্ধিতে কর্কর
শব্দ; চুয়ালান্ধি সহজে সন্ধিচ্যুত। মুখের কোণে ক্ষত, তাহার
চতুর্পার্শ্বে জ্বরট্টা এবং চিবুকে উত্তেজ জন্মে।

চক্ষু আলোকে অসহিষ্ণু, এবং প্রাতঃকালে ও মুক্তবায়ুতে তাহা
হইতে প্রহর, বিদাহী জলস্রাব; চক্ষুপত্রের আক্ষেপিক মূদ্রন এবং
তাহার মুক্তকিনারায় লোহিতবর্ণ ফুকুড়ি। চক্ষু এবং চক্ষুপত্রের প্রদাহ
নিবন্ধন রক্তিমতা ও স্ফীতি; এবং প্রত্যেক রজনীতে চক্ষুপত্র জুড়িয়া
থাকে। সম্পূর্ণ চক্ষুর এবং তাহার চতুঃপার্শ্বের স্ফীতি। চক্ষুপত্রের
শোথ বা বিসর্পবৎ আক্রমণ ও স্থানে স্থানে রসবিষিকা। মিবোমিয়ান
গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। চক্ষুপত্রলোমের বা পশ্মেরপতন। চক্ষুতে ও চক্ষু পত্রে
জ্বালা ও চুলকণা। চক্ষুর ভীক্ষ বেদনা বেগে মস্তকে যায়। সন্ধ্যাকালে
চক্ষুর জ্বালাযুক্ত বেদনাপ্রযুক্ত জলস্রাব। চক্ষুতে বেদনা ও কন্‌কনানি।
চক্ষুতে বালি পড়ার স্থায় কন্‌কনানি ও অত্যধিক পরিশ্রমে চাপবৎ
বেদনা। চক্ষুপত্রের পক্ষাঘাতবৎ কাঠিগ্র ও গুরুত্ব। চক্ষুগোলক চাপিলে
বা কিরাইলে টাটানি বেদনা।

কর্ণশুলে রজনীতে কর্ণে দ্রপদগানি। কর্ণ হইতে রক্তযুক্ত পুয়স্রাব।
বাম পেরটিড গ্রন্থিতে পুয় সঞ্চার। বাম কর্ণলতিকার স্ফীতি।

নাসিকা হইতে জমাট রক্তের স্রাব এবং মস্তক নত করিলে, যলত্যাগ

কালে, অথবা পরিশ্রমে এবং রজনীতে তাহার বৃদ্ধি; টাইফাস জ্বরে ঐরূপ রক্তস্রাব হইলে রোগী কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে। পুনঃ পুনঃ ভয়ানক আক্কেপিক হাঁচি। সন্দি ব্যতীতই প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে নাসিকা হইতে অনৈচ্ছিক স্লেথার স্রাব। নাসিকা হইতে ঘন, হরিদ্রাভ স্লেথ্যা, দুর্গন্ধ সবুজ পুয়ঃ এবং হরিদ্রাবর্ণ, বিদাহী ও জলবৎ ক্লেদের স্রাব; গ্রীবা গ্রন্থির স্ফীতি। নাসিকার অধোদেশে জ্বরচূটা ও মামড়ি। নাসিকাগ্র লোহিতবর্ণ ও স্পর্শাসহিষ্ণু; নাসিকা-ভ্যন্তরে টাটানি। নাসিকার স্ফীতি।

স্বরযন্ত্রের অত্যধিক শ্রমে স্বরভঙ্গ। বন্ধে কর্কশ ভাব ও টাটানি বশতঃ স্বরভঙ্গ ও স্বরযন্ত্রের কর্কশ ভাব। ট্রেকিয়া হইতে উষ্ণ বাষ্পের উত্থান। শ্বাস প্রস্থাসে স্বরযন্ত্রে শৈত্যানুভূতি।

আমাশয়ের উপরে শ্বাস আটকাইয়া যাওয়ার ভ্রায় কষ্টানুভূতি, আহা-রাস্তে বৃদ্ধি ও তজ্জন্ত উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি।

শয্যাবস্ত্রের বাহিরে হস্ত লইলে কাসির উদ্বেক। ট্রেকিয়া এবং ব্রঙ্কাইতে গুড়গুড়ি নিবন্ধন ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও শুষ্ক কাসির রজনীতে এবং মধ্য রজনীর পূর্বে বৃদ্ধি। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে হক হক করিয়া কাসি হইতে থাকে। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরেই কাসির আক্রমণ; আক্কেপিক কাসিতে মন্তক খণ্ড বিধণ্ড হওয়ার ভ্রায় বোধ। কাসিলে বন্ধে ছিন্নবৎ বেদনা ও সূচিবোধের ভ্রায় অনুভূতি। বন্ধের কষ্টে উৎকণ্ঠার ভাব। সন্ধ্যাকালে বন্ধের আকৃষ্টতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাস প্রস্থাস ও অঙ্গাদির দুর্বলতা। বন্ধ মধ্যে এবং তাহার পার্শ্বে সূচিবোধবৎ বেদনা, স্থির ভাবে থাকিলে এবং কাসিলে ও শ্বাস গ্রহণে বর্ধিত। কাসিলে তীব্র পুয়, পুতিগন্ধবিশিষ্ট, ধূসরাত সবুজ ও শীতল স্লেথ্যা এবং কেকালে জমাট অথবা কটা রক্তের নিগীষণ।

স্থিরভাবে উপবেশনে প্রবল জ্বৎস্পন্দন হওয়ার প্রত্যেক নাড়ীস্পন্দনে

শরীরের চালনা হইতে থাকে। ভ্রমণান্তে বক্ষ এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা বোধ; হৃৎপিণ্ডের কম্পভাব।

নাড়ী দ্রুত, দুর্বল, লুপ্তবৎ এবং কোমল; কখন কম্পিত অথবা দুর্বোধ্য; কখন কখন হৃৎস্পন্দনাপেক্ষা দ্রুততর ও অনিয়মিত-গতিবিশিষ্ট; বিয়ার মত্ত, সুরাসার এবং কাফি পানে বিচলিত।

দন্তের বেদনা ও নাসিকামূলের হলবেধামুভূতি পেষণদন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দন্ত অতি প্রেলম্বিত ও শিথিল বোধ; তাহাতে ঝিন ঝিন তাবের অনুভূতি। ঝাঁকিৎ ও ভীর বেধার জ্বায় বেদনায় দন্ত টানিয়া ছেড়ার জ্বায় বোধ; অথবা ধীরে চিমটি কাটা, দপদপানি বা ছিন্ননবৎ অনুভূতি চুয়াল ও ললাট পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত; মুখের টাটানি বেদনা; রক্তনীতে, শৈত্য, সংস্পর্শে এবং বিরাক্তবস্ত্রতঃ যন্ত্রণার বৃদ্ধি, বহিষ্ণু তাপে হ্রাস; দন্তের ক্ষতে মামড়ি জন্মে।

জিহ্বা শুষ্ক, লোহিত ও ফাটা; তাহার অগ্র ত্রিকোণাকারে লোহিত; কখন জিহ্বার অন্ততর পার্শ্ব শুভ্র থাকে; জিহ্বা হরিদ্রাভ কখন বা কটালেপার্বত; জিহ্বাপার্শ্বে দন্তের ছাপ পড়ে। জিহ্বায় ফোঁকা জন্মে।

মুখ শুষ্ক থাকিলে, অত্যন্ত তৃষ্ণা; নিদ্রা কালে মুখ হইতে প্রক্তবৃক্ষ লালার স্রাব। প্রাণাস বায়ু দুর্গন্ধময়। মুখে এবং গলায় অনেক আটাল কঠিন স্লেয়া। গলার শ্রম হইলে টাটানি ও কাঠিগ্ন জন্মে। গলা শুষ্ক বোধ। গলায় ক্ষত থাকায় গিলিতে কষ্টকর স্ফটিকবৎ বেদনা; গলার বহির্দেশ ক্ষীত। গলা সঙ্কুচিত বোধ হওয়ায় কঠিন বস্ত্র এবং কখন কখন পক্ষাঘাত হওয়ার জ্বায় বোধ হওয়ায় তরল বস্ত্র গিলিতে কষ্ট। পেরটিড ও হস্তঅধস্থ গ্রন্থি কঠিন ও ক্ষীত এবং গিলিতে তাহা তে ধৌচ্যর জ্বায় বোধ।

রোগী খাই খাই করে, কিন্তু প্রাকৃত ক্ষুধা হয় না। ক্ষুধা থাকে না, কিন্তু মুখরোচক বস্ত্রতে সালসা থাকিতে পারে, শব্দক জাতীয় বস্ত্র,

মিষ্ট এবং বিয়ারমণ্ডে আকাজ্জল জন্মে । মুখশোষ প্রযুক্ত অতর্পণীয় তৃষ্ণায় শীতল পানীয়ে ইচ্ছা এবং রজনীতে তাহার বৃদ্ধি ।

আমাশয়ের যজ্ঞগায় উদ্‌গার ও বিবিমিষা, শয়ানাবস্থা হইতে গাত্রো-
খান করিতে তাহার বৃদ্ধি । বরফ দেওয়া জল পানে ইচ্ছা, আহারান্তে
অস্বাভাবিক ক্ষুধা ও বমনের প্রবৃত্তি হওয়ায় বিবিমিষা এবং হঠাৎ বমনের
রজনীতে ও আহারান্তে বৃদ্ধি ।

আমাশয়োর্ক কোর্টরে হুলবেধবৎ বেদনা বা স্পন্দন । আহারান্তে
আমাশয়ে পূর্ণবোধ বা প্রস্তুত চাপের স্থায় গুরুত্বানুভূতি । বরফজল
পানে আমাশয়ে বেদনা ও বিবিমিষা । আমাশয়ের উর্দ্ধের কোর্টর স্থানে
ক্ষীতবৎ বা আকৃষ্ট হইয়া তালবাধার স্থায় চাপের অনুভূতি ।

কুক্ষিতে এবং তদপেক্ষাও অধিক উদরে আঘাত লাগার স্থায় টাটানি,
পার্শ্বপরিবর্তনে ও শরীরচালনায় প্রথমে বৃদ্ধি পায় এবং শায়িত পার্শ্বে
অধিকতর থাকে । উদরের ক্ষীতি, বিশেষতঃ আহারান্তে অধিকতর ।
উদরের কর্ণনবৎ এবং হেচকা টানের স্থায় বেদনা ও কামড়ানি, বিশে-
ষতঃ আহারান্তে জন্মে এবং মলত্যাগ হইলে উপশমিত হয় । উদরশূল
এবং উদরের সঙ্কোচনে রোগী অবনত হইয়া বেড়াইতে বাধ্য । উদ-
রের ক্ষীতি । নাভির চতুঃপার্শ্বে অস্ত্রের সঙ্কোচন দৃষ্টিগোচর
হয় । উর্দ্ধগামী কোলনাস্ত্রের বেদনা । কুচকীগ্রন্থির ক্ষীতি ।

সরলাস্ত্রের এক পার্শ্ব বর্ধিত হওয়ায় অনুভূতি জন্মে যেন তাহার
সঙ্কোচন ঘটিয়াছে । বিষ্ঠা পাতলা, শোণিতরঞ্জিত, শিথিল এবং ঘোর
কটা, কখন রক্তমিশ্রিত ও আমময়, কখন জিউলির আটা বা জেলির
স্থায় এবং তরল, লাল ও হরিদ্রাবর্ণ ।

দিবা রজনী পুনঃ পুনঃ বেগ হওয়ায় প্রচুর পরিমাণ মূত্রত্যাগ ।
বিশেষতঃ বিশ্রামাবস্থায় অনৈচ্ছিক মূত্র নিঃসরণ । উষ্ণ, অতি-
রঞ্জিত, অত্যন্ত ও বিদাহী মূত্র ; মলিন মূত্র শীঘ্রই ধোলা হইয়া যায় ।

আর্দ্রতার সংস্পর্শ নিবন্ধন শোধ ও উত্তর কিডনি প্রদেশে ছিন্নবৎ বেদনা। মূত্রস্থালীর কুহন এবং কতিপয় বিন্দু রক্তের আয় লোহিতবর্ণ মূত্রত্যাগ। মূত্ররোধ বশতঃ পৃষ্ঠবেদনা ও অস্থিরতায় রোগী স্থির থাকিতে পারে না। সিক্ততা নিবন্ধন মেরুদণ্ডরোগ জন্মিলে ধীরে মূত্রত্যাগ। বিভক্ত মূত্রস্রোত।

রজনীতে অথবা মূত্রবেগ নিবন্ধন লিঙ্গাখান। লিঙ্গমুণ্ড এবং লিঙ্গাগ্রভক্ ক্ষীত, কালচে লোহিত এবং বিসর্প রোগগ্রস্তবৎ; কখন লোহিতবর্ণ; অণ্ডকোষভক্ শিথিল ও প্রলম্বিত, কখন অসহনীয় চুলকনা জন্ত স্থূল এবং কঠিন। উটামুদা, জলশোথ। জননেদ্রিয়ে এবং উরু ও অণ্ডকোষভকের মধ্যবর্তী স্থানে আর্দ্র উদ্বেদ।

ঋতুস্রাব অতি শীঘ্র আরম্ভ হইলে তাহা প্রচুর ও অধিককাল স্থায়ী; ফিকে রক্তের উগ্রতা নিবন্ধন যোনিকপাটের কামড়ানি বেদনা। জলসিক্ততাপ্রযুক্ত আর্দ্রবাতাব থাকিলে স্তনে দুগ্ধ জন্মে। আর্দ্রবাধিক্যে প্রসবের আয় বেদনা ও চাপ চাপ রক্ত স্রাব। দণ্ডায়মানাবস্থায় অথবা ভ্রমণে ঠেল মারা বেদনাপ্রযুক্ত পৃষ্ঠের কনকনানির কোন কঠিন বস্তুর উপর শয়নে উপশম; অতিশ্রমে অথবা কুহনে জরায়ুভ্রংশ ঘটে। যোনির টাটানি জন্ত সঙ্গমের বাধা। বহিষ্ জননেদ্রিয়ের বিসর্পবৎ প্রদাহ।

গ্রীবার কাঠিষ্ঠ ও চালনায় বেদনায়ুক্ত টাটানি। স্বন্ধে ও পৃষ্ঠে মচকানের আয় বেদনা ও কাঠিষ্ঠ। পৃষ্ঠের বা ডর্সাল মেরুদণ্ডের বক্রতা। সিক্ততাপ্রযুক্ত অথবা সিক্ত ভূমিতে শয়নে মেরুদণ্ডবেষ্ট বিন্ধী ও মেরুমজ্জা প্রদাহযুক্ত। গ্রীবাগেশীর বেদনায় বিন্ধিনি ধরার আয় অথবা মস্তক কোন প্রকার অসুবিধার অবস্থায় অধিককাল থাকিলে বেদনাপ্ৰিয় তজ্জপ অশুভূতির সন্ধ্যাকালে বিশেষ বৃদ্ধি। পৃষ্ঠের সূচিবেধবৎ বেদনার ভ্রমণকালে ও অবনত হইলে বৃদ্ধি;

অবনতাবস্থা হইতে শরীর ঋজু করিতে তদপেক্ষাও অধিকতর । উভয় স্ফাপুলার ব্যবধান স্থানের বাতজ বেদনার উষ্ণ প্রয়োগে উপশম ও শৈত্যে বৃদ্ধি । উপবেশনাবস্থায় পৃষ্ঠপেশীর সংকোচন পশ্চাৎপার্শ্বে বক্র হইলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । দণ্ডায়মান ও পশ্চাৎপার্শ্বে বক্র হইলে কর্ত্তনবৎ বেদনা জন্মে ।

সন্ধি মচকাইলে, অতি উর্দ্ধে হস্ত উত্তোলনে অথবা অধিকতর বিস্তৃতিতে স্ফীতি ও কাঠিন্য জন্মে । অঙ্গের রসবাতবৎ বেদনায় অসাড় ভাব ও চনচনি ; সন্ধি কখন দুর্বল, কখন অনমনীয়, কখন বা লোহিতবর্ণ ; তাহার চকচকে স্ফীতি স্পর্শ করিলে সূচিবোধবৎ বেদনা ; অঙ্গ চালনার আরম্ভে, ১২টা রক্তনীর পরে, এবং সিক্ত শীতল স্থানে অথবা আবহাওয়ায় বেদনার বৃদ্ধি এবং অবিশ্রান্ত চালনায় হ্রাস । . বিশ্রামকালে অঙ্গের ছিন্নবৎ বেদনা ।

হৃকের অসহনীয় কণ্ডুয়ন ; সম্পূর্ণঅকু্যাপী লোহিতবর্ণ হামের গায় উদ্ভেদ । সর্কশরীরের চুলকানি, কেশময় স্থানে অধিকতর ; কণ্ডুয়নের পর জ্বালা । সিক্ত হইলে ও রসবাতের আক্রমণ কালে আমবাত সহ শীতকম্প ও তাপ ; শীতল বায়ুতে আমবাতের বৃদ্ধি । দক্ষ জাতীয় অণ্ডভেদ অনবরত চুলকায়, জ্বালা ও চনচন করে এবং বন্ধের বেদনা ও আমরক্তরোগের সহিত পথ্যায়ক্রমে উপস্থিত হয় । কাউর জন্মিলে তাহার ছাল উঠিয়া যায় ও উপরিভাগ কাঁচা থাকে ; তাহার শূল মাষড়ি হইতে দুর্গন্ধ রস করে । লোহিতবর্ণ অগাংশের উপরে রসবিষিকা জন্মে অথবা তাহার তলস্থহকে বিসর্পবৎ প্রদাহ ক্রমবিস্তৃত হয় ; কাউরের অভ্যন্তরীণ কণ্ডু চুলকাইলে উরুর বেদনা জন্মে । হৃকে পূয় গুটিকা । পোর্ফিগাস বা হৃকের বৃহৎ ফোকা জাতীয় উদ্ভেদের প্রত্যেক ফোকার চতুঃপার্শ্বে লোহিতবর্ণ মণ্ডল ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।

আমরা ইতি পূর্বে আঘাতকে আর্গিকার প্রদর্শক ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি । স্থল বিশেষে আঘাতকে রাস্ টক্সের প্রদর্শক ঘটনা বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে । অঙ্গ বা সন্ধি বিশেষের মোচড়, টানাটানি, কি অপরিমিত পরিশ্রম প্রভৃতি যেকোন কারণে সম্পূর্ণশরীরে, শরীরান্তে অথবা সন্ধির সৌত্রিক উপাদানে বা ফাইব্রাস্ টিস্সুতে এবং কোষময় বা সেলুলার উপাদানে ও কণ্ডরা প্রভৃতে আঘাত বশতঃ রোগ জন্মে, উপরিউক্ত মোচড় প্রভৃতি আঘাত রাস্ টক্সের প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে ।

আর্দ্র শীতল বায়ু সংস্পর্শ ।—জলকণাপূর্ণ আর্দ্র শীতল বায়ু সংস্পর্শ প্রভৃতি ঘটিত রোগ রাস্ টক্সের প্রদর্শক । বর্ষাকালের পূর্বদিক হইতে বাহিত বায়ুর এবং বৃহৎ নদ, নদী এবং সমুদ্রের জলকণা বাহী বায়ুর সংস্পর্শ ও বর্ষাকাল রাস্ টক্সের প্রদর্শক । ঘর্মাক্ত শরীরে বর্ষণাদি প্রযুক্ত জলসিক্ততা এবং সিক্ত স্থানে শয়নও রাস্ টক্সের প্রদর্শক বলিয়া গণ্য ।

অস্থিরতা ।—রাস্ টক্স রসবাতধাতুবিষিষ্ট রোগীর ঔষধ । এজন্ম রাস্ টক্স মায়েই রসবাতজ বেদনা উপস্থিত থাকে । শরীর চালনায় এই বেদনার উপশম হয় । অপরন্তু রাস্ টক্স এক প্রকার অবজ্ঞা, অভ্যন্তরীণ স্নায়বিক অস্থিরতা থাকে, শরীর চালনায় তাহারও উপশম হয় । এই উভয় কারণে রাস্ টক্স রোগ মায়েই রোগী শয্যায় এপাশ ওপাশ করে, অস্থিরভাবে চলিয়া বেড়ায় এবং নানা প্রকার শারীরিক ব্যবহার ও অবস্থাসারে উপযোগী বাক্য দ্বারা মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করে । ইহা রাস্ টক্সের অতি প্রধান প্রদর্শক । সবিরাম জ্বর, স্বপ্নবিরাম জ্বর, টাইফয়েড জ্বর ও আমরক্ত প্রভৃতি রোগ

এবং তরুণ বা পুরাতন উভয় প্রকার রসবাত রোগেই **রাসেন্ন** এই অস্থিরতা বর্তমান থাকে । নিম্নোক্তের পুরাতন রসবাত রোগে নিদ্রাদি যে কান কারণে অধিককাল বিশ্রাম হইলে বেদনা অসহনীয় হয় এবং রোগী স্থির থাকিতে পারে না, ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয় ।

বিশ্রামে যন্ত্রণার বৃদ্ধি ।—**রাসেন্ন** রোগী কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না । তাহাতে তাহার বেদনাদি যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় । তাহাকে ইচ্ছানুরূপ এপাশ ওপাশ করিতে না দিলে সে অধৈর্য্য হইয়া উঠে ; **ব্রাসনিয়া** ইহার বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট ঔষধ । সামান্য শরীর চালনাতেই রোগের বৃদ্ধি হয় । এজন্ত বাধ্য হইয়াই রোগী চুপ করিয়া একভাবে পড়িয়া থাকে ।

ত্রিকোণাকারে লোহিতবর্ণ জিহ্বাগ্র ।—জিহ্বার এরূপ প্রকৃতি এপর্য্যন্ত অল্প কোন ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয় নাই । ইহা **রাসেন্ন** প্রতিদ্বন্দীহীন প্রধান প্রদর্শক লক্ষণ ।

চিকিৎসা ।

শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো ।—বয়সস্থলত মস্তিষ্কের উপাদান-গত ক্ষয়াদি পরিবর্তন এই রোগের সাক্ষাৎ কারণ । এজন্ত অধিকাংশ সময়ে বৃদ্ধদিগের মধ্যেই এই রোগ অধিকতর দেখা যায় । দণ্ডায়মান হইলে রোগীর শিরোঘূর্ণন হয় এবং অঙ্গাদিতে গুরুত্বাহুত থাকে । কখন কখন রোগী চলিতে, ফিরিতে মস্তিষ্ক মধ্যে জলপতন-বৎ অনুভব করে ।

বস্টিকাঅ—পক্ষাঘাতের পূর্ব্বেগামী শিরোঘূর্ণনে ইহা উপকারী । মস্তকের দুর্বলতা বশতঃ রোগী উৎকণ্ঠাগ্রিত থাকে এবং মাথা ঘুরিয়া লক্ষ্যে অথবা পার্শ্বে পতনোন্মুখ হয় । মস্তিষ্কের যান্ত্রিক বিকারোৎপন্ন রোগেও ইহা উপকারী ।

আর্ডের্জন্ট, নাই—শারীরিক দুর্বলতা ও কম্প নিবন্ধন শিরো-
ঘূর্ণনে রোগীর যদি মানসিক গোলমাল ভাব এবং মস্তক বৃহত্তর হওয়ার
অনুভূতি জন্মে তাহাতে ইহা উপকারী। পথ চলিতে রোগী বোধ
করে যেন গৃহাদি তাহার উপরে পতিত হইবে। মস্তিষ্ক ও চক্ষুরোগ
নিবন্ধন শিরোঘূর্ণনেও ইহা ফলপ্রসূ।

নেট্রান্ স্যালিসিলিকাম্—অডিটরি বা শ্রবণশক্তি
ক্ষয় রোগ নিবন্ধন শিরোঘূর্ণনের ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। এক্রপ
শিরোঘূর্ণনের অন্ত্য ঔষধ মধ্যে চাইনি সাল্ফ, জেল্‌স্,
এবং কপ্তি প্রধান।

ফেনিড্রাইন—সম্পূর্ণ স্নায়বিক ক্রিয়াবিকার ধাটিত শিরোঘূর্ণন
রোগে ইহা উপকারী। বিশেষতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিলে ইহার রোগের
বৃদ্ধি হয়, এবং শিরোঘূর্ণন কালে বিবামযা থাকে। গোলমাল শব্দে ও
শরীরচালনায় রোগের অত্যাধিক বৃদ্ধি।

মস্তকে জল পতনবৎ অনুভূতিতে **সিঙ্কনা, সাল্ফ**
এসি, বেল্, স্পিজি এবং **কার্ব** এনি তুসনীয়।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—জলদ্রবতা, সিক্ত গৃহতলে
শয়ন প্রভৃতি যে কোন প্রকারে আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ এবং অঙ্গাদির অতি
পরিশ্রম **রাস** পক্ষাঘাত রোগের কারণ। রসবাতিক ধাতুর ব্যক্তিগণই
এ রোগের বিশেষ ক্রিয়াক্ষেত্র। মহাত্মা হানিমান অধোঅঙ্গের পক্ষাঘাত
আরোগ্যে **রাসের** ক্ষমতা থাকার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত
পক্ষেও ইহার এই ক্ষমতা যথেষ্টরূপে প্রমানিত হইয়াছে। স্নায়বিক
ও টাইফাস জ্বর নিবন্ধন পক্ষাঘাত রোগেও ইহা উপকারী। তরুণ
ইনফ্যান্টাইল বা শিশু পক্ষাঘাত রোগে ইহার উপকারিতা থাকিলেও
পুরাতন রোগের পক্ষেই ইহা অধিকতর উপযোগী। অঙ্গের অত্যন্ত
কাঠিন্য ও অনমনীয়তা জন্মে ও রোগী পদ টানিয়া চলে। উপরিউক্ত

শৈশবকালের তরুণ পক্ষাঘাতে সাল্ফার বিশেষ উপকারী ঔষধ ।

কপ্টিকাম—রসবাতিক ধাতুর ব্যক্তিদিগের পেশীর, চক্ষুর এবং মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত রোগে ইহা রাসের সমকক্ষ ঔষধ ।

ডালকামারা—ইহা পুয়াতন বোগের পক্ষে তাদৃশ উপযোগী না হইলেও অত্যন্ত বিষয়ে রাসের তুল্য ঔষধ । ইহাতে সিক্ত গৃহতলে শয়নপ্রযুক্ত অধোঅঙ্গের সহজ পক্ষাঘাত জন্মে । কোন প্রকারে পক্ষাঘাত আরম্ভ হইবার পর আর্দ্র আব হাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি হইলে এতদ্বারা উপকার হয় ।

ককুলান্স ইণ্ডি—শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন অধোঅঙ্গের তরুণ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত অঙ্গে বেদনা থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার হয় । ইহা গুণ্ণবায়ু ঘটিত পক্ষাঘাত রোগেও ফলপ্রদ ঔষধ ।

নেট্‌মিউ—ইহাও শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন পক্ষাঘাত রোগের অন্ততম উৎকৃষ্ট ঔষধ ;

সাল্ফার—উপরিউক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পক্ষাঘাত রোগে ইহা রাসের কার্যাপূরকরূপে ব্যবহৃত হয় ।

গুণ্ণসী বা সায়াটিকা।—রসবাতজ সায়াটিকারোগে রাস উপকারী । আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ, হেঁচকা টান, অধিক ভারি বস্তু সবলে টানিয়া তোলা (অনেক সময়ে এরূপ করিতে মাজার মধ্যে কট্‌ করিয়া উঠিয়া বেদনা হয়) এবং অপরিমিত পরিশ্রম এই রোগের কারণ । রাসটক্স পুয়াতন ব্যাধির পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, তরুণে ইহা কার্যকারী নহে । লাম্বোগো ও সায়াটিকা উভয় প্রকার কটিবাতের মিশ্র রোগে ইহা বিশেষ ফলদ ঔষধ । ইহার রোগে পেশী, সন্ধির বন্ধনী বা লিগামেন্ট এবং স্নায়ুবেষ্ট কিল্লী বা নিউরিলেমা আক্রান্ত হয় । ক্রম অঙ্গ ছিন্ন করার আয় এবং জ্বালাকর

বেদনা থাকে। রোগীর খঞ্জতা জন্মে এবং অঙ্গের পেশীর আনবর্তন হয়। কোষ্ঠবদ্ধ; স্থির ভাবে উপবেশন বা শয়ন করিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি ও অঙ্গের আকৃষ্টতা জন্মে। রোগী বারম্বার পার্শ্ব পরিবর্তনাদি দ্বারা শরীর চালনা করিতে অথবা পায়চারি করিয়া চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। দণ্ডায়মান হইতেও প্রথম চলিতে রোগী কষ্ট বোধ করে; চলিতে চলিতে অঙ্গের আড়ষ্টভাব ও বেদনা দূর হয় এবং রোগী সর্বতোভাবে সুস্থ বোধ করে; কিন্তু অধিককাল চলিলে অঙ্গের আড়ষ্টতা ও বেদনা পুনরাবর্তন করায় রোগী কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে বাধ্য হয়; তাপপ্রয়োগ বিশেষ উপকারী।

আর্শিকা—অতি পরিশ্রম প্রযুক্ত সায়্যাটিকার ঔষধ। ইহার প্রবল বেদনার পর আক্রান্ত অঙ্গের ঘূর্ণবৎ অস্থিত্ব থাকিয়া যায়।

হুত্ৰী—ইহাতে প্রথম শরীর চালনায় অথবা উপবেশনাবস্থা হইতে গাত্ৰোত্থানে তাঁরবেদবৎ বেদনা পৃষ্ঠ বাহিয়া সায়্যাটিক স্নায়ু দ্বারা যদৌ অভিনুগে যায়; বেদনার উপস্থিতি কালে রোগী অবিরত চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। আর্দ্র অথবা শীতল আব হাবয়্যায় এবং বেদনা স্থানে শৈত্য প্রয়োগে তাহার বৃদ্ধি হয়?

ব্রাসনিয়া—ইহার তাঁরবেদবৎ বেদনার শরীর চালনায় বৃদ্ধি এবং প্রবল তাপে হ্রাস। বাতজ সায়্যাটিকা রোগের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নিডাম—ইহাতেও রসবাতমিশ্রিত সায়্যাটিকা জন্মে।

পৃষ্ঠশূল বা ব্যাকএক এবং কটিবাত বা লাম্বোগো।—পূর্কোল্লিখিত শৈত্যসংশ্রব প্রভৃতি কারণরূপে বর্তমান থাকিলে এ রোগেরও **রাসের** প্রয়োগ হয়। পৃষ্ঠ ভগ্ন হওয়ার ঞায় অতি তীক্ষ্ণ বেদনা **রাসের** পৃষ্ঠশূলের সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক। “শরীর চালনায়

উপশম” এই প্রদর্শক লক্ষণ অপেক্ষাও উহা শ্রেষ্ঠতর, কেননা “শরীর চালনায় বেদনার বৃদ্ধি” লক্ষণের অবর্তমানতাতেও রাস প্রযোজ্য হইতে পারে ।

পৃষ্ঠের গভীর দেশের পেশী আক্রান্ত হইলে রাসের বিশেষ উপযোগিতা উপস্থিত হয় বলিয়া অনুমিত । ইহা কটিবাতের পুরাতন অবস্থায় উপকারী । একনাইট তরুণ রোগের ঔষধ এবং অনেক সময়ে প্রয়োগ মাত্রই বেদনার উপশম হয় । ডাং বেরার কটিবাতে রাস, এবং আর্নিকা হইতেও এন্টি টারটের প্রশংসা করিতেন । রাসের পৃষ্ঠশূল চাপে উপশম, কিন্তু শয্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । রাসের বেদনা কোন ক্রমে বস্তুর উপর শয়ান থাকিলে উপশম থাকে ।

নেট মি ডি—ইহার রোগীরও বেদনা কঠিন বস্তুর উপর শয়ন করিলে উপশম থাকে । পৃষ্ঠ পশ্চাদিকে বক্র করিলে রাসের বেদনার হ্রাস হয় ।

সাল্ফার—ইহার ঋটিবেদনায় রোগীর হঠাৎ চলৎশক্তি রহিত হয় । রডডেগুনের বেদনা ঋটিকার পূর্বে বৃদ্ধি পায় । পেট্রলিয়াম ও রুটার পৃষ্ঠশূল প্রাতঃকালে গাত্রোথানের পূর্বে উপস্থিত হয় । স্ট্যাফিসেগ্রিয়ার এই সকল বেদনা রোগীকে প্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়া পায়চারি করিতে বাধ্য করে । কেলি কার্কেও এইরূপ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় এবং ওটা রজনীকালে বেদনা উপস্থিত হইলে তীরবেগে তাহা কটি ভেদ করিয়া অধোগামী হয় ।

লিডা—অনেকক্ষণ বলিয়া থাকার ছায় ইহাতে পৃষ্ঠের আড়ষ্ট ভাব বা অনমনীয়তা জন্মে ।

হাইপেরিকাম—যে সকল স্থলোককে সর্বদা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া

উঠা নামা ও কষ্টে ভারি বস্ত্র উত্তোলনাদি করিতে হয় তাহাদিগের রোগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। মাজার মধ্যে কনকন করে ও স্থচিবেষের স্নায় অল্পভূতি জন্মে।

ব্রাশনিয়া—ইহা সহজ কটিবাতের ঔষধ, শরীরচালনায় বেদনার বৃদ্ধি।

চক্ষুরোগ।—অক্ষিপুটপতন বা টোসিস; গ্রাণুলার লিড্‌স বা অক্ষিপুটের দানায়ুক্ত প্রদাহ; যোজকঝিল্লী-প্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস; ফ্লাক্‌টিনিউলার অফ্‌থ্যাল্মিয়া বা রসবিশ্বিকাবুক্ত চক্ষুপ্রদাহ; ক্রফুলাস্ বা গণ্ড-মালীয় চক্ষুপ্রদাহ; আইরাইটীস্ বা উপতারাপ্রদাহ; গ্লকমা বা অন্ধবুদ্ধি।—শোথযুক্ত ক্ষীতি, কণীনিকার চতুঃপার্শ্বে উন্নত ঝিল্লী, লোহিতবর্ণ, পুগজননপ্রবণতা, বিদাহী জলস্রাব এবং রসবিশ্বিকোৎপত্তি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন চক্ষুরোগচিকিৎসায় **রাস-উক্স** বিশেষ প্রযুক্তি লাভ করিয়াছে।

রসবাতরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের আর্দ্রশৈতাসংস্পর্শ নিবন্ধন চক্ষুপুটপতন রোগে **রাস** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য।

কষ্টিকাম—চক্ষুপুটপতন রোগে ইহা **রাস**ের প্রায় সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। **জেলসিমিরাম**, **সিপিরা** এবং **ক্যাল্‌মিসিয়া**তেও **রাস**ের স্নায় উর্দ্ধ চক্ষুপুট পক্ষাঘাতবশতঃ কুলিয়া পড়ে, রোগী সম্পূর্ণ চক্ষুরুন্মীলন করিতে অক্ষম হওয়ার উর্দ্ধে কোন বস্ত্র দর্শন করিতে হইলে মস্তক পশ্চাত্‌দিকে মত করিতে বাধ্য হয়। **কষ্টি**, **জেলস্** এবং **ক্যাল্‌মিসিয়া** রোগী চক্ষুর চতুঃপার্শ্বের পেশীর কাঠিন্য অল্পভব করে।

গ্রাণুলার অফ্‌থ্যাল্মিয়া, **কঞ্জাংটিভাইটিস**, **ফ্লাক্‌টি-**

নিউলার অফ্‌ থ্যালামিয়া, ক্রফুলাস্ অফ্‌ থ্যালামিয়া প্রভৃতি চক্ষুর প্রদাহরোগের পক্ষে অবস্থা বিশেষে **রাস্** আমাদিগের একমাত্র ভরসাহূল। গ্রাণুলার অফ্‌ থ্যালামিয়ার তরুণ ও প্রবল লক্ষণ বর্তমান থাকিলে **রাস্** ফলপ্রদ। আর্দ্রশৈত্যসংস্পর্শবর্তিত সহজ চক্ষু-প্রদাহেও ইহা উপকারী। ফলতঃ এই সকল এবং ক্রফুলাস্ অফ্‌ থ্যালামিয়া প্রভৃতি রোগের অতি তরুণ ও প্রবল কষ্টপ্রদ অবস্থায় **রাসের** প্রয়োগে আমরা বিশেষ উপকার পাইয়া থাকি। ইহাতে চক্ষুর ন্যূনাধিক শোথযুক্ত ক্ষীতি, ঘোর রক্তিমতা, বিদাহী জস্রাব এবং অনেক সময়ে অতি ভয়াবহ কিল্লি-ক্ষীতি বা কিমসিসের উৎপত্তি হইয়া চক্ষু বিনষ্ট হইয়া বাইবার আশঙ্কা জন্মে। ইহার তত্ত্ব বিদাহী জলস্রাব নিবন্ধন চক্ষুর কালক্ষেত্রে, তৎসম্মিহিত প্রদেশে এবং স্রাবসংস্পৃষ্ট গণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলবিশ্বিকা জন্মে। চক্ষুর অত্যন্ত আলোকাভিক্ষ বটিলে এবং রোগ চক্ষুপুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে প্রবল আক্ষেপের সহিত চক্ষু নৃদ্রিত থাকে। চিকিৎসক বলপ্রয়োগে চক্ষু কিকিৎ উন্মূক করিলে বেগে জল ও পীতাস্ত পুয় নির্গমণ হয়। ইহা **রাস্** রোগের প্রদর্শক। রজনীতে ইহার বেদনার বৃদ্ধি হয়।

রসবাতজ অথবা অভিবাতিক আইরাইটিস্ রোগেও **রাস্** উপযোগী ঔষধ মধ্যে গণ্য। ইহার এবং কণ্ঠাংটিভাইটিসের প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া করইড মেম্ব্রেন ও চক্ষুকোটনের সেলুলার টিস্সু প্রভৃতি গভীর উপাদান আক্রমণ করিলেও ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। ইহার বেদনা তীব্রবেগে চক্ষু ভেদ করিয়া মস্তকের পশ্চাৎ পার্শ্বে যায় ও রজনীতে এবং আর্দ্রশীতল আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পায়। চক্ষু উন্মূক করিলে প্রচুর ও উষ্ণ জল স্রাব হইতে থাকে। অবস্থা বিশেষে পুয়ও জন্মে।

অস্বচ্ছদৃষ্টি রোগেও কখন কখন **রাসের** উপকরিতা লক্ষিত হইয়াছে।

কেলি কার্ব—জলসিক্ত হইয়া চক্ষুপ্রদাহ জন্মিলে ইহা দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায় ।

এপিস—ইহাতেও যোজকবিবলী বা কজ্জাটাইতার শোথযুক্ত ক্ষতি জন্মে । এস্‌হেনপাইয়া, ষ্টাফিলমা এবং গণ্ডমালীয় বা ষ্ট্রুমাস-অফ্‌ থ্যালমিয়া বা চক্ষুপ্রদাহে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় ।

চক্ষুপুটপতন রোগে **নাক্স** ভ এবং **সিপিহা**, আইরাইটিস রোগে **টেরিবিস** ও **থুজা** উপকারী ।

বক্ষশূল বা **প্লরডাইনিয়া** ।—**রাস**রোগের সাধারণ কারণই ইহার কারণ । বেদনা তাঁরবেগে বন্ধ হইতে স্বক্কাভ্যন্তরে যায় । এস্থলে **রাস্ রোডি** অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয় ঔষধ ।

ওয়েইসাকাম—ডাং হিউজের মতে টুবা কুর্নিস (যক্ষ্মা রোগ) ঘটিত বক্ষশূলের ইহা অব্যর্থ মহৌষধ ।

নাসিকাসর্দি বা **করাইজা**—অতি প্রচুর স্রাব এবং গল-দেশের লোহিতাভা ও শোথযুক্ত ক্ষতিসহ নাসিকাসর্দি রোগে **রাস** উপকারী । আর্দ্রশৈত্যসংস্পর্শ ও সৈঁতা স্থানে বাস এই সর্দির কারণ ।

ইন্ফুয়েঞ্জা বা **দেশব্যাপক প্রতিষ্ঠায়রোগ** ।—আর্দ্র-শৈত্যসংস্পর্শ রোগের সাক্ষাৎ কারণ হইলে **রাসের** বিশেষ উপকারিতা লক্ষিত হইয়া থাকে । **রাসরোগে** শরীরস্থ সমুদয় অস্থিতেই অতি তীক্ষ্ণ বেদনা, হাঁচি এবং কাসি হয় । ইহাতে ষ্টাণাম অস্থির বা বুকের উর্দ্ধ অর্দ্ধাংশের পশ্চাৎপার্শ্বে গুড়গুড়ি হইয়া গুরু কাস সন্ধ্যাকাল হইতে দুইপ্রহর রজনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় । রোগী অত্যন্ত দুর্বল ও অবসাদ-প্রস্তু হয়, কখন কখন জ্বালাময় জিহ্বা, অচেতন ও প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হওয়ায় টাইফয়েড জ্বর হইবে বালিয়া সন্দেহ জন্মে ।

কণ্ডিকাম—**রাস্** এবং **সাপেটিলিয়ামের** দ্বায় ইহাতেও শীরের শ্রান্তি বোধ, কাসিলে বন্ধের ও গাত্রের কাঁচা

বা অবদারণ, টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ অগুভূতি থাকে, কিন্তু কাসিতে অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগরূপ বিশেষ লক্ষণ বর্তমান থাকিয়া ইহাকে অগ্নু দুই ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে ।

হ্রদ্রোগ—পেরিকার্ডাইটিস্ বা হৃদযহির্বেষ্টপ্রদাহ ; এণ্ডকার্ডাইটিস্ বা হৃদস্তরবেষ্টপ্রদাহ ; হাইপারট্রুফি অব্দি হার্ট বা হৃৎবিস্তৃতি, প্যাল্লিটেসন অব্দি হার্ট বা হৃৎকম্প ।—রসবাতরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট রোগী রাস্ টিকস্ প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন হ্রৎরোগের ক্রিয়াক্ষেত্র ; বর্ষণের জলধারা-সংস্পর্শ এবং শরীরের জলসিক্ততা প্রভৃতি রাসেন্স পেরিকার্ডাইটিস ও এণ্ডকার্ডাইটিস্ রোগের সাক্ষাৎ কারণ । আবহাওয়া পরি-বর্তিত হইয়া সিক্ত শীতল ভাব ধারণ করিলেই রোগীর রোগসম্প্রদায় বৃদ্ধি হয় । টাইফয়েড বা পচনশীল ক্ষত প্রভৃতি ঘটিত দূষিত রাসের সংমিশ্রণে রক্তত শোণিতের পচনভাবগ্ৰাহ্য হইতে ইহার অগ্নু প্রকার পেরিকার্ডাইটিস রোগ জন্মে । এ স্থলে সাধারণতঃ ইহা ব্রাসের পর প্রদর্শিত হয় । অর্থাৎ রোগের প্রথমাবস্থায় শরীরচালনায় রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্রাসলক্ষণ উপস্থিত থাকিলে অগ্রে তাহা প্রযুক্ত হইয়া পরে রোগীর আশ্রয়তাদি রাস লক্ষণ উপস্থিত হইলে রাস প্রদত্ত হইয়া থাকে ।

ফলতঃ রাস ক্রিয়াব মূলতত্ত্ব এই যে, ইহা শোণিতসঞ্চলনের কেন্দ্র-স্থান হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করিয়া তাহার, শোণিত সঞ্চলনের এবং শরীরের বিশেষপ্রকার অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব উপস্থিত করে । এজন্ম প্রায় প্রেক্ষপ্রকার রাস্ রোগেই হৃৎপিণ্ড নূনাধিক ক্রিষ্ট হইয়া থাকে । রসবাতধাতুবিশিষ্ট কুস্তিবাজ লোক, বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানার শ্রম-জীবী, যাহাদিগকে সর্বদা বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রাদি উত্তোলন করিতে হয় অথবা যাহাদিগকে বড় বড় হাতুড়ি পিটিতে হয়, তাহাদিগের হৃৎপিণ্ডের অধিকতর শ্রম ও উত্তেজনা হওয়ায় হৃৎকপাট রোগ

(ভাল্‌বুলার ডিজিজ) ব্যতীতই হৃৎপিণ্ডের সহজ বিরুদ্ধি বা হাইপারট্রফি জন্মিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডকপাটরোগবিহীন বা এবাধিহ সহজ হৃৎবিরুদ্ধি রোগের অন্তর্গত ঔষধমধ্যে আর্শিকা ও ব্রমিন শ্রেষ্ঠতর। উপযুক্ত স্থানে এই সকল ঔষধের কালব্যাপী ব্যবহার ব্যতীত এতদ্বারা ফলাকাজ্জ্বল্য করা যায় না।

বসবাতদূষতধাতুবিষিষ্ট ব্যক্তিদিগের উপরিউক্ত অপরিমিত পরিশ্রম নিবন্ধন প্রায়শঃ হৃৎকম্প রোগ (Palpitation of the heart) জন্মিয়া থাকে। এইরূপ হৃদ্রোগের উপসর্গস্বরূপ বাম বাহ ও স্কন্ধে অসাড়ভাবের বর্তমানতা অনুভূত হইলে রাস দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। রোগী বক্ষের দুর্বলতা এবং হৃৎপেশীর কাস্তিবোধ করে ও যে কোন প্রকার শ্রমেই তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অনেক সময় রোগী স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিলেও হৃৎকম্প দেখা যায়।

একনাইট—ইহার হৃদ্রোগে রোগী বক্ষস্থলে উৎকর্ষা বোধ করে এবং তাহার হস্তাঙ্গুলীতে কিন্নিফিনি ও চন্‌চনি অনুভূত হয়।

ক্যালান্সিয়া—ইহার হৃদ্রোগেও বাম বাহতে উপরিউক্তরূপ অনুভূতি জন্মে।

পাল্‌সেটিলা—দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডের ভেন্ট্রিকলের (ধমনী-শোণিতকোটর) বিরুদ্ধি ও প্রসারণ বা ডাইলেটেসন রোগে অনেক সময়ে কফোণি (কহুই) প্রদেশের বিশেষরূপ অসাড়তা জন্মে।

এক্টিয়া রেসি—রোগী বোধ করে যেন হস্ত ও শরীর ব্যাণ্ডেজ বা ফিতা দ্বারা কশিয়া বাঁধা হইয়াছে।

ফাইটলেঙ্কা—ইহাতে শরীরের দক্ষিণপার্শ্বে একনাইট, ক্যালান্সিয়া ও রাসের ত্রায়ই অনুভূতি জন্মে।

প্যারটাইটস্, মাল্পস্ বা কর্ণমূলরোগ।—রাস্‌রোগে গ্রন্থির ক্ষতি বোর লোহিতবর্ণ ধারণ করে এবং প্রদাহের বিসর্পবৎ

(এরিসিশেলেটাস্) প্রকৃতি ও রোগের টাইফয়েড অবস্থা প্রাপ্তির আশঙ্কা জন্মে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কনকনানি বেদনা হয়, রোগী অস্থিরতা সহ পার্শ্বপরিবর্তন করিতে থাকে এবং রোগযন্ত্রণা রজনীতে বৃদ্ধি পায়। কোন রোগের উপসর্গরূপে কর্ণমূল রোগ জন্মিলে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। বাম পার্শ্বের রোগেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

স্কালেটিনা বা আরক্ত অরের কর্ণমূল চিকিৎসায় রাস্ সর্বোচ্চ পদ লাভ করিয়াছে। ক্যান্টুকে কার্বি এবং লাইক যথাক্রমে রাসের পর প্রদর্শিত হয়।

ল্যাকেসিস্—ইহার রোগও বাম গ্রন্থি আক্রমণ করে। ক্ষীত স্থান কালচে বা নীল লোহিত হয় এবং নিদ্রান্তে রোগ বৃদ্ধি পায়। ইহাতে পাতলা, কলতানিবৎ বিদাহী পুণ থাকে ;

দন্তশূল বা টুথেক।—শৈত্যপ্রয়োগে দন্তবেদনার বৃদ্ধি ও তাপে হ্রাস হইলে সাধারণতঃ রাস উপকারী। কিন্তু ঝাঁকি দেওয়ার ঝায় বেদনা শীতল হস্তের স্পর্শে অধিকতর উপশম পায়। দন্ত শিথিল ও দীর্ঘতর বলিয়া অনুভূতি জন্মে। ক্ষত হওয়ার ঝায় দন্তমাড়ি টাটায়।

পেরিটনাইটিস্ বা অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ।—রোগের টাইফয়েড বা পচনশীল বৈকারিক অবস্থার আভাস প্রাপ্তিমাাত্র রাস লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহার প্রয়োগ বিধেয়। অত্যধিক জ্বর, ঘর্মহীন, শুষ্ক ভ্রুকু, শুষ্ক ত্রিকোণাকারে লোহিতবর্ণ অগ্রবিশিষ্ট জিহ্বা এবং দুর্বল রোগীর শয্যাগত অবস্থা প্রভৃতি ইহার প্রদর্শক লক্ষণ। ফলতঃ রোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ এবং শরীরচালনায় বেদনার অত্যধিক বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণের বর্তমানতায় ব্রাহ্মনিষা প্রযুক্ত হয়। অবশেষে কোষ্ঠবদ্ধের স্থলে উদরাময়, উদরক্ষীতি ও ন্যূনাধিক অস্থির প্রকৃতিদ্বারা অধিকতর টাইফয়েড বা পচনশীল বৈকারিকতাব প্রকাশিতহইলে রাসই এক মাত্র ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। রুগ্ন

স্থান হইতে পচা, শড়া, গলিত ও পুতিগন্ধবিশিষ্ট বিষতুল্য বস্তু (septic material) শোষিত হইয়া সাজ্বাতিক অবস্থা উৎপন্ন করিতে পারে না বলিয়া ইহার প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার হয়। এণ্টারাইটিস বা অন্ত্রপ্রদাহ, টিফলাইটিস্ এবং পেরিটিফলাইটিস্ প্রভৃতি রোগেও রোগীব উপরিউক্তরূপ অবস্থায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রসঙ্গান্তিক রোগের টাইকয়েড অবস্থাতেও ইহা অতি মূল্যবান ঔষধ মধ্য পরিগণিত হইয়াছে।

টেম্নিবিহ্ন—উপরিউক্ত রোগের উপসর্গ স্বরূপ মূত্রযন্ত্ররোগ উপস্থিত হইয়া রক্তক বা কিডনিদেশে আকৃষ্টবৎ বেদনা, রক্তময় অত্যন্ত মূত্রতাগ অথবা মূত্রোধাত (suppression of urine), উদরের অত্যধিক স্ফীতি এবং ভয়াবহ দুর্বলতা উৎপন্ন হইলে ইহাকে একমাত্র জীবন-রক্ষার উপায় বহিয়া জানিতে হইবে।

উদরশূল বা কলিক।—রসবাতিক ধাতুর রোগী ব্যতীতও রাসের উদরশূল জন্মিয়া থাকে। রোগী সম্মুখে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে এবং পায়চারি করিয়া বেড়াইলে বেদনার উপশম হয়। কল-সিঙ্কের বেদনায় রোগী কেবল দ্বিভাঁজ হইলে ও বেদনা স্থানে প্রবল চাপ দিলে উপশম পায়।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া এবং আমরক্তরোগ বা ডিসেণ্টারি।—রাসের উদরাময় ও আমরক্ত মিশ্রিত ভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে এবং রোগ স্বল্পতর টাইকয়েড প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়। ইহার বিষ্ঠায় রক্ত, ক্লেদ এবং লোহিতাভ পীতবর্ণ স্লেয়া মিশ্রিত থাকে। এই আমরক্ত রোগে শুক ও কর্কশ জিহ্বার আরম্ভম কিনারা ও ঐ প্রকার ত্রিকোণ অগ্র, মলত্যাগকালে উরু বাহিয়া ছিন্নবৎ অধোগামী বেদনা এবং বিষ্ঠাসহ রক্তময়

মাংসখোঁত জলের বর্তমানতা রাসের নিশ্চয়ত্বক প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে । কোন কোন রক্তশ্রাবী, টাইফয়েডলক্ষণযুক্ত বসন্তগুটিকায় রক্তময় পুষ জন্মিয়া তাহার অতি শোচনীয় অবস্থা হয় । কালুচে রক্তময় বিষ্ঠাত্যাগকালে উরু বাহিয়া অধোগামী ছিন্ননবৎ বেদনা লক্ষ্য করিয়া ডাং ফ্যারিংটন রোগীকে রাস দেওয়ায় সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে ।

অতিবাতিক রোগ বা ইঞ্জুরিজ।—অত্যধিক পরিশ্রম, কুস্তি প্রভৃতি অঙ্গাদির ব্যায়ামসাধ্য ক্রীড়া, সন্ধি প্রভৃতি শরীর্যাংশে মোচড় লাগা, মচকা, হেঁচকা টান এবং ভারি বস্তুর উত্তোলন এবং তত্ত্ব অত্যন্ত টান টান করিয়া উচ্চের বস্তু ধরিবার চেষ্টা প্রভৃতি কারণে পেশীবিশেষের অথবা পেশীগুচ্ছের কণ্ডরা বা টেণ্ডন ও তান্তব ঝিল্লী বা এপনুরোসিস্, সন্ধির বন্ধনা বা লিগামেন্ট এবং স্নায়ুবেষ্ট বা নিউরিলিমা প্রভৃতি যে কোন প্রকার তাত্ত্ববোপাদান বা ফাইব্রাস টিস্সু আঘাতপ্রাপ্ত হউক রাসটক্স তাহার একমাত্র ঔষধ । উপরিউক্ত কারণে কখন কখন অঙ্গাদির পক্ষাঘাত হইয়া থাকে, তাহা, এবং অপরিমিত বলপ্রয়োগে বহুদিন ধরিয়া ক্ষুৎকার দ্বারা কোন প্রকার বাঁশি বাজাইলে কখন কখন ফুসফুস হইতে যে রক্তশ্রাব হয় তাহাও রাস্ আরোগ্য করিতে সক্ষম । রাসের এই সকল আঘাতজ রোগে “রোগী শরীর চালনা করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে বেদনার বৃদ্ধি এবং কিছুকাল চালনা করিলে পরে তাহার রাস” এই বিশেষ পরিচিত প্রদর্শক লক্ষণ বর্তমান থাকে ।

বক্তা এবং গাথকদিগের সবলে স্বরযন্ত্রের ব্যবহারবশতঃ স্বরদোষ ঘটিলেও রাস দ্বারা উপকার হয় ।

আর্নিকা—ইহার ক্রিয়া বন্ধনী অপেক্ষা পেশীতে অধিকতর ।
এজন্ম অপরিমিত প্রমাদিবশতঃ পেশীর টাটানি বেদনা হইলে ইহাই
সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত । রোগীর অনুভূতি জন্মে যেন
তাহার গাত্র পিষ্ট হইয়াছে । ইহাতে রাসেনের গায় আকৃষ্টবৎ অনু-
ভূতি জন্মে না । কোন গ্রন্থি মচকাইলে অথবা তাহাতে মোচড় লাগিলে,
বন্ধনী বা লিগামেন্ট ব্যতীত অন্যান্য কোমলোপাদানের প্রদাহ না
জন্মিলে **আর্নিকা** তাহার ঔষধ হয় না ।

আসেনিকাম্—ইহাও অপরিমিত পরিশ্রম, বিশেষতঃ উচ্চ
পাহাড় পর্বতাদির আরোহণের পরিশ্রম নিবন্ধন কুফল আরোগ্যে
ফলপ্রদ ।

কনাস্টিম্—গ্রন্থি, বিশেষতঃ শুনগ্রন্থি আঘাত প্রাপ্ত বা ঘৃষ্ট
হইলে ইহা উপকারী ।

সাল্ফুরিক এসিড—ভয়ঙ্কর ব্যক্তিদিগের শরীরের বহু
দিন স্থায়ী টাটানিযুক্ত কালো ও নীলবর্ণ কলঙ্ক আরোগ্যে উপযোগী ।

ল্যাকেসিস—ইহা বিষাক্ত ক্ষতের পক্ষে উপকারী ।

এরানিসা ডাইস্‌ডেমা—বন্দুকের গুলি লাগিয়া ক্ষত
হইতে রক্তস্রাব আরোগ্য করে ।

রেনসবাত রোগ বা রিউমাটিজম্—রোগপ্রবণতা-
বিশিষ্ট অথবা রসবাতিক দাতৃগ্রস্ত রোগী রাস রোগের ক্রিয়াক্ষেত্র ।
এজন্ম জ্বর ও প্রদাহসংযুক্ত তরুণ এবং জ্বর ও প্রদাহহীন পুরাতন এই
উভয় প্রকার রসবাত রোগে রাস প্রযোজ্য হইলেও শেষোক্ত প্রকার
রোগেই ইহা অধিকাংশ সময়ে ব্যবহৃত হয় । হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা
প্রণালীর আবিষ্কার হইতেই রাস এবং **ব্রাসনিয়া** রসবাত
রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে । এজন্ম এই দুই ঔষধের
প্রভেদক লক্ষণ নিয়ে প্রদত্ত হইল ।

রাস।

কনকনানি এবং বেদনার উপ-
শম পায় বলিয়া রোগী অস্থির
থাকে ও অবিরত শরীর চালনা
করিতে চাহে।

বিশেষতঃ ইহা পেশীবেষ্ট
বন্ধনী বা লিগামেন্ট এবং কণ্ডুরা
বা টেণ্ডন প্রভৃতি তান্তবোপাদান
বা ফাইব্রাস টিস্যুর রসবাত রোগে
ফলপ্রদ।

তপ্ত এবং ঘর্ষাক্ত শরীরে
আত্মশৈত্যের সংস্পর্শ ইহার রোগ
কারণ।

ব্রাইডনিয়া।

কনকনানি ও বেদনার উপশম
হয় বলিয়া রোগী সম্পূর্ণ স্থির
থাকিবার বলবৎ ইচ্ছা প্রকাশ
করে; তথাপি কখন কখন বেদনার
আতিশয়ে রোগী শরীর চালনা
করিতে বাধ্য হয়।

সম্পূর্ণ সন্ধির এবং পেশীর
রসবাত রোগে ইহা বিশেষ উপ-
কারী ঔষধ।

শৈত্যসংস্পর্শ ইহার রোগের
অন্ততম কারণ হইলেও তাহার
কোন বিশেষতা দৃষ্ট হয় না; অতীত
কারণেও ইহার রোগ জন্মে।

রাসেন্স রসবাতলক্ষণমাত্রেরই শরীরচালনায় উপশম এবং
শারীরিক স্থৈর্য্যে বৃদ্ধি হয়। আক্রান্ত অঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া
উপবেশনাদি হইতে উত্থান করিতে প্রথম অঙ্গ চালনা কষ্টকর;
কিন্তু চালনা করিতে করিতে পরে রোগী উপশম বোধ করে। তাপ
প্রয়োগেও ইহা রোগের উপশম ঘটে। আর্দ্র আবহাওয়ায়, ঝটিকা সময়ে
এবং শৈত্য রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবহাওয়ার পরিবর্তনে
রক্ত ডেপ্ত পের রসবাত রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

রাসেন্স রসবাতাক্রান্ত অঙ্গ প্রথমে কঠিন বা অনমনীয় এবং
টাটানি বেদনাযুক্ত। আক্রান্ত শরীরস্থানে ছিদ্রবৎ, আকৃষ্টবৎ ও পক্ষ-
ঘাতবৎ অনুভূতি জন্মে এবং সূচিবেষ হওয়ার ঝায় কষ্টও বিরল
নহে। হঠাৎ পৃষ্ঠের “ফিক্” বা ঝল্লীবৎ বেদনা রাস্ আরোগ্য

করিতে সক্ষম। পৃষ্ঠের গভীর পেছাদিসহ **রাসের** বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় অত্যন্ত ঔষধাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কটিবাত বা লাম্বোগো রোগ ইহা দ্বারাআরোগ্য হইয়া থাকে। পেশী প্রভৃতি কোমলো-পাদানের আঘাত প্রযুক্ত বেদনা ও স্ফীতি প্রভৃতি অনেকদিন স্থায়ী হইয়া পুরাতন রসবাত প্রকৃতি ধারণ করিলে যেক্রপ **আর্নিকা** তাহার ঔষধ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের তান্তবোপাদানের অভিঘাতনিবন্ধন রোগে **রাস** তদ্রূপ উপকার করিয়া থাকে। অবস্থাহুসারে শরীরের যে কোন অংশের রসবাত রোগে **রাসের** প্রয়োগিতা থাকিলেও অধঃ অঙ্গের রোগেই ইহা বিশেষতঃ লাভ করিয়াছে। নিম্নে **রাস** রোগের প্রদর্শক লক্ষণ প্রদত্ত হইল :—

১। অবিশ্রান্ত শরীর চালনায় রোগযন্ত্রণার উপশম ; কেবল কটি-বাতের যন্ত্রণা তাহাতে কখন কখন বৃদ্ধি পায়।

২। আক্রান্ত শরীরাংশের কাঠি বা অনমনীয়তা এবং টাটানি বেদনা।

৩। শরীরচালনার আরম্ভে কষ্টের বৃদ্ধি।

৪। আর্দ্র শীতল আবহাওয়ায় এবং শৈত্যসংস্পর্শে রোগের বৃদ্ধি ; শীতল বায়ু সহ্য হয় না ; বোধ হয় যেন তাহাতে তাকে বেদনা হয়।

৫। সকল কষ্টেরই তাপে উপশম।

শরীরের স্থানবিশেষের দৃষ্টি ও উচ্চতর অস্থিপ্রদেশের বেদনা **রাস** আরোগ্য করিয়া থাকে, কেননা ঐ সকল বেদনা অস্থি-বেষ্ট বা পেরিঅস্টিয়ামেয় রসবাতিক রোগবশতঃ জন্মে।

এনাকার্দিয়াম্—রসবাতাক্রান্ত গ্রীবার প্রথম চালনায় কষ্টের বৃদ্ধি, পরে উপশম হয়।

কনাস্টিয়াম্—অঙ্গচালনার আরম্ভে বেদনার বৃদ্ধি, কিন্তু অধিক সময় চালনায় হ্রাস।

লাইক এবং **পাল্‌স্**—ধীরে চালনায় উপশম ।

ফেরাম্—রজনীতে ধীরে চলিয়া বেড়াইলে ইহার স্নায়ুশূল এবং রসবাতের বেদনার উপশম ।

রাস রেডিক্যান্স—পাদ আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ এবং মস্তক-পশ্চাতে রসবাতিক বেদনায় উপকারী । বন্ধের স্নায়ুশূল স্কন্ধে যাইলে ইহা দ্বারা আরোগ্য হয় । হস্তের আলনার স্নায়ুশূলও ইহা দ্বারা আরোগ্য হওয়া সম্ভব ।

ক্যালমিস্‌ ল্যাটিফলিস্‌—পদ বাহিয়া নিম্নাভিমুখী ছিন্নবৎ বেদনা; পদের স্ফীতি এবং জ্বর থাকে না, কিন্তু রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয় । এই সকল লক্ষণে ইহা **কল্‌চি** সহ তুলনীয় ।

লিডাম্ এবং **কল্‌চিকাম্**—উভয়েই সন্ধির তীক্ষ্ণ ছিন্নবৎ বেদনা, পক্ষাঘাতবৎ দুর্বলতা, অসাড়তা এবং সন্ধির উপরিভাগের শীতলতা উৎপন্ন করে । **রাসের** দ্বায় উভয়েরই প্রত্যেক পদস্থলনে মস্তিকে টাটানি বেদনা উপস্থিত হয় । **লিডামের** বিশেষত্ব এই যে, ইহার বেদনা প্রথমে শরীরাধঃ আক্রমণ করিয়া ক্রমে উর্দ্ধে যায়, ইহার গাউট শয্যাতাপে বৃদ্ধি পায়. পদের শোথবৎ স্ফীতি জন্মে এবং ইহা **কল্‌চিকামের** অপব্যবহার ঘটিত কুফল, বিশেষতঃ দুর্বলতা সংশোধন করে । **লিডামের** সন্ধির আকৃষ্টবৎ বেদনার ওয়াইন মত্তপানে বৃদ্ধি হয় । **কল্‌চিকামের** বিশেষত্ব এই যে, ইহার বেদনা স্থানপরিবর্তনশীল, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি পায়, ইহার রোগী অত্যন্ত দুর্বল এবং তাহার আমাশয়াজীর্ণ ও খাত্তের দ্বাণে ঘৃণা এবং বিবমিষা বর্ণমান থাকে ।

ক্যাক্স কার্ক—জলসংস্পর্শ নিবন্ধন ইহাতে **রাসের** দ্বায় রসবাত রোগ জন্মে । পৃষ্ঠ এবং স্কন্ধের পেশীর রসবাত রোগ **রাসে** আরোগ্য না হইলে ইহা আরোগ্য করিতে সক্ষম ।

ক্যাঙ্সার ফ্লু—পুরাতন রসবাত রোগ এবং কটিবাতের বেদনা শরীরচালনার আরম্ভে বৃদ্ধি ও ক্রমামত চালনায় হ্রাস পাইলে ইহা **রাসেন্স** কার্যপূরকরূপে ফলপ্রদ ।

অধঃচোয়ালান্দির স্থানচ্যুতি বা ডিস্লোকেশন।—রসবাত রোগীর চুয়ালান্দির সন্ধিবু বেদনা হইয়া চুয়াল ভগ্ন হওয়ার আয় অল্পভূতি জন্মিলে **রাস** দ্বারা উপকার হয়। চৰ্কাণের আয় মুখের চালনা করিলেই চোয়ালের করু করু শব্দ হয়। সহজে অধঃচোয়ালের সন্ধিস্থলন হইলে **রাস** তাহার সংশোধনে সক্ষম। **ইগ্রেসিস্ হা ও পেট্রিলিয়াম্** এখানে রাসসহ সন্নিবিষ্ট ।

সেলুলাইটিস্ বা কোষিকোপাদানপ্রদাহ।—কোষময় ঝিল্লিতে **রাসেন্স** বিশেষ রোগজ ক্রিয়া আছে। ইহা তাহার প্রদাহ উৎপন্ন করে। সাধারণতঃ এই প্রদাহ ডিক্‌থারিয়া, ইরিসিপেলাস্ এবং চক্ষুপ্রদাহ প্রভৃতি রোগের আনুষঙ্গিকরূপে উপস্থিত হয়। ইহার বিসপ ও চক্ষুরোগে পুণঃসঞ্চার হয় এবং চক্ষুকোটাভ্যন্তরে পুণ জন্মিলে তাহার বেদনা তীব্রবেগে মাস্তক ভেদ করিয়া মস্তকের পশ্চাৎ পার্শ্বে যায়। **রাস** এবং **এপিসেন্স** কোষময় ঝিল্লীপ্রদাহের প্রভেদ এই যে শেষোক্ত ঔষধে কোষময় ঝিল্লিতে পুণঃশোথ বা এবসেস্ জন্মে না।

সবিরাম জ্বর বা ইন্টারমিটেন্ট ফিবার।—গ্রীষ্মকালে তপ্ত ও ষষ্ঠ্যাক্ত শরীরে স্নান এবং অগ্ন্যস্ত প্রকার আর্দ্রশৈত্যসংগ্রহ এই **রাস** জ্বরের কারণ। ইহার অতি তীক্ষ্ণ শীতকম্পে রোগী বোধ করে যেন গাত্রে বরফবৎ শীতল জলের ছাপ্টা দেওয়া হইতেছে, অথবা তাহার রক্তবহা নাড়ী বহিয়া শীতল শোণিত ধাবমান হইতেছে; শীত অন্ততর পদে, সাধারণতঃ উরুতে, কখন কখন অংসফলকাঙ্কি বা স্ক্যাপুলাস্থিধরের মধ্যবর্তী স্থানে, প্রায়শঃ অপরাহ্নেটো হইতে রজনী ৯টার

মধ্যে আরম্ভ হইয়া অত্যাগ শরীর্যাংশে বিস্তৃত হয়। এই অবস্থায় অত্যাগ লক্ষণমণ্যে তীক্ষ্ণ রসবাতিক বেদনা, বিরজিকর শুষ্ক ও দুর্বলকর কাসি এবং অস্থিরতাসহ শরীরচালনা অথবা ইতস্ততঃ ভ্রমণ প্রভৃতি প্রধান। ইহার বহিস্থ শীতের অবস্থায় অভ্যন্তরীণ তাপ বর্তমান থাকে ; তৃষ্ণা থাকে না।

অতি ভয়াবহ তীক্ষ্ণ তাপে রোগীর রক্তবহা নাড়ীর অভ্যন্তরে গলিত যাতু স্রোতের অনুভূতি জন্মে। অতিশয় অস্থিরতা, সর্বশরীরময় অতি ভয়াবহ চুলকনার চুলকাইলে বৃদ্ধি ; এরূপ আমবাতের উদ্ভেদ এবং ওঠে রসবিষিকার উৎপত্তি প্রভৃতি এই অস্থির অত্যাগ প্রধান লক্ষণ।

অতি প্রচুর ঘর্ম হইয়া জরত্যাগকালে রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং তাহার আমবাত অন্তর্দান করে।

নেট্‌মিউসোল এবং স্কাপেপাফর শীত কটিদেশে আরম্ভ হইয়া অগ্ন স্থানে প্রসারিত হইয়া থাকে। শীতাবস্থায় শুষ্ক ও বিরজিকর কাসি, সিন্ধুনা এবং সাল্‌ফারেও দেখিতে পাওয়া যায়।

টাইফয়েড জ্বর বা সন্নিপাতিক জ্বর বিকার।—টাইফয়েড বা পচনশীল জ্বরবিকার।—রসবাতিক যাতুগ্রস্ত ব্যক্তিই রাস রোগের ক্রিয়াক্ষেত্র, এতদ্বারা ইহার সর্বপ্রকার রোগেই নূনাধিক রসবাতিক বেদনা ও অস্থিরতা দি বর্তমান থাকে। অতঃপক্ষে রাস রোগমাত্রই, বিশেষতঃ ইহার তরুণরোগমাত্রই প্রায় নূনাধিক টাইফয়েড প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং সর্বপ্রকার রোগেরই অবস্থান্তর ঘটয়া টাইফয়েড প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের অবস্থা বিশেষে রাসের প্রয়োগ হইয়া থাকে। মূলেই যে ইহা শোণিতের দূষিতপরিবর্তনকারী বস্তু তাহা ইহার তরুণ রোগের অধিকাংশ লক্ষণেই, বিশেষতঃ নাড়ী, জিহ্বা এবং বিষ্ঠার প্রকৃতিতে বিশেষ প্রতীয়মান হয়। ইহার নাড়ীর প্রকৃতি

কখনই একন ও বেল প্রভৃতির স্তায় কঠিনস্পর্শ ও প্রবল হয় না, দুর্বল, কোমল ও অগ্ন্যন্ত বৈকারিক প্রকৃতিবিশিষ্ট থাকে ; জিহ্বা অধিকাংশ স্থলে শুষ্ক, অতি লোহিত, ফাটা এবং কটা প্রভৃতি বৈকারিক লক্ষণযুক্ত এবং বিষ্ঠাও প্রায়শঃ জলবৎ অপকৃষ্ট ও মাংসযোত জলের স্তায় রক্তবিশ্রিত এবং হূর্ণকময়। একারণ অন্ত্র-বেষ্ট প্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্, নিউমোনিয়া, স্কালে'টিনা এবং ডিফথিরিয়া প্রভৃতি রোগ অনেক সময়ে টাইফয়েড প্রকৃতি ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত টাইফয়েড লক্ষণ প্রকাশ করিলে **রাসেল** অধিকারভুক্ত হয়।

টাইফয়েড ফিবার।—গনিমানের সময় হইতেই টাইফয়েড জরটিকিংসায় **রাস** অতি প্রধানস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। ইহার রোগে রস, রক্ত, স্রাবাদির অত্যন্ত পচনশীল অবস্থা ঘটে। আমাশয় ও অন্ত্রের ক্রিয়াবিভ্রাট উপস্থিত হয়। উদর ক্ষীত এবং শোণি বা উমিয়ার ও প্লীহাদেশ স্পর্শে বেবনায়ুক্ত থাকে। গলিত মাংসের স্তায় ভয়াবহ দুর্গন্ধযুক্ত, পীতাক কটা ও ক্লেদময় উদরাময় হয়। কখন বা রোগী নিদ্রাবস্তায় অসাড় মলভাগ করে। ধারণের অক্ষমতা নিবন্ধন মূত্র অনৈজিকরূপে গড়াইতে থাকে! কখন কখন বস্ত্রাদিতে এবং লোহিতবর্ণ মূত্রকলঙ্ক দৃষ্ট হয়। জিহ্বা ঘোর কটা, শুষ্ক এবং ফাটা থাকে, কখন কখন ঐ ফাটা অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় রক্তস্রাব ঘটে। অনেক সময় জিহ্বাপার্শ্বে দন্তকলঙ্ক পড়ে এবং মুখ, জিহ্বা ও দন্ত কটাসে আটা স্লেম্মাজড়িত থাকে। জিহ্বাগ্রের লোহিতবর্ণ ত্রিকোণাকার অংশের বর্তমানতা, অঙ্গের, বিশেষতঃ অধোঅঙ্গের ছিন্নবৎ বেদনা, অসহনীয় পৃষ্ঠশূল এবং অস্থিরতায় ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্তন, উঠা বসা প্রভৃতি বিশেষ লক্ষণ এ রোগেও ন্যূনাধিকরূপে উপস্থিত থাকিয়া **রাসেল** প্রয়োগিতার কারণ হয়।

অনেক সময়েই **রাস্‌টাইফয়েড** জ্বররোগীর মস্তকে প্রবলবেগে রক্ত ধাবিত হইয়া মুখমণ্ডলে হঠাৎ শোণিতক্ষাৎ ঘটে। প্রবল শিরঃশূল জন্মে এবং রোগী বোধ করে যেন ললাটদেশে তক্তার আঘাত কোণ বস্তু আঘাত রহিয়াছে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া শিরঃশূলের উপশম হয়। প্রলাপলক্ষণে রাস্‌রোগী কখন কখন শয্যা হইতে লক্ষ প্রদান করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেও কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিতে সামান্ত বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি ব্যতীত বিশেষ উগ্রতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না। প্রলাপাবস্থায় রোগীর শারীরিক ও মানসিক স্থিরতা থাকে না, রোগী উঠা, বসা ও পার্শ্বপরিভ্রমণ করে। কখন কখন রোগের প্রথমাবস্থায় অতিশয় দুর্বলতাবশতঃ রাস্‌রোগী সম্পূর্ণ স্থির থাকিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এক্ষণে ঘটনা অতীব বিরল বলিয়া জানিতে হইবে। রোগী সর্ব বিষয়ে উদাসভাব ধারণ করে। কখন কখন রোগীর ভ্রমদর্শন হয়। তাহার শুশ্রূষাকারীগণ তাহাকে বিষ খাওয়াইবে বলিয়া ভীত হইয়া পথ্যাদি খাইতে চাহে না (হায়সা)। অজ্ঞানতা গভীরতর হইলে কোন প্রশ্ন করিলে বোধ হয় যেন অনিচ্ছাবশতঃ রোগী অতিধীরে অথবা বিরক্তভাবে উত্তর প্রদান করে। নিদ্রাবস্থায় রোগী মাঠে ভ্রমণ করার ও অতি পরিশ্রমসাধ্য কার্য করার স্বপ্ন দেখে। কখন কখন **হাস্যসার** আঘ ইহাতে রোগী কাজকর্ম-বিষয়ক প্রলাপ করিয়া থাকে। রোগীর গাত্র শুষ্ক ও তপ্ত থাকে। ঘর্ম হইলে তাহা পরিমাণে প্রচুর ও অল্পপ্রায় হয় এবং গাত্রে ঘামটি জন্মে। অনেক সময় জ্বররোগীর জ্বর হইতে রক্তস্রাব ঘটে, কিন্তু তাহাতে রোগের কোন উপশম হয় না। আমশা ইহাকে অতি কঠিন লক্ষণ বলিয়া জানি। রাস্‌রোগে বন্ধ শোণিতের সর্বাধগতিবশতঃ ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য জন্মিলে শ্বাসের গয়ার প্রভৃতি **নিউমোনিয়া**র লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ফসফরাস—নিউমনিয়ার উপরিউক্ত উপসর্গ ও উদরাময় রাসে আরোগ্য না হইলে তাহার পর ফস প্রযোজ্য। ইহার বিষ্ঠা পীতবর্ণ এবং রক্তরেখাযুক্ত, কখন কখন দেখিতে “মাংসের জলের” ছায়।

আসেনিক—অস্থিরতাদি রাসলক্ষণ তাহাতে উপশমিত না হইয়া সাংঘাতিকরূপে বৃদ্ধি পাইলে ও রোগী ক্রমে দুর্বলতার চরম সীমার উপনীত, উৎকর্ষাযুক্ত এবং ভয়ানক অস্থির হইলে এবং যত্নভয়ে ছটফট করিতে থাকিলে রাসের পরিবর্তে অ্যাস প্রযোজ্য।

মিউ এসি—ইহাতেও রোগীর রোগজ উত্তেজনা প্রবণতা বৰ্দ্ধমান থাকে। ইহাতে শারীরিক রস রক্তাদি রাস অপেক্ষা অধিক-তররূপে পচিত হয়। অত্যধিক দুর্বলতা বশতঃ ইহার রোগী শয্যার নিম্ন বা পদ পার্শ্বে নামিয়া যায়।

কার্ব ভেজ—রাসে রোগ উপশমিত না হইয়া রোগী জীবনীশক্তির অতি চরম, নিস্তেজ ও জড়বৎ অবস্থায় উপনীত হইলে ইহা প্রযোজ্য। রোগীর জৈব প্রতিক্রিয়াশক্তির চিহ্ন মাত্র থাকে না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বিশেষতঃ জাম্বু হইতে পদ পর্য্যন্ত অঙ্গ শীতল এবং শীতল ঘর্ষ্যবৃত থাকে। নাড়ী দুর্বলতর থাকিয়া অবশেষে লুপ্ত হইয়া যায়। বিষ্ঠায় অতি ভয়াবহ দুর্গন্ধ থাকে।

ব্যাণ্টিসিয়া—অস্থিরতা, কটা জিহ্বা এবং শরীরের টাটানি প্রভৃতি লক্ষণে ইহা রাসের সমান। প্রভেদ এই যে, শয্যায় ছড়ান অঙ্গনিচয় একত্রিত করিবার জন্ত রোগী শয্যায় ঘূরিতে থাকে। অস্থির ভাবে শয্যায় ক্রমাগত পার্শ্বপরিবর্তনে রাসের বেদনাদি যন্ত্রণার উপশম হয়। রাসের ত্রিকোণাকার লোহিত জিহ্বাগ্র ব্যাণ্টিতে নাই। বিষ্ঠার দুর্গন্ধ রাস অপেক্ষা ইহাতে অধিক।

ক্লোরিড প্রিন্সিপি—ইহা ক্লোরিড পরে প্রযোজ্য। অধিকতর দুর্বলতা বশতঃ রোগী নিশ্চেষ্ট ও শয্যাগত থাকে। বিষ্ঠা রক্ত ও ক্লেদযুক্ত হয়। নালিকা হইতে রক্তস্রাব হইলেও রোগী কোন উপশম পায় না।

ট্যান্সাক্সেনসেকান্স—খ্যাতিমান ডাং বনিংহসেন পুস্তকের টাইকয়েড অরে অস্থিরতা থাকায় ক্লোরিড ব্যবহা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে না। ট্যান্সাক্সেনসেও ঐরূপ অস্থিরতা এবং জিহ্বায় মানচিত্রবৎ কলঙ্ক থাকে; তাঁহার পুস্তকের জিহ্বাতেও ঐরূপ কলঙ্ক দেখিয়া তিনি ইহা প্রয়োগ করায় রোগী অচিরে আরোগ লাভ করে।

বিসপের্লোগ বা ইরিসিপেলাস্—রসবিষিকোৎপাদক (vesicular) বিসপের্লোগে ক্লোরিড মহোপকারী ঔষধ। আক্রান্ত স্বকৃৎসন কাঙ্ক্ষচেলোহিতবর্ণ থাকে ও তাহাতে রসবিষিকা জন্মে। ইহার রোগ মস্তক, মুখমণ্ডল অথবা জননেন্দ্রিয় প্রদেশের স্বকৃ বিশেষরূপে আক্রমণ করে। রোগীর শীতকম্পের পর প্রবল জ্বর ও ভীত শিরঃশূল হয়। শৈত্যসংস্পর্শ ও জলসিক্ততা সাধারণতঃ এই রোগের কারণ। টাইকয়েড প্রকৃতির বিসপের্লোগে পুয় সঞ্চার হওয়ায় অপকৃষ্ট, পাতলা এবং দুর্বল পুয় নিঃসৃত হইলেও ইহা উপকার করে। ইহার রোগযাত্রাই অল্প প্রত্যাহার বেদনা এবং অত্যধিক চুলকনা ও জ্বালা থাকে। “শরীরের বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে রোগের গতি” ক্লোরিড বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। মুখের বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বগামী রসবিষিকাহীন অনেক বিসপের্লোগ আমরা ক্লোরিড দ্বারা অতি সত্ত্বর আরোগ্য করিয়াছি। মুখের কোন প্রকার ইরিসিপেলাস রোগের বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে বাওয়া ক্লোরিড পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক।

এপিস—ইহার রোগ দক্ষিণপার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে বিস্তৃত হয়।

আক্রান্ত স্বচ্ছবর্ণের বর্ণ গোলাপী বা লালের আভাযুক্ত অথবা যোর বেগুনে হয় ও শোথশুস্ত থাকে । তৃষ্ণা থাকে না ।

আর্শিকিয়া—ক্লেগমনাস ইরিনিপেলাস বা স্বকের গভীর দেশের কৌষিক বিল্লী আক্রমণকর বিসর্পরোগে রুগ্ন অঙ্গ স্পর্শসিদ্ধি ও চাপে বেদনায়ুক্ত থাকে এবং তাক্ষা বজ্র প্রাপ্ত হয় । **আর্শিকিয়া** বহিঃ প্রয়োগে রোগ জন্মিলে ক্যাশ্চন্দ্র আরোগ্য করে ।

ক্যালোথুলী—ক্লেগমনাস বিসর্প রোগে ইহার বহিঃপ্রয়োগ উপকারী ।

আরক্ত ছুর বা স্ফালেটিনা ।—দু্যিত ও টাইকয়েড আরক্ত ছুরের **ব্লাস্টিকস্** অস্বতম উৎকৃষ্ট ঔষধ । শিশু তন্দ্রাগ্রস্ত ও অস্থির থাকে । তাহার জিহ্বা লোহিতবর্ণ ও কখন কখন মন্থণ, গলদেশ ও তল্লিকটস্থ স্থান কালুচেলেহিত এবং বিশেষ প্রকারের শোথযুক্ত হয় । বাম কর্ণমূল বা প্যারটিড গ্রন্থি, গ্রীবা ও কখন কখন কঙ্কস্থল প্রভৃতি সর্কগাত্রেয় লসীকা গ্রন্থিই বিবর্জিত হয় এবং তাহাতে পুয়ও জন্মিতে পারে । গ্রীবার কোষময় বিল্লীর প্রদাহ জন্মিয়া গ্রীবাদেশ ক্ষীত এবং তাহার স্বকের বর্ণ কালুচেলেহিত অথবা নীলাভ বিসর্পবৎ হয় । উদ্ভেদ সম্পূর্ণ বাহির হয় না এবং বাহির হইলেও তাহা দেখিতে ঘামাচির ত্রায় ও কালুচে থাকে । **ব্লাসে** জীবনীশক্তি আক্রান্ত হওয়ায় জ্ঞানেন্ড্রিয়ের অবসাদ ঘটে । রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত থাকে ও মুহু প্রলাপ কহে । সর্কপ্রকার স্রাবই উগ্র ও বিদাহী গুণ প্রাপ্ত হয় । শরীর শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া যায় ।

ল্যাবেসিস্ ও এলাহাস্—**ব্লাস** অগেকাও স্নায়িক-তর টাইকয়েড অবস্থাপন্ন দুর্বল রোগীর ঔষধ । ইহার **ব্লাসেল** পরে প্রযোজ্য । স্বকে কালচেনীলবর্ণ বৎসামাত্র উদ্ভেদ, গলমধ্যের ক্ষতি, গ্রীবার কোষময় বিল্লীর সরস অবস্থা, নালিকার বিদাহীস্রাব

এবং শিশুর তন্দ্রা ও বুদ্ধিহীন ভাব বর্তমান থাকিলে **এলাহাস** উপকারী ।

এলাথ ট্রিফি—ইহাতেও নাসিকা হইতে **এলাহাস**ের ত্রায় বিদাহীশ্রাব নির্গত হয় । ক্ষতযুক্ত ও কাটা মুণের কোণ হইতে রক্ত পড়ে । মুখলালাও উগ্রগুণবিশিষ্ট । শিউঁ উত্তেজনাপ্রবণ ও অস্থির ।

এপিস মেন্স—প্রবল জ্বরতাপ, অস্থিরতা, স্নায়বিক কম্প, রক্তিমাবিশিষ্ট মুখগহ্বর ও গলাভ্যন্তর এবং কোকায়ুক্ত জিহ্বা, ত্বরিত দুর্বলতার আক্রমণ, যুতের স্বল্পতা, নিদ্রালুতা ও স্বামাচির ত্রায় উত্তেজিত প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা ইহাকে **ল্যাস উক্স** হইতে যতপূর্বক প্রভেদিত করা আবশ্যিক । ক্যালেকটিনা রোগে ইহার প্রয়োগ তাদৃশ সাধারণ নহে । ইহাতে প্রায়শঃত্বকের ও গলার শোথিত ভাব (œdema) দৃষ্ট হয় এবং ত্বকে চিমটি কাটা ও চলবৈধার ত্রায় অমুভূতি জন্মে । আরক্তজরাস্তিক লালামেহ বা এল্‌বুমিনুরিয়া রোগের ইহা ফলপ্রদ ঔষধ ।

ব্রণশোথ বা এবসেস ।—কর্ণমূল বা প্যারটিড গ্রন্থি এবং কক্ষগ্রন্থি পাকিয়া রক্ত ও রসপূর্ণ পুয় নির্গত হইলে **ল্যাস** তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ । শরীর বিষাক্ত হওয়ায় এবসেস যখন দক্ষব্রণ বা কার্বকলের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে থাকে তখনই ইহা প্রদর্শিত । পচনশীল বিষাক্ত বস্তু শরীরে প্রবেশ লাভ করায় পচা টাইফয়েড প্রকৃতির এবসেস উৎপন্ন হইলে **ল্যাকেসিস** উপকার করে । ইহাতে কৃষ্ণবর্ণ, ঊর্ধ্বক কলতানির ত্রায় পুয় থাকে । **আসেনিক**ও অতি দুর্দশাগ্রস্ত পুয়শোথরোগের ঔষধ । রোগী অত্যন্ত দুর্বল থাকে এবং অসহনীয় **জ্বালাময় বেদনায়ুক্ত** এবসেস হইতে জলবৎ, কলতানির ত্রায় পুয়-স্রাব হয় । রুগ্ন উপাদানের গ্যাংগ্রিণ বা পচন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় । স্থায়ী পচাটে পুয়স্রাবসহ প্রলেপক বা হেট্টিক জ্বর থাকিলে অনেক স্থলে **কার্ব** ভেজ দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায় ।

হৃকরোগ—দক্ষ বা হার্পিস ; কাউর বা এক্জিমা ;
পোড়া নারাক্স বা পেন্ফিগাস্ ; কণ্ণ য়ন বা প্রাইইটিস ।—
হৃকরোগে রসবিশ্বিকোৎপত্তিই রাসেন্ন প্রদর্শক । ইহার সৰ্ব্বপ্রকার
হৃকরোগেই ক্ষুদ্র, বৃহৎ রসবিশ্বিকা উৎপন্ন হয় । প্রথমে স্বগাংশ লাল
হইয়া উঠে ও হৃকস্থানে শোথ বা ইডিমা জন্মে । অবশেষে তাহাতে
পুণ্ণ জন্মিয়া কালে মামড়ি হইয়া যায় । রোগকালে শরীরে রসবাতিক
বেদনা থাকিতে পারে । রুগ্ন স্থান জ্বালা ও চন চন করে এবং চুলকায় ।
বজ্রনীতে, আর্দ্র শীতল আবহাওয়ায় এবং বর্ষা ঋতুতে রোগের বৃদ্ধি হয় ।
হরিত রসবিশ্বিকোৎপত্তি এবং হৃকের উগ্র-লোহিত বর্ণ
রাস রোগের প্রদর্শক ।

এপিসিং—ইহাতে জ্বালা, হলবেথাম্ভূতি ও শোথ বা ইডিমা
অধিকতর হইয়া থাকে ।

ক্যাহারিস—বৃহত্তর ফোঁকায় তীব্র যন্ত্রণা ও জ্বালা ।

ক্রেটিন টি—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁকা অত্যন্ত চুলকায় । ডাং হিউজ
বলেন “ইহা কাউরের চুলকনা অতি শীঘ্র ও স্থায়ীরূপে আরোগ্য করে” ।

এনাকাডিস্যান—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোঁকড়ান কেন্দ্রযুক্ত ফোঁকা
অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে । ইহাতে রাসেন্ন কুফল প্রতিষেধ
করিয়া থাকে ।

ডলিকস্—শরীরের স্থান বিশেষ চুলকায় কিন্তু কোন উদ্বেদ
জন্মে না । কখন কখন ইহা মধু মেহের চুলকানি নিবারণ করে ।

লেক্চার ৪৬ (LECTURE XLVI).

কেলি বাইক্রমিকাম (Kali Bichromicum)

সাধারণ নাম ।—বাইক্রমেট অব পটাস্ ।

প্রয়োগরূপ ।—সাধারণতঃ টিটুরেশন ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম ।—সাধারণতঃ ৬x হইতে ৩০ এবং ২০০ ক্রম, তদুর্ধ্ব ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় ।

উপচয় ।—প্রাতঃকালে ; আহারান্তে ; গ্রীষ্মতাপে ।

উপশম ।—শীতল আবহাওয়ায় ত্বকলক্ষণের (এলুমি ও পেটুলির বিপরীত) ।

সম্বন্ধ ।—কেলি বাইক্রমিকামের কার্য্যপ্রতিবেদক—আসে-নিক, ল্যাকেলিস্ ও পাল্‌স্ ।

কেলি বাইক্রমিকামের পরে প্রযোজ্য ঔষধ—প্রতিশ্রায় ও ত্বক-রোগে এন্টিম টার্ট ।

কেলি বাই বাহার পরে প্রযোজ্য—আব্রক্ত রোগে ক্যাথারিস অথবা কার্কল এসি দ্বারা বিষ্ঠার অস্ত্র চাঁছাবৎ পদার্থ বিদূরিত হইলে । ঘূরিকাসি বা ক্রুপরোগে আন্ত্রাডির পর গলা ভাঙ্গা কাসি ও চিহ্নসে বম্বী, সাধারণ দুর্বলতা এবং গাত্রের শীতলতা বর্জমান থাকিলে ।

স্থলনীয় ঔষধ ।—আল', এন্টি জু, ত্রিমিণ, হিপার সা, আয়ডি, কেলি আয়ডি, ল্যাকেলিস্, মার্ক, নাই-এসি, কাইটল, পাল্‌স্, সিলিক ও স্পঞ্জি ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ ।—স্থলকায়, কচাঁকেশ ব্যক্তি, বাহারা প্রতিশ্রায়, উপদংশ, অথবা গণ্ডমালা রোগগ্রস্ত

হয় ; শূলকার, বর্ষাকৃতি ও বর্ষাক্রীব শিশু, যাহারা ফুরিকালি ও ফুরিকালি সংস্কারোগপ্রবণ থাকে ।

চক্ষু, নাসিকা, শ্বশ্ব, গলদেশ, বায়ুমলী এবং আমাশয়স্রাব, জননে-
দ্রিয় ও মূত্রবহনপথ প্রভৃতির শৈবিক কিল্লীরোগের চিন্তে, স্রাবসংক্রান্ত, যাহা রুগ্ন স্থানে আটকাই সংলগ্ন থাকে ও টানিলে স্রাব স্রাব স্রাব হয়
(হাইড্রিয়া, লাইসিন) ।

গ্রীষ্মকালের রোগ ।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা আবৃত করা যায় একরূপ সসীম স্থানে
বেদনা (ইয়ে)—যাহা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে (কেলি লা, ল্যাক
কেনা, পাল্‌স), যাহা হঠাৎই উপস্থিত হয়, হঠাৎই অন্তর্ধান করে
(বেলে, ইয়ে, ম্যায়ের ক), স্রাবশূল—যাহা প্রতিদিন একই সময়ে
আক্রমণ করে (এরানি, সিক লা) । শিরঃশূল—যাহার আক্রমণের
পূর্বে দৃষ্টিমালিন্য অথবা অন্ধত্ব জন্মে (জেল্‌স, ল্যাক ডি), যাহাতে
রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়, যাহাতে আলোক এবং গোলমাল শব্দ
অসহনীয় জন্মে এবং যাহাতে শিরঃশূলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি
পুনরাবর্তন করে (আইয়িস, নেট্রাম, ল্যাক ডি) ।

বিয়ার মদ্য পানের কুফল স্বরূপ আমাশয়ের বিকার ; আহারের
অব্যবহিত পরে আমাশয়ের রোগের বৃদ্ধি ; আমাশয়ের গোলাকার দ্রুত
ও ক্ষুধার অভাব ; আমায়োর্জি স্থানে গুরুত্ব ; আমাশয়ের অগ্নান ; দড়ি
দড়ি শ্লেষ্মা ও রক্ত বমন ।

নাসিকা মূলে চাপবৎ বেদনা (ললাটে ও নাসিকা মূলে, টিষ্টা) ;
নাসিকা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন পদার্থ ও ছিগির স্রাব বহু নির্গত হয় ;
নাসিকা স্রাব শ্লেষ্মাময়, চিন্তে দড়ি দড়ি, সবুজ এবং রক্তযুক্ত ; নাসিকা-
ভ্যন্তরে পরিষ্কার বস্তুরও থাকে ; নাসিকা হইতে স্রাব নির্গত না হইলে
মস্তকপশ্চাৎ হইতে ললাটদেশ পর্যন্ত স্থানে প্রচণ্ড বেদনা হয় ; নাসিকার

উপরে ক্ষত এবং মামড়ি অথবা নাসারন্ধ্র-বিভাজক উপস্থিতে ক্ষত (এলুমি, লিপি, টিউক্রি)।

ডিক্‌থিরিয়া বা মারাত্মক গলকতের সূত্রজ্ঞান পদার্থ নির্মিত আগন্তুক ঝিল্লী কঠিন ও দেখিতে মুক্তার তায়; তাহা নিম্নাভিমুখে বিস্তৃত হইয়া স্বরযন্ত্র ও বায়ুনালী আক্রমণ করে (ল্যাক্ কেনা—স্বাসনালী হইতে গলদেশ, ত্রিণ) ; উপজিহ্বা দেখিতে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র থলির তায়, তাহার ক্ষতি থাকে না, কিন্তু অল্পই লাল আভা থাকে (রাস)।

গলাধঃগহবরে (Fauces) গভীর, ক্ষয়কর ক্ষত; অনেক সময়েই ঐ ক্ষত উপদংশ জন্ম হয়।

সুগ্ৰিকালিতে গলাভাজা, ধাতু পাত্রেব শব্দের তায় কাসি (সফ্লিক্রুপ অথবা ডিক্‌থিরিয়া জন্ত) হইলে চিম্‌সে শ্লেষ্মা অথবা রবারের তায় ছাঁচ (Fibro-elastic casts) নিষ্ঠুত হয়; প্রাতঃকালে জাগ্রৎ হইলে স্বাসরুদ্ধ ও কাসির, শয়নে উপশম (প্রাতঃকালে জাগ্রৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে কাসিসহ স্বাসরুদ্ধ—এরালি, ল্যাকেসি); আটা গয়ার উঠে, কিন্তু তাহা গলা, মুখ ও ওষ্ঠে লাগিয়া থাকে, সহজে ছাড়াইয়া বাহির করা যায় না (আটা ও ফেনাযুক্ত গয়ার ছাড়াইতে কষ্ট হয় কিন্তু সহজে উঠাইতে পারা যায়, এরালি)।

মাংসল ব্যক্তিদেগের কামেচ্ছার অভাব। জরায়ুভ্রংস।

সাধারণ ক্রিয়া।—কেলি বাই শৈল্পিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ স্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকযন্ত্রের শৈল্পিক ঝিল্লীতে প্রগাঢ়তর এবং জরায়ুর শৈল্পিক ঝিল্লীতে স্বল্পতর প্রতিশ্রায়িক প্রবাহ উৎপন্ন করে, আক্রান্ত যন্ত্রাদি হইতে যে অতি প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব হয় তাহার প্রকৃতি আটাল ও চিম্‌শে। এই ক্রিয়ার ক্রমবৃদ্ধিতে কখন কখন আক্রান্ত স্থানের উপদ্বক ক্ষয়প্রাপ্ত ও তাহাতে ক্ষত উৎপন্ন হয়; অথবা স্বাসযন্ত্রপথে আগন্তুক ঝিল্লী জন্মে। গ্রন্থিমণ্ডলে, বিশেষতঃ যক্‌ৎ এবং কিড্‌নিতে ইহার

কিঙ্কিং গভীরতর ক্রিয়া বশতঃ যকৃত্তে সহানুভূতিক ক্রিয়াবিকার এবং কিড্‌নিতে তরুণ ও প্রবল প্রদাহ জন্মিলে এৰুমিত্তুরিয়া বা লালামেহ উৎপন্ন হয় । স্বক্, সৌত্রিকোপাদান বা ফাইব্রাস টিসু এবং অস্থিবেষ্ট বা পেরিয়ষ্টিয়মে ইহার সাধারণ ক্রিয়ার ফলস্বরূপ রক্তাধিক্য এবং বিশ্লেষণ ও ধ্বংস উৎপন্ন হয় ।*

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ ।—শৈল্পিক ঝিল্লীতে বিশেষ ও গভীর-তর প্রাতিজ্ঞায়িক ক্রিয়া দ্বারা ই হোমিওপ্যাথিক জগতে কেলি বাইক্রমিকাম্ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ইহার ক্ষরিত শ্লেষ্মা সর্বস্থলেই ঘন ও আটাল থাকে ; তাহা টানিলে সূত্রাকার ধারণ করে । নাসিকাদি শ্বাসযন্ত্র-পথ এবং গলদেশের শৈল্পিক ঝিল্লীতে ইহার ক্রিয়ায় যে শ্লেষ্মা ক্ষরিত হয় তাহা জুম্বাট বাণিয়া নাসিকায় পিনাস রোগবৎ চিমসা বা কঠিন ও রবারের ত্রায় কিঙ্কিং স্থিতিস্থাপক উপাঙ্গ বা কটিলেজ সদৃশ পদার্থ এবং তদধস্থ গলদেশ, স্বরযন্ত্র এবং শ্বাসনালী বা ট্রেকিয়া প্রভৃতিতে ডিফথিরিয়া ও ডিফথিরিটিক ক্রুপবৎ অলীক ঝিল্লী সংস্থাপন করে । মুখের ক্ষরিত শ্লেষ্মা অথবা গয়ার এতই ঘন ও আটা যে কিছুতেই মুখ হইতে ছাড়িতে চাহে না, নিস্তীবনের চেষ্টা করিলে তাহা মুখে লংঘন থাকিয়া সূত্রাকারে প্রলম্বিত হয় । রোগের অবস্থাবিশেষে কখন বা পূয়াকার শ্লেষ্মা ক্ষরিত হয় । পরিপাক যন্ত্রপথাবরূপী শৈল্পিক ঝিল্লীর প্রাতিজ্ঞায়িক প্রদাহ নিবন্ধন তাহার সর্বস্থান হইতে আটা শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয় এবং বিশেষরূপে মুখ, গলদেশ, আমাশয়ের ছৎপিওসীমা এবং ডুওডিনাম, সেজুনাম্ ও সরলান্ত প্রভৃতি অন্ত্রাংশের শৈল্পিকঝিল্লী ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া তোলায় ত্রায় সমপার্শ্ব ও ক্ষয়কারী গভীর ক্ষত উৎপন্ন হয় । চক্ষুর শৈল্পিক ঝিল্লীও ইহা দ্বারা উপরিউক্তরূপে প্রদাহাক্রান্ত হয় এবং জরায়ু-প্রদাহেও ইহার বিষ-ক্রিয়া ষটিত অলীক ঝিল্লী জন্মিতে দেখা গিয়াছে । শৈল্পিক ঝিল্লীতে

প্রভূত ক্ষয়কর ক্ষত উৎপাদনে ইহা অসেনিকেস এবং স্রাবের প্রচুরতাবশিতে ইহা এন্টিমনি টার্টের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত । ঔষধগুণ পরীক্ষার স্বল্পমাত্রায় সেবনে ইহা গলনশে রক্তাধিক্য ও টার্টানি, অম্লোদগার, বুকজ্বালা, বিলম্বে ভুক্ত বস্তুর পরিপাক, মুখের তিস্তাশ্বাদ, বিবমিষা, বমন, জিহ্বায় পুরুলেপ এবং আমরক্তরোগের দ্বায় বিগ্রেচন প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্রলক্ষণ উৎপন্ন করে । ইহা নাসিকার লর্দী, স্বরভঙ্গ এবং কাস প্রভৃতি যে শ্বাসযন্ত্রলক্ষণ উৎপন্ন করে তাহাতে উপরিলিখিত আগন্তুক ঝিল্লী উৎপাদক বিযক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায় । গ্রাহিমগুলের মধ্যে বিশেষতঃ যকৃত আক্রমণ করিয়া ইহা তাহার রক্তাধিক্য ও দক্ষিণ কুক্ষিদেশে মৃদু কনকনানি বেদনা উৎপন্ন করে এবং যকৃতের ক্রিয়াবিকার হইতে কর্দমবর্ণ বিষ্ঠাত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় । কিডনির আক্রমণে রক্তাধিক্য এবং তাহার কৈশিক নলী অংশের (Tubular portion) বিগলন বশতঃ মূত্রের রোধ অথবা পূর্ববৎ অবস্থা উৎপন্ন হয় ।

কটিন এবং এন্টিমনিয়াস্ টার্টানিকামেদস্ দ্বায় ইহারও বহিরভ্যন্তরীণ প্রয়োগে ডকের প্রগাঢ় রোগজ লক্ষণ উৎপন্ন হয় । ইহার ঔষধগুণপরীক্ষোৎপন্ন স্বকুলক্ষণ মধ্যে সাধারণ পীড়কা, পুয়গুটিকা এবং কটিনতলযুক্ত, প্রেলম্বিতপার্শ্ব, সাধারণতঃ শুষ্ক এবং গভীর ক্ষত উল্লেখযোগ্য । ইহার কার্যে সৌত্রিকোপাদান বা ফাইব্রাস টিস্যু, বিশেষতঃ স্ক্লিসম্মিহিত এবং অস্থিবেষ্টের ফাইব্রাস টিস্যুর উদ্দীপনা হওয়ায় তাহাতে ছিন্নবৎ বেদনা জন্মে । অস্থিবেষ্ট বা পেরি-অস্টিয়মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে অতি পরিস্ফুট ক্রিয়া প্রকাশ হওয়ায় তাহাতে রক্তাধিক্য, ক্ষীতি, বেদনা এবং অবস্থাবিশেষে বিশ্লেষণ ও ধ্বংস উৎপন্ন হয় । স্নায়ু এবং অস্থিতে ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না । ইহার গৌণক্রিয়াকালে অস্থিক্ত দৃষ্ট হইয়াছে । ইহা নাসিকার উপাধির ধ্বংস সাধন করে ।

কেলি বাইক্রমিকামের ক্রিয়া আত্মোপাস্ত পৰ্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে একটি “পুরাতন রোগবিষবান্ধব” গভীর ক্রিয়াশীল পদার্থ বলিয়া অনুমান করা যায়। নাসিকা ও গলদেশাদির শৈল্পিক বিস্তারিত, অস্থিবেষ্টের রোগজ পরিবর্তন, সন্ধিনিচয়ের বেদনা এবং স্বকের উদ্ভেদাদির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে “উপদংশ” রূপ পুরাতন বিষক্রিয়া সহ ইহার ক্রিয়ার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। কার্যক্ষেত্রেও উপদংশবিষ ঘটিত পুরাতন রোগের অবস্থাবিশেষে স্ফুল উৎপাদন করিয়া ইহা “এণ্টিসিক্লিটিক্” বা “উপদংশন” ক্রিয়ার যথেষ্ট পরিচয় দান করিয়াছে। নিম্নে ইহার যত্নলক্ষণ যথাযথরূপে বিবৃত হইতেছে।

মানসিক বিকার বশতঃ রোগী অনাবিষ্টচিত্ত এবং অবসাদিত হয়; মানসিক বা শারীরিক শ্রমে অনিচ্ছা। সামান্য আশ্রয় পীড়িতেই উদ্বিগ্ন এবং বিষমতা। বন্ধ হইতে উৎকর্ষাভাবের উৎপত্তি। খিটখিটে এবং অবসাদগ্রস্ত।

মস্তিষ্কভূতি বিকার জন্মিলে উপবেশনাবস্থা হইতে উত্থান করিতে শিরোগ্রন, বিবমিষা এবং বমনের প্রবৃত্তি। সন্মুখে নত হইলে মস্তকে ও আড়াআড়ি ভাবে ললাটে লঘুতার অহুভূতির প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। মস্তকের বিশৃঙ্খল ভাব ও গুরুত্ব।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঞ্জে ললাটে এবং মূৰ্দ্ধাদেশে বেদনা হইলে পরে তাহা মস্তকপশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নাসিকা মূল হইতে বাম চক্ষুর ক্রান্তদেশ বাহিত চক্ষুর বহিকোণ পর্য্যন্ত তীর বেধার ত্রায় প্রচণ্ড বেদনা ও চক্ষুর সন্মুখে আইস থাকার ত্রায় ঘোর দৃষ্টির প্রাতঃকালে আরম্ভ, অপরাহ্ন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি এবং সন্ধ্যাকালে নিবৃত্তি। অধিকাংশ সময়ে অন্তস্তর চক্ষু ললাটে শিরঃশূল। মস্তকাঙ্ঘিতে টাটানি বোধ।

সুনিদ্রা হয় না, এবং উজ্জ্বল হস্ত পদের বিশেষ দুর্বলতা জন্মে।

রোগী নিদ্রাকালে বারম্বার চমকিয়া উঠে, অসংলগ্ন কথা বলে এবং হস্তের চালনা করে। নিদ্রাকালে মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে এবং শ্বাসকৃচ্ছ, হৃৎকম্প, শরীরের উষ্ণতা ও শিরঃশূল হয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিকার বশতঃ শিরঃশূলের পূর্বে শিরোগূর্ণন সহ হরিদ্রাবর্ণ, বিশৃঙ্খল ও অস্পষ্ট দৃশ্য, দ্রাণশক্তির লোপ। নাসিকার সম্মুখে পচা গন্ধ পায়। মুখাস্বাদ তামাটে, মিষ্ট মিষ্ট, অন্ন এবং প্রাতঃকালে তিক্ত।

অনুভূতিদ্রাঘিবিকার বশতঃ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করণোপযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা হয়। বেদনার এক শরীরাংশ আক্রমণের পর অন্য শরীরাংশে উপস্থিতি। শরীরের বহু স্থানে গুরুত্বানুভূতি।

গতিপ্রদ্রাঘ্য আক্রান্ত হওয়ায় রোগী দুর্বলতা বশতঃ শয্যাগত হয় এবং তাহার মুখের পাণ্ডুরতা ও শরীরের ঘর্ষ থাকে। বেদনার অন্তর্দ্বানের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গনিচয়ের ক্রান্তি জন্মে।

মুখমণ্ডলের পাণ্ডুর ও হরিদ্রাবর্ণ। মুখের উৎকণ্ঠায়ুক্ত দৃশ্য। মুখে ব্যোম্ব্রণ, রক্তিমতা ও লাল লাল কলঙ্ক।

চক্ষুর প্রদাহ নিবন্ধন হরিদ্রাবর্ণ স্রাব হয় এবং প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে। চক্ষুতে চুলকনায়ুক্ত তাপ, জ্বালা এবং চাপবোধ। চক্ষুতে বালুকা থাকার ছায়া বেদনা নিবন্ধন জ্বালা, জলস্রাব এবং আলোকাতঙ্ক সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে বর্ধিত। চক্ষুপুটপার্শ্বের ঝিল্লীর লোহিতাভা, অবদারণ ভাব এবং কর্কশতা জন্মিলে এক্রপ হয় যে চক্ষু মিটি মিটি করিলে চক্ষুগোলকের ঘর্ষণ হয় এবং তাহার শুষ্কতা, জ্বালায়ুক্ত বেদনা ও চুলকণা জন্মে। যোজকঝিল্লীর রক্তিমতা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব। যোজকঝিল্লী ও চক্ষুর কালাক্ষেত্রে পুণ্ডটিকা জন্মে। চক্ষুর কালাক্ষেত্রের বা কর্ণিয়ার বহুকাল স্থায়ী অন্বচ্ছতা।

বাম কর্ণে তীক্ষ্ণ সূচিবোধবৎ বেদনার তালুতে, মস্তকপার্শ্বে এবং গ্রীবা পশ্চাতে প্রসারণ, গ্রন্থির স্ফীতি, এবং গ্রীবা স্পর্শে বেদনা ।

সম্পূর্ণ নাসিকার স্লেষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ বশতঃ নাসিকাপথবিভাজক উপস্থিতে ক্ষত জন্মে । নাসিকারন্ধ্রে ছিপির জ্বায় কঠিন পদার্থ । নাসিকা হইতে চিমসা, স্ফ্রোকাগ্নি স্রাব । তরল স্রাবযুক্ত নাসিকা-সর্দিতে নাসিকা ও ওষ্ঠ হাজিয়া যায় ; ফেকাসেলাল শোণিতরেখাক্তিত স্লেষ্মার স্রাব । নাসিকা মূল হইতে তীরবেধবৎ বেদনা নাসিকাসংলগ্ন ললাট গহ্বর বাহিয়া যায় । নাসিকার অত্যন্ত শুষ্কতা ও নাসিকাস্থিতে চাপ বোধ সহ টাটানি ও জ্বালা নাসিকাসংলগ্ন ললাটগহ্বর বাহিয়া বিস্তৃত হয় । বোধ হয় যেন নাসিকা স্ফীত এবং অনমনীয়, সেজন্য নাক ঝাড়িয়া স্থূল বস্তু বাহির করিবার অদম্য আবশ্যকতা জন্মে, কিন্তু কিছু বাহির হয় না ; রোগী বোধ করে যেন নাসিকা হইতে কোন ক্ষরু ভার ঝুলিতেছে । নাসিকামূলে চাপ অথবা বেদনায়ুক্ত চাপ থাকে । নাক ঝাড়িলে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে ভয়ানক সূচিবোধের জ্বায় বেদনা হাওয়ায় বোধ হয় যেন দুইখানি শিথিল অস্থির পরস্পর বর্ষণ হইতেছে । নাসিকাতে টাটানি, এবং রক্ত-বিভাজক উপস্থিতে মামড়ি ।

সর্দি হইলে প্রাতঃকালে স্বরযন্ত্রে অত্যধিক স্লেষ্মার সঞ্চয় ও স্বরভঙ্গ । স্বরযন্ত্রে গুড়গুড়ি হওয়ায় গলা ঝাঁকর দিয়া ও কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিতে হয়, গুড়গুড়ি মুখ এবং কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ।

ন্দ্রা ভদ্রে শাঁই শাঁই করিয়া হাঁপের জ্বায় শ্বাসপ্রশ্বাস ও কাসি হওয়ায় রোগী উঠিয়া বসিতে ও সম্মুখে নত হইতে বাধ্য । প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিলে অল্প শ্বাসরুদ্ধ হওয়ায় বোধ হয় যেন বায়ুনলীর স্লেষ্মিকঝিল্লী ঘনীভূত হইয়াছে । বন্ধে কশা ভাব । শয়ন করিলে শ্বাসরোধবৎ অস্বভূতি ।

শাঁই শাঁই শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস ও বমনেদবেগসহ যে চিমসা স্লেষ্মা

উঠিতে থাকে তাহা সূত্রাকারে বুলিয়া পদ পর্য্যন্ত যায়। শ্বাসযন্ত্রে অথবা বক্ষে শুড়শুড়ি হওয়ায় এবং আমাশয়ের কষ্ট অথবা স্বরযন্ত্রে স্লেয়ার লক্ষ্য বশতঃ কাসির উদ্বেক। কাসি হওয়ায় বেদনা ঠাণ্ডায় অস্থির মধ্যস্থল হইতে বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠে যায়; বক্ষে তীক্ষ্ণ স্ফুটবেদনং বেদনা অথবা শুক্ল এবং টাটানি। গাত্রবস্ত্র মোচন করিলে, প্রাতঃকালে জাগ্রৎ হইলে, আহারান্তে এবং গভীর শ্বাস গ্রহণে যে কাসি হয় তাহা শ্বাসাতাপে শরীর উষ্ণ হইলে উপশম পায়।

জ্বপিণ্ড স্থানে শীতলতা বোধ; বক্ষে কশাভাব; শ্বাসকৃচ্ছ। ক্রতপিণ্ড স্থানে সূক্ষ্ম ঘোচাবৎ বেদনা। জ্বকম্প, শ্বাসকৃচ্ছ, নাড়ীর ক্রতগতি এবং তাপ হাওয়ায় রক্তনী ২টার সময় চমকিয়া হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ।

নাড়ী অনিয়মিত, ক্ষুদ্র ও সঙ্কচিত হইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; নাড়ী ক্রত গতিবিশিষ্ট থাকে; অনেক সময়ে নাড়ী কোমল, দুর্বল এবং কম্পাবিত।

পরিপাকযন্ত্র বিকার বশতঃ অধোষ্ঠ ক্ষীত হয় এবং ফাটে। ওষ্ঠের কঠিন পার্শ্বযুক্ত ক্ষতে চনচনিযুক্ত জালা। দক্ষিণ কর্ণমূল ক্ষীত।

জিহ্বা মসৃণ, লোহিত এবং বিদীর্ণ; কখন শুষ্ক এবং লোহিত; কখন বা হরিদ্রাভ শুভ্রলেপযুক্ত। জিহ্বার উপরে বেদনায়ুক্ত ক্ষত এবং জাড়ী বা।

মুখ এবং ওষ্ঠের শুষ্কতা শীতল জল পানে উপশমিত। মুখলালার বৃদ্ধি এবং তাহা তিক্ত, চটচটে ও কেনযুক্ত; কখন বা লবণাস্বাদ।

প্রাতঃকালে গলা ঝাঁকর দিলে অনেক ঘন ও আটা স্লেমা উঠে; কখন বা তাহা জিউলির আটার ত্রায় থাকে। লোহিত মণ্ডলবেষ্টিত ও গভীর গর্ভযুক্ত ক্ষতের উপজিহ্বামূলসংলগ্ন অংশ হরিদ্রাভ ও আটা পদার্থ পূর্ণ থাকে। উপজিহ্বা এবং টনসিল গ্রন্থি লোহিতবর্ণ, ক্ষীত

বেদনা হইয়া পরে তাহাতে কত জন্মে এবং তাহার চতুঃপার্শ্ব উপায়ান ক্রমবর্ণ, নীলকৃষ্ণ ও স্ফীত হয়। উপজিহ্বা শোথযুক্ত থাকে। প্রান্ত্রকালে নিদ্রাকালে গলাধঃগহ্বর শুষ্ক থাকায় গলাধঃকরণে বেদনা। গলাধঃগহ্বরে এক থাছি কেশ থাকার অনুভূতি। গলাদেশে একটা ছিপি থাকার অনুভূতি গলাধঃকরণে বিদূরিত হয় না। বাম টনসিল প্রস্ফীত তীক্ষ্ণ, তীরবেধবৎ বেদনা হইলে তাহা কর্ণাভিমুখে বিস্তৃত ও গলাধঃকরণে উপশমিত হয়।

ক্ষুধার অভাব ও তৃষ্ণার বৃদ্ধি; জিহ্বা সমল থাকে, এবং অবসাদ জন্মে। বিদ্যার মস্তপানে লালসা এবং অন্নপানীয়ে তৃষ্ণার বৃদ্ধি। মাংসে অনিচ্ছা।

আমাশয়ে ভুক্ত বস্তুর বোকা চাপিয়া থাকার অনুভূতি; পূর্ণ ভোজন করিলে বোধ যেন পরিণাক জিয়া স্তব্ধ হইয়াছে। আহারের অব্যবহিত পরেই আমাশয়ে চাপ ও গুরুত্ব।

আকস্মিক বিবিধায়া উষ্ণ উদরার এবং মিষ্ট মিষ্ট ভাবের স্বাদহীন লাগা শ্রাব। পাতলা ও পাটকিলে রক্তের, চক্চকে ও তরল, অন্ন, কখন অজীর্ণ ভুক্তবস্তু এবং অবস্থাবিশেষে পিত্ত বমন হয়। লক্ষ্যাকালে চা পানের পর, মধ্যাহ্ন ভোজনের পর এবং রজনীতে বুক জ্বালা করে।

আমাশয়োর্ত্তে আলায়ুক্ত বেদনা হইয়া গলা এবং মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। আহারের অব্যবহিত পরেই আমাশয়ে গুরুত্ব ও চাপ। মাংস আহারে আমাশয় বিকার হইলে অজীর্ণ জন্মে। আমাশয়ে বেদনা ও অন্তস্তিত্তাব এবং অঙ্গের বেদনা পর্য্যায়ক্রমিক ভাবে হয়। রসবাত লক্ষণ অপেক্ষা আমাশয়বিকার লক্ষণ অধিকতর থাকে।

দক্ষিণ কুক্ষিতে এবং প্লীহা দেশে সূচীবোধবৎ বেদনা হইলে উদর তেদ করিয়া তাহা যেরূপে যায়। উদরের স্ফীতি জন্মে।

উদরাময়ে অনৈচ্ছিক, প্রচুর ও তরল, কখন বা আমরক্তযুক্ত বিষ্ঠার ত্যাগ । আমরক্ত রোগে বেদনায়ুক্ত চাপ, বেগ ও কুস্থনে কটা ও বৃদ্ধযুক্ত, জলীয় অথবা রক্তযুক্ত বিষ্ঠার ত্যাগ । প্রতিবৎসর সাময়িক আমরক্ত রোগ । কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা অত্যন্ত এবং চাপ চাপ থাকে ও তাহার ত্যাগান্তে মলদ্বারে জ্বালা ও চাপ বোধ হয় । পূর্বাঙ্কে মলত্যাগান্তে ঙ্গুহদ্বারে চাপ ও জ্বালা । অপরান্ধে উপবেশন করিলে ঙ্গুহদ্বারে একটা ছিপি থাকার অনুভূতি । অর্শের রক্তনাড়ী নিচয় রক্তপূর্ণ থাকে ।

মূত্রত্যাগকালে মূত্রনলীর গ্রন্থিতে, তাহার মূলদেশের বিস্তৃত অংশে (Bulbous portion) এবং তাহার অগ্রাংশের বিস্তৃত স্থানে জ্বালা । কখন কখন মলত্যাগেও জ্বালা থাকে । বারম্বার মূত্রত্যাগের পর জ্বালা । অত্যন্ত লোহিতবর্ণ মূত্রত্যাগে পৃষ্ঠে পাশাপাশি ভাবে জ্বালা বোধ । অত্যন্ত মূত্রে প্রচুর সাদাটে অথবা স্লেষ্মার তালানি ।

পুংজননেন্দ্রিয়বিকার বশতঃ কামেচ্ছার অভাব ঘটে । উপদংশ রোগে গভীর ক্ষত জন্মে । ভ্রমণকালে প্রস্টেট গ্রন্থিতে স্ফিচবেধবৎ বেদনা রোগীকে স্থির ভাবে দাঁড়াইতে বাধ্য করে । মলত্যাগকালে প্রস্টেট গ্রন্থির স্রাব নির্গত হয় । পুরাতন পূয়মেহ বা গ্লিট রোগে সূত্রবৎ অথবা জিউলির আটার স্রাব স্রাব ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত হইলে শিরোগুণন, বিবমিষা এবং শিরঃশূল জন্মে । হরিদ্রাবর্ণ, দড়ি দড়ি শ্বেতপ্রদরে কটির পশ্চাতে পাশাপাশি ভাবে দুর্বলতা, এবং উদরের আমাশয়াধঃপ্রদেশে মৃদু বেদনা ।

মস্তক নত করিলে গ্রীবার পশ্চাতে কাঠিষ্ঠ জন্মে । প্রথমে বাম, পরে দক্ষিণ কিডনি প্রদেশে তীব্রবেধবৎ তীব্র বেদনা উরু বাহিয়া বিস্তৃত এবং চালনায় বর্ধিত হয় । পৃষ্ঠের বামপার্শ্ব হইতে হিপসাক্স পর্য্যন্ত

মধ্য পর্য্যন্ত কনকনানি বেদনা । ভ্রমণে, স্পর্শে এবং অনেককণ
টপবেশনের পর উঠিতে কক্সিক্স অস্থির বেদনার বৃদ্ধি ।

হস্তের অস্থি চাপিলে ঘৃষ্টবৎ বেদনা এবং অস্থিস্কত হইতে অঙ্গুলিতে
ক্ষত । হস্তের বিস্তৃত বিচর্চিকা (Psoriasis diffusa) চর্মদলরোগে
(Impetigo) পরিবর্তিত ।

বাম হিপসিক্লির বহির্দেশ হইতে সায়্যাটিক স্নায়ু বাহিয়া জজ্বাপশ্চাৎ
পর্য্যন্ত বেদনা এবং স্নায়ুতে চাপিলে সম্পূর্ণ জজ্বা বাহিয়া তীব্র-
দৈর্ঘ্যের ত্রায় অনুভূতি । দক্ষিণ টিবিয়া অস্থিতে ছিন্নবৎ বেদনা ।
ভ্রমণকালে গোড়ালিতে টাটানি । প্রদাহযুক্ত পদে ক্ষত ।

অঙ্গনিচয়ে রসবাতজ বেদনা । সম্পূর্ণ অঙ্গের অনমনীয়তা প্রযুক্ত
প্রাতঃকালে অঙ্গচালনা করা যায় না ।

ত্বকে, বিশেষতঃ প্রকোষ্ঠত্বকে ঘন বটিকার উৎপত্তি । ত্বকের
ক্ষত এতাদৃশ গভীর যে বোম হয় যেন ছেনী দ্বারা মাংস কাটিয়া
তোলা হইয়াছে, তাহার পার্শ্ব অসমান থাকে । শীতকালের ক্ষতে
অধিকতর বেদনা । ত্বক্ উষ্ণ, শুষ্ক এবং লোহিত ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।

চিমসা বা কঠিন এবং তন্তুবৎ শ্লেষ্মার আব শরীর্যাংশে
আটাবৎ সংলগ্ন থাকে এবং টানিয়া দার্য্য করা যায় ।—
চক্ষু, নাসিকা, মুখ, গলদেশ, স্বরযন্ত্র, বায়ুনলী, আমাশয়ান্নপথ, জনেন্দ্রিয়
ও মূত্রযন্ত্রপথ প্রভৃতি যাবতীয় যন্ত্র এবং প্রদেশাদিরই শ্লেষ্মিক-
ঝিল্লীরোগে উপরিউক্তরূপ শ্লেষ্মাস্রাবের প্রায় অনগ্রসাধারণ রূপে
বর্তমানতা । কেলি বাইক্রমিকামের অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়
হাইড্র্যাপ্তিসের আটা ও তন্তুবৎ শ্লেষ্মায় ইহার কিঞ্চিৎ
সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহার অন্যান্য লক্ষণ যথেষ্ট প্রভেদক ।

লাইসিনের যুথ এবং গলদেশ হইতে ক্ষরিত শ্লেষ্মা কিঞ্চিৎ তুলনীয় হইতে পারে। কেলি বাইয়ের উপরিউক্ত শ্লেষ্মা অবস্থা-বিশেষে শুষ্ক ও চিমনা বা কঠিন হওয়ায় তাহা শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর উপরিভাগে ঝিল্লীবৎ সংস্থিত হইয়া থাকে। নাসিকারূপণের শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন প্রতিস্থায়রোগে ইহা নাসিকা-রক্তে শুষ্ক, কঠিন, উপাস্থিবৎ ও ছিপির দ্বায় আকার প্রাপ্ত হইয়া কেলি বাই প্রদর্শন করে। নাসিকা, নাসিকারূপশ্চাৎ, নোনি ও সরলাস্ত্র প্রভৃতি হইতে ক্ষরিত জিউলার আটা বা জেলির দ্বায় শ্লেষ্মাও নাসিকাসন্ধি এবং আমরক্তাদিরোগে ইহার প্রদর্শক।

শুষ্ক, মসৃণ, চকচকে অথবা লোহিত ও বিদীর্ণ জিহ্বা এবং অবস্থাবিশেষে জিহ্বার মূলদেশে হরিদ্রাবর্ণ লেপের বর্তমানতা।—ইহা আমাশয়ের অজীর্ণরোগের বিশেষ লক্ষণ হইলেও ইহার অধিকাংশ রোগেই আন্তঃষজিকরূপে পরিপাকদোষ বর্তমান থাকায় ঐ সকল রোগেও ইহা কেলি বাইয়ের প্রদর্শক। জিহ্বাগুলের হরিদ্রাবর্ণ লেপে ইহা আর্ক প্রোটোআই ও নেউ দা সহ তুলনীয় হইলেও অগ্ন্যাগ্ন লক্ষণে ইহাদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক।—আমাশয়াজীর্ণের সহানুভূতি নিবন্ধন স্নায়বিক শিরঃশূলের পক্ষে কেলি বাই উপকারী ঔষধ। ইহাতে দুই প্রকারের শিরঃশূল হইতে দেখা গিয়া থাকে; কিন্তু উভয় প্রকারেরই কারণ স্নায়ুশূল এবং উভয় প্রকারই আমাশয়াজীর্ণের সহানুভূতি নিবন্ধন জন্মে। এক প্রকারের রোগ সাধারণতঃ চক্ষুর উর্দ্ধ প্রদেশ আক্রমণ করে এবং ঐ আক্রমণ সাময়িক প্রকৃতিও ধারণ করিতে

পারে। ইহার অণু প্রকারের শিরঃশূল বড় আশ্চর্য্য প্রকৃতির। এই প্রকারের শিরঃশূলের আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে ন্যূনাধিক অন্ধত্ব জন্মে, রোগী কোন বস্তুই স্পষ্ট দেখিতে পায় না এবং অচিরাতঃ শিরঃশূল আরম্ভ হইয়া তাহার সর্বোচ্চ বৃদ্ধির অবস্থায় অক্ষুর দৃষ্টিশক্তি পুনরাবর্তন করে। নেট মিউ, আইরিস, সলি এবং সিলিন্ড্রন প্রভৃতি অনেক ঔষধেই শিরঃশূলসহ বিভিন্ন প্রকার অন্ধত্বের সংশ্রব আছে, কিন্তু কেলি বাই এ বিষয়ে সর্বাঙ্গাঙ্গ প্রধান পদলাভ করিয়াছে।

চক্ষুরোগ—গণ্ডমালীয়াচক্ষুপ্রদাহ বা ক্রফুলাস অফ্-থ্যাল্মিয়া ; কালক্লেত্রের বা কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা ও ক্ষত ; আইরাইটিস বা উপত্যরাপ্রদাহ ।—চক্ষুরোগের অবস্থাবিশেষে কেলি বাই কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ লক্ষণই জড়ভাব ও নিরাময়িক শক্তিহীনতার জন্য প্রসিদ্ধ। চক্ষুর সাধারণ প্রদাহই হউক, অথবা গণ্ডমালা বা সাইকটিক আর্থাৎ পুরাতন পূয়মেহ দোষজই হউক, কোন প্রকারের রোগেই রক্তিমাদি লক্ষণের উগ্রতা বা আধিক্য দেখা যায় না : আলোকে অসহিবৃত্তাও থাকে না। অস্বচ্ছ কর্ণিয়ার ক্ষত জন্মিলে গভীর এবং সমান ও তীক্ষ্ণপার্শ্ববিশিষ্ট হওয়ায় বোধ হয় যেন ক্ষতের পার্শ্ব ছেনী দ্বারা কলিত হইয়াছে। চক্ষুপুট ক্ষীত হয় এবং প্রাতঃকালে জুড়িয়া থাকে। চক্ষু হইতে হরিদ্রাভ, ঘন ও আটা স্রাব নির্গত হয়। বর্তমান ঔষধ যে অবস্থাবিশেষে উপদংশরোগসহ বিশেষ সংশ্রবযুক্ত, তাহা শিক্ষার্থীদের স্মরণ রাখা আবশ্যক। উপত্যরার (আইরিস) উপদংশজ, জড়ভাবাপন্ন ও পুরাতন প্রদাহে এবং সাধারণ পুরাতন প্রদাহে তাহার পশ্চাৎভাগ হইতে আটা স্রাব নির্গত হওয়ায় যদি উপত্যরা ও অক্ষিমুকুর

বা লেন্স পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায় তাহাতেও ইহা উপকার করিয়া থাকে । কসতঃ কসতাদির জড়ভাব বা নিরাময়িক শক্তিহীনতা, অকিঞ্চিংকর আলোকাতঙ্কের বর্তমানতা এবং রক্তিমার প্রধাতের আভব যে কেলি বাই চক্ষুরোগের প্রদর্শক তাহা শিক্ষার্থীদিগের সর্বতোভাবে ধারণা থাকা উচিত । চক্ষুপুটে দানা বা গ্র্যানুল জন্মিলেও লক্ষণ নিচয়ের পূর্বোক্ত প্রকৃতি বর্তমান থাকে এবং ইহা উপকার করে ।

কর্ণরোগ—অট্যাল্জিয়া বা কর্ণের স্নায়ুশূল ; অটাইটিস মিডিয়া বা মধ্যকর্ণপ্রদাহ ; অটরিয়া বা কানপাকা ।
—গণ্ডমালাধাতুর শিশুদিদের কর্ণের শ্লেষ্মকবিল্লী ও কর্ণপটহপ্রদাহাক্রান্ত হইয়া কর্ণের স্রাব পূর্বকথিতরূপ ঘন, আটাল, ঘূত্রবৎ ও দুর্গন্ধ পূর্য্যাকার হইলে **কেলি বাইক্রমিকমে** উপকার দর্শে । কর্ণপটহে এবং মধ্যকর্ণের বিল্লীতে গভীর ক্ষত এবং গ্রীবা গ্রন্থি ও আক্রান্ত পার্শ্বের কর্ণমূলগ্রন্থিতে ক্ষীতি উৎপন্ন হয় ; কর্ণের তীক্ষ্ণ স্ফটিকবৎ বেদনা উর্দ্ধে মস্তকে এবং অধাভিমুখে গ্রীবাগ্রন্থি পর্য্যন্ত যায় । গলদেশের প্রদাহ স্ফটিকিয়ান নলীপথে বিস্তৃত হইলে আক্রান্ত বিল্লী ঘনীভূত ও কঠিন এবং নলীপথ রুদ্ধ হওয়ায় ন্যূনাধিক শ্রবণবিভ্রাট ঘটে । মিজল্‌স বা হামরোগের উপসর্গরূপ কর্ণপ্রদাহের পক্ষে **কেলি বাই** একটি প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য । ইহাতে কর্ণের বহিঃস্থরক্ত ক্ষীত হয় ।

নাসিকাসর্দি ; পিনস, পুতিনস্ রোগ বা অজিনা ।—
সর্দিরোগে আর্টা, তন্তুবৎ ও দড়ি দড়ি ভাবের স্লেষ্মাস্রাব থাকিলে এবং তাহা পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রে সঞ্চিত হইলে অনেক সময়ে **কেলি বাই** দ্বারা উপকার দর্শে । ইহার অত্যাশ্চর্য লক্ষণ মধ্যে সর্দির প্রথমাবস্থায় নাশিকার

শৈথিল্যবিশিষ্ট গুরুত্ব, নাসিকাতে শুভ্রশুভ্র ও ইটি এবং মুক্ত বায়ুমধ্যে
ই সকলের বৃদ্ধি প্রধান। ইহাতে নাসিকার পুরাতন সন্ধিতে অথবা
পিনস রোগে নাসারন্ধ্র অথবা পশ্চাৎ নাসাপথ হইতে ছিপির দ্বারা
অথবা চটা বাঁধা গুরু শ্লেষ্মা নির্গত হয়। অধিক সময়েই প্রাতঃকালে
রোগী গলা ধাক্কর দিয়া পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র হইতে গুরু, কঠিন ও সবুজ শ্লেষ্মা
খণ্ড বাহির করিয়া ফেলে। কখন কখন, বিশেষতঃ রোগ যদি উপদংশ
হইতে জন্মে, আক্রান্ত শরীর স্থানে ক্ষত জন্মিলে তাহা ছিদ্র হইয়া যায়।

ল্যারিঞ্জাইটিস বা স্বরযন্ত্রপ্রদাহ।—কেলি বাই-
সের রোগে স্বরযন্ত্র গুরু থাকে, স্বর কৰ্কশ ও কাঁপা হয় এবং
রোগী কাসিয়া সূত্রাকার আটা শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত করে। ডাং আইভিম
ইহাতে ১২ ক্রমের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। গুরু, শীতল বায়ুসংস্পর্শ
নিবন্ধন রোগে ঘুংরি কাসিবৎ কাসি, স্বরভঙ্গ ও স্বরযন্ত্রের গুরুত্ব এবং
বেদনা থাকিলে এবং সামান্য বায়ু প্রবাহসংস্পর্শ অসহনীয় হইলে
হিপার সাল্ফ তাহার ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহা গাথকদিগের
স্বরযন্ত্র রোগেরও উৎকৃষ্ট ঔষধ। উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়ায় রোগ জন্মিলে
তাহার পুরাতন অবস্থায় সাল্ফার উপকারী। প্রাতঃকালে
স্বররোধ, স্বরভঙ্গ এবং স্বরের কৰ্কশতা ও গভীরতা তাহার অন্ত্য
লক্ষণ। গুটিকোৎপত্তি প্রযুক্ত স্বরযন্ত্রের ক্ষতে জ্বালা থাকিলে আর্সে-
নিক উপশম প্রদান করে।

ঘুংরি কাসি বা ক্রুপ।—খর্ষ ও স্থূলগ্রীবা বিশিষ্ট শিশু-
দিগের সর্কিলিক বা মেম্ব্রেনাস ঘুংরিকাসিরোগে কেলি বাই
উপযোগী ঔষধ। ধাতুপাত্রের শব্দবিশিষ্ট ধ্যানধেনে কাসি, গলাধঃগ্হর
ও টনসিল গ্রন্থির লোহিত বর্ণ ও ক্ষীতি, টানিয়া টানিয়া স্বাসপ্রশ্বাস
এবং স্বরযন্ত্রের স্পর্শসিহিষ্ণু বেদনা থাকে। আক্রান্ত স্থানে স্থূল
ঝিল্লী সংস্থিত হয়। রোগের অধাভিমুখে গতিপ্রবণতা থাকায় অনেক

সময়েই অচিরে তাহা বায়ুনলী বা ব্রঙ্কাই আক্রমণ করে ও ক্রুপাস ব্রঙ্কাইটিস্ জন্মে। প্রচণ্ড শাঁই শাঁই শব্দে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস বহিঃ থাকে এবং নিষ্ঠূত গয়ার চিম্বে ও তন্তুবৎ দেখায়। মধ্য মধ্য শিশুর শ্বাসরুদ্ধাবস্থায় নিদ্রাভঙ্গ হয়। অনেক সময়ে **কেলি বাই** ঝিল্লি নির্গত করিয়া রোগারোগ্যের সাহায্য করিয়াছে। রজনী ৩টা হইতে সকাল ৫টা রোগবৃদ্ধির কাল।

ল্যাকসিস্—স্বরযন্ত্রের ভয়াবহ আক্ষেপ ইহা দ্বারা নিবারিত হইয়াছে।

মার্ক-প্রট-আই—ইহা দ্বারাও জ্বলবিশেষে কাশা হইয়াছে।

কাসি বা কফ।—ধাতুপাক্রবৎ শব্দবিশিষ্ট অবিশ্রান্ত খ্যান খ্যানে কাসিতে ঘন ও আটা শ্লেষ্মা মুখ হইতে কণ্ঠে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্গত করণে **ক্যালি বাই** দ্বারা সাহায্য হইয়া থাকে। হামজ্বরান্তের কাসিসহ অনেক সময় ইহার কাসির সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। প্রাতঃকালের যে কাসিতে কণ্ঠে গয়ার নিষ্ঠূত করিতে হয় তাহাতেও ইহা উপকারী। শ্লেষ্মার ও অন্ত্যন্ত লক্ষণের উপরিউক্ত রূপ প্রকৃতি এবং রজনীতে শয়ান থাকিলে কাসির উপশম ইহাকে অন্ত্যন্ত তুলনীয় ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

কেলি কার্ক—ইহার প্রচণ্ড কাসির আক্রমণ অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং অনেক সময়ের চেষ্টার পর অতি কণ্ঠে অল্প কিঞ্চিৎ চিম্বে আটা ও তন্তুবৎ শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত করিতে পারা যায়। কাসিলে গলা আট-কাইয়া ধরিতে ও বমন হইতে পারে।

নাইট্রিক এসিড—ইহার পুরাতন ও অনেক সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, শুষ্ক কাসি রজনীতে শয়নের প্রথমাবস্থায় উপস্থিত হয় এবং তাহার

সহিত অত্যন্ত শারীরিক অবসাদ জন্মে ; স্বরযন্ত্রে ছলবিদ্ধবৎ বেদনা ও চন্টনি হয় এবং সামান্য কিক্ষিত গয়ার উঠে, কখন বা কিছুই উঠে না ।

নাকস ভ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক ও দুর্বলকর কাসিতে মন্তকে বেদনা এবং আমাশয় প্রদেশে টাটানি হইলে ইহা কখন কখন উপকার করে ।

মাকুরিয়াস—বেল ও ব্রাসের প্রয়োগান্তে শুষ্ক কাসির কিক্ষিৎ তরলাবস্থায় ইহা দ্বারা কার্য্য হয় ।

হুপ শব্দক বা হুপিং কাসি ।—গলাভাজা কাসির নিবারণার্থ শিশু অগভীর এবং ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস করিলে ইহা উপযোগী । হিপারের কাসি অপেক্ষা ইহার কাসির কৰ্কশতা অধিকতর থাকে এবং আহ্বার করিলে ও গভীর শ্বাস টানিলে কাসির বৃদ্ধি হয় । ইহার সন্ধি নাসিকা, গলদেশ, ললাটগহ্বর প্রভৃতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং গয়ার হরিদ্রাবর্ণ, চিন্মা ও তন্তুবৎ থাকে । গয়ারের হরিদ্রাবর্ণ দ্বারা ইহা ককাস্ ক্যাকটাই হইতে প্রভেদিত হয় ।

হাঁপানি কাসি বা এজমা ।—কেলি বাইসের রোগ রজনী ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে আক্রমণ করে । শীতকালে অথবা গরমের সময় ঠাণ্ডা পড়িলে রোগ পুনরাবর্তিত হয় । রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় । উপবেশনাবস্থায় সম্মুখ দিকে নত হইলে এবং হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা উঠিলে রোগগগ্গনার উপশম থাকে । রোগ অনেক বিষয়ে আসেনিকের সমান হইলেও তাহাতে সূত্রবৎ আটা শ্লেষ্মার অভাব উভয়ের প্রভেদক । কেলি কার্বেস হাঁপানিরও শেষ রজনীতে বৃদ্ধি হয় ; বক্ষে বায়ু না থাকার অহুভূতি তাহার প্রভেদক । স্নায়বিক হাঁপানি রোগে কেলি ফস্ স্ফল প্রদান করিয়াছে ।

ব্রঙ্কাইটিস্ বা নলৌষ ।—যে রোগে নিষ্ঠূত শ্লেষ্মা চিৎসে ও ডিউলির আটার ছায় আটায়ুক্ত ও টানিলে স্রুতার ছায় প্রলম্ব সেইরূপ শ্লেষ্মা এবং শ্বাসকৃচ্ছযুক্ত তরুণ, অনতিপ্রবল (sub-acute) ব্রঙ্কাইটিসিস্ বা বায়ুনালীর প্রসার বিশিষ্ট রোগে কেলি বাই উপকারী । নীলাভ, থানা থানা গয়গয় উঠিতে পারে ; শেষ রক্তনীতে কাসির বৃদ্ধি হয় এবং আমাশয়দেশে কশাভাব থাকে ।

হৃদ্রোগ বা হার্ট ডিজিজ ।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে ভয়াবহ শ্বাসরোধের অনুভূতি বশতঃ রোগী জ্বাগ্রহ হইয়া শয্যা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে কেলি বাই উপকারী । ন্যূনধিক তারতম্যযুক্ত এবিধ হৃৎপিণ্ড রোগ লক্ষণে ইহা ল্যাকেসিস, ল্যাকাটিয়া, স্ক্রোফেসিয়া এবং প্র্যাফাইটিস প্রভৃতি ঔষধ সহ তুলনীয় । উভয়প্রকার (হৃৎপিণ্ডের বহিরভ্যন্তর) রসবাওজ হৃৎবেষ্টপ্রদাহ পুনঃ পুনঃ আবর্তন করিলেও ইহা দ্বারা উপকার হয় । হৃৎপিণ্ডে তীক্ষ্ণ তীরবেগবৎ বেদনা হইয়া গাত্র চালনায়, বিশেষতঃ ভ্রমণে বৃদ্ধি হইলে ইহার প্রয়োগ সফলপ্রদ ।

গলক্ষত বা সোর থোট ।—কেলি বাইহের প্রসিদ্ধ প্রকৃতিযুক্ত গলক্ষত হইতে পুয়বৎ স্রাব হয় ও টর্নাসিল গ্রন্থি ক্ষীণ থাকে, ক্ষতের নিকটস্থ শ্লেষ্মক বিল্লীর কোষগ্রন্থি (Follicles) হইতে ঘন বসা বা পনীরবৎ পদার্থ ক্ষরিত হয় । জিহ্বামূলে পীতবর্ণ লেপ থাকে, গলনালীতে আটা ও স্রুত্রবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়, স্ট্রেক্টিকিয়ান নলী বেদনা করে । ইহাতে গলদেশে শুষ্কতা, জ্বালা এবং কাঁচা অথবা টাছা ভাবের অনুভূতি হওয়ায় বোধহয় যেন তাহাতে কিছু ফুটিয়া আছে ।

এমনি মিউ—ইহার ক্ষতে গলদেশে এতাদৃশ আটা ও চিৎসা শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় যে গলা খাঁকার দিয়া তাহা উঠান যায় না । নাসিকা-গলনালী প্রদেশের অবদারণ ভাব এবং স্বরভঙ্গ থাকে ।

ক্যাক্সেরিয়া ফস্ফরিকা ।---ডাং কুপারের মতে নাসিকাগল-
দেশস্থ অস্থিবৎ অলীক উপমাংস দূরীকরণে ইহা প্রায় অদ্বিতীয় ঔষধ ।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রেট--গলাধঃগহ্বরের পুরাতন কোষ-
গ্রন্থিপ্রদাহে (ফলিকিউলার ফ্যারিঞ্জাইটিস) জ্বালা, টাটানি এবং অবদারণ
ভাব থাকিলে ডাং আইভিন্স্‌ ইহাকে প্রধান ঔষধ বলিয়া মনে করেন ।

ডিফ্‌থিরিয়া বা সর্বাঙ্গিক মারাত্মক গলক্কত ।---ক্রুপ বা
ঘুংরি কাসি সদৃশ ডিফ্‌থিরিয়া রোগে কেলি বাই অধিকতর
উপযোগী বলিয়া বিবেচিত । গলদেশে গভীর ক্কত ও, ঘন, আটা
এবং অনেক সময়ে শোণিতরেপাক্কিত নির্যাস থাকে, অলীক ঝিল্লো
দেখিতে পীতবর্ণ; এবং ক্রুপ শব্দবিশিষ্ট কাসিতে বক্ষের বেদনা
হয় । নিকটস্থ গ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি থাকে । জিহ্বামূলের পীতবর্ণ
লেপ অথবা শুষ্ক ও লোহিত জিহ্বা, চিম্‌সে আটা নির্যাস,
বেদনার গলদেশ হইতে গ্রীবা এবং স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি
প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ । রোগের শেবাবস্থায় যখন গলদেশের
আক্রমণের বুদ্ধির শেষ সীমা নির্দিষ্ট হয়, এবং ঝিল্লি বিচ্ছিন্ন হইতে
থাকে তখন ইহার উপকারিতা নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয় ।

আমাশয় রোগ---অজীর্ণ ; বমন ; আমাশয়প্রদাহ ;
আমাশয়ের ক্কত প্রভৃতি ।---কেলি বাইক্রমিকাম্
শরীরস্থ অত্যন্ত শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর জ্বায় আমাশয়ের শ্লেষ্মিক ঝিল্লীতেও
সাধারণ উত্তেজনা হইতে ক্কতোৎপাদক প্রবল প্রদাহ পর্য্যন্ত উৎপন্ন
করিতে সক্ষম । এজন্য ইহা আমাশয়ের সহজ ও কঠিন নানা প্রকার
অজীর্ণ, ক্কত ও ক্যানসার রোগাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ইহার অজীর্ণ
রোগসহ সহানুভূতিক শিরঃশূল থাকার বিষয় আমরা ইতিপূর্বে
উল্লেখ করিয়াছি । ইহার পুরাতন ও ন্যূনাধিক বদ্ধমূল অজীর্ণ রোগে
মুখ স্ফীত হয় ও তাহাতে হরিদ্রাভ বিবর্ণ দাগ, ফুস্ফুড়ি ও ব্যোত্রণ.

প্রভৃতি জন্মে। চক্ষু কিঞ্চিৎ ক্ষীণ ও পীতাত্ত হয়। জিহ্বা পুরু ও বিস্তৃত এবং তাহার পার্শ্ব ঘেন দন্তের ছাপ যুক্ত থাকে। আহারান্তেই আমাশয় ক্ষীণ হওয়ার ভায়ে বোধ হয় এবং কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ অথবা প্রাতঃকালীন উদরাময় থাকে। বহুদিন ধরিয়া বিয়ার এবং এল্ (ধেনোমদ) মত্ত পান এইরূপ অজীর্ণ রোগের কারণ। ইহা প্রায় **আসেন্স** ভুল্যই আমাশয়প্রদাহের উৎপন্ন ও উপশম করিতে সক্ষম। ইহাতে আমাশয় হইতে অধিক পরিমাণ ঘন, আটা ও চক্চকে স্লেম্মা নিঃসৃত হয়। কিছু আহায় বা পানের চেষ্টা করিলেই আমাশয়-প্রদেশে কষ্ট ও জ্বালামুক্ত অবদারণের অনুভূতি জন্মে। উপরিউক্তরূপ স্লেম্মা এবং পিত্তমিশ্রিত তিক্তাস্বাদ অগ্নির বমন হয়। এইরূপ বমন থাকিলে মত্তপানীর প্রাতঃকালীন বমনে ও আমাশয়ের ক্ষত প্রযুক্ত বমনে ইহা উপকার করিয়া থাকে।

গ্লিট বা পুরাতন পুয়মেহ ; উপদংশ বা সিফিলিস।—

পুরাতন বা “ক্রণিক ডিজিজ” সহ **কেলি বাইসেল** সাদৃশ্য থাকার বিষয় আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কার্যক্ষেত্রেও ইহা গ্লিট রোগে তত্ত্ববৎ স্রাব ও পুরাতন গনরিয়া বা সাইকসিস বিষজর্জরিত ধাতুবিশিষ্ট যোগীর হস্তাঙ্গুলির নখসন্নিহিত স্থানের মামড়ি এবং উপদংশ রোগগ্রস্ত যোগীব লিঙ্গমুণ্ডের ও লিঙ্গমুণ্ডের গুটিকাদি নানাপ্রকার ও নানা অবস্থার উদ্ভেদ আরোগ্য করিয়া ইহার পূর্বোক্ত এণ্টিসিফিলিটিক ও এণ্টিসাইকটিক উপাধি প্রমাণীকৃত করিয়াছে। এইরূপ ক্রিয়ায় ইহা **থুজা, পাল্‌স্** এবং **সার্জাপেরিল্লা** সহ তুলনীয়।

খেতপ্রদর বা লুকরিয়া।—স্থলকায়, পাতলাকেশ বাজি-দিগের হরিদ্রাবর্ণ দড়ি দড়ি ও তত্ত্ববৎ যোনিস্রাবে **কেলি বাই** উপকারী।

লেক্চার ৪৭ (LECTURE XLVII.)

ডিজিট্যালিস্ (Digitalis)

প্রতিনাম ।—ডিজিট্যালিস্ পাপু'রিয়া ।.

সাধারণ নাম ।—ফক্স গ্লাভ্.।

জাতি ।—ফ্রফুলেরিএসি ।

জন্মস্থান ।—ইউরোপ খণ্ডের স্বদৃশ্য, ক্ষুদ্র ও অযত্নসম্পন্ন বৃক্ষ ।
আমেরিকায় কর্ষণ দ্বারা উৎপাদিত ।

প্রয়োগরূপ ।—দ্বিতীয় বৎসরের বৃক্ষের টাটকা পত্রের টিংচার
বা অরিষ্ট ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—একমাস ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম ।—সর্বনিম্ন ১ X, সাধারণতঃ ৩, ৬ ও
৩০ ক্রম । ২০০ ক্রমেও ব্যবহার হইয়া থাকে ।*

লক্ষপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার
করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাঃ এড্যাম্—
সেরিত্রো-স্পাইনাল নিমিগ্জাইটস্ বা মস্তিষ্কমেরুমজ্জা-বেষ্টপ্রদাহ ; শিশুর ৭ দিবসের
রোগ ; কিছু আহার করিলেই বমন ; পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ মলত্যাগ ; হঠাৎ কর্ণশ
চাঁৎকার ; নিদ্রের কেশ এবং ধাত্রীর মুগ দৃঢ়রূপে ধৃত ; চক্ষুর বক্রদৃষ্টি ও যতদূর
সম্ভব পশ্চাৎশাখে মস্তক বক্র করিয়া লওয়া ; উদর নোকার তলার ত্রায় নিম্নতা
প্রাপ্ত এবং অঙ্গাদির সীমার শীতলতা ; ২০০, আরোগ্য । ডাঃ ডাজিন—রক্তনীতে
নিদ্রাবেশের উপক্রমে রোগীর মস্তক মধ্যে ধাতু পাত্রে পাত্রে সংঘাত হওয়ার ত্রায়
শব্দ হওয়ার চর্যকিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইত ; ২১০ বার এইরূপ হইলে নিদ্রা হইত ; ১,
আরোগ্য । ডাঃ চার্লস—অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ ; খুক খুক করিয়া শুক ও শুভুশুভুয়ুক্ত
কাসি ও কখন কখন শয়নাবস্থায় শ্বাসরোধ ; অনেকবার মুচ্ছা যাইত ; পদ, লিঙ্গ ও
অণ্ডকোষ বেষ্টের শোথ ; পদ শীতল ও কৃষ্ণবর্ণ ; জিহ্বা শুভ্র ও আর্দ্র ; মলত্যাগ
সহজ ; মূত্র অত্যন্ত ; নাড়ী পাওয়া যায় না ; হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্বল ও অনিয়মিত, তাহার

উপচয় ।—শরীর চালনায় ; উষ্ণগৃহে ; উপবেশনে, বিশেষতঃ ঋজুভাবে উপবেশনে ; শয়নে ; শিরঃশূলে ।

সম্বন্ধ ।—ডিজিট্যালিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাফর, নাক্স, ওপি । বিষমাত্রার উদ্ভিজ্জায়, ভিনিগার, মাজুফলসিক্তজল, ইথার ও কপূর ।

ডিজিট্যালিস যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ওয়াইনের ।

সিদ্ধনা ডিজিট্যালিস্ ঘটিত উৎকর্ষার বৃদ্ধি করে ।

তুলনীয়ঔষধ ।—এন্টি ক্রু, এপসাই, আস, বেল, ব্রায়, ক্যাক্সে, কনায়াম, ফেরাম্, হেলি, ক্যান্সি, লবে, লাইক, নাক্স ভ, ওপি, পাল্‌স, সিপি, স্পিজি, সাল্‌ফ, টেবেক ও জিঙ্ক ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ ।—
ঠঠাৎ শোণিতোচ্ছাসের পরেই অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্বলতা এবং অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ীস্পন্দন যদি ঋতুসন্ধিকালে ঘটে ও তাহা লামাগ্ন শরীর চালনায় বর্দ্ধিত হয় সেস্থলে ইহা উপযোগী ।

অমুভূতি যেন রোগী শরীর চালনা করিলেই হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইবে (ককেন্—ভীত হয় যেন অবিশ্রান্ত শরীর চালনা না করিলে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইবে, জেল্‌স্ । ফেরাম্ দেগ) ।

স্বাভাবিক শব্দ, লুপ্ত ও অশ্রোতব্য ; রোগী হৃৎপিণ্ড দেশ বসিয়া ষাওয়ার জ্বায় কষ্ট বোধ করে । মুখ পাণ্ডুর ও উৎকর্ষাপূর্ণ ; ওষ্ঠ নীলাভ ; অত্যন্ত তৃষ্ণা ; ক্ষুধাহীনতা ; ইন্‌ফিউজন, প্রয়োগে আরোগ্য । ডাং ত্র্যাক্‌কিতেল—স্ট্রোরোগী, বয়স ৬৩ বৎসব ; অতিশয় দুঃখ হইতে হৃৎকম্প জন্মে ; বক্ষের বামপার্শ্বে ও বামহস্তে বেদনা ; হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি ; ৩ ; আরোগ্য । ডাং রকিথ—রোগীর বয়স ৬৫ বৎসর ; একদিন অস্তর এক দন প্রাতঃকালে একই সময়ে উদয়ময় ; অল্প শীত হইয়াই দুর্বলকর ধূসর বর্ণ মলের রচন এবং অল্প কালো কটাসে, জমাট বাঁধা, কাফির তলানির স্রাব বিষ্টা ; নাড়ী দুর্বল ও ক্ষণলোপযুক্ত ; সম্পূর্ণ শরীরে শীতল বর্ধ ; ২০০, আরোগ্য ।

আমাশয় স্থলে মুচ্ছার ভাব বা দমিয়া যাওয়ার ঝায় বোধ হওয়ায় রোগীর মৃত্যুর অসুভূতি জন্মে ।

বক্ষের অত্যন্ত দুর্বলতা বশতঃ কথা বলা সহ্য করিতে পারে না (ষ্টেনাম্) ।

যেন স্বপ্ন দেখার ঝায়, যেন উচ্চ হইতে পতিতের অথবা জলে পতিত হওয়ার ঝায় ভীত অবস্থায় রজনীতে পুনঃ পুনঃ জাগ্রৎ হয় ।

মুখ পাণ্ডুর, মূতের আকৃতিবিশিষ্ট এবং নীললোহিত ।

চক্ষুপত্বে, ওঠের, জিহ্বার এবং হৃকের নীলাভা ; নীলপাণ্ডুরোগ বা সায়ানসিস্ ।

চক্ষুপত্র, কর্ণ, ওষ্ঠ এবং জিহ্বাপরি স্ফীত শিরা ।

অনিয়মিত, কষ্টসাধ্য, গভীর এবং দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস ।

সহজে এবং বারম্বার হস্তাঙ্গুলির ঝিন্ ঝিনি ।

স্কাৰ্লেটিনা বা আরক্ত জরের পরে এবং ব্রাইটস্ ডিজিজ্ বা লালামেহ রোগে মূত্র রোধ ঘটায় শরীরাভ্যন্তরে এবং শরীরের বহিরাংশে জলশোথ ; হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক রোগ থাকিলে তাহার সহিত মুচ্ছারভাব থাকে (ইহার সহিত জরায়ু প্রদেশের টাটানি থাকিলে, কন্ভল্ভিউলাস্) ।

শরীর ঋজু ভাবে উন্নীত করার সময় হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার রোধ ঘটয়া মৃত্যু ।

রোগকারণ — রসবাতাদি রোগনিবন্ধন হৃৎপিণ্ডরোগে শোণিত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা ডিজিট্যালিস্ রোগের সাধারণ কারণ ।

সাধারণক্রিয়া ।—নিউমগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ু এবং শোণিতযন্ত্র-মণ্ডলের গতিদ স্নায়ু আক্রমণ করিয়া ডিজিট্যালিস্ হৃৎপিণ্ডের ও ধমনীমণ্ডলের পেশীতে প্রভূত ক্রিয়াপ্রকাশ করে । এই ক্রিয়াফলে উপরিস্থ পেশীমণ্ডলের দুর্বলতা, এমন কি পক্ষাঘাত এবং হৃৎপিণ্ডের প্রবলতর ও অধিককাল স্থায়ী সঙ্কোচন ঘটে এবং ধমনীমণ্ডলের

অধিকতর আতত ভাব জন্মে ; নাড়ীস্পন্দন ধীরতর এবং ক্ষণলোপবিশিষ্ট হয় । ডাং টি, এফ, এলেন বলেন “হৃৎপিণ্ডে ডিজিট্যালিসের ক্রিয়ার বিশেষতা এই যে, ইহা হৃৎপিণ্ডের প্রবলতর ও দীর্ঘকালস্থায়ী সঙ্কোচন সংঘটিত করে ; হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া শৃঙ্খলাহীন হওয়ায় তাহার ধমনীপার্শ্বের একাংশের বিস্তৃতি জন্মিলেও অপরাংশ সঙ্কুচিত থাকে ; অবশেষে সঙ্কুচিতাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রোধ হওয়ায় রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় ।” ইহার গোণ ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক, কিডনি বা এবং বৃক্কক পরিপাক যন্ত্র মণ্ডলের ক্রিয়াবভ্রাট ঘটে । অতি ধীরতর এবং ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ীস্পন্দন ডিজিট্যালিসক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ ।—ডিজিট্যালিসের ক্রিয়া প্রধানতঃ তাহার ক্রিয়াবোজ ডিজিট্যালিনের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে । নিউমো-গ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর ও মস্তিষ্কাধঃপ্রদেশস্থ শোণিতযন্ত্রগতিদ স্নায়ুর কেন্দ্রই ইহার মৌলিক ক্রিয়ার স্থল । এই সকল স্নায়ুকেন্ত্রের অস্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারাই মনুজ্য শরীরে ডিজিট্যালিসের যাবতীয় রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয় । বিষমাত্রায় ডিজিট্যালিস সেবন করাইলে ন্যূনাধিক কাল বিলম্বে নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর আশাশয়িক শাখার ও মস্তিষ্ক মূলের উত্তেজনা দ্বারা ইহা অতি প্রবল ও স্থায়ী বিবমিষা এবং বমন উৎপন্ন করে । ইহার গোণ ক্রিয়াফল স্বরূপ সাধারণ শারীরিক অবসাদ, এবং মুখলালা এবং ঘর্ম প্রভৃতি স্রাবের প্রাচুর্য্য উপস্থিত হয় । এই বিবমিষা ও বমন-ক্রিয়ায় ইহা **এন্টিমনিয়াম টার্টারিকাম্, লবেলিয়া** এবং **টেবেকামসহ** তুলনীয় । ফলতঃ শোণিত-সঞ্চলন-যন্ত্র-মণ্ডলের ক্রিয়াবিকার উৎপাদন দ্বারাই ইহা চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । অনেক পরীক্ষকের মতেই ডিজিট্যালিস স্বল্প মাত্রায় সেবন করাইলে অথবা তাহার বিষ মাত্রারও প্রাথমিক ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত সঞ্চলন যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়োত্তেজনাবশতঃ নাড়ী-

স্পন্দনের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। ফলতঃ এই ক্রিয়া এতই স্বল্প স্থায়ী যে চিকিৎসাকার্য্যে ইহার কোন গুরুত্ব দৃষ্ট হয় না। মূলতঃ ইহা হৃৎপিণ্ডের সংযামক বা ইনহিবিটরি স্নায়ুর উত্তেজনা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের প্রবল সঙ্কোচন ও শোণিতযন্ত্রপেশীর গতিদ স্নায়ুর শক্তি হানি করিয়া হৃৎপিণ্ডাদি শোণিতযন্ত্রপেশীমণ্ডলীর দুর্বলতা ও অবশেষে তাহাদিগের পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত ঘটায়। এই ক্রিয়ার প্রথমাবস্থায় সংযামক স্নায়ুর অস্বাভাবিক উত্তেজনা ঘটিলে হৃৎপিণ্ডের নিয়মিত গতির বাধা জন্মে এবং তাহার সঙ্কোচন প্রবলতর ও অধিকতর কাল স্থায়ী হয়। হৃৎপিণ্ডের এবদ্বিধ ক্রিয়ানিকার ঘটিলে ধমনীমণ্ডলবাহিয়া শোণিতগতির বাধা জন্মে এবং নাড়ীস্পন্দন দীরতর, এমন কি মিনিটে ৪০ বারও হইতে পারে। কিন্তু তখনও গতিদ-স্নায়ুর সম্পূর্ণ শক্তিহানি হয় না, পেশীমণ্ডলী কিঞ্চিৎ সক্রিয় থাকে। হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক প্রবলতা-বিশিষ্ট সঙ্কোচন অথবা পেশী শক্তির সাময়িক বৃদ্ধি হইলে ধমনীমণ্ডল কখন আতত অবস্থাবিহীন, কখন সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্র হয় এবং নাড়ীরও অনিয়ত গতি জন্মে। কিন্তু উপরিউক্ত পেশীমণ্ডল মূলতঃ দুর্বল থাকায় রোগী শরীর চালনা অথবা উপবেশন করিলে শোণিত সঞ্চালন সম্পূর্ণগাঠ পেশী শক্তির অস্বাভাবিক উত্তেজনায় নাড়ীস্পন্দন দ্রুতগতিবিশিষ্ট এবং নাড়ী পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ হয়। অবশেষে, অথবা বিবমাত্রা অধিকতর হইলে অতি সত্ত্বর গতিদ স্নায়ুর শক্তিহানি বশতঃ পেশীমণ্ডলীর প্রভূত দৌর্বল্য অথবা পক্ষাঘাত নিবন্ধন সংযামক স্নায়ুর নিকৰ্ণ ক্রিয়া বশতঃ হৃৎপিণ্ডের সঙ্কুচিত অবস্থায় রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, এবং মৃত্যুর পর হৃৎপিণ্ড ও ধমনীমণ্ডল রক্তশূণ্য দৃষ্ট হয়। ডিজিট্যালিস্ বিবক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড ক্রিয়ার বড়ই বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। তাহাতে হৃৎপিণ্ডের ধমনী গহ্বর বা ভেন্টিকলের অতি প্রবল অপিচ বিশৃঙ্খল সঙ্কোচন হওয়ায় তাহার অংশ বিশেষের প্রসার হইতে আরম্ভ হইলেও অপরাংশ

সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে ও অবশেষে তদবস্থাতেই হৃৎপিণ্ডক্রিয়া স্থগিত হইয়া যায়। কিন্তু ইহার এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও নাড়ীস্পন্দন-লোপের শৃঙ্খলা আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করে। হৃৎপিণ্ডক্রিয়া বতই বিশৃঙ্খল হউক, শৃঙ্খলা পূর্বক নাড়ী তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম প্রভৃতি বিষম স্পন্দনের লোপ হইয়া থাকে।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে অনায়াসেই অনুমিত হইবে যে হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত সঞ্চালন যন্ত্রমণ্ডলে ডিজিট্যালিসক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড-সঙ্কোচনের যে প্রবলতা এবং নাড়ীর কাঠিন্য ও আতত ভাবাদি উৎপন্ন হয় তাহা স্বাস্থ্যের সবলতাপ্রকাশক নহে। কলতঃ প্রায় উহার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা হৃৎপিণ্ডাদি-ধমনীপেশীর শক্তি নাস করিয়া থাকে। অপরঞ্চ এলপ্যাথিমতের টিংচার অথবা হোমিওপ্যাথির মূল অরিষ্ট কিম্বা নিম্ন ক্রমের ঔষধ একাদিক্রমে অধিক দিন প্রয়োজিত হইলে ইহার বিশেষ প্রকারের সঞ্চিত ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বা কুম্ভিলেটিভ (Cumulative) ক্রিয়ার আকস্মিক পরিস্ফূরণও বিপজ্জনক। এরূপাবস্থায় উপরি লিখিত মাত্রায় ইহার প্রয়োগ, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের রুগ্নাবস্থায়, যে সমূহ বিপদসঙ্কুল তাহা বলাই বাহুল্য। ডিজিট্যালিসের টিংচারসেবনে যে কতশত রোগীর উপরিউক্ত বিষক্রিয়ায় হঠাৎ হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার রোধ নিবন্ধন মৃত্যু ঘটে তাহা কে বলিতে পারে।

ডিজিট্যালিসের মূল বা প্রাথমিক ক্রিয়া হৃৎপিণ্ডের ধমনী পাখে ও ধমনীমণ্ডলে হইয়া থাকে, তাহাতে শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়ার বাধা এবং বিশৃঙ্খলা ঘটায় গৌণভাবে শিরামণ্ডলী শোণিতপূর্ণ এবং যন্ত্রমণ্ডলে বিশৃঙ্খল শোণিতসঞ্চালন ও শিরাশোণিতাধিক্য জন্মে। উপরিউক্ত প্রকারে আক্রান্ত যন্ত্র মধ্যে কিডনি, যকৃৎ এবং মস্তিষ্কই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকে। কিডনির ক্রিয়াবিকারবশতঃ মূত্রালতা ও মূত্রের নানাবিধ পরিবর্তন এবং যকৃতের পোটাল শিরায় রক্তগতির

বাধা বশতঃ তাহার ক্রিয়াজড়তা জন্মে এবং তন্নিবন্ধন পরিপাকবিকার ও কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি এবং উভয়ের ক্রিয়াবিকারের শেষফলস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন শরীরগত্বরে শোথ জন্মিয়া থাকে। মস্তিষ্কের জ্ঞানস্থানে ইহা মাদকোপ ক্রিয়া প্রকাশ করে। নিম্নে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

মস্তকে মস্ততার অল্পভূতিসহ জড়তাব এবং মানসিক উত্তেজনা। সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রযুক্ত ভবিষ্যৎবিষয়ক ভীতি নিবন্ধন আশঙ্কান্বিত ; অত্যন্ত দুঃখ ও অবসাদের, গীতবাঞ্ছা ভয়ানক বৃদ্ধি। চিন্তা কষ্টসাধ্য এবং শ্রমশক্তি দুর্বল। দিব্যরজনী কার্যবিষয়ক কল্পনার উদয়।

অল্পভূতিবিকারবশতঃ ভ্রমণ অথবা অস্বাভাবিক গমনকালে শিরোঘূর্ণন ; শিরোঘূর্ণনকালে কম্প ও নাড়ীর গতি অতি ধীর। উপবেশনাবস্থা হইতে উত্থান কালে শিরোঘূর্ণন, মূর্চ্ছার ভাব ও নাড়ীর ধীরগতি।

মানসিক পরিশ্রমে এবং তৎবিষয়ের চিন্তায় ললাটদেশের গুরুত্ব। রোগী মস্তক আবর্তন করিয়া উপাধানন্যে প্রবেশ করায় ও কেশ ধরিয়া টানে ; কৰ্দ্ধক স্বরে চীৎকার করে ; সহজে বমন করে ; অত্যন্ত মূত্রত্যাগ হয় ; নালরোগ (Cyanosis) জন্মে।

অবসন্নতা, অত্যন্ত নিদ্রালুতা। অস্বপ্তি ও তৃপ্তিহীন নিদ্রা। রোগী রজনীতে চমকিয়া উঠে এবং জাগ্রৎ হয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিভ্রাট ঘটায় দৃষ্টিজন্মে। বস্তনিচয় সবুজ, পীতবর্ণ অথবা রোপ্যমণ্ডিত দৃষ্ট হয়। নিদ্রাকর্ষণ হইলে মস্তকমধ্যে হঠাৎ ঝঙ্কন শব্দ শ্রুত হওয়ায় ভীতি বশতঃ চমকিয়া নিদ্রাভঙ্গ। কর্ণের সম্মুখে স্মৃতিস্ত জলের শব্দের গ্রাণ শব্দ শ্রুত। মুখাস্থাদ ক্রোদবৎ ; কোন আস্থাদ থাকে না ; মিষ্টাস্থাদে মুখগালার স্রাব।

অমুভূতিদ্বয়স্বরূপে বিদ্ধ করায় প্রায় বেদনা।

গতিদ্বয়স্বরূপে বিকারবশতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঞ্জে হঠাৎ ঘর্ষ এবং তল্লবন্ধন অত্যন্ত দুর্বলতা ও শক্তির লোপ এবং প্রচুর ঘর্ষ। রোগী ঋজুভাবে থাকা সহ্য করিতে পারে না। সর্বদাঙ্গীন আক্ষেপ। মূর্ছার ভাব; অত্যন্ত দুর্বলতার অমুভূতি।

দুঃখমণ্ডল নীললোহিত; রোগী পাণ্ডুর ও দেখিতে যেন মৃতবৎ। চক্ষুতারা বিস্তৃত এবং স্পর্শজ্ঞানশূন্য। যোজককিম্বলী বা কঙ্কাটাই-ভার পুরাতন প্রদাহ। অধঃচক্ষুপুটের ক্ষীণতা। চক্ষুপুটের যোজককিম্বলী পীতলোহিত। উজ্জ্বল আলোক অথবা শীতল বাতাসে চক্ষুর জল-স্রাবের বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে। উভয় চক্ষুই বামপার্শ্বে ঘূর্ণিত। চক্ষুতে বিবুদ্ধ শিরা দৃষ্ট হয়।

স্বরযন্ত্রের আক্ষেপবশতঃ গলাধঃকরণ চেষ্টায় শ্বাসরোধ। প্রত্যুষ-কালে স্বরভঙ্গ।

প্রাতঃকালে, বিশেষতঃ শীতঋতুতে শ্বাসপ্রশ্বাসের ধীরগতি এবং ইপানির আক্রমণ। আমাশয়োর্দ্ধগত্বরে কষ্টকর বিবিধা নিবন্ধন শায়িতাবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ। অতি কষ্টজনক ইপানির ভ্রমণকালে বৃদ্ধি।

তালু এবং শ্বাসনলী বা ট্রেকিয়ার কর্কশতা ও চুলকনা জন্ম কাসির উদ্বেক বশতঃ কাঁপা, গভীর এবং আক্ষেপিক কাসি; প্রাতঃকালে কিছু উঠে না, সন্ধ্যাকালে কষ্টের সহিত হৃদয়ে, জিউলির আটার প্রায় সামান্য শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত। শরীরভাস্তরে গরম বোধে, আহায়ে, শীতল জল পানে এবং কথা বলায় অথবা মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণে কাসি হইয়া মধ্যরজনী হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি। গয়ার মিষ্টাশ্বাদ এবং কখন কখন তাহার সহিত অল্প কৃষ্ণর্ণ রক্ত।

কুস্কুসের বিশেষ প্রকারের এবং আপাতঃ দৃষ্টে রসবাতের প্রায়

বেদনা, প্রতিশ্রায় ও রসস্রাব। হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা ও বিস্তৃতি নিবন্ধন হৃৎসূসে যুহ রক্তাধিক্য। হৃৎসূসের সঙ্কোচনবশতঃ চিৎভাবে শ্বাসন করিতে ইচ্ছা; চিম্বা অথবা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত। বক্ষের অত্যধিক দুর্বলতা বশতঃ কথা বলা সহ হয় না। বক্ষাভ্যন্তরে আর্দ্র শব্দ থাকিলেও শুষ্ক কাসি হয় ও নীড়ী সূত্রবৎ থাকে।

হৃৎস্পন্দন প্রবল, কিন্তু বিশেষ দ্রুত নহে। হৃৎপ্রদেশে অস্বস্তি এবং প্রকোষ্ঠে দুর্বলতার অমুভূতি। হঠাৎ যেন হৃৎক্রিয়া স্তব্ধ হওয়ার আশ্রয় অমুভূতি প্রযুক্ত টংকণ্ঠা জন্মে। হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্বল হওয়ায় তাহার অধিকতর দ্রুত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট এবং কখন কখন অনিয়মিত স্পন্দন।

নাড়ী ক্ষুদ্র ও অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট; ধীরগতি; বিশেষতঃ স্থির হইয়া থাকিলে অত্যধিক ধীরগতি; শরীর চালনা করিলেই দ্রুত, পূর্ণ ও কঠিন স্পর্শ। তৃতীয়, পঞ্চম অথবা সপ্তমাদি বিঘোড় স্পন্দনে নাড়ীর ক্ষণলোপ।

জিহ্বা শুভ্রলেপবিশিষ্ট। জিহ্বা পরিষ্কার এবং আমাশয় শূন্য—ক্ষুধা হয় না। ওষ্ঠ ও জিহ্বাপরি বিস্তৃত শিরা।

বিবমিষায় রোগী বোধ করে যেন তাহার মূত্ৰা হইবে। অবিশ্রান্ত বিবমিষা এবং গলরোধ। জিহ্বা লেপহীন ও শুভ্র ক্লেদাবৃত। বমনের প্রবৃত্তি। অবিরত বিবমিষা এবং বমন; বমনের পরেও বিবমিষা থাকিয়া যায়। প্রাতঃকালে ভুক্ত বস্তু ও পিণ্ডের বমন।

আমাশয়ের জ্বালা অগ্ননালী বাহিয়া উঠে। আমাশয়ে দমিয়া যাওয়ার আশ্রয় দুর্বলতাবশতঃ রোগীর মৃত্যুর অমুভূতি জন্মে। আমাশয়োর্ধ্ব-গহবরে টাটানি ও বায়ুক্ষীতি।

বহুদ্রোশে টাটানি এবং কাঠিন্য। জ্বালা (Jau.dice) জন্মিলে সহজে বমন হয় এবং নাড়ী ধীরগতি থাকে। উদরে কর্তনবৎ বেদনা।

মূত্রত্যাগের বেগের সহিত বারম্বার মলত্যাগেচ্ছা নিবন্ধন অত্যন্ত, কোমল বিষ্ঠা নির্গত হয়, কিন্তু তাহাতে ইচ্ছার নিবৃত্তি হয় না । ছেয়ে বা ফেকাসে বর্ণের প্রবল উদ্ভবাময়ে অতি বিলম্বে, চা খড়ির আয় মলত্যাগ । সন্ধ্যাকালের বিষ্ঠাসহ অনেক সূত্রবৎ কুমি নির্গত হয় ।

মূত্রত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা । অবিশ্রান্ত মূত্রবেগ প্রযুক্ত অল্প অল্প মূত্রত্যাগ । মূত্রত্যাগান্তেও মূত্রস্থলী পূর্ণ থাকার অনুভূতি । কতিপয় বিন্দু মূত্র নিঃসরণের পর মূত্রত্যাগেচ্ছার বৃদ্ধি ; ভ্রমণে মূত্রত্যাগেচ্ছার বৃদ্ধি হইলেও কষ্টের জন্য রোগীকে পায়চারি করিতে হয় । স্বপ্ন, ঘন, বোলাটে ও ক্লান্ত মূত্র । মূত্রে ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি । মূত্রত্যাগজন্য বেগ দিলে মূত্রস্থলীগ্রীবায় দপদপানি বেদনা ।

প্রতি রক্তনীতে শুক্রাঙ্কলন হওয়ায় জননেদ্রিয়ার দুর্বলতা এবং রোগীর মনঃকষ্ট ও নৈরাশ্র্য ঘটে ; শুক্রনিঃসরণের পর বোধ হয় যেন মূত্রনলীপথ হইতে কিছু ঝির ঝির করিয়া বাহির হইতেছে । মূত্রনলী প্রদাহ ও মুদা (Phimosi) জন্মিলে মূত্রত্যাগকালে অত্যন্ত জ্বালা ; লিঙ্গগণিবেষ্টককের জলশোথ । অণ্ডকোষের ক্ষীতি । অণ্ডকোষবেষ্টের জলদোষ বা হাইড্রসিস ।

বাম বাহুর গুরুত্ব ও পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা । অঙ্গুলিমিচয়ে সহজে ও বারম্বার ঝিনঝিনি ধরে ।

পদের বেদনা ও ক্ষীতি এবং অধঃঅঙ্গে পক্ষাঘাতিক অনুভূতি ।

ত্বকের চুলকনা । উপত্বক স্থলন ।

ন্যায্য বা জড়িস । সর্ষশরীর ধস্বসে ও শোথযুক্ত । নাড়ী দুর্বল ও কম্পিত । পদ শীতল ।

জ্বর কালে ত্বকের এবং অঙ্গসীমার শীতলতার প্রাধান্য । প্রভূত শীতল ও চটচটে স্বপ্ন ।

প্রদর্শক লক্ষণ।

নাড়ী পূর্ণ অনিয়ত, অত্যন্ত ধীরগতি ও দুর্বল; তৃতীয় পঞ্চম এবং সপ্তমাদি বিষম স্পন্দনে নাড়ীর ক্ষণলোপ।— ডিজিট্যালিস মূলতঃ হৃৎপিণ্ড এবং শোণিতযন্ত্রের ধমনীপার্শ্বেয় আক্রমণ দ্বারা গোণভাবে অগ্নাত যাবতীয় রোগ লক্ষণ উৎপন্ন করে। একারণ ইহার ক্রিয়োৎপন্ন বিশেষতাসূক্ত নাড়ীলক্ষণই রোগচিকিৎসায় ডিজিট্যালিসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। উপরিউক্ত নাড়ীপ্রকৃতি, বিশেষতঃ তাহার ধীরতর গতি এবং তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তমাদি স্পন্দনের ক্ষণলোপ অথবা নাড়ীর অগ্নতর বিশেষ লক্ষণাদি বর্তমান থাকিলে, তাহা হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রগত অথবা ক্রিয়াগত যে কোন বিকারপ্রযুক্তই হউক, অবস্থাবিশেষে নিশ্চিতই ডিজিট্যালিসের প্রদর্শক বলিয়া পারগণিত।

ডাংগ্রাস ক্রিয়াবিকারী-হিড্রোগ্রাফ কোন রোগীর মিনিটে ৩০বার নাড়ীস্পন্দনরূপ ভয়াবহ প্রদর্শক লক্ষণ অবলম্বনে ডিজিট্যালিসের প্রয়োগ দ্বারা তাহা ও তদানুযায়িক নানাপ্রকার সাজ্বাতিক রোগলক্ষণ দূরীকরণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ম্যালেরিয়া জ্বর ও তদানুযায়িক রোগের শোচনীয় দশায় কোন রোগীকে আমি নাড়ীর তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তমাদি বিষম স্পন্দনের ক্ষণলোপের অনুসরণে ডিজিট্যালিস প্রয়োগে অতি সহর সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে সমর্থ হই। রোগী প্রায় প্রায় পাঁচ বৎসর বয়সের বালক। এক বৎসরের উর্দ্ধকাল ম্যালেরিয়া জ্বর এবং তদানুযায়িক রোগগ্রস্ত ছিল। কুইনাইন প্রভৃতি এলোপ্যাথিক ঔষধে মধ্যে মধ্যে জ্বর বন্ধ হইত ও পুনরাবর্তন করিত। পুনরাবর্তিতাবস্থায় রোগীর কলাপ্স হইলে ত্র্যাণ্ডি প্রকৃতি উত্তেজক ঔষধের ব্যবহারের প্রয়োজন হইত। এরূপ ঘটনা অনেক বার হইয়াছিল। আমার চিকিৎসারমুখকালের লক্ষণ—আল্ফ জ্বর, নাড়ীস্পন্দন প্রায় ১০১; প্লীহা ও

যকৃৎ বিবৃদ্ধ; কোষ্ঠ অপরিষ্কার, বিষ্ঠা কাল্চে সাদা; উদরী ও অণ্ডকোষবেষ্টের প্রভূত জলশোথ; গাত্রোপরে বর্দ্ধিত শিরা নাড়ীর তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম ও নবম প্রভৃতি বিষম স্পন্দনের ক্ষণলোপ। ডিজিট্যালিস ৩ প্রয়োগে ৪৫ দিবসের মধ্যে প্রায় সকল লক্ষণেরই তিরোধান! অপরাক্ষ ১২ টায় অরাক্রমণ হইত; ইপিকা প্রয়োগে তাহা দূর হইয়া অভাবনীয় অল্পকালে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। এক্রপ লক্ষণে ডিজিট্যালিসের তুলনীয় ঔষধ দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্তমানেই আমার চিকিৎসাধীন প্রায় ১২ বৎসরের একটি ম্যালেরিয়া পীড়িত বালিকার ষ্বেতপ্রদরবৎ প্রভূত শ্রাব দৃষ্ট হয়। নাড়ীর পূর্ববৎ বিষম গতি লক্ষ্য করিয়া ডিজিট ৬ প্রয়োগে তিন দিবসের মধ্যেই রোগিনীর অনেক উন্নতি দেখা যাইতেছে।

ত্বকের, বিশেষতঃ চক্ষুপুট, ওষ্ঠ ও জিহ্বার লীলবর্ণ, অবস্থাবিশেষে ত্বকের স্থানে স্থানে, চক্ষুপুটে, কর্ণে, ওষ্ঠে এবং জিহ্বায় বিবৃদ্ধ ও সুস্পষ্ট শিরার বর্তমানতা।—পূর্ববর্ণিত নাড়ীবিকার, থাকিলে হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক রোগচিকিৎসার অবর্তমানেও উপরিউক্ত লক্ষণ ডিজিট্যালিসের প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

অনুভূতি যেন শরীর চালনা করিলেই হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়ার রোধ ঘটিবে।—হৃৎপিণ্ডকপাটের যান্ত্রিকপরিবর্তনাদি হৃদ্রোগে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকারী রোগে অথবা যে কোন সাধারণ রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকারবশতঃ যদি উপরিউক্ত হৃৎপিণ্ডক্রিয়ারোধের অনুভূতি জন্মে তাহাতে ডিজিট্যালিস বিশেষরূপে প্রদর্শিত।

অনিয়মিত এবং কষ্টসাধ্য শ্বাসপ্রশ্বাস, এবং পুনঃ পুনঃ শ্বাসগ্রহণের আবশ্যিকতা।—হৃদ্রোগে উপরিউক্তরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসবিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, একত্র ডিজিট্যালিসের বিষয় আমাদিগের স্বরণপথে আইসে।

চিকিৎসা।

মিনিজ্জাইটস্ বা মস্তিষ্কাবরণীপ্রদাহ—হাইড্র কেফে-
লাস বা মস্তিস্কোদক।—মস্তিষ্কাবরণীপ্রদাহ এবং তৎফলস্বরূপ
মস্তিকে জল সঞ্চয় হইলে আমরা স্থল বিশেষে ডিজিট্যালিস্
দ্বারা উপকার পাইয়া থাকি। মস্তিস্কক্রিয়ায় ডিজিট্যালিস্
একটি মাদকোত্র বস্তু। যে রোগের প্রথম বা উদ্বীপনার
অবস্থায় মস্তক সম্মুখে দপদপানি বেদনা, কখন মুহু কখন বা উন্মাদ
রোগের আয় অতি প্রচণ্ড প্রলাপ এবং চক্ষুসম্মুখে উজ্জ্বল অগ্নিগোলক-
বৎ অথবা স্যাণ্টনাইনের লক্ষণস্বরূপ নীল, সবুজাদি নানা-
প্রকার বর্ণের দৃশ্য ও দৃষ্টিবিকার প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহাতে
ইহা উপকারী। কখন কখন অতি প্রবল অদম্য বিদম্বিষা এবং
বমন উপস্থিত হয়। রোগের শেষাবস্থায় মস্তিকে জলসঞ্চয়ের লক্ষণস্বরূপ
ক্রমে মস্তিকের অবসাদানবন্ধন মানসিক বিশৃঙ্খলা, চক্ষুতারকার বিস্তৃতি
৷ আলোকের প্রতিক্রিয়াহীনতা এবং অবশেষে সম্পূর্ণ অচেতনতা উপ-
স্থিত হইত, তাহাতেও আমরা ইহা দ্বারা ফলের আশা করিয়া থাকি। রোগী
অত্যন্ত দুঃখল ও শীতল স্বারাৱত এবং উপরিউক্ত রোগলক্ষণসহ ইহার
প্রসিদ্ধ ৬ অবশ্যজ্ঞাবী প্রদর্শক নাড়ীলক্ষণ বর্তমান থাকিয়া ঔষধ নির্দা-
চনে নিশ্চিত সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। কখন কখন কর্ণে গুণ্ডগুণ
শব্দাদি সিস্কনা লক্ষণ উপস্থিত হইলে তাহার প্রয়োগের আবশ্যকতা
বোধ হইতে পারে, কিন্তু হানিমানের মতে ডিজি-ট্যালিস্‌সহ
সিস্কনার বিরুদ্ধ সম্বন্ধ থাকায় ডাং ক্যারিংটন তাহার পর ইহার
ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

হুদ্রোগ বা হার্ট ডিজিজ।—হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক
পরিবর্তন ঘটিত অথবা যে কোন কারণোৎপন্ন হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক

বিবৃদ্ধি বা হাইপার ট্রফি ও হ্রুপিও প্রসারণ বা ডাইলেটেবন প্রভৃতি যন্ত্রগত এবং দৌর্জল্যাতি ক্রিয়াগতরোগে ডিজিট্যানিস লক্ষণ উৎপন্ন হওয়ায় রোগ দুর্শ্চিকিৎস হইলেও ইহার প্রয়োগে রোগযন্ত্রণার উপশম দ্বারা আমরা রোগীর কষ্টে শান্তি বিধানে সমর্থ হইতে পারি। কিন্তু আর্সেনিক এবং ল্যাকেসিসের ঔষ্য ইহাও মূলতঃ হ্রুপিওের প্রভূত দুর্জলতা উৎপন্নকারী বস্তু। লক্ষণ সাদৃশ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অতীব সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিলেই এতদ্বারা আমরা উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি। হ্রুপিওকপাটের যান্ত্রিকপরিবর্তনখটিত শোণিতগতির বাধা বশতঃ হাইপারট্রফি অথবা ডাইলেটেবন রোগে বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ইহার প্রয়োগস্থল নির্ণয় করা আবশ্যক। ফলতঃ শোণিতগতির বাধাপ্রযুক্ত শোণিতসঞ্চলনের ন্যূনতা সম্পূর্ণার্থ হ্রুপিওের অস্বাভাবিক প্রবল ক্রিয়াই উপরিউক্ত রোগের সাক্ষাৎ কারণ। হ্রুপিও অস্বাভাবিক প্রবলতাসহ কার্য্য করায় অবশেষে হ্রুকোটরস্থ শোণিতচাপে দুর্জল হ্রুপেশী ক্রমে বিস্তৃত ও হ্রুপিওের ডাইলেটেবন হইতে থাকে। ইহার এবিধ অবস্থায় ডিজিট্যানিস, বিশেষতঃ ইহার স্থূলমাত্রার প্রয়োগ, ক্রিষ্ট হ্রুপেশীর অবশ্রুতাবী শক্তিক্রয়ের সাহায্য করিয়া রোগীর মৃত্যুকাল নিকটস্থ করিতে পারে। ফলতঃ ডিজিট্যানিসের হ্রুপিও লক্ষণ অতি সুস্পষ্ট হইয়া থাকে তাহা নিয়ে বিবৃত হইল—

রোগীর অমুভূতি যেন হ্রুপিওক্রিয়া শুরু হইয়াছে ; অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মে।

রোগীর হ্রুপ্রদেশে অবজ্ঞা অস্থিতি অথবা ক্রিষ্টভাব হয়, কিন্তু তাহা হ্রুপিওসম্বিহিত স্থানের কশাভাব রূপেও প্রতীয়মান হইতে পারে। হস্তের প্রকোষ্ঠাংশের দুর্জলতা ও অসাড়তা।

আমাশয়স্থানের শূন্যভাব অথবা দমিয়া ষাওয়ার ঔষ্য অমুভূতি ;

কখন কখন আহারে তাহার নিবৃত্তি হইলেও অনেক সময়ে প্রাতরাশের পরেই বৃদ্ধি হয়।

কখন কখন গলাধঃকরণের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়াবশতঃ স্বরযন্ত্রদ্বারের আক্ষেপ নিবন্ধন রোগীর শ্বাসরোধ ঘটে।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে তীক্ষ্ণ স্ফুটবেদন বেদনা।

নাড়ী ধীরগতি, অনেক সময়ে হৃৎস্পন্দন অপেক্ষাও ধীরতর গতিবিশিষ্ট। কোন কোন রোগীর হৃৎপিণ্ডের আঘাত এক্রূপ অসম্পূর্ণ থাকে যে তাহা মণিবন্ধের নাড়ী পর্য্যন্ত উপস্থিত না হওয়ায় ক্ষণেক্ষণে নাড়ীস্পন্দনের লোপ ঘটে। উপবেশনাবস্থা হইতে দণ্ডায়মান হওয়া, শস্যাত্যাগ করা এবং ভ্রমণের গতি বৃদ্ধি করা প্রভৃতি শরীর চালনায় নাড়ীস্পন্দনের সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহা তাহার শক্তির বৃদ্ধি করে না এবং অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট থাকে। অবস্থাবিশেষে নাড়ীর তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম প্রভৃতি বিষম স্পন্দনের লোপ ঘটিয়া থাকে।

রোগীর ভীতি জন্মে যেন শরীর চালনা করিলেই হৃৎপিণ্ডক্রিয় বন্ধ হইবে।

শোণিতসঞ্চালন সবাধ এবং অনিয়মিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শরীরযন্ত্রে শোণিতগতির সামঞ্জস্য থাকে না; একজ্ঞ অনেক সময়ে শরীরের নীলবর্ণ বা নীল রোগ জন্মে। ইহা ব্যতীতও এই সকল রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত, ভীতি জন্ম ব্যাকুলতা, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস, ধীরতর শ্বাসপ্রশ্বাস ও শুষ্ক কাশ হয় এবং শ্বাসরোধের আক্রমণ জন্ম রোগী অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। অবশেষে শরীরের শোথভাব এবং উদরী প্রভৃতি জলশোথ জন্মে।



জেন্সিমিসিয়া—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইবে বলিয়া অনুভূতি জন্মিলে জেন্সিরোগীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং সে শরীর চালনা দ্বারা

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে । ডিজিট্যালিসে ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয় ।

একনাইট্, ক্যাল্মিস্তা, বাস্ এবং পাল্‌স্ প্রভৃতি কতিপয় ঔষধেও হৃৎপিণ্ডরোগে নাম মাত্র অবাড়িতা জন্মে ।

এপিস্—হৃৎপিণ্ডরোগে রোগীকে বুঝিতে পারে না কি প্রকারে সে পুনর্বার শ্বাস গ্রহণে সমর্থ হইবে ।

ক্যাল্মিস্তা—ইহাও রসবাতঘটিত হৃদ্রোগের ঔষধ ; ইহাবৎ নাড়ী ধীরগতিবিশিষ্ট থাকে, কিন্তু ডিজিট্যালিসের নাড়ী ইহার অপেক্ষাও ধীরতর ।

যকৃতরোগ, গ্রাভা বা জণ্ডিস্ ।—যকৃতের ক্ষেত্রে কোন যান্ত্রিক রোগ বশতঃ শোণিত হইতে পিত্তের উপাদান গ্রহণে যকৃতের অক্ষমতা নিবন্ধন ডিজিট্যালিস্ চিকিৎসা গ্রাভা ও যকৃতের বিরুদ্ধি প্রভৃতি রোগ জন্মে না । হৃৎপিণ্ডরোগ বশতঃ যকৃতে অনিয়মিত ও সবাধ শোণিত সংকলন ঘটিত রক্তাদিকাই ইহার ক্রিয়াবিকার বা ক্রিয়াবোধের কারণ । শোণিতাদিক্য বশতঃ ক্লিষ্ট যকৃত কক্ষিৎ বিবর্দ্ধিত, টাটানিযুক্ত ও স্পর্শসহিষ্ণু হয় । পিত্তনালীরোগ অথবা ডুয়েন্ডিনামঅস্ত্রের প্রতিজ্ঞায়ও হহার গ্রাভারোগেব কারণ নহে । শোণিত চাপে যকৃতক্রিয়ার জড়তা ঘটায় শোণিত হইতে  র রক্তনপদার্থাদির উপাদান নিঃসারণে অক্ষম হওয়ায় শরীরে  লক্ষণ উৎপন্ন হয় । ইহার আন্তর্যঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ ছেয়েস্ত্র মলতা, মুখের তিক্ত, কখন বা মিষ্ট আশ্বাদ, এবং জিহ্বার সম্পূর্ণ পরিষ্কার অথবা অবস্থানুসারে সাদাটে-হলুদে অবস্থা প্রভৃতি বর্তমান থাকে । রোগের চরমাবস্থায় তন্দ্রানুতা এবং ক্রমে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনতাও আসিতে পারে । ডিজিট্যালিসের রোগে ইহার প্রধান প্রদর্শক নাড়ীর ধীর, এমন কি

হৃৎস্পন্দনাপেক্ষাও ধীরতর গাত এবং অবস্থানুসারে তাহার প্রসিদ্ধ প্রকারের ক্ষণলোপ উপস্থিত থাকে ।

সিপিহ্মা—ইহা অনেকাংশে ডিজিসহ তুলনীয় হইলেও ইহার মুখের পাণ্ডুরতা, নাসিকায় আড়াআড়ি ভাবে ঘোড়ার জিনের আকারের হরিদ্রাবর্ণ দাগ, উজ্জ্বল পীত অথবা ছেয়ে রক্তের বিষ্ঠা, এবং ডিজিট্যালিস্ রোগের অতি শোচনীয় অবস্থাতে অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ী উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদক থাকে ।

কিড্‌নি বা রক্তক রোগ—কিড্‌নির গ্র্যানুলার প্রিজেনারেশন বা কিড্‌নির দানা দানা ভাবযুক্ত ক্ষয়রোগ ।—কিড্‌নিতে শোণিত সঞ্চয় প্রযুক্ত মূত্র প্রদাহ উৎপন্ন হওয়ায় ক্রমে কিড্‌নির সন্ধোচনে মূত্রোৎপাদক কোষের ক্ষয় জন্মে । মূত্রের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত এবং মূত্র কৃষ্ণবর্ণ ও ঘোলাটে হয়, তাহাতে প্রভূত পরিমাণ শ্বেত লালা বা এম্বুয়েন থাকে । আমাশয় প্রদেশে মুচ্ছার ভাব এবং শরীরে দসবাতজ্জ বেদনা জন্মে । বায়ুনলী বা ব্রঙ্কাইয়ের প্রতিশ্রায় লক্ষণ অতি পরিস্ফুট থাকায় প্রচুর পরিমাণ স্লেমা নিষ্ঠুত হইলেও দুর্বল, অনিয়মিত, কখন বা ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ী প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডবিকার প্রকাশক লক্ষণের বর্তমানতা এরোগে ডিজিট্যালিসেসের সর্বোৎকৃষ্ট প্রদর্শক ।

প্লেনইন্—কখন কখন ইহা তরুণ নেফ্রাইটিস্ রোগে কার্য্যকারী । কিড্‌নি হইতে রক্তস্রাব হয় এবং মূত্রে এম্বুয়েন থাকে ।

আসেনিক—জলশোথাদি অনেক লক্ষণেই ইহা ডিজিট্যালিসেসের তুল্য হইলেও ইহার উৎকর্ষ ও আস্থরতা দি লক্ষণ ডিজিতে থাকে না ।

সিষ্টাইটিস বা মূত্রস্থলীপ্রদাহ ; ব্যালানরিয়া বা মূত্রনলীর প্রতিশ্রায় ; গনরিয়া বা পুয়মেহ ; কর্ভি বা লিঙ্গোচ্ছাস ; প্যারাকাইমসিস বা উল্টামুদারোগ ।—

মূত্রস্থলীর ও মূত্রপথের সাধারণ প্রোতিশ্রায়িক এবং পুয়মেহ ঘটিত উভয় প্রকার রোগেই স্থলবিশেষে ডিজিট্যালিস্ দ্বারা আমরা সাহায্য পাইয়া থাকি । মূত্রস্থলীপ্রদাহে রোগ প্রধানতঃ তাহার গ্রীবাংশে আক্রমণ করে । মূত্রস্থলীর চাপ ও বলিয়া পড়ার জায় অহুভূতি জন্মে, মূত্রত্যাগেও তাহার উপশম হয় না । মূত্রকুচ্ছ ; বিশেষতঃ রোগী দণ্ডায়মান অথবা উপবেশনাবস্থায় থাকিলে বারম্বার মূত্রবেগ হয় এবং ছুই, চারি বিন্দু মূত্র নির্গত হইয়া মূত্রত্যাগে অধিকতর কষ্ট জন্মে, রোগী প্রবল যন্ত্রণায় পাইচারি করিতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সরলাস্ত্রের কুহন হয় । রোগী চিতভাবে শয়ন করিলে কিঞ্চিৎ উপশম পায় । মূত্রস্থলীগ্রীবায় দপ্পদপানি বেদনা হয় । মূত্র অত্যন্ত ঘন ও ঘোলা থাকে এবং মূত্রপাত্রে তলদেশে লাইকপোডিস্যামের জায় তলানি পড়ে ।

প্রটেট্ গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ।—মূত্রস্থলীগ্রীবায় চাপ বশতঃ বারম্বার ইহার মূত্রবেগের পক্ষেও ডিজিট্যালিস্ উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য ।

সার্কিন্জাই হউক অথবা পুয়মেহ ঘটিতই হউক, বিশেষতঃ পুয়মেহ ঘটিত মূত্রনলীপ্রদাহে অবস্থাবিশেষে ডিজিট্যালিস্ ফলপ্রদ । মূত্রনলীর জ্বালাসহ পুয়বৎ, ঘন এবং উজ্জ্বল পীতবর্ণ শ্রাব হয় এবং ডিজিট্যালিস্ প্রদান লক্ষণ স্বরূপ প্রদাহযুক্ত, কালুচে-লোহিতবর্ণ লিঙ্গমণি প্রচুর ও ঘন পূয়াবৃত থাকে । ইহার রোগে অনেক সময়েই লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টক্ সিরাম রসপূর্ণ থাকায় শোথিত হয় । প্রাদাহিক শ্রাব নিবন্ধন দড়কচড়াভাবের স্থীতি (Induration) জন্মিলে

ডিজিট পরিবর্তে **সল্ফার** উপযোগী ঔষধ। রোগে অতি কষ্টপ্রদ লিম্বোচ্চাস থাকিলেও ইহা তাহার উপশম করে।

মাকুরিয়াস্—ইহা অনেকাংশেই **ডিজিট** তুল্য। পূয়মেহের প্রদাহ লিম্বমণিবেষ্টক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় আক্রান্ত প্রদেশের জলশোথ অপেক্ষা প্রদাহিক শ্রাব প্রযুক্ত কঠিন বা দড়কচড়া ভাবেব ক্ষীতি এবং ঘোর নীললোহিত বর্ণ অধিকতর থাকিলেও রোগ-সহ মুদা (Phimosi) বা উর্টামুদা (paraphimosis) জন্মিলে ইহা বিশেষ উপকার করে।

মার্ক কর—লিম্বমুণ্ড রূক্ষাভলোহিত ও তাহার পচাটে বা গ্যাংগ্রিণবৎ দৃশ্য হইলে ইহা ফলপ্রদ।

কলসিস্—উর্টামুদা জন্মিবার উপক্রমে ইহার প্রয়োগ করিলে অচিরাৎ আক্ষেপনিবারণদ্বারা ইহা লিম্বমণিবন্ধ প্রকৃতিস্থ করিবার সাহায্য করিয়া থাকে।

পেট্রিসিলিনাম—পূয়মেহ রোগের চিকিৎসা কালে মূত্র-স্থলীগ্রীবার আক্রমণ বশতঃ হঠাৎ অদমনীয় মূত্রবেগ হওয়ায় রোগী তৎক্ষণাৎ মূত্রত্যাগ করিতে বাধা হইলে মধ্যগামী রূপে ইহার প্রয়োগের আবশ্যক।

গুক্রমেহরোগ বা **স্পার্মাটরিয়া**।—নিদ্রাকালে স্বপ্ন ব্যতীতই গুক্রম্বলন হওয়ায় রোগী অভ্যস্ত দুর্বল বোধ করে। ডাং বেরার ইহাতে **ডিজিটেলিসের** ৩ × ট্রিটুরেশনের গ্রন্থংসা করিয়াছেন

স্ত্রীরোগ—গর্ভাবস্থায় বমন বা ভমিটিং অব প্রেগন্যান্সি ; গর্ভশ্রাব বা এবর্শন।—কোন গর্ভবতী রোগিনীর ঔষধে **ডিজিটেলিসের** মাত্রা অধিক হওয়ায় ভয়াবহ বিবমিষা ও জরায়ু হইতে রক্তশ্রাব আরম্ভ হইয়াছিল। ফলতঃ কার্য্যক্ষেত্রেও **ডিজিট**,

ট্যানিস্ উভয় রোগ লক্ষণেরই দমন করিতে সক্ষম। গর্ভপাত লক্ষণের সূচনায় ইহার প্রয়োগ বিধেয়।

ড্রুপসি বা জলশোথরোগ।—হৃৎপিণ্ডরোগ বশতঃ শোণিতসঞ্চালনের বাধা এবং নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা প্রযুক্ত শিরাশোণিতাধিক্য ও যান্ত্রিক ক্রিয়াহীন ডিজিট্যানিসেন্না নানা প্রকার শোথরোগের কারণ। হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অতি ক্ষীণ থাকে এবং যেন স্থগিত থাকার অনুভূতিতে রোগীর গভীর শ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা হয়। অবস্থাবিশেষে নাড়ীস্পন্দনের পূর্ববর্ণিত ন্যূনাধিক বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মূত্র অত্যন্ত ও এম্বুমেনপূর্ণ দেখা যায়। কিডনি এবং যকৃতের যন্ত্রগত কোন রোগ থাকে না, তাহাতে শোণিতসঞ্চালনের বিশৃঙ্খলা ও শোণিতাধিক্য নিবন্ধন ক্রিয়াবিকার জন্মে। উপরিউক্ত কারণোৎপন্ন হাইড্রোপেরিকার্ডিয়াম ও হাইড্রোথারাক্স বা বক্ষশোথ, উদরী, মস্তিষ্কোদক এবং স্কার্লেটিনান্তিক শোথ প্রভৃতি নানাবিধ শোথরোগে ইহা দ্বারা আমরা উপকার পাইয়া থাকি। অণুকোষবেষ্টক এবং লিঙ্গবেষ্টকে জল সঞ্চার নিবারণ ও দূরীকরণে ডিজিট্যানিস্ বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ইহা হৃৎপিণ্ডবিকার ঘটিত হাইড্রসিল বা জলদোষ আরোগ্য করিয়াছে। ইহার ত্বক-শোথ বা এনাসার্কা রোগে ত্বকে বিরুদ্ধ শিরা ও নীলভা উৎপন্ন হয়।

মাকুরিয়াস্ সাল্ফুরেটাস্—বক্ষশোথে ইহাও একটি বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহা দ্বারা জলবৎ উদরাময় উৎপন্ন হওয়ায় মূলরোগের উপশম হইয়া থাকে।

মিউরিনাটিক এসিড—যকৃতের সিরোসিস বা ক্ষয় রোগনিবন্ধন জলশোথে ইহা উপকারী।

নীল রোগ বা সায়ানসিস্।—শিশুর নীলরোগে ইহা দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

লেকচার ৪৮ (LECTURE XLVIII.)

গ্রাফাইটিস্ (Graphitis).

প্রতিনাম ।—প্রাধেগ । কার্ক মিনারেলিস্ ।

সাধারণ নাম ।—ব্ল্যাক্ লেড ।

প্রয়োগরূপ ।—নিম্নক্রমে ট্রিটুরেবণ, উচ্চ ক্রমে টিংচার বা অরিষ্ট ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—এক হইতে দুই মাস ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম ।— $2 \times$ ট্রিটুরেবণ হইতে ৩০ ক্রমের টিংচার অধিকতর, ২০০ ক্রমও অনেক সময় ব্যবহৃত হয় । অতুচ্চ ক্রমেও ফলসা করা যায় ।

* লক্ষপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ অবস্থাবিশেষে ঔষধের যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে,—যথা—ডাং গুলন—১৫ বৎসরের বালিকা স্থূলকায় ও বলিষ্ঠা ; ৪ সপ্তাহ পর পর ললাটের দক্ষিণপাখে প্রায় ১ ঘণ্টাকাল স্থায়ী বিরঃশূল ; শিরঃশূলের পূর্বে ও অব্যবহিত পরে চক্ষুর সম্মুখে পক্ষীর পক্ষসঞ্চালন-বৎ দৃষ্টি, তাহার পরেই অবসাদ, গভীর নিদ্রা, মস্তকের রক্তিমতা ও তাপ হইয়া শীত ভাব ; খতু হয় নাই, ২ ট্রিট, আরোগ্য । ডাং এলেন—আড়াই বৎসরের বালক ; চক্ষুর ক্ষ ৩ ; অত্যন্ত আলোকা সহ্যুতা ; মুখ ও চক্ষুপত্র লাল এবং ক্ষীত ও চক্ষু হইতে পুষাকার গ্লেম্মাশ্রাব ; চক্ষুপত্র ও চক্ষুগোলকে রক্তাধিকতা, কালক্ষেত্রদ্বয়ে পুগুণটিকা ; যুফ্রেনিয়া সেবনে শ্রাব দূর হয়, কিন্তু চক্ষু মুক্ত করিলে চক্ষুর বহিঃক্ষেণ কাটা ও ক্ষতমুক্ত দেখা যায় এবং তাহা হইতে রক্ত পড়ে, মুখে ও চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে পামাবৎ উদ্ভেদ ; ৩৫০০০ 35m, আরোগ্য । ডাং ম্যাক্ফালান—রোগীর বয়স ২১ ; ৭ বৎসর পূর্বে আরক্ত জ্বর হওয়ার বধিরতা জন্মে । কর্ণ হইতে জলবৎ পাতলা ও দুর্গন্ধ শ্রাব ও কর্ণরন্ধ্রের রৈখিক বিল্লী লাল ও লুন্হাল উঠা ; মুখে আর্দ্র কাউরবৎ উদ্ভেদ ; ২০০, আরোগ্য । ডাং পেইন্—গ্রাফাইটিস ৩০ দ্বারা গণ্ডের অনেকগুলি বিসর্প রোগ আরোগ্য করেন । রোগাক্রমণের পূর্বে শীত এবং পরে শীত ও তাপ মিশ্রিত ভাবে হয় এবং রুগ্ন স্থানে চুলকানি, জ্বালা ও ছলবেধবৎ বেদনা থাকে ।

উপচয় ।—শৈত্য সংশ্লেবে অথবা শরীর শীতল হইলে রজনীতে ; ঋতুস্রাব কালে এবং তাহার পরে ; আহারান্তে ।

উপশম ।—উদগার উঠিলে (কার্ক ভেজ্) ; ভ্রমণকালে ; মূত্র বাহু মধ্যে থাকিলে ।

সম্বন্ধ ।—গ্র্যাফাইটিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, আস', নাক্স ত ও ভাইনাম ।

গ্র্যাফাইটিস্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—আস', আয়ডি, রাসটক্স ।

গ্র্যাফাইটিসের কার্য্যপূরক—কণ্ঠি, আস', হিপার, ফেরাম, লাইক ।

গ্র্যাফাইটিস্ যাহার পরে প্রযোজ্য—লাইক, পাল্‌স্ ; যুবতী জ্বীলোকদিগের শরীরে রোগজ বসা সংগ্রহ নিবন্ধন স্থূলতা জন্মিলে ক্যান্সার পরে ।

তুলনীয় ঔষধ ।—আস', ক্যাক্‌ ক', কার্ক এ, কার্ক ভেজ্, হিপার সা, কেলি বাই, লাইক, মার্ক, মেট্‌ মিউ, নাই এসি, পেট্রলি, ফস্, পাল্‌স্, সিপি, সিলিক ও সাল্‌ফ ।

উপযোগী ধাতু ও রোগপরিচায়ক লক্ষণ ।—স্থূলতা-প্রবণ এবং অত্যাসগত কেষ্টবদ্ধবিশিষ্ট জ্বীলোক, যাহাদিগের বিলম্বে ঋতু স্রাবের বিবরণ পাওয়া যায়, যাহাদিগের পদ সিক্ত হইলে (পাল্‌স্) উদরের প্রচণ্ড বেদনা সহ অতি বিলম্বে অত্যন্ত, পাণ্ডুবর্ণ এবং অনিয়মিত ঋতুস্রাব হয়, যাহাদিগের ঋতুকালে প্রাতঃকালীন বমন নিবন্ধন রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে (এলুমি, কার্ক এ, বকু) এবং যাহাদিগের ঋতুর পূর্বে ও পরে (পূর্বে, সিপিয়া ; পরে, ক্রিয়াজোট) দিবা রজনী হুড়্ হুড়্ করিয়া উগ্র ও হাজার শ্বেত প্রদর হয় ।

কামবিষয়ক অত্যাচার বচিৎ জনেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা ।
সঙ্গমে জ্বীপুরুষ উভয়েরই বিশেষ ঘৃণা ।

সুবায়সে পালমেটিলার বেক্রপ কার্যকারিতা, ঋতুসন্ধিকালে গ্র্যাকাইটিসের সেইরূপ দেখা গিয়া থাকে। রোগী অত্যন্ত সতর্ক ও ভীক, সকল কার্যেই ইতস্ততঃ করে, কোম বিষয়েরই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারে না (পাল্‌স)। দুঃখিত, নিরুৎসাহ; গীতবাঞ্চে রোগীর ক্রন্দন আনয়ন করে (গাঃ বাত্‌ অসহনীয়, নেট্‌ কা, স্ত্রাবাই); কেবলই মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করে। কার্য্য করিতে বসিলে শরীরের চঞ্চলতা জন্মে (জিঙ্কাম)।

চক্ষুপুটের কাউর (একজিমা); উদ্ভেদ আর্দ্র ও ফাটা; চক্ষুপুট লাল এবং তাহার কিনারা গামড়ি দ্বারা আবৃত।

পুষ্যশোথান্তে স্তনে কঠিন ক্ষতাক্ষ (Sicatrix) থাকায় দুগ্ধস্রোতের বাধা জন্মে; পুনঃ পুনঃ পুষ্যশোথ জন্মিলে ও পুরাতন ক্ষতাক্ষ কঠিন হইলে স্তনে কর্কট বা ক্যান্সার উৎপন্ন হয়।

স্বক্‌ অস্থস্থ থাকায় আঘাত লাগিলেই পুথ জন্মে (হিপার); পুরাতন ক্ষতাক্ষ বিদীর্ণ হওয়ায় পুনরায় ক্ষত জন্মে; কর্ণের, হস্ত ও পদাঙ্গুলির ফাঁকের এবং শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উদ্ভেদ হইতে জলবৎ স্বেদ ও আটাবুক্ত রসের নিঃসরণ হয়। নখ ভঙ্গপ্রবণ ও কদাকার (এটি ক্রু) থাকে ও গুঁড়া হইয়া যায়; নখ ক্ষত হওয়ার জায় বেদনায়ুক্ত এবং পুরু, বক্র ও অকর্ম্মণ্য।

নখাগ্র, স্তনাগ্র, ওষ্ঠকোণ, মলদ্বার এবং পদাঙ্গুলির ফাঁক বিদারণযুক্ত।

মূর্ছাদেশে জ্বালাযুক্ত, ক্ষুদ্র ও গোলাকার স্থান (ক্যাল্যাডি, সাল্‌ফ, — শীতল স্থান, সিপি, ভেরেট,)।

নিম্পন্দ বায়ু রোগী সজ্ঞান থাকে, কিন্তু শরীর চালনার বা কথা কহিবার ক্ষমতা থাকে না।

সহজেই সর্দির আক্রমণ; দমকা বাতাস সহ্য হয় না (বরাক্স,

হিপার, নাক্স)। ক্রম শরীরে শক্ত হইয়া যায়। গাড়িতে ভ্রমণকালে ঘব্ ঘব্ শব্দ (নাই এসি), এবং গোলমালের মধ্যে রোগী ভাল শুনিতে পায়।

অনেক সময়ে উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়ায় (সরি) উদরায়ম জন্মিলে বিষ্ঠা কটা, তরল, অজীর্ণপদার্থমিশ্রিত এবং অসহনীয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ ; স্থূল (সাল্ফ), শুষ্ক এবং গিট গিট বিষ্ঠা ও সূত্রাকার শ্লেষ্মা দ্বারা আবদ্ধ চাপ ত্যাগে কষ্ট এবং ত্যাগান্তে মলদ্বারে চন্ চন্ ও ক্রতবৎ বেদনা।

শিশু বড় নিলজ্জ ও বিরক্তিকর ; শাসন করিলে হাস্য করে।

ললাট প্রদেশে মাকড়সার জাল থাকার অনুভূতি হওয়ায় রোগী তাহা দূরীকরণ জন্য কঠিন চেষ্টা করে (ব্যারা, বোরাক্স, ব্রিম, রেণাক্স স্কি)।

আয়ডিন প্রয়োগের কুফলস্বরূপ মুখের গভীর কোষময় উপাদান-আক্রমণকারী বিসর্প রোগ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া বাম পার্শ্বে বায় এবং তাহাতে জ্বালা ও ছল বেধবৎ বেদনা হয়।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সঙ্গমে বিশেষ অনিচ্ছা।

রোগ কারণ।—অভ্যাসগত স্রাবের রোধ এবং উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া ইহার রোগের মৌলিক কারণ। সর (Psora) ধাতুবিষিষ্ট ব্যক্তির দোলন থাওয়া ও শকটারোহণ ইহার রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—গ্র্যাফাইটিস প্রধানতঃ ত্বক্, লসীকামণ্ডলী, পরিপাকযন্ত্রমণ্ডল এবং জননেন্দ্রিয় আক্রমণ করে ; ইহার বিশেষ ক্রিয়ার স্থান ত্বক্, তাহাতে আর্দ্র মামড়ি উৎপন্ন হয়। জননেন্দ্রিয়াদির মধ্যে অণ্ডকোষ ও অণ্ডাধারেই ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—গ্র্যাফাইটিস সাধারণভাবে কার্কণ শ্রেণীভুক্ত হইলেও মূলতঃ ইহা একটি অমিশ্র পদার্থ নহে। ইহার সহিত লৌহ মিশ্রিত থাকে। ঔষধগুণপরীক্ষায় শোণিতে ইহা আইয়ারণ

লম্বশ ক্রিয়া প্রকাশ করে। তাহার ফলস্বরূপ শোণিতের অপকৃষ্টতা ও হীনাবস্থার লক্ষণস্বরূপ স্বক্ এবং মৈথুনিক ক্রিয়ার পাণ্ডুরতা, অবস্থা-বিশেষ বন্ধের দপদপানি ও মস্তকের শোণিতোচ্ছ্বাস প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়।

ইহা একটি গভীর ক্রিয়াশীল সন্নিবৃত্ত ঔষধ। ক্যান্সার-রোগীর আয় ইহাও পরিপাকশক্তি বিদ্ধান্ত করিয়া অপকৃষ্ট পুষ্টিরসের সৃষ্টি করে। পনকুৎপাদিকা শক্তির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হওয়ায় লসীকা-মণ্ডলীর রোগজ বিবৃদ্ধি ও শরীরে অত্যধিক অপকৃষ্ট বসাপদার্থের সঞ্চয় বশতঃ শারীরিক স্থূলতা উৎপন্ন হয়। ধমনীশোণিতের অপকৃষ্টতা ও শিরারোণিতের আধিক্যবশতঃ জৈবতাপান্নতা এবং মানসিক লক্ষণ প্রভৃতি অনেক বিষয়ে ইহা পাল্‌সেউলিয়ার সহিত সৌসাদৃশ্য প্রকাশ করে। কিন্তু পাল্‌সেউলিয়া গ্র্যাকাইটিসের বিশেষত্বজ্ঞাপক এবং গভীর স্বকলক্ষণের সম্পূর্ণ অভাব, উভয়ের প্রভেদ নিকৃপণ করে। স্বকলক্ষণে ইহা অনেকাংশে আর্সে-নিকের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অণ্ডকোষ এবং অণ্ডাধারে ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিলেও জননেদ্রিয়ার অগ্নাত অংশেও ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ যন্ত্রলক্ষণ দ্বারা ইহার স্থূল ও সূক্ষ্ম ক্রিয়ার পরিস্ফুটিতাবস্থা বোধগম্য করা যায়।

মস্তিকে গ্র্যাকাইটিসের ক্রিয়াবশতঃ রোগী দুঃখিত ও ভ্রমোৎসাহ ; কেবলই মূহুচিস্তানিমগ্ন। অত্যধিক দুঃখপ্রবণ রোগী বিমর্ষ ও ক্রন্দনশীল। আশঙ্কান্বিত রোগীর ক্রন্দনের প্রবৃত্তি। লব্ধিচিন্তা রোগী কোন কার্যেরই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। অজ্ঞমনস্কতা, স্মরণশক্তিহীনতা।

প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিলে মস্ততার অমুভূতি। মস্তকের

জড়তা । ইঞ্জিয়হীনতার অতীব প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ মূর্ছার ভাব উর্দ্ধে তাকাইলে ও প্রাতঃকালে নিদ্রাভঞ্জে শিরোঘূর্ণন ; সন্ধ্যাকালে শিরোঘূর্ণন প্রযুক্ত রোগী শয়ন করিতে বাধ্য ; মস্তক মত করিলে শিরোঘূর্ণন বশতঃ রোগী সম্মুখে পতনোন্মুগ ।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঞ্জে শিরঃশূল । বেদনাবিশিষ্ট বোধ যেন মস্তক অসাড় এবং উত্তেজিত । বেদনায় মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাদ্দেশে গ্রীবাংশে পর্য্যন্ত সঙ্কুচিতবৎ বোধ এবং উর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে অক্সিপাটাস্থি ভগ্ন হওয়ার আশঙ্কায় অহুভূতি । ঋতুস্রাব-কালে প্রচণ্ড শিরঃশূল নিবন্ধন উদ্‌গার ও বিবমিষা । ললাটের বামপার্শ্বে সূচিবোধবৎ বেদনা । মস্তকে চাপবৎ বেদনা । মস্তক-পশ্চাতে শিরঃশূল ।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটিলে রজনীতে উৎকর্ষাপূর্ণ ও ভয়াবহ স্বপ্ন নিবন্ধন শরীর কম্পাশ্রিত । মধ্যাহ্নভোজনের পর নিদ্রালুতা ।

ইঞ্জিয়জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হওয়ায় নিকট দৃষ্টি । লিখিবার সময় একটি অক্ষর দুইটি দেখা যায় ; পাঠকালে অক্ষরনিচয় পরস্পর মিশিয়া যায়, সন্ধ্যাকালে চক্ষু মেলিলে রোগী দৃষ্টিক্ষেত্রসীমান্তে আঁকা বাঁকা অগ্নিময় রেখা দেখিতে পায় । রোগী যেন কোয়াসার মধ্যে দেখে, মস্তক নত করিলে চক্ষুসম্মুখে সকল বস্তুই কাল হইয়া যায় । চক্ষুসম্মুখে পক্ষীর পক্ষ সঞ্চালনবৎ দৃশ্য । গীতবাগ্য শ্রবণে রোগীর ক্রন্দন । প্রত্যেক পাদক্ষেপের এবং এমন কি রোগীর নিজের কথার পর্য্যন্ত কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনি । কর্ণে হুস্‌হুস্‌, টুং টুং, শৌ শৌ ও পুট পুট প্রভৃতি শব্দ । রজনীতে কর্ণে প্রচণ্ড রবের শ্রবণ, কখন বা কর্ণরোধ (পূর্ণিমা বোগে) । কর্ণসম্মুখে মেঘগর্জ্জনবৎ শব্দ । সন্ধ্যাকালে আহার করিতে, প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে, চুয়াল নাড়িলে এবং হাঁচ হইলে কর্ণে কব্‌কব্‌ শব্দ । প্রত্যেক উদ্‌গারেই কর্ণে মট করিয়া উঠার বোধ যেন

মুঠেকিয়ান নলীমধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতেছে । বোধ যেন কর্ণ সম্মুখে একখণ্ড বন্ধ আছে । প্রত্যেক পাদক্ষেপেই বোধ যেন দক্ষিণ কর্ণাভ্যন্তরে একটি ঘার মুক্ত ও বন্ধ হইতেছে । কর্ণের শুষ্কতা নিবন্ধন বধিরতা । ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিকার বশতঃ ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা, রোগী পুষ্পের ঘ্রাণ সহ্য করিতে পারে না । নাসিকা হইতে কেশদগ্ধবৎ গন্ধ বাহির হয় । সর্দি দ্রুত নাসিকার শুষ্কতা প্রযুক্ত ঘ্রাণশক্তির লোপ । রসনেন্দ্রিয়বিকার নিবন্ধন মুখে অন্ন, লবণ, তিক্ত এবং পচা ডিমের আশ্বাদ ।

অনুভূতিদ্বয় স্বায়ুর উত্তেজনা নিবন্ধন অত্যন্তরীণ শরীরাংশের স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা । শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খল্লীবৎ অনুভূতি । ভিন্ন ভিন্ন শরীরাংশের অসাড়তা ।

গতিদ্বয় স্বায়ুর বিকারপ্রযুক্ত রোগী সজ্ঞান থাকে, কিন্তু শরীরের আড়ষ্টতাব (Bataleptic condition) জন্মে ; কথা কহিবার বা অঙ্গচালনার ক্ষমতা থাকে না । রোগীর সমস্ত শরীরের কম্পান্বিত ভাবসহ দুর্বলতা, ক্লান্তি, আলস্য ও বলক্ষয় প্রভৃতি নিবন্ধন রোগী শয্যাগত ।

মুখের পাণ্ডুরতা । মুখমণ্ডলোপরি অবিশ্রান্ত ভাবে নাকড়সার জ্বাল থাকার অনুভূতি । ওষ্ঠে এবং নাসারন্ধ্রে শৈত্যসংশ্রবীয় ফাটার ত্র্যয় ফাটা । মুখের চুলকনাবুক্ত ফুনুফুড়ি চুলকাইলে আর্দ্র হয় । মুখের বিসর্পবৎ প্রদাহ ও স্ফীতি । মুখে, বিশেষতঃ মুখদ্বারের চতুঃপার্শ্বে ও চিবুকে আর্দ্র কাউর বা পামা ।

চক্ষুর রক্তিমতা, আলোকসহিষ্ণুতা এবং জলস্রাব । চক্ষুতে তাপ, জ্বালা ও কামড়ানি । গ্যাসের আলোকোপেক্ষা দিবসের আলোক অধিকতর অসহনীয়, সূর্যালোকে চক্ষুতে ছুরিকাখাতের ত্র্যয় বেদনা । চক্ষু হইতে জলস্রাব । চক্ষুপত্রের লোনে শুষ্ক স্লেষ্মা লাগিয়া থাকে ।

চক্ষুপত্রপাথ এবং চক্ষুর বহিকোণ উচ্চ ও তাহার স্নৈমিকঝিল্লীর প্রদাহ; চক্ষুপুটের অভ্যন্তরীণ-বক্রতা। দুই একটি লোম বক্র হওয়ায় চক্ষু ধ্বিষিত হইলে প্রদাহযুক্ত হয়। চক্ষু হইতে পাতলা, উগ্র অথবা পূববৎ স্রাব। চক্ষুর কালক্ষেত্রে অথবা কর্ণিয়াতে ক্ষত বা পুয়গুটিকা। চক্ষুপুটের গুরুত্ব, শুষ্কতা, চাপ এবং তাপাহুভূতি। প্রাতঃকালে চক্ষুপত্র জুড়িয়া থাকে। অধঃচক্ষুপুটের পৃষ্ঠে অঙ্গনী এবং আকৃষ্টবৎ বেদনা।

কর্ণে স্থিতিবেধবৎ বেদনা। কর্ণ সিক্ত। কর্ণ হইতে শোণিত মিশ্রিত, অবস্থাবিশেষে দুর্গন্ধ, পাতলা ও জলবৎ, কখন গঁদের স্রায় আটায়ুক্ত পুয়স্রাব। কর্ণপশ্চাতের সিক্ত ক্ষত গণ্ড ও গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কর্ণধঃদেশের গ্রন্থির স্ফীতি। কর্ণপশ্চাতে কুজুটী, অণুবৎ বৃহৎ বস্ত থাকার অহুভূতি।

শ্বাসযন্ত্রের বিকারবশতঃ নাসিকাভ্যন্তরে ক্ষত ও বেদনা। নাসিকার অভ্যন্তরে ও উপরে শুষ্ক মামড়ি এবং নাসিকা রক্তমুখে ক্ষত ও বিদারণ। নাসিকা হইতে রক্তযুক্ত স্লেয়াস্রাব। নাসিকার শুষ্কতা ও স্ফীতি।

স্বরযন্ত্র প্রদেশে স্পর্শে বেদনায়ুক্ত। সন্ধ্যাকালে স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্রের টাটানি এবং কর্কশতা নিবন্ধন শুড়শুড়িযুক্ত কাসি।

শ্বাসপ্রশ্বাসে শুষ্ক শব্দ। নিদ্রাবেশে বন্ধের সঙ্কোচন প্রযুক্ত শ্বাস রোধের ভাব। সাধারণতঃ মধ্য রক্তনীর পর শ্বাসরোধের আক্রমণ হওয়ায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে রোগী শয্যা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিয়া বসে, কিছু খারণ করে, অথবা কিছু আহার করিতে বাধ্য হয়।

রক্তনীতে গভীর শ্বাসগ্রহণ করিলে গলপথ রুদ্ধ হওয়ায় মুখ রক্তবর্ণ, ক্ষু জলপূর্ণ এবং সর্ব্বশরীর আকৃষ্টবৎ হইলে কাসি হয়; বন্ধের গভীর-দেশে শুড় শুড় করিয়া কাসি; দিবস রক্তনী অবগাত্ত গয়ার উঠে।

বন্ধের ধলী । বন্ধে বেদনা । বন্ধের মধ্যভাগে টাছা ও অবদরণ ভাব এবং টাটানি প্রযুক্ত কাসি হইলে বেদনা । বন্ধে সূচিবোধবৎ বেদনা ।

হৃৎপিণ্ডস্থানে সঙ্কোচন, চাপ ও সূচিবোধবৎ বেদনা । হৃৎপিণ্ড হইতে গ্রীবার অভিমুখে বৈদ্যুতিক আঘাতের অল্পভূতি । শরীর চালনায় সম্পূর্ণ শরীরে, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডসান্নিধ্যে নাড়ীস্পন্দনের প্রবল বৃদ্ধি । হৃৎকম্প নিবন্ধন উৎকণ্ঠা ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ।

নাড়ী পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ, প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিতগতি এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় ধীরগতি ।

পরিপাকযন্ত্রলক্ষণে মুখের কোণে ক্ষত । উদ্বৌষ্ঠের আনর্ন্তন ও স্ফীতি এবং ছলবেধবৎ বেদনা ও বেদনায়ুক্ত ফুসকুড়ি । ওষ্ঠ শুষ্ক চর্ম্মবৎ ।

অধিকাংশস্থলে কোন শীতল বস্তু পানে মুখের তাপ নিবন্ধন দন্তের ছুরিকাঘাতবৎ বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি, কখন বা তাহাতে আকৃষ্টবৎ বেদনা । দন্তমাড়ি স্ফীত ।

মুখে অত্যধিক লালার সঞ্চয় । মুখ এবং দন্তমাড়ি হইতে পচা ডিমের গন্ধ । মুখে অল্প ত্রাণ ও দুর্গন্ধ, প্রাশ্বাসে মূত্রগন্ধ । প্রাতঃকালে মুখের শুষ্কতা ।

জিহ্বা স্পর্শসহিষ্ণু বেদনায়ুক্ত ; জিহ্বায় শুভ্র লেপ । জিহ্বার অধঃদেশে শুভ্র ও বেদনায়ুক্ত ক্ষত ।

গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলদেশে কোন বস্তুধণ্ড থাকার অল্পভূতি ; শূন্য গলাধঃকরণক্রিয়ায় অগ্ননলী হইতে স্বরযন্ত্র পর্য্যন্ত সঙ্কোচন ভাবের হেঁচকি । কণ্ঠার পার্শ্ব হইতে স্বল্প পর্য্যন্ত গ্রহিণিচয় স্ফীত ও বেদনীয়ুক্ত । গ্রীবা অন্ততর পার্শ্বে নত করিলে অথবা চাপিয়া শয়নে আতত বা অনমনীয় বলিয়া বোধ ।

আমিষ খাণ্ডে এবং লবণাক্ত ও রন্ধন করা বস্তুতে ঘৃণা। ক্ষুধা কখন সহজ কখন অপরিমিত, সময়ে অক্ষুধা নিবন্ধন অতিশয় তৃষ্ণা। অনেক সময়ে রোগীর উদরে পূর্ণতা বোধ। তৃষ্ণা না থাকিলেও পানীয়ে ইচ্ছা জন্মে।

পুনঃ পুনঃ ভুক্তবস্তুর আশ্বাদযুক্ত উদগার। পুতিগন্ধ উদগার-কালে বুকজ্বালা। আহারান্তে হিক্কা। নিফস উদগার। বিবমিষা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে হয় ও তাহাতে দুর্বলতা জন্মে; ঋতুস্রাব কালে বিবমিষা।

বিবমিষাসহ আমাশয়ে কামড়ানি এবং যেন উদর হইতে অবিশ্রান্ত ধুতুর নিষ্ঠীবন, প্রাতঃকালে এবং আহারের পর কতিপয় ঘণ্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তাহার সহিং নাভি। অধঃদেশে সংকোচক বেদনা, এবং গলমধ্যে অনেক ক্ষেত্রা থাকে। রোগী যাহা কিছু খায় বমন হইয়া যায়। সকল দিনই আমাশয়ে বেদনা থাকে এবং শয়ন করিলে ও শয্যাতাপে তাহার হ্রাস হয়, উত্থান করিলে তাহা পুনরাবর্তন করে। আমাশয়োর্দ্ধের কোটির প্রদেশের বেদনা সমস্ত পূর্বাহ্ন কাল থাকে, উদগারে তাহার উপশম হয়। আমাশয়ে পচাটে ও স্ফাকারের অন্তর্ভূতি সহ ভালক্ষুধা। বায়ু জন্মিলে আমাশয়ে সঙ্কোচনভাব ও কামড়ানি বেদনা। সাময়িক আমাশয়শূলে আহার মাত্র ভুক্ত বস্তু বমন হইয়া যায়। বিশেষতঃ সুরাসার যুক্ত পানীর পানে আমাশয়শূল জন্মিলে তৃষ্ণা হয়। আমাশয়ের পুরাতন প্রতিষ্ঠায় রোগে পুনঃ পুনঃ উদগার উঠে।

দক্ষিণ যকৃৎদেশে সূচিবোধবৎ বেদনা ও কাঠিষ্ঠ। বাম কুক্ষিতে সূচিবোধবৎ বেদনা এবং তাহার অভ্যন্তর প্রদেশে জ্বালা; চাপিয়া শয়নে তাহার বৃদ্ধি। কুক্ষি বেড়িয়া কশিয়া বস্ত্র পরিধান করা সহ হয় না। কুক্ষি এবং হিপসন্ধিতে কর্তন ও আকৃষ্টবৎ বেদনা।

উদরের অভ্যন্ত ক্ষীতি, কাঠিগ্র এবং ডাক । বায়ুর অবরোধ বশতঃ উদরের পূর্ণতা বোধ । অনেক দুৰ্গন্ধ বায়ুর নিঃসরণ । বায়ুনিঃসরণের পূর্বে উদরে কামড়ানি বেদনা । আহাৰ্য্যান্তে উদর বেড়িয়া কিছু কসা থাকা সহ হয় না । কুচকিতে ক্ষীত গ্রস্থি । কুচকিতে কোম্বার ঝায় উদ্ভেদ ।

বিষ্ঠা কৈহ্লুমির ঝায় অভ্যন্ত সরু ; কৃষ্ণবর্ণ ও অর্ধপক বিষ্ঠায় অভ্যন্ত দুৰ্গন্ধ ; রক্তমিশ্রিত বিষ্ঠা ; কঠিন ও স্ত্যার ঝায় স্লেমা সংযুক্ত চাপ চাপ বিষ্ঠা অভ্যন্ত কোঁথ দ্বারা নির্গত করিতে মলদ্বারে খোঁচার অন্তভূতি । মলত্যাগের পর শুষ্কদ্বারে স্লেমা লগ্ন থাকে । মলদ্বারে চুলকণা, স্থচিবোধবৎ বেদনা ও চনচনি এবং পুঁছিলে ক্তবৎ বেদনা । অর্শ জন্মিলে সরলাস্ত্রের পক্ষাঘাত হওয়ার ঝায় স্থলন । সরলাস্ত্রের অর্শ জন্ত মলদ্বারে জালাযুক্ত গভীর বিদারণ । মলদ্বারে বিদারণ থাকায় মলত্যাগ কালে তীক্ষ্ণ ও অতি যন্ত্রণাকর কর্তনবৎ বেদনা এবং কতিপয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্কোচন ও কনকনানি ।

বেগ হইয়া অল্প মূত্রত্যাগের পর মূত্র করিতে থাকে । বারম্বার মূত্রত্যাগ । রক্তনীতে অনেক মূত্রত্যাগ । মূত্রত্যাগের পর মূত্রনলীতে কানড়ানি । মূত্রনলী সঙ্কুচিত হওয়ার ঝায় সরু ধারে মূত্রস্রাব । মূত্র বোলা এবং তাহাতে শুভ্র অথবা লাল্‌চ তলানি ; মূত্র পরিস্কার, কিন্তু চারি অথবা পাঁচ ঘণ্টার পর তাহার উপর রামধলু বর্ণের সর ।

পুংজনেন্দ্রিয়বিকার বশতঃ অসহনীয় কামোদ্দীপনা বশতঃ প্রবল লিঙ্গোথান । সঙ্গমাস্তে শুক্র নিষ্কিপ্ত হয় না । সঙ্গমে উপযুক্ত স্পাহুভূতির অভাব । ধ্বজহ্রদ । লিঙ্গোথান ব্যতিতই রোতস্থলন । যোত্রুজক্ ও অণুবৈষ্ট্রকের শোধযুক্ত ক্ষীতি ।

মেট্রাডুপরি রসবিধিকা ও কোঙ্কা । অণুবৈষ্ট্যকে চুলকনা ও সিক্ত উদ্ভেদ ।

জীৰ্ণনেজিয়রোগ—প্রচুর, অতিশয় পাতলা এবং শুভ্র স্লেমায়ুক্ত শ্বেতপ্রদরে পৃষ্ঠের দুর্বলতা; ভ্রমণ কালে তাহার অধিকতর ক্ষরণ ; প্রথমতঃ বিলম্বাগত । দিবসে এবং রজনিতে দমকা শ্বেত-প্রদর । ঋতুস্রাব অতি বিলম্বাগত, পরিমাণে অতি অল্প, ও অতি ক্রেকাসে বর্ণ । ঋতুস্রাব কালে আমাশয় প্রদেশে বেদনা প্রযুক্ত বোধ যেন সমস্ত ছিন্ন হইয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে । বহিস্থ জীৰ্ণজাতিযুগ্মে বেদনায়ুক্ত চাপ । বাম অণুধার ক্ষীত ও দড়কচড়াভাবযুক্ত হওয়ায় প্রস্তরবৎ কঠিন, স্পর্শে বেদনায়ুক্ত । শ্বাসগ্রহণে অথবা গলা খাঁকর দিলে অণুধারে সূচিবোধবৎ বেদনা হওয়ায় গাত্রময় বর্ষ ও অনিদ্রা । ঋতুস্রাবের পর বহিস্থ জীৰ্ণজের চুলকনা । স্তনাগ্রে বেদনায়ুক্ত ক্ষত । গর্ভাবস্থায় বা রজঃস্রাব কালে প্রাতঃকালীন বমন । স্তনের পৃথশোথ আরোগ্যান্তে তাহাতে ক্ষতাক্ষ থাকে ।

গ্রীবাপার্শ্ব হইতে স্বক পৰ্য্যন্ত স্থানের গ্রন্থিনিচয় ক্ষীত ও বেদনায়ুক্ত হওয়ায় গ্রীবা নত করিতে তাহার যেন আততভাব এবং অনমনীয়তা, গ্রীবাপশ্চাতে ছিন্ন ও কঠিনবৎ বেদনা । গ্রীবাপশ্চাতের অনমনীয়তা । কটিদেশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা ।

বাম স্বক্কে ভয়ানক খোঁচা ও ছিন্নবৎ বেদনা । হস্তের চর্ম্মের স্থানে স্থানে কাঠি ও বিদারণ ; হস্তাঙ্গুলিতে সন্ধিবাত নিবন্ধন গুটিয়া (Nodosities) জন্মে । হস্তে এবং হস্তাঙ্গুলিতে রসবাতজ ছিন্নবৎ বেদনা । হস্তাঙ্গুলিষয়ের মধ্যে মধ্যে অবদরণযুক্ত আর্দ্রস্থান । হস্তাঙ্গুলির নখ স্থূল হইয়া যায় ।

উভয় জঙ্ঘার অভ্যন্তর পার্শ্বের ছাল উষ্ণিয়া যায়, পদাঙ্গুলিষয়ের মধ্যে মধ্যেও ঐরূপ হয় । উভয় নিতম্বের মধ্যবর্তী স্থানে চন্‌চনিযুক্ত ক্ষত

ভাব । জাহ্নসন্ধির পশ্চাৎ গহ্বরস্থানে রসবিষিকা । উরুর অসাড়া
ও কাঠিগু । পদ অস্থির থাকে । রক্তনিতে জাহ্নসন্ধিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা ।
“পায়ের ডিমের” ঝল্লী । শুষ্ক তাপ এবং বিড়বিড়ি প্রাতঃকালে শয্যায়
থাকিতে বর্দ্ধিত । পদে এবং পদাঙ্গুলিতে ছিন্নবৎ বাতজ বেদনা ।
পদাঙ্গুলির নখ স্থূল এবং বাঁকা চুবা ।

লক্ষ্যদের দুর্বলতা এবং তাহাতে পাক্ষাখাতিক অমুভূতি । অঙ্গ
নিচয়ের ঝিনঝিনি ।

শরীরের অনেক স্থানের ত্বকে চুলকনায়ুক্ত উদ্বেগ জন্মে এবং তাহা
হইতে ক্ষতকর, জলবৎ, ও আটা রস প্রাব হয় । শরীরের নানা স্থানে
চুলকনা জন্মে । বিশেষতঃ শিশুদিগের ত্বকের ছাল উঠিয়া যায় । ত্বক্-
এত অসুস্থ থাকে যে সামান্য আঘাতেই ক্ষত জন্মে । পুরাতন ক্ষত
হইতে দুর্গন্ধ প্রাব, তাহাতে চুলকানি ও হলবোধবৎ বেদন এবং
ক্ষীতি, তাহাতে অসার মাংস জন্মে । ত্বক্ শুষ্ক থাকে ও সহজে
ফাটে । পুরাতন ক্ষতাক্ষ ।

মস্তকত্বক্ চুলকায় । কেশ স্থূলিত হয় । সম্পূর্ণ মস্তকত্বকে কাউর
বা একজিমা জন্মিলে তাহাতে বৃহৎ, সমল মামড়ি উৎপন্ন হওয়ায়
কেশ চাপ বাঁধে, তাহা বেদনায়ুক্ত থাকে এবং স্পর্শে ক্ষতবৎ অমুভূতি
জন্মে ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।

শারীরিক স্থূলতা বা মেদাধিক্যপ্রবণতা ।—গ্র্যাফাইটিস্
একটি গভীর ক্রিয়াশীল এন্টিসরিক ঔষধ । শারীরিক মেদাধিক্য-
প্রবণতা ও নিম্নলিখিত বিশেষ ত্বক্ লক্ষণ ব্যতীত ইহার সাধারণ প্রদর্শক
লক্ষণের বিশেষ প্রাচুর্য্য দৃষ্টি গোচর হয় না । কিন্তু উপরি উক্ত শারীরিক
স্থূলতা ও ত্বক্ লক্ষণের প্রকৃতিবিষয়ে সম্যক্ ধারণা জন্মিলে শিক্ষার্থী

কার্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগস্থল অনায়াসে হৃদয়কম করিতে পারিবেন । গ্র্যাফাইটিস্ শাভুশিষ্ট ব্যক্তি ক্রমশঃ স্থূল হইতে থাকে অথবা তাহার জুঁড়ি জন্মে । অরণ রাসা আবশ্যক যে এই স্থূলতা তাহার স্বাস্থ্যব্যাঞ্জক নহে । ক্যাস্কেরিয়া প্রভৃতি সর্পিক (Psoric) ঔষধের স্থূলত্বের দ্বারা পরি-
পাকবিকারসম্বৃত অপরিপক্বসের পোষণ কর্তৃক বিকৃত, রোগজ ও অপকৃত
মেদসংস্থিতিই এই রোগপ্রবণতাবিশিষ্ট স্থূলত্বের কারণ । রসদোষ-
জাত এই শারীরিক স্থূলতাসহ গ্র্যাফাইটিসের প্রকৃত প্রদর্শক—নিম্নলিখিত
বিশেষ প্রকৃতির অগুণ্ঠেদ বর্তমান থাকিলে ইহা অতি উচ্চস্থানীয়
প্রদর্শকরূপে গণ্য ।

অগুণ্ঠেদ হইতে মধুর স্নায় হরিদ্রাভ কটাসে এবং
কিঞ্চিৎ স্বচ্ছভাবের ঘন ও আটা স্রাবের এবং তাহার
অচিরাতঃ শুষ্কতা নিবন্ধ গাঢ় হরিদ্রাভ কটা ও কঠিন
মামড়ির উৎপত্তি । অকুরোগোৎপন্নকারী ঔষধ মাত্রেরই
অগুণ্ঠেদের নানাধিক বিশেষতা থাকিলেও তদ্বারা ঔষধ নির্বাচন
সাধারণতঃ অনায়াসসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না । একান্ত অকুরোগ-
প্রধান সর্পিক ঔষধানির মধ্যে পরস্পরের সাধারণ প্রভেদ নিরূপণ দ্বারা
অকুরোগকে প্রদর্শক লক্ষণরূপে গ্রহণ করা উচিত, ইহাতে ঔষধবিশেষের
অকু লক্ষণসহ তাহার অগ্ৰাণু বিশেষ লক্ষণের সাহায্য লইতে হয় ।
গ্র্যাফাইটিসের এবিধ লক্ষণ মধ্যে শারীরিক স্থূলত্বপ্রবণতা, স্থূলতা
এবং পাল্‌সেটিসার স্নায় ইহার মানসিক দুর্বলতা ও
ভীরুতা প্রভৃতি প্রধান ; কিন্তু পাল্‌সে অকু লক্ষণের অভাব
থাকায় ইহা তাহা হইতে, এবং সরিণাম বর্ণনাকালে উল্লিখিত প্রভেদক
লক্ষণ দ্বারা ইহা সন্নিধান ও সাল্‌ফার প্রভৃতি ঔষধ হইতে
প্রভেদিত হয় । উপরিউক্ত প্রকৃতির অগুণ্ঠেদ গ্র্যাফাইটিস্ রোগীর

শরীরের যে কোন অংশে হইলেও কর্ণোপরি, কর্ণপৃষ্ঠের, মস্তকো-
পরি, মুখের, জননেন্দ্রিয়ার অথবা চক্ষুপুটের উদ্ভেদ বিশেষতা পাওয়ায়
তাহারা **গ্ৰাফাইটিস্** অতি নিশ্চয়াক্রম প্রদর্শক বলিয়া গণ্য ।

চিকিৎসা ।

চক্ষুরোগ—চক্ষুপ্রদাহ বা অফ্থ্যালমিয়া ; চক্ষু-
পুটপ্রদাহ বা রেফারাইটিস্ ; চক্ষুপুটের কোব গর্ত্তঅর্বুদ
বা টার্সাল সিষ্ট্ৰ্‌স্ ; বক্রপক্ষ বা ট্রিকায়াসিস্ ।—
গণমালাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের চক্ষু প্রদাহের চিকিৎসায় **গ্ৰাফাই-
টিস্** অতি উচ্চস্থান অধিকার করে । ইহাতে স্বচ্ছাবরক বা কর্ণিয়া
প্রদাহযুক্ত হয় ও তাহাতে ক্ষত জন্মে । ইহার রোগ চক্ষুপুট, বিশেষতঃ
তাহার কিনারা অধিকতররূপে আক্রমণ করায় তাহা বিশেষরূপে পুরু ও
কঠিনস্পর্শ হয় এবং তাহাতে খুঁদি ও আইসবৎ পদার্থ জন্মে । অনেক
সময়েই **গ্ৰাফাইটিস্**ের চক্ষুরোগসহ শিশুর মস্তকে, মস্তক
পশ্চাতে, কর্ণপশ্চাতে এবং গণ্ডদেশে, এমন কি বিরলতর স্থলে শরীরের
নানা স্থানে, বিশেষতঃ সন্ধির কুজদেশে বিশেষ প্রকৃতির রস-
বিশ্লেষিকা বা কাউর দৃষ্টিগোচর হয় । ফলতঃ বোধ হয় যেন তাহাই চক্ষু
পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় চক্ষুপুটের উপাংশ বা কার্ণাটিলেজ স্থূল হইয়া
যায়, স্থূল চক্ষুপুটপাংশ বিদীর্ণ হয়, তাহা হইতে রক্ত পড়ে এবং অনেক
সময়ে চক্ষুপত্র অভ্যন্তর দিকে চক্ষুগোলকের উপরি উন্টাইয়া যায়
ও তাহার লোম বক্র হইয়া চক্ষুমধ্যে প্রবেশ পূর্বক গ্লেয়িকঝিল্লীর
উদ্ধাপনা উৎপন্ন করে । পুরাতন রোগে চক্ষুপুটের কিনারা বাহিয়া
কঠিন অঞ্জলী জন্মিলে চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকিতে পারে । স্থূল ও কর্ণশ
চক্ষুপুটের ঘর্ষণে চক্ষুর গ্লেয়িকঝিল্লী প্রদাহযুক্ত হয়, তাহার স্থানে স্থানে

রসবিশ্বিকা জন্মে এবং চক্ষু হইতে তীব্র, জ্বালাকর ও পাতলা পূয়মিশ্রিত জলস্রাব হওয়ায় গণ্ডদেশ হাজিয়া যায়। চক্ষুপুটপ্রদাহে চক্ষুকোণের শ্লেষ্মিকঝিল্লীর অধিকতর আক্রমণ ও চক্ষুপুট কিনারার বিদারণ এবং রক্তস্রাবচক্ষুরোগে গ্র্যাফাইটিসের অকাটা প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। দৃষ্টিশক্তির বিকারে দ্রব্যষ্ট অক্ষর লকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যাইলেও গ্র্যাফা দ্বারা উপকার হয়।

বরাকস—অক্ষিপুটকিনারা ক্ষতবৎ বেদনায়ুক্ত। অস্ত্রাঘ্র গ্র্যাফাইটিস্ লক্ষণ বিশেষ পরিষ্কৃত হয় না।

পেট্রলিয়াস্—অক্ষিপুটপ্রদাহে শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর লোহিতবর্ণ, আর্দ্রতাব ও অনদরণ জন্মিলে প্রযোজ্য।

আসেন নিকাম্—চক্ষুপত্রের আক্ষেপিক রোধ ইহার প্রদর্শক।

সাল্ফার—ইহাতে অক্ষিপুটপার্শ্বলোহিতাভ, কিন্তু গ্র্যাফাইটিসে তাহা পাণ্ডুর থাকে।

সায়ফ্রেসিয়া—ইহাতে চক্ষুস্রাব অধিকতর গাঢ় এবং পূয়যুক্ত।

মাকু'রিসাস্—গণ্ডমালীয় চক্ষুরোগে, বিশেষতঃ গণ্ডমালাসহ উপদংশের যোগ থাকিলে রোগ যদি রজনীতে এবং অগ্নির তাপে ও বস্ত্রবিশেষের ঔজ্জ্বল্যে বর্দ্ধিত হয়, তাহাতে ইহা উপকারী।

হিপার সাল্—একনাইট ও বেলেন দ্বারা চক্ষু-প্রদাহের উপকার না হইলে ইহা প্রযোজ্য। ইহার বিশেষ লক্ষণ—পূয়ঃসঞ্চার জগ্ চক্ষুতে এবং চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে দপ্পপানি বেদনা, কর্ণায়ার অধঃ পশ্চাতে অর্ধ চন্দ্রাকারে পূয়ের সঞ্চয়, অজ্ঞানী, চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে কুসকৃড়ি, স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা, আলোকাসহিষ্ণুতা ও তাপ প্রয়োগে তাহার উপশম প্রভৃতি প্রধান।

এলুমিনা, কনাস্লাম, রুটা এবং নেট্‌নিউ-চক্ষুর যোজকবিল্লীর উদ্ভেজনা, চক্ষুপুটের গ্রাণুলার প্রদাহ এবং ইন্টার্যাল রেকটাস্ পেশীর শক্তিশানি বশতঃ দৃষ্টিদোষল্য আরোগ্য করে। চক্ষুর শুষ্কতা জন্মিলে ত্রকাস্, বার্কেরিস্, নেট্‌কা এবং নেট্‌স্নাও উপকারী ঔষধ। বৃদ্ধদিগের চক্ষু-প্রদাহে এলুমিনা উৎকৃষ্ট ঔষধ; এস্থলেও চক্ষুর শুষ্কতা ইহার প্রদর্শক।

কর্ণপ্রদাহ; বধিরতা।—কাউর বা একজিমার বর্তমানতা এবং কর্ণ হইতে গঁদের ত্রায় স্রাব কর্ণ রোগে গ্র্যাফাইটিসের প্রদর্শক। যুট্টেকিয়ান টিউবের সর্দি নিবন্ধন শ্রবণশক্তির হ্রাস এবং চর্কণকালে কর্ণে করকর শব্দ। শকটারোহণ করিলে দ্রুৎ দ্রুৎ শব্দের মধ্যে রোগী ভাল শুনিতে পায়।

কার্ক ভেজ—উদ্ভেদিক জ্বর নিবন্ধন কাণ পাকিলে কাণ শুষ্ক থাকে।

আইডিন—ডাং হিউজ্ ইহা দ্বারা সর্দিযুক্ত বধিরতা আরোগ্য করিয়াছেন।

নাসিকাসর্দি।—গ্র্যাফাইটিস্ রোগে নাসিকা অত্যন্ত শুষ্ক থাকে। গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদ্বিগের এইরূপ রোগ জন্মে। ইহার পিনস্ রোগে নাসিকা হইতে পর্যায়ক্রমে শুষ্ক কঠিন চাপ চাপ পদার্থ এবং দুর্গন্ধ ও রক্তযুক্ত স্রাব নির্গত হয়। ক্যাঙ্সেরিসা, এন্টি ক্রু এবং এরান ত্রির ত্রায় নাসিকারক্তমুখ শুষ্ক থাকে, সহজে ফাটে ও তাহাতে মামড়ি জন্মে।

আমাশয়াজীর্ণ এবং আমাশয়শূল বা গ্যাস্ট্রাল্‌জিয়া।—গ্র্যাফাইটিসের অজীর্ণ রোগে আমাশয় এবং উদর অত্যন্ত বায়ুফীত থাকে। বিবর্জিত ও কঠিন যক্ণ আহায়ে অত্যন্ত

স্পর্শসিঁহিষ্ণু হয়। লাইক, কার্বি ভেজ, নাক্স-ত এবং চাশনা রায় রোগী পরিত্রিত বস্ত্র শিথিল করিতে বাধ্য হয়। কার্বি ভেজের রায় ইহাতেও আমাশয়প্রদেশে জ্বালাযুক্ত খল্লী থাকে এবং পচা উল্কার উঠে। মাংস ভক্ষণে ঘৃণা, শীতভাব, মানসিক লক্ষণ এবং ক্রুরসিস বা মৃৎশাণ্ডুরোগের বর্তমানতায় ইহা পানিসহ তুলনীয়। গ্র্যাফাইটিসের জ্বালাযুক্ত খল্লীবৎ আমাশয়শূল আহারে উপশমিত হওয়ায় ইহাকে এনাকা, পেট্রিসি এবং চেম্বিডগত তুলনা করা যাইতে পারে। রোগীর মিষ্ট বস্তুতে ঘৃণা ও বমনোদ্বেগ হয়, উষ্ণ পানীয় সহ হয় না, আহারান্তে মস্তকে রক্ত ধানিত হয়। স্থূলকার, শিথিলশরীর এবং সৰ্বদা শীতাত্ত রোগী, যাহাদিগের গাত্রে ইহার বিশেষ উদ্ভেদ বর্তমান থাকে তাহাদিগের রোগে ইহা উপযোগী। দিঘ আহার করার রায় প্রাতঃকালে মুখের বিস্বাদ জন্মে। ফেরাম ও চাশনা প্রভৃতি অন্যান্য ক্রুরসিস রোগের ঔষধেও মংসে ঘৃণা থাকে। ইহার নিঃসারিত বায়ুর পচা গন্ধ ইহাকে লাইক হইতে প্রভেদিত করে। সাধারণতঃ কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকে।

গ্র্যাফাইটিসের অজীর্ণ রোগ নিতান্ত বিরল নহে। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ ডাঃ জসেট্, নাক্স এবং গ্র্যাফাকে পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন “ইহাতেই অধিকাংশ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে”। নিয়মিতরূপে তিনি আহারের এক ঘণ্টা পূর্বে নাক্স ১২, এবং আহারের এক ঘণ্টা পরে গ্র্যাফা ১২ এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য ইহা হোমিওপ্যাথির বিধিসম্মত নহে।

কোষ্ঠবদ্ধ ; মলদ্বারের বিদারণ বা ফিদির অব এনাস্ ;
অর্শরোগ বা হিমরয়েড্‌স্ ।—কোষ্ঠবদ্ধ রোগের প্রধান প্রধান

ঔষধমধ্যে গ্র্যাফাইটিস্ অতি উচ্চতর স্থান অধিকার করে । ইহার কোষ্ঠবদ্ধে রোগী অনেক সময়ে কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত মলত্যাগ না করিলেও মলবেগ উপস্থিত হয় না । মলত্যাগ হইলে ইহার বিষ্ঠা গোল গোল বলের ন্যায় এবং ছিবড়া ছিবড়া শ্লেষ্মামিশ্রিত ও তদ্বারা আবৃত থাকে । •মলদ্বার বিদারণযুক্ত থাকায় মলত্যাগ কালে অত্যন্ত বেদনা হয় । এই সকল বিদারণ এবং তাহার সহিত যে অর্শ থাকে তাহাতে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা এবং মলদ্বারে অত্যন্ত টাটানি থাকায় রোগী উপবেশন করিতে বড়ই কষ্ট বোধ করে । মলত্যাগান্তে জ্বলদৌচ করিতে, বিশেষতঃ মলদ্বার পুঁছিতে মলদ্বারে অসহনীয় টাটানি কোষ্ঠবদ্ধরোগে গ্র্যাফাইটিসের একটি বিশেষ প্রদর্শক ।

মলদ্বারবিদারণরোগে গ্র্যাফাইটিস সহ সিলিসিয়া, নাই এসি, পিওনিসিয়া এবং রেট্যানিসিয়া তুলনীয় ঔষধ । ফলতঃ মলদ্বার বিদারণ রোগ চিকিৎসায় অধিকাংশ স্থলে ইহারাই আর্মাডিগের সাহায্য করিয়া থাকে ।

শ্লেষ্মাবৃত বিষ্ঠা, মলদ্বারের অত্যধিক টাটানি এবং রোগীর বিশেষ শারীরিক আকার ও মানসিক দুঃখভাব প্রভৃতির বর্তমানতা গ্র্যাফাইটিসকে অত্যন্ত তুলনীয় ঔষধ হইতে প্রভোদিত করে ।

পক্ষান্তরে মলদ্বারবিদারণ বা ফিসার অব্ এনাস্ রোগে, মলদ্বারের সঙ্কোচন, অতিশয় চেষ্টায় বিষ্ঠার নির্গমন এবং মলত্যাগান্তে কতিপয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত মলদ্বারের জ্বালা রেট্যানিস—মলদ্বার সর্বদা সিক্ত থাকা এবং তাহার টাটানি ও চন্টনি পিওনিস—মলদ্বারে কাষ্ট খণ্ডের খোঁচা বোধ নাই এসিস—এবং বেগদ্বারা বিষ্ঠা নির্গমনের চেষ্টায়

অর্ধ নিষ্কাশিত বিষ্ঠার সরলাস্নে পুনঃ প্রবেশ সিলিন্ডিকেল শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য ।

ধ্বজভঙ্গ বা ইম্পটেন্স ।—ধ্বজভঙ্গরোগে পুংজনেন্দ্রিয়ের অদম্য উত্তেজনা এবং প্রচণ্ড লিঙ্কোথান হইলেও সঙ্গমকালে কোন প্রকার অনুভূতি না থাকিলে ও শুক্রক্ষরণের অভাব ঘটিলে **গ্র্যাফাইটিস্** উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্য গণ্য ।

স্ট্রীজনেন্দ্রিয় রোগ—আর্দ্রভাবাব বা এমেনরিয়া ;
অণুধারবিরুদ্ধি বা এন্লার্জমেন্ট অব দি ওভারি ; **স্বেত-**
প্রদর বা লুকরিয়া প্রভৃতি ।—আর্দ্রভাবাব—বিলম্বাগত ঋতু
 অথবা ঋতুভ্রমতারোগে অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ এবং অণুধারের বিরুদ্ধ ও
 দড়কড়া ভাব থাকিলে **গ্র্যাফাইটিস্** পল্‌সেস্টীলার
 পরে প্রযোজ্য । শেষঋতুবদ্ধকালের ঋতুরোধ নিবন্ধন অস্বস্থতার
 পক্ষে যেক্রপ **গ্র্যাফাই**, যুবতীদিগের রোগজ ঋতুরোধ ঘটিলে
 রোগের পক্ষে **পাল্‌স্** তদ্রূপ কার্য্য করিয়া থাকে । রক্তহীন পাণ্ডুর
 যুবতীদিগের স্বেতপ্রদররোগে নিম্নোদরে বেদনা এবং পৃষ্ঠের দুর্বলতা
 থাকিলে **গ্র্যাফাইটিস্** প্রযোজ্য । স্রাব প্রচুর, অত্যন্ত পাতলা
 ও শুষ্ক স্লেম্মায়ুক্ত থাকে এবং মধ্যে মধ্যে বেগের সহিত অধিক পরিমাণে
 নির্গত হয় । রোগিণীর বিলম্বে বিলম্বে অত্যন্ত পরিমাণ ও ফেকাশে
 ঋতুস্রাব হয় । প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিলে বেগের সহিত
 অধিক পরিমাণে স্বেতপ্রদর নির্গত হওয়া ইহার প্রদর্শক । এই সকল
 রোগিণীর স্থূলতা, শারীরিক শিথিলতা, শীতপ্রবণতা, মান-
 সিক দুঃখভাব এবং গাত্রে, বিশেষতঃ বহিস্থ জনেন্দ্রিয়ের
 রসবিম্বিকা বা পামা জাতীয় সরিক উদ্বেদ লক্ষণের
 বর্তমানতা বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য । জরায়ুশরীরের

সম্মুখপার্শ্বে স্থানচ্যুতি ও জরায়ুস্থের পশ্চাৎপার্শ্বে বক্রতা বশতঃ যোনির পশ্চাৎ অংশে জরায়ুস্থের চাপ অথবা আণ্টিভার্সন বা আণ্টিফ্লেক্সন্ প্রভৃতি রোগে গ্র্যাফাইটিসের উপর উক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা উপকারী। এস্থলে ইহা পাল্‌সেভীলাসহ তুলনীয়।

মুৎপাণ্ডু বা ক্লরসিস ও রক্তহীনতা।—এই সকল রোগেও উপরিলিখিত প্রদর্শক লক্ষণ গ্র্যাফাইটিস নিরূপণে প্রকৃষ্টতর।

গণ্ডমালা বা ফ্রফুলা—লসীকাগ্রন্থি বা লিম্ফাটিক গ্ল্যান্ডের বিবৃদ্ধি।—ক্যান্সেরিফা, সালিসিফা ও সাল্‌ফার প্রভৃতি গণ্ডমালা রোগের ঔষধের দ্বারা গ্র্যাফাইটিস্ স্থলবিশেষে গণ্ডমালা রোগে আমাদিগের বিশেষ সাহায্যকারী। পাতলা, দুর্বল এবং কিঞ্চৎ অজীর্ণ ভুক্তবস্তু মিশ্রিত বিষ্ঠার উদরাময়—গ্রীবা, কুক্ষি-দেশ, কুচকি এবং মেসেন্টেরিক বা অন্ত্রবেষ্টগ্রন্থিসংস্থ লসীকাগ্রন্থির বিবৃদ্ধি—উদরের স্থূলতা ও কাঠিত্ব—এবং সর্বোপরি গ্র্যাফাইটিসের বিশেষতাবৃত্ত অণুদভেদ প্রভৃতি শিশুদিগের গণ্ডমালারোগে বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। গণ্ডমালা রোগগ্রস্ত গ্র্যাফাইটিস্ শিশু ফেরামের দ্বারা রক্তহীন থাকে এবং সহজে সর্দি আক্রান্ত হয়।

বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্।—বারবার আবর্তনশীল পুরাতন বিসর্পরোগ মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া বামপার্শ্বে যাইলে গ্র্যাফাইটিস্ প্রদর্শিত হয়। আক্রান্ত স্থান কঠিনস্পর্শ ও কদাকার হইয়া যায় এবং তাহাতে এপিসের দ্বারা হুলবেধ ও ছালাযুক্ত বেদনা থাকে। শরীরোপরে অ্যাসডিনের অপপ্রয়োগ ঘটিলে রোগে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ।

ত্বক্‌রোগ—কাউর, পামা বা এক্‌জিমা ; দুগ্ধপীড়িকা বা ক্রান্তা ল্যাকটিয়া ; টাক রোগ বা এলপেসিয়া ।—
 ত্বক্‌রোগচিকিৎসায় গ্রাফাইটিস্ আমাদিগের অগ্রতম প্রধান ঔষধরূপে বিবেচিত । এরোগে ইহার প্রদর্শক প্রকৃতিও অতি সুপরিচিত, তাহা প্রদর্শক লক্ষণ বর্ণনায় বিবৃত হইয়াছে । ইহার আর্ট্রি মাঝিডবং উদভেদ মস্তকত্বকে, মুখে, সন্ধিপশ্চাতে, অঙ্গুলিঘর্ষবিচ্ছেদস্থানে এবং বিশেষতাসহ কর্ণপশ্চাতে জন্মে । উভেদ অত্যন্ত চুলকায় ও বিদারণযুক্ত থাকে । ত্বক্‌ ঘর্ষহীন, গুরু ও কঠিন হয় এবং শুষ্ক কেশ স্থলিত হওয়ায় মস্তকপার্শ্বে টাক জন্মে । শিশুদিগের মস্তক ও তৎসন্নিহিত স্থানে দুগ্ধপীড়িকা দেখা দেয় ।

লেকচার ৪৯ LECTURE XLIX.)

আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম (Argentum nitricum)।

সাধারণ নাম।—নাইট্রেট অব্ সিল্ভার।

প্রয়োগরূপ।—গুরুত্রে এক ভাগ নিম্নলিখিত নাইট্রেট অব্ সিল্ভার ও নয় ভাগ পরিশুদ্ধ জল মিশ্রণে ১×—৩× পর্য্যন্ত ;
ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—তিন দিবস হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ২× হইতে ৩০ ও ২০০ ক্রম ; তদুর্দ্ধ উচ্চতর ক্রমের ব্যবহারও নিত্যন্ত বিতল নহে।

উপচয়।—শীতল থাকে ; শীতল বাতাসে ; শর্করা আহারে ;
পুষ্টি বরফ ভক্ষণে ; অধিক পরিমাণ অনভ্যাসিত মানসিক শ্রমে।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল, যথা—ডাঃ মোর্গ—স্ত্রীরোগী, বয়স ৪৭ ; পুত্র শোকে বিষাদবায়ুর আক্রমণ ; অগ্রান্ত রোগ মধ্যে বৃদ্ধির স্বীতি ও বেদনা, হৃৎশূল এবং মস্তকবামপাশে সিক্-হেডেঙ্ বা বমনবৃত্ত শিরঃশূল প্রভৃতি প্রধান ; শিরঃশূল হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং তাহাতে ললাটে শৈত্যানুভূতি ও মস্তকাস্থির উর্দ্ধে উখিত হওয়ার স্থায় বোধ ; ২ ×, প্রথমে বৃদ্ধি, পরে শিরঃশূল প্রভৃতি আরোগ্য। ডাঃ হটন—শিশু, বয়স ৬ বৎসর ; প্রবহমান বায়ু ও ধূলা লাগিয়া অফ্‌থ্যাল্মিয়া বা চক্ষুপ্রদাহ ; প্রচুর, অল্পগ্র, ঘন ও পূয়মিশ্রিত স্ফোশ্রাব ; খল্লতর আলোকাসহিষ্ণুতা ; শীতল গৃহে উপশম বোধ ; ৩০, আরোগ্য। ডাঃ প্রেষ্টন—৪ সপ্তাহ বয়সের শিশু ; পিকুলেন্ট অফ্‌থ্যাল্মিয়া বা পূয়শ্রাবী চক্ষুপ্রদাহ ; অস্ত্রকরা ফোড়ার স্থায় চক্ষু হইতে বেগে পুয়শ্রাব ; চক্ষুর পাতা খুলিবার চেষ্টা করিলে অধিকতর এজ্জিতে অবরুদ্ধ, চক্ষুগোলক অদৃশ্য, চক্ষুর পাতা স্বীত ও পুষ্ক ; ২০০, এক দিন, ৪ ঘণ্টান্তর প্রয়োগে উপশম, পরে শিশুর পরিবর্তে প্রভৃতিকে প্রয়োগ—আরোগ্য।

উপশম।—মুক্ত বায়ুতে; মুখে প্রবহমান বায়ুসংস্পর্শে; শীতল জলে স্নানে।

সম্বন্ধ।—আর্জেন্টাম্ নাইট্রিকামের কার্যপ্রতিবেদক—আর্স, মার্ক, নেট্রি মি, নাই এসি। বিষ মাত্রায়—দুগ্ধ, লবণ মিশ্রিত জল এবং গাঁদ জাতীয় বস্তুমিশ্রিত পানীয়। •

আর্জেন্টাম্ নাইট্রিকাম বাহার কার্যপ্রতিবেদক—এমন, টেবেকাম্, কষ্ট।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, অরাম, কুপ্রাম, জেল্‌স, হাইড্রসা এসি, মার্ক, নাই এসি, ফস্, পিক্রিক এসি ও প্লাস্মাম্।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—
রোগজীর্ণ, শুক্লকৃত ও বৃদ্ধের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট রোগী (পাতলা, কঙ্কালবৎ, সিকেলি) দেখিলেই আর্জে নাই স্মরণ করা আবশ্যক। প্রত্যেক বৎসরেই রোগীর শীর্ণতা অধিকতর হইতে থাকে, অধঃ অঙ্গে তাহা স্পষ্টতর রূপে লক্ষিত হয় (এমন মি): ইহা শিশুর ক্ষয়রোগে দেখা গিয়া থাকে।

তজনালয়ে অথবা রক্তালয়ে গমন জন্ত প্রস্তুত হইলে আশঙ্কা বশতঃ উদরাময় জন্মে (জেল্‌স)।

সূময়ের যেন অতি ধীর গতি (ক্যান্স ইণ্ডি), রোগী অত্যন্ত কোঁকের উপর চলে, তাড়াতাড়ির সহিত কার্য্য করিতে চাহে,

ডাং মরো—রোগীর বয়স ৪০; অজীর্ণ রোগ; গরম জল পানে ইচ্ছা; শীতল পানীয়, বিশেষতঃ আহারকালে অসহ্য। আহারান্তে শব্দ হইয়া প্রচুর উদ্গারে সাময়িক উপশম; আশাশ্রয়ে পূর্ণ বোধ। সর্ব্বদা শরীরের বামপার্শ্ব, মধ্যে মধ্যে নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা বোধ; প্রথমে ৩×, পরে ২০০, আরোগ্য। ডাং ব্রেকলি—শয্যা-মুক্ত; কটাকেশ ও সবল বালক; জন্ম হইতে রক্তনীতে শয্যায় এবং দিবসে পরিহিত বস্ত্রে মুক্তভাগ করে; কাফি পানে মুক্তের বৃদ্ধি; ৬, আরোগ্য।

ক্ষত না চলিয়া পারে না ; বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট, উৎকর্ষায়ুক্ত এবং উত্তেজনা প্রবণ (অরাম, লিলি) ।

অনভ্যাসিত পথ বা কালব্যাপী ও অবিশ্রান্ত মানসিক শ্রম নিবন্ধন তরুণ কিস্মী পুরাতন রোগ ।

সাহিত্যসেবী ব্যক্তিদিগের অভ্যাসগত আশাশয়িক শিরঃশূল ও নৃত্য জন্ত শোণিত সঞ্চয়ি শিরঃশূলে মস্তক পূর্ণ ও গুরু বোধ এবং মস্তক প্রসারিত হওয়ার অনুভূতি জন্মে ; অর্দ্ধ শিরঃশূলে ললাটের উচ্চতর প্রদেশে অথবা ললাটপার্শ্বে চাপিতবৎ এবং ক্ষুব্ধ বসানের জায় অনুভূতির পিত্তবমনে শেষ, দুর্বলকর মানসিক শ্রমে শিরঃশূলের বৃদ্ধি এবং চাপ দিলে অথবা কশিয়া ফিতা বাঁধিলে উপশম, (এপিস, পাল্‌স) ।

গ্রাণুলার (দানায়ুক্ত) কঙ্জাংটিভাইটিস বা যোজককিল্লীপ্রদাহে আক্রান্ত শ্লেষ্মিক কিল্লী দেখিতে কাঁচা মাংসের জায় উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ থাকে এবং তাহা হইতে প্রচুর, পূয়বৎ স্বেদাস্রাব হয় ।

নবজাত শিশুর চক্ষুর প্রদাহে প্রচুর পূয়বৎ স্রাব, চক্ষুর কাল ক্ষেত্রে বা কর্ণিয়ায় অস্বচ্ছতা ও ক্ষত, চক্ষুপত্রের টাটানি এবং ঘনত্ব ও ক্ষীণতা, প্রাতঃকালে চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে (এপিস, মার্ক সল্‌, রাস্) ।

স্বচিকর্ম্ম প্রযুক্ত চক্ষুর ক্লান্তির উচ্চ গৃহে বৃদ্ধি এবং মুক্ত বায়ুতে হ্রাস (নেট্‌ মি, রুট) ; চক্ষুপেশীর অসামঞ্জসীভূত ক্রিয়াবশতঃ যে সকল চক্ষুরোগ জন্মে ।

শর্করা ভক্ষণের প্রবল লালসা, শিশু শর্করা ভালবাসে, কিন্তু ভক্ষণ করিলে উদরাময় জন্মে (লবণ অথবা লোনা মাংসে প্রবল ইচ্ছা, ক্যাক্সে ফস) ।

অধিকাংশ আনাশয়রোগেই উদ্গারের উপসর্গ ।

বায়ুজনক অজীর্ণ রোগে প্রত্যেক বার আহারাভ্যন্তেই উদ্গার ; বোধ হয় যেন বায়ুপূর্ণ হওয়ায় আমাশয় বেগে ফাটিয়া বাইবে ; সহজে উদ্গার উঠে না, অবশেষে প্রবল বেগে বায়ু নির্গত হয় ।

চিনি, মিছরি প্রভৃতি মিষ্ট বস্তুর আহারে সবুজ বর্ণ ছিবড়ে ছিবড়ে, অবস্থাবিশেষে ক্ষিত্যের লায় বা থানা থানা (এসেরাম) বা জমাট, রস-শ্লেষ্মাময় (Muco-Lymph) স্তূপাকার বিষ্ঠা ও শব্দের সহিত বায়ুর (এলোজ) নিঃসরণ । বিষ্ঠা কিছুকাল বস্ত্রে সংলগ্ন থাকিলে সবুজ বর্ণ হইয়া যায় ; জলপানে উদরাময়ের বৃদ্ধি ।

উদরাময়ে কিছু পান করিলেই (আর্স, ক্রেটন টি, থুস) মলত্যাগ ।

দিবারজনী অসাড়ে মূত্রত্যাগ (কণ্ডি) ।

ধ্বজভঙ্গ রোগে সন্ধের চেষ্ঠা করার লিঙ্গোথান হয় না (এলাস, ক্যালাডি, সিলিনি) ।

স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই সন্ধে বেদনা পায় ; সন্ধমাগ্নে যোনি হইতে রক্তস্রাব (নাই এসি) ।

যুবতী বিধবাদিগের এবং বদ্য্য স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু হইতে রক্তস্রাব । ঋতুসন্ধিকালে (ল্যাকে) স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ।

মৃত ও পরিষ্কার বায়ুর জন্ত প্রবল ইচ্ছা (এমিল, পাল্‌স, সাল্‌ফ) ।

গাথকদিগের পুরাতন স্তন্যগ্রন্থপ্রদাহ থাকায় স্তন উচ্চ করিলে কালি পায় (এলুমি, আর্জ মেন্ট, এরান্) ।

নিম্নাঙ্গের দুর্বলতা বশতঃ কম্প ; চক্ষু বন্ধ করিয়া চলিতে পারা যায় না (এলুমি) ।

রোগী টলিতে টলিতে চলে ও দণ্ডায়মান হয়, বিশেষতঃ কেহ তাহাকে দেখিতেছে না মনে করিলে ।

সর্বজনীন আক্ষেপের পূর্বে প্রবল অস্থিরতা ।

গলাধঃকরণ কালে গলদেশে খোঁচা বেঁধার অমুভূতি (ডলিক, হিপার, নাই এসি, সিলিক) ; ভ্রমণে অথবা অস্বারোহণে জরায়ুতে অথবা জরায়ুসন্নিহিত স্থানে ঐরূপ অমুভূতি ।

গাত্রাবরণ মুক্ত করিলে শীত, তথাপি গাত্র আরত করিলে শ্বাসরোধবৎ অমুভূতি ; পরিষ্কার বায়ুর জন্ত রোগীর প্রবল ইচ্ছা ।

ইহা ক্ষতের মাংসাস্কুরের অতি বৃদ্ধির বাধা জন্মায় ।

রোগকারণ ।—অতিরিক্ত মানাসিক শ্রম, অত্যধিক শর্করা ভক্ষণ এবং ধূমপান প্রভৃতি ইহার বিশেষ বিশেষ রোগের কারণ ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—আর্জেন্টায় নাইট্রিকাম্ দ্বারা শোণিত বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে । ইহার ক্রিয়ায় শোণিত তরলতর এবং তাহার সংযমার্থক গুণ ও রক্তক পদার্থ অপহৃত হয় এবং অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে । ইহার বিযক্রিয়ায় কৈশিক স্তমনীতে শোণিতগতির বাধা বশতঃ শরীরের স্থানে স্থানে কালশিরা জন্মে ও পোষণ ক্রিয়ার বাধা ঘটে । ইহা পিত্তপ্রবাহের বৃদ্ধি করে এবং ইহাতে বক্রুপাদানের অপ-কৃষ্টতা উৎপাদক শোণিতাধিক্য উৎপন্ন হয় । ইহার ক্রিয়ায় এষুমিহুরিয়া এবং অস্থি ও আস্থিবেষ্টের পোষণবিকার জন্মে এবং মৌলিক উদ্দীপক ক্রিয়ার প্রাথমিক কলস্বরূপ চক্ষু, মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর, বায়ুপথের উদ্বীংশ, অন্ত্র এবং মূত্রনালীর শৈথিল্যবিশ্লীতে প্রভূত রক্তাধিক্য, গ্ৰন্থসকল প্রদাহ এবং ক্ষত উৎপন্ন হয় । স্নায়ুগুণ ইহা দ্বারা বিশেষ ও স্পষ্টরূপে আক্রান্ত হওয়ায় প্রভূত দৌর্বল্য বশতঃ মৃগির ত্রায় প্রচণ্ড ও সর্বজনীন আক্ষেপ হয় এবং তাহার শেষ ফল স্বরূপ পক্ষাঘাত জন্মে ।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ ।—ইহা চক্ষু, মুখগহ্বর এবং সরলাত্তের শৈথিল্যবিশ্লী এবং স্থলবিশেষে ত্বকের প্রদাহ উৎপন্ন করে ।

এবম্বিধকারণেই বহুকাল হইতে এলপ্যাথি মতে আর্জেন্টাম্ নাইট্রিকামের ধাবন রোগ নিবারণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । রোগের অবস্থাবিশেষে এইরূপ বহিঃপ্রয়োগে প্রত্যাশিত উত্তর দ্বারা যে উপকার সাধিত হয় তৎ-বিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্তু হোমিওপ্যাথিমতের ঔষধপরীক্ষাতেই ইহার উপরিউক্তগুণের প্রকৃত ও মৌলিক কারুণ্য যথাযথরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ফলতঃ বহিঃপ্রয়োগেই হউক, অথবা অভ্যন্তরীণ প্রয়োগেই হউক, ইহার আভিজাতিক প্রদাহক্রিয়া এবং বস্তুগতনির্বাচিতক্রিয়াসম্বন্ধ হেতুই ইহা চক্ষু, মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর, ডিয়ডিনাম, সরলাস্থ, মূত্রনালী এবং শ্বাসযন্ত্রপথের উর্দ্ধাংশের স্লেীমকবিল্লার প্রদাহাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে । ইহা আমূল পরিপাক যন্ত্রপথের ক্রিয়া বিদ্ধস্ত করিয়া প্রভূত বায়ুরূপাদক বিশেষ প্রকারের পরিপাকবিভ্রাট, উদরাময় এবং আমরক্তরোগ উৎপন্ন করে । ইহা দ্বারা শোণিতের অতি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয় । ইহার ক্রিয়ায় শোণিতের লোহিত কণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং অপকৃতরক্ত-পদার্থ শোণিতের অক্সিডেশন না হওয়ায় তাহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে । বিশেষতঃ শোণিতের সংঘমন (Cnagulation) গুণ নষ্ট হইলে তাহা তরলীভূত হয় । কৈশিক শিরামণ্ডলীর রক্তাধিক্য বশতঃ বিস্তৃত এবং শিথিলতর শিরা হইতে শোণিত ও রসভাগ নিঃসৃত হওয়ায় বহিরভ্যন্তরীণ শরীরংশের স্থানে স্থানে কালশিরা ও শোধ উৎপন্ন হয় । যকৃতের শোণিতাধিক্য বশতঃ তাহার যন্ত্রগত ও ক্রিয়াগত অপকর্ষ ঘটে ।

স্নায়ুকেন্দ্র ও স্নায়ুতে ইহার সাক্ষাৎ বিষক্রিয়ার ফলস্বরূপ মৃগীর আক্কেপের স্রায় অতি প্রচণ্ড ও সর্বাঙ্গীন আক্কেপ উৎপন্ন হয় । অবশেষে ইহা শরীরিক দৌর্বল্য ও পক্ষাঘাত উপস্থিত করিলে নিউমোগ্যাট্রিক স্নায়ুর শ্বাসযন্ত্র শাখা বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়ায় শ্বাসযন্ত্রপেশীর পক্ষাঘাতবশতঃ শ্বাসরোধ জন্ম রোগীর মৃত্যু ঘটয়া থাকে । ডাঃ এইচ, সি, উডের মতে বহিঃশরীরে আগন্তুক উত্তেজনা প্রযুক্ত

কেম্প্রাভিসারিণী শক্তির প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া আর্জেন্টাম নাইট্রিকামের কনভাল্‌সনের কারণ বলিয়া বিবেচিত হয় । ইচ্ছাশূণ্য পেশীর ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অভাব ঘটিলে সামান্য বহিক্রান্তেজনাই আক্ষেপ উৎপন্ন করে ।

ফলতঃ আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম অতি গভীর ক্রিয়াশালী এন্টিসেরিক বস্তু । ইহা কর্তৃক বিশ্লিষ্ট, অসারতা এবং অপকৃষ্টতাপ্রাপ্ত শোণিতের এবং প্রগাঢ় পরিপাকবিকারের সমবায়ক্রিয়াফলস্বরূপ শরীরের যে জীর্ণ দশা উৎপন্ন হয় তাহা সোরা (Psora) রূপ সাংঘাতিক বিষবাম্পক্রিয়ার পরিস্ফুট নিদর্শনসদৃশ । শরীর, বিশেষতঃ জড্যা অংশ শীর্ণ হইয়া যায় । শিশুকর রোগেই ইহা বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে । পেশীমণ্ডলী কাঠিন্য প্রাপ্ত হয় এবং অপকৃষ্ট শোণিতে পিত্তের আধিক্যবশতঃ শরীরে পাতুরতা অপেক্ষা অধিকতর পিঙ্গলাভা জন্মে ও অল্পজ্ঞানাতাব নিবন্ধন জৈবতাপাল্পতা ঘটে । ইহার গৌণ ক্রিয়ালক্ষণমধ্যে রসাদির পচিবাবস্থা এবং আস্থবিকার, বিশেষতঃ ক্ষুদ্রাস্থির ক্ষতরোগ প্রভৃতি প্রধান স্থান অধিকার করে । নিম্নে যথাযথরূপে ইহার যন্ত্রগত লক্ষণ বিবৃত হইতেছে ।

ইহার মস্তিষ্কলক্ষণে দৌর্বল্যই প্রাধান্য প্রাপ্ত হয় । স্মরণশক্তির লোপ । রোগী ঝাঁকের সাহিত কার্য্য করে, ত্রস্ত ভাবে ভ্রমণ না করিয়াই পারে না । বিষমতা ; কার্য্য সফল হইবে না বলিয়া রোগী কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না ; বাতায়ন হইতে পতিত হইবার প্রবল ইচ্ছা । ভজনালয়ে অথবা রঙ্গালয়ে গমন জ্ঞাত প্রস্তুত কালে আশঙ্কা বশতঃ উদরাময় । মস্তকের পূর্ণতা এবং তাপে রজনীতে স্নায়বিক উত্তেজনা । বাতিকগ্রস্ত, মুচ্ছারভাববিশিষ্ট এবং শারীরিক মৃদুকম্পের অল্পভূতিযুক্ত । লাজুক ; দুঃখিত ; সম্পূর্ণ শরীরে আঘাতের অল্পভূতি ও মস্তকের জড়তা নিবন্ধন মৌনতা । রোগী ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ করায় অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত, সাধারণতঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এবং সংকীর্ণ

গৃহে তাহার বৃদ্ধি হয়। সহজেই ভীত, রোগী মনে করে তাহার রোগের অতি সাংঘাতিক পরিণাম হইবে, ক্রন্দনশীল থাকে। সহজেই রাগত। জ্ঞানের লোপ, মুর্ছার অন্তর্ভূতি।

চক্ষুমদ্রিত করিয়া ভ্রমণ কালে শিরোগুর্ধন হওয়ায় রোগী ভীত। শিরোগুর্ধন এবং কর্ণে ভন ভন শব্দ ; অঙ্গমিচয়ের দৌর্বল্য এবং কম্প ; মস্তক কলিয়া বাঁধিলে শিরঃশূলের উপশম। মানসিক প্রমথপ্রযুক্ত শিরঃশূল। ললাটের বাম পার্শ্বের উচ্চ স্থানে গর্ভ করার ঞায় বেদনা। রোগী বোধ করে যেন মস্তক অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। মস্তিষ্কোপরি অথবা মস্তিষ্কবেষ্টোপরি ফিতা দ্বারা আকৃষ্টবৎ অন্তর্ভূতি। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হওয়ায় কেরোটিক ধমনীর দগদগানি, মস্তকে গুরুত্ব ও অজ্ঞানকর অবসাদ, রোগী বিষম এবং মানসিক দুৰ্বলতা প্রযুক্ত উপযুক্ত ও ধারাবাহিকরূপে মনোভাব প্রকাশে অশক্ত। মস্তকের বামার্ধের অক্সিপাট হইতে ললাটের উচ্চ স্থান পর্যন্ত গর্ভ করা ও কর্ডন করার জন্য অঙ্গচালনার ঞায় অন্তর্ভূতি পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে এবং শীঘ্র শীঘ্র তাহার হাস, বৃদ্ধি হইতে থাকে। মস্তকের অন্তর পার্শ্বের কনকনানি ও সেই পার্শ্বের চক্ষুর বিরুদ্ধি বোধ। মস্তিষ্কার্ধে গর্ভ করার ঞায় বেদনা। মস্তকে বেদনা ও গুরুত্ব নিবন্ধন রোগী কিছু অরণ করিতে পারে না। মস্তকে অত্যধিক রক্তাধিক্য জন্মে। ললাটের অস্থিতে, মুর্দ্ধাদেশে, মস্তকপার্শ্বে এবং মুখমণ্ডলে প্রায় অবিশ্রান্ত ভাবে ছিদ্র করার ঞায় ও কর্ডনবৎ বেদনা।

মস্তক চুলকায়, বিড় বিড় ও শড় শড় করে, কেশমূল উর্দ্ধে টানিয়া তোলায় ঞায় বোধ।

নিদ্রার ব্যাঘাত বশতঃ শান্তিহীনতা ; অর্ধ অজ্ঞানবৎ নিদ্রা এবং সর্প প্রভৃতি ভয়াবহ দৃশ্যের স্বপ্ন। ভ্রান্তিময় দৃশ্য ও কাল্পনিক আকৃতি-নিচয় কল্পনাচক্ষুর সম্মুখে বিচরণ করায় নিদ্রাকর্ষণের ব্যাঘাত জন্মে।

রজনীতে স্বপ্নকালে চক্ষুসন্মুখে মৃত বন্ধুর ও শবের দৃশ্য আবির্ভূত হয় এবং পচা জলের স্বপ্ন দেখে। প্রাতঃকালে রোগী ক্ষুধিত হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রৎ হয় এবং জাগ্রৎ হইয়া বুঝিতে পারে তাহার অস্বাভাবিক ক্ষুধা, বিবমিষা, আমাশয়ে বায়ু সঞ্চার এবং তাহাতে প্রবল আক্ষেপ হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিকার বশতঃ দূরদৃষ্টি। চক্ষুর সন্মুখে ধূসরবর্ণ বিন্দু এবং সর্পবৎ আকৃতিনিচয় বিচরণ করে। অন্ধরনিচয় ছায়াবৃত দেখায় এবং পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিবাহনবশতঃ ভাল শুনিতে পায় না, টাইফাস্ জ্বরে সম্পূর্ণ বধিরতা জন্মে। বাম কণ্ঠ হ্রস্ব হ্রস্ব শব্দবিশিষ্ট ও রুদ্ধ বোধ হয় এবং শ্রবণশক্তি কমিয়া যায়। ভ্রাণশক্তি অবসাদিত। নাসারন্ধ্রে ক্ষত থাকায় নাসিকার সন্মুখে পূজের ত্রায় ভ্রাণ পাওয়া যায়। মুখাস্থাদ মিষ্ট ও তিক্ত; অন্ন; খাতু ও মসিবৎ কসগুণ্ড হয়; কখন বা স্বাদের অভাব ঘটে।

অমুভূতিদ স্নায়বিক বিকার বশতঃ মুখমণ্ডল ও মস্তক প্রভৃতি বিস্তৃত হওয়ার ত্রায় বোধ। অমুভূতি শক্তির অভাব। শরীরের মাংসে এবং অঙ্গে ভয়ানক টাটানি। শরীরের নানা স্থানে কাষ্টেখণ্ড থাকার অমুভূতি।

গতিদ স্নায়ুরোগে সমস্ত অঙ্গের তাণ্ডব বা করিয়ার ত্রায় আক্ষেপিক গতি। শারীরিক অবসাদ এবং প্রকোষ্ঠের ও জজ্বার ক্রান্তি জন্মে। সাধারণ দৌর্বল্য বশতঃ শঙ্কায়ুক্ত কম্পভাব, পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ এবং পেশী-আনর্জন। শঙ্কায়িত ভাব ও কম্প। কঠিন পরিশ্রমের পর, বিশেষতঃ রোগী যখন মনে করে তাহাকে কেহ দেখিতেছে না, চলিতে ও দণ্ডায়মান অবস্থায় টলিয়া পড়ে।

মুখমণ্ডলের রক্ত চেহারা, বসিয়া বাওয়ার ভাব, পাণ্ডুরতা এবং নীলাভা, মুখ দেখিতে পীতবর্ণ ও সমল, অকালবুদ্ধের ত্রায় মুখকৃতি। বাম চক্ষুর নিয়ে স্নায়ুশূল।

তীক্ষ্ণ বেদনায়ুক্ত চক্ষুপ্রদাহের উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি এবং শীতল বাতাসে উপশম । চক্ষুর আলোকাসহিষ্ণুতা । অগ্নিতাপ সংস্পর্শে লোমযুক্ত চক্ষুপুটপার্শ্বের প্রদাহ শীতল বাতাসে ও শৈত্য প্রয়োগে উপশম থাকে ; চক্ষুপুট উল্টা দিকে বাকিয়া যায় । অবিরত ভাবে চক্ষু মুছিয়া স্লেয়া দূর না করিলে দৃষ্টি অন্তর্দান করে । তরুণ গ্রন্থুলার বা দানায়ুক্ত চক্ষুপ্রদাহে যোজক ঝিল্লী তীক্ষ্ণ ও গাঢ় লোহিতবর্ণ হয় এবং তাহা হইতে নিঃসৃত প্রচুর স্লেয়া পূয়পরিবর্তনপ্রবণতাবিশিষ্ট থাকে । চক্ষুকোণ রক্তবৎ লাল হয় ; আক্রান্ত চক্ষুকোণের মাংসবৃদ্ধি (Caruncula), স্ফীতি এবং মাংসখণ্ডের ত্রায় বাহির হইয়া পড়া ও চক্ষুর অভ্যন্তর কোণ হইতে গুচ্ছ, গুচ্ছ, তীব্র লোহিত রক্তনাড়ী কর্ণিয়া বা কালক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত । কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা ; দুগ্ধপোষ্য বালকদিগের কর্ণিয়াক্রান্ত ; চক্ষুপুট হইতে প্রচুর পূয়বৎ স্রাব ।

কর্ণে ছিন্নবৎ বেদনা । মস্তকে রক্তাধিক্য হওয়ায় দক্ষিণ কর্ণ হইতে বাম কর্ণ পর্য্যন্ত সূচিবোধবৎ বেদনা । কর্ণে পূর্ণতা ও ঘণ্টাধ্বনি ।

স্বাসযন্ত্ররোগ বশতঃ নাসিকা হইতে শুভ্র পুঞ্জের সঙ্গে থানা থানা রক্তস্রাব । নাসিকার সর্দি হওয়ায় চক্ষুর উর্দ্ধে অজ্ঞানকর শিরঃশূল জন্মিলে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য, শীত ভাব জন্মে এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে । নাসিকার ভয়ঙ্কর চুলকণা । মুখাকৃতি রুগ্ন ।

স্বরযন্ত্রের অভ্যন্তরে ও তাহার বহিস্থ কোটরবৎ স্থানে টাটানি প্রাতঃকালে বর্দ্ধিত হয় । স্বরভঙ্গ । স্বরযন্ত্র হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্লেয়ার চাপ কাসিয়া উঠাইয়া না ফেলিলে ঘড় ঘড় করে ও শাঁই শাঁই শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস বহে । কাসিবার সময় শ্বাসনালীর সর্বোর্দ্ধ অংশে অবদারণ ভাব ও টাটানি ।

গৃহে অধিক লোক থাকিলে রোগীর শ্বাসরোধের উপক্রম । গাত্র চালনায়, উপর তলায় উঠিতে, অথবা শারীরিক পরিশ্রমে হাঁপের আক্রমণ, মুখে রক্তাধিক্য এবং হৃৎকম্প । মধ্যে মধ্যে

দীর্ঘশ্বাস ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসপ্রশ্বাস বহে, শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং প্রচণ্ড শুষ্ক হাঁপানির আক্রমণ হওয়ায় রোগীকে উত্থান করিতে ও ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা। কিন্তু তাহার চেষ্টায় হাঁপের উৎপত্তি। শ্বাস গ্রহণকালে উদ্ধোদর প্রত্যাহত, প্রশ্বাসকালে তাহার বিস্তৃতি : গভীর শ্বাস গ্রহণের চেষ্টা করিলে শ্বাসহীনতা।

সন্ধ্যাকালে কাসি হইলে তামাকের ধূম সহ্য হয় না। উত্তেজনায়ুক্ত কাসি সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে কষ্ট প্রদান করে। অপরাহ্নে শ্বাস-রোধকর কাসি। স্বরযন্ত্রে গয়ার, ঠোঁর্গাম অস্থিপশ্চাতে উত্তেজনা, আকস্মিক ক্রোধ, হান্স, নত হওয়া, ধূমপান এবং সিঁড়িতে উঠা প্রভৃতি কাসি আনয়ন করে। পূয়ের তায় গয়ার রক্তমিশ্রিত থাকে। প্রতিশ্রায় প্রথমে শুষ্ক ধাঁকে পরে তরল হওয়ায় ষড় ষড় করিয়া কাসি ও প্রচুর ঘর্ম এবং রোগীর ক্লম্ব আকৃতি হয়, চক্ষু বসিয়া যায়, স্নুনিদ্রা হয় না, পীত বর্ণ গয়ার উঠে। কাসিবার কালে উদ্গার উঠে অথবা বমনের বেগ হয়।

বাম বক্ষের পঞ্চম পশ্চুকাস্থিপ্রদেশে সূচিবোধবৎ বেদনা হইলে পুনঃ পুনঃ রক্ত নিষ্ঠূত হয়। উপর তলায় উঠিবার পর বক্ষে বিদীর্ণবৎ বেদনা হওয়ায় হস্তদ্বয় দ্বাৰা তাহা চাপিয়া ধরার প্রয়োজন হয়। বক্ষের স্থানে স্থানে কনকনানি ও বিস্তৃতবৎ বেদনা থাকে। বক্ষপেশীর প্রচণ্ড বেদনা।

হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট হওয়ায় হৃদয়স্থানে অস্বস্তিকর পূর্ণতার অনুভূতি, তৎপ্রতি মন আকৃষ্ট হইলে তাহার বৃদ্ধি এবং মুক্ত বায়ুমধ্যে শরীর চালনায় উপশম। আকস্মিক পেশীশ্রম অথবা উত্তেজনা হইতে অপরাহ্নে প্রচণ্ড হৃৎকম্প হওয়ায় মুর্ছার ভাব ও বিবমিষা জন্মে। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অবিশ্রান্ত উৎকর্ষা বোধ ও জ্বালা

অনুভূতি । হৃৎপিণ্ডসন্ধির বেদনায় কঠে শ্বাসপ্রশ্বাস বহে, কখন শ্বাসরোধ ঘটে ।

পরিপাকযন্ত্ররোগলক্ষণ স্বরূপ উর্কোঠের লোহিত ক্ষেত্রপাশ্বে কঠিন ও পাণ্ডুর দাগ স্পর্শে বেদনায়ুক্ত । কথা কহিতে ওষ্ঠ কাঁপে এবং ওষ্ঠ ও হস্তনখ নীলবর্ণ থাকে ।

দন্ত শীতল জলে অসহিষ্ণু ; দন্ত কালো হইয়া যায় । দন্তমাড়ি স্পর্শে বেদনায়ুক্ত, তাহা হইতে সহজে রক্তস্রাব ; তাহাতে বেদনা না স্ফীতি থাকে না ।

গলা এবং জিহ্বাপেশীর আক্ষেপ বশতঃ রোগী কথা কহিতে পারে না । জিহ্বায় শুভ্র লেপ । জিহ্বাগ্র লোহিত ও বেদনায়ুক্ত ; তাহাতে স্পষ্টতর কণ্টকপ্রবর্দ্ধন বা প্যাপিলি উখিত । জিহ্বা কাষ্ঠ খণ্ডের ত্রায় শুষ্ক ও কঠিন এবং তাহা দন্তের ত্রায় কালো । জিহ্বামধ্য-ভাগে মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত লোহিত রেখা ।

প্রাতঃকালে মুখে দুর্গন্ধ । লালাস্রাব । মুখাত্তস্তর সাদাটে ধূসর লেপাবৃত ।

গলার মধ্যে ঘন ও আটাল স্লেম্মা থাকায় রোগী গলা খাঁকর দিতে বাধ্য । গলার অবদরণ ভাব, টাটানি এবং চাঁছাবৎ বোধ । গলাধঃকরণ ক্রিয়ায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে অথবা গ্রীবার চালনায় বোধ যেন গলমধ্যে একখণ্ড স্লেম্মাগ্র কাষ্ঠ অবস্থিত আছে । উপজিহ্বা এবং গলনিয়গহ্বরস্থান (Fauces) কৃষ্ণলোহিতাভ, গলনিয়গহ্বরস্থান এবং অন্ননালীরংজালা ও শুষ্কতা । মধ্যে মধ্যে অন্ননালীর থল্লা ।

শর্করা আহারের অদম্য ইচ্ছা । ক্ষুধার অভাব ; অত্যন্ত তৃষ্ণা অথবা তাহার অভাব থাকে । উগ্র পনীর ভক্ষণে ইচ্ছা ।

আহারে অথবা এক চোক মত্তপানে মস্তকের শান্তি ; কাকি পান মস্তকের কঠ বৃদ্ধি করে । অগ্ন বস্তুতে বিবিম্বা দমন করে ।

আমাশয়বেদনার উচ্চ পানীয়ে উপশম এবং শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি।
প্রত্যেক, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাতোজনের পর বিবমিষা।

অধিকাংশ আমাশয়রোগে আহার করিলেই আমাশয়ে প্রভূত বাঙ্
জন্মে ও আমাশয় বিদীর্ণ হওয়ার ভয় বোধ হয়, সহজে উদ্গার উঠে না,
অনেক চেষ্টার পর অবশেষে প্রচণ্ড বেগে বায়ু নিঃসৃত হয়। প্রত্যেক
বার আহারের পর, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিবমিষা।
স্বাদহীন অথবা অন্ন উদ্গার। শিরঃশূলে মূত্ৰকল্প বিবমিষা জন্মিলে
বমনেও তাহার উপশম হয় না। শয্যায় বসিত পদার্থের কাল দাগ।
আমাশয়ে কোন গুরু বস্তু থাকার অনুভূতি জন্ম বমনের উদ্বেক
হইলে আমাশয়ের কঠি হওয়ায় নব্য রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ; প্রাতঃকালে
যে চক্চকে শ্লেষ্মা উঠে তাহা টানিলে সূত্রাকার হয়; অপরাহ্নে বমনের
ইচ্ছা জন্মিলে রোগী কম্পভাবযুক্ত দুর্বলতা লোভ করে।

কুল্লীবরফ সেবনে অথবা আহারে প্রচণ্ড আমাশয়শূল জন্মিলে
আমাশয়ে কামড়ানি, বেদনা ও জ্বালা; আমাশয়ের বাঁম পার্শ্বের
হুলবেব ও ক্ষতবৎ বেদনার স্পর্শে এবং গভীর শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।
আমাশয়ের এবং আমাশয়ান্তরের প্রদাহ। আমাশয়ে দপদপানি
ও কম্পভাব। আমাশয়োদ্বিগ্ধবরে বেদনাযুক্ত স্ফীতি প্রযুক্ত অত্যন্ত
উৎকর্ষ।

অন্ননলী বা ইসফেগাসের আক্কেপিক রোগের অনুভূতি হওয়ায়
হাঁই তোলার পরে বোধ হয় যেন আমাশয় বিদীর্ণ হইবে, তজ্জন রোগী
উদ্গার উঠাইবার নিফল চেষ্টা করিলে গলদেশ যেন কাঁসবদ্ধ এবং মুখ
আরক্ত হয়, রোগী প্রায় অচেতন হইয়া পড়ে এবং শূল উদ্গারে তাহার
উপশম হয়।

উদর পূর্ণ, গুরু ও স্ফীত হওয়ায় উৎকর্ষা জন্মে। ভীরবেগে উদর
ভেদ করিয়া, বিশেষতঃ বিশ্রামাবস্থায় গাত্র চালনা করিবার সময়,

উদরের বাম পাশে বিদ্যৎ আঘাতের ছায় সূচিবোধবৎ অনুভূতি। কুক্ষিদেহে বেদনা। কুক্ষিদেহে বেড়িয়া কোমরবন্ধ সহ হয় না। উদরে বায়ু জন্মে।

আর্জেন্টাম্ নাইট্রিকামের উদরাময়ে আমময়, সবুজাভ ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিষ্ঠার রক্তনীতে বায়ুর ফব্বুর শব্দসহ নির্গমণ ; সবুজবর্ণ আমময় উদরাময়সহ বমনোদবেগ ও আমের বমন ; কপন বা অত্যন্ত, জলবৎ উদরাময়ে রক্তনীতে বায়ু জন্ম উদরশূল জন্মে ; আইসের ছায় স্তম্ভবিশিষ্ট বিষ্ঠা ; অবস্থা বিশেষে জলবৎ প্রচুর বিষ্ঠা, এবং রক্তমিশ্রিত আমের তাগ ; রোগ বিশেষে দেখিতে লাল অথবা সবুজবর্ণ অথবা শ্লেষ্মা ও প্রাদাহিক রসমিশ্রিত সূত্রাকার ছিবড়া ছিবড়া পদার্থ (Muco Lymph) দ্বারা সংলগ্ন, শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর স্তূপাকার উপত্ববিশিষ্ট (Masses of epithelium) বিণ নিয়োগদরে সবলে ঠেল মারিয়া নির্গত হয় ; আমরক্ত রোগের বর্জিতাবস্থায় ক্ষতোৎপত্তির সন্দেহ জন্মে ; কিছু পান করিলেই তরল মলত্যাগ ; শিশু শরীর ভালবাসে, কিন্তু তাহা আহাৰ করিলেই উদরাময় জন্মে। মলদ্বার চুলকায়।

মূত্রত্যাগ কালে ও তাহার পরে মূত্রনলীর জ্বালা এবং মূত্রনলীর টাটানীতে বোধ যেন তাহা ক্ষীত হইয়াছে। অরিত মূত্রবেগ হইলে প্রচুর ও পারিষ্কার মূত্রত্যাগ। অতি বিলম্বে বিলম্বে অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ মূত্রনিঃসরণ। মূত্র ত্যাগ করিলে মূত্রশ্রোত সবলে দূরে নিক্ষিপ্ত হয় না। অত্যন্ত ঘনীভূত মূত্রত্যাগ করিলে যুরিক এসিড অন্তর্জ্ঞান করে। রক্তনীতে মূত্রনলী হইতে ঘন ও শুভ্র শ্লেষ্মার ক্ষরণ। মূত্রনলীসীমায় সূচিবোধবৎ বেদনা ; মূত্রের শেষ বিন্দু ত্যাগ করিতে মূত্রনলীর পশ্চাদংশ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত স্থানে কষ্টনবৎ বেদনা। মূত্রনলীর প্রদাহ নিবন্ধন বেদনা, পুয়মেহের বৃদ্ধি, লিঙ্গোপাধান, মূত্রকৃষ্ণ, রক্তযুক্ত মূত্র এবং জ্বর। মূত্রনলীর মধ্যভাগে

সম্মুখ কাষ্টখণ্ড থাকার জায় ক্ষতকর বেদনা। মূত্রের শ্রোত ছড়াইয়া পড়ে।

পুংজননেন্দ্রিয় লক্ষণে কামেচ্ছার অভাব ও জননেন্দ্রিয়ের তুবড়ান ভাব। রতিক্রিয়া বেদনায়ুক্ত হওয়ায় বোধ যেন মূত্রনলীর আততাবস্থা জন্মে অথবা তাহার মুখ স্পর্শসহিষ্ণু থাকে। লিম্বোথান কাথে তাহার বেদনায়ুক্ত আতত ভাব, লিম্বোজাস (কর্ডি), মূত্রনলী হইতে রক্তস্রাব এবং মূত্রনলীর পশ্চাৎ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্থানে তীর-বেদনং বেদনা। লিগুয়ুওবেষ্ট হকের ক্ষত প্রথমে ক্ষুদ্র ও পুজের লেপযুক্ত থাকে, পরে বিস্তৃত এবং কোটারাকার হয় ও মোমের ন্যায় পদার্থের লেপযুক্ত থাকে। জননেন্দ্রিয়ের পিষ্টবৎ বেদনা ও দক্ষিণ অণ্ডকোষের বিবর্দ্ধন এবং কাঠিন্য।

রমণ কার্যে স্ত্রীমঙ্গে বেদনার অল্পভূতি ও পরে যোনি হইতে রক্তস্রাব। জরায়ুর গ্রীবার অথবা জরায়ু-মুখের ক্ষত ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি। ঋতুস্রাব অতি প্রচুর অথবা অত্যল্প এবং অতি শীঘ্রাগত অথবা অতি বিলম্বাগত। রজনীতে জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক উত্তেজনা। ঋতুসন্ধি-কালে জরায়ু রক্তস্রাবে স্রাবিক উল্লাভাপ; যুবতী বিধবা এবং গাহাদিগের সন্তান হয় নাই তাহাদিগের জরায়ু হইতেও রক্তস্রাব; স্রাবের আক্রমণ থাকিয়া থাকিয়া পুনরাবর্তন করে এবং তাহাতে অণ্ডাধারপ্রদেশ বেদনায়ুক্ত হইলে বেদনা সেক্রাম বা ত্রিকাস্থি এবং উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। গর্ভাবস্থায় বায়ুপূর্ণ আমাশয় যেন বিদীর্ণ হইবে বলিয়া বোধ এবং মস্তক বিস্তৃত হওয়ার অল্পভূতি।

রজনীতে পৃষ্ঠে চাপবোধ। দণ্ডায়মান হইলে অথবা ভ্রমণে পৃষ্ঠবেদনার উপশম। বস্তিপশ্চাতের অস্থিতে গুরুত্ব নিবন্ধন বস্তি বাহিয়া আকৃষ্টবৎ বেদনা। পৃষ্ঠে গুরুত্ব ও পক্ষাঘাতিক অল্পভূতি প্রযুক্ত

বায়ুর উদগার প্রভৃতি প্রদর্শক লক্ষণ আর্জে নাইরোগ চিকিৎসায় প্রধানতম স্থান অধিকার করে। উদরাময় রোগে তরল বস্তু পান মাত্র অচিরে মলত্যাগ হয় এবং রোগী বোধ করে যেন উক্ত পদার্থ ত্বরিত ঋজুভাবে পরিপাকযন্ত্র পথ বাহিয়া মলদ্বার হইতে নিঃসৃত হইতেছে, এরূপ লক্ষণ অত্র কোন ঔষধে দৃষ্ট হয় না।

শরীর অথবা তাহার অংশবিশেষ যেন বিস্তৃত হইতেছে বলিয়া ভ্রান্ত অনুভূতি।—আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের অনেক রোগে এই লক্ষণ সাধারণরূপে বর্তমান থাকায় এবং অত্যন্ত ঔষধে ইহার বর্তমানতা কচিৎ দৃষ্ট হওয়ায় এই লক্ষণ ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। শিরঃশূলরোগে রোগী বোধ করে যেন মস্তক প্রভূত-রূপে বিবাক্ত হইতেছে ; অণ্ডাধারবেদনায় রোগিনীর অলৌক বোধ জন্মে যেন তাহার আক্রান্ত বস্তিপার্শ্বে একটি বৃহৎক্ষীতি আছে। অত্যাগ রোগে এই লক্ষণ যে ভাবে ক্ষুণ্ণ প্রাপ্ত হয় তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

জিহ্বাগ্র লোহিতবর্ণ ও বেদনায়ুক্ত এবং তাহাতে উন্নত ও সুস্পষ্ট কাঁটা বা প্যারিপলির বর্তমানতা।—এই লক্ষণাসূচক কারণ আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম প্রয়োগে বহুবিধ রোগ আরোগ্য হওয়ায় ইহা প্রদর্শক স্থলভূক্ত হইয়াছে।

উপরি লিখিত প্রদর্শক ব্যতীত রোগ বিশেষে ইহার যে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বর্তমান থাকে তাহা রোগ বর্ণনা কালে বিবৃত হইবে।

চিকিৎসা।

উন্মাদরোগ বা ইনস্যানিটি।—আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্ একটি আয়বিক দৌর্বল্য উৎপাদক ও অসহিষ্ণুতাবান্যক বস্তু।

ইহা বহুবিধ অদ্ভুত প্রকৃতির মানসিক লক্ষণ উৎপন্ন করে । সাধারণ রোগে এই সকল লক্ষণ ন্যূনাধিক উপস্থিত থাকিলেও সাধারণতঃ আজি নাইট্রিক পরিষ্কৃত উন্মাদ রোগেই বিশেষতঃ পায় । বহুকালব্যাপী অপরিমিত মদ্য পান, ইন্দ্রিয়সেবা এবং উপযুক্ত পুষ্টিরক্ষা বিষয়ে অমনোযোগিতা প্রভৃতি কারণে দুর্বলীভূত স্নায়ুপদার্থের রোগজ উত্তেজনা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে কখন কখন ইহার উন্মাদ রোগ জন্মিতে দেখা যায় । সাধারণতঃ রোগী সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন হয় না ; তাহার চিন্তা বিভ্রাট ঘটে এবং গতিদ স্নায়ুর ক্রিয়াবিকারবশতঃ চক্ষুপেশীর অসামঞ্জস্যভূত ক্রিয়া আংশিকরূপে ইহার ভ্রান্ত দৃষ্টির কারণ হয় । ফলতঃ রোগী বড় আশ্চর্য্য ব্যবহার করে, বড়ই ঝোঁকের উপরে থাকে, সময় এবং দূরত্ব বিষয়ে ভ্রান্তি জন্মে, এক ঘটনাকে তদপেক্ষা অত্যধিক বলিয়া মনে করে । কি কার্য্য করিতে হইবে তদ্বিষয়ে কোন স্থিরধারণা না থাকিলেও কার্য্য হইল না বলিয়া ব্যস্ততা জন্মে । দ্রুত হইতে দ্রুততর চলিতে চলিতে সত্তবতঃ চক্ষুপেশীর অসামঞ্জস্যভূত ক্রিয়াবশতঃ কোন গৃহকোণ দেখিলে রোগী বোধ করে যেন তাহা বর্দ্ধিত হইতেছে । এজন্য রোগী ভীত হইয়া এক রাস্তা ত্যাগ করিয়া অপর দূরতর পথ অবলম্বনে অধিকতর বেগে গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিতে থাকে । রোগী কোন উচ্চস্থান হইতে নিম্নাভিমুখে তাকাইলে ভীত হয়, মনে করে তথা হইতে পতিত হইলে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে । ফলতঃ ঐ সময় লক্ষ প্রদানের এক্রপ প্রবল ইচ্ছা উপস্থিত হয় যে অনেক সময়ে ইহারা তক্রপ করিয়া মৃত্যুপ্রাণে পতিত হইয়া থাকে । চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার রোগ মানসিক দুর্বলতা ঘটিত বিষয়দোষাদ বলিয়াই অনুমিত হয় ।

শিরঃশূল বা হেডেক—অর্ধশিরশূল, আধকপালি মাথাব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া ।—আর্জেন্টাম্ নাইট্রিকামের শিরঃশূলে রোগী বোধ করে যেন তাহার মস্তক অত্যন্ত

হৃদযন্ত্রের হইয়াছে। ইহার সাধারণ এবং অর্ধশিরঃশূল উভয়েই মস্তিষ্কের গভীরদেশে, বিশেষতঃ ললাটের স্বাম্যপার্শ্বস্থ উচ্চস্থানের গভীর-দেশে (Frontal eminence) ছিদ্রকরার আয় বেদনা হয়। শেথোক্ত প্রকারের শিরঃশূলে **আর্জেন্ট** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহার সাময়িক আক্রমণ হয় এবং অনেক সময়েই পিত্ত ও অল্পজল বমন হইয়া নিবৃত্তি পায়। দুঃখজনক চিন্তা, জৈবরসাপচয়, অনিদ্রা এবং মানসিক শ্রম প্রভৃতি কারণ বশতঃ স্নায়বিক দুর্বলতার ইহার শিরঃশূল জন্মে বা বর্ধিত হয়।

খুজ্জার শিরঃশূলে বোধ হয় যেন ললাটের উচ্চ স্থানে পেরেক প্রবিষ্ট হইতেছে। ইথ্রেসিয়া এবং কফিয়াতেও মস্তকে পেরেক বসানোর আয় তীক্ষ্ণ বেদনা হয়। কমিয়া ফতা বাঁধার আয় চাপে **আর্জেন্টামের** শিরঃশূল উপশমিত হয়, ইহাই প্রভেদক। ইহার বেদনার তীক্ষ্ণতা এতই দ্রুতি পায় যে রোগী প্রায় অচেতন হইয়া পড়ে।

প্রনপ্যালুজিয়া বা নুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল।—চক্ষুঅধঃদেশের এবং দন্তের স্নায়ুশূলরোগে **আর্জেন্ট** নাই বিশেষ উপকারী ঔষধ। বেদনা অতি তীক্ষ্ণ থাকে এবং **তীক্ষ্ণতার চরমাবস্থায়** রোগী মুখে অস্বাসাদ পায়। বেদনার প্রকৃতি ছিদ্র করার আয়। রোগ যন্ত্রণায় রোগীর মুখ হরিদ্রাভ পাণ্ডুর হয় ও বসিয়া যায়।

লোকোমটর এটাক্সি বা কশেরুকামজ্জার ক্ষয়-রোগ।—ডাঃ ডিউইর মতে **আর্জেন্ট** নাই আদর্শ লোকো-মটর এটাক্সিয়ার লক্ষণ উৎপন্ন করে। **আর্জেন্টামের** রোগ পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে বলিয়া ডাঃ হিউজ উপরি উক্ত রোগসহ ইহার লক্ষণের সাদৃশ্য বিষয়েই সন্দিহান। ইহা পেশীক্রিয়ার সামঞ্জস্যের (Co-ordination) বিভ্রাট ঘটায়। রোগী অন্ধকার

স্থানে অথবা চক্ষুর মুগ্ধিত অবস্থায় দাঁড়াইতে পারে না ; তাহার জজ্বা দুর্বল ও পায়ের ডিম্ ঘৃষ্টবৎ বেদনায়ুক্ত থাকে ; আলোকে কনীগিকার প্রতিক্রিয়া হয় না ; এবং সম্ভবতঃ অনৈচ্ছিকরূপে মূত্র ক্ষরণ হয় । অসামঞ্জস্যভূত পেশীক্রিয়ার সংশোধনে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । রোগী বোধ করে যেন তাহার জজ্বা কাষ্ঠনির্মিত বা গদি দ্বারা আবৃত । কামেচ্ছা নষ্ট হইয়া যায়, বোধশক্তির বিশৃঙ্খলা জন্মে । উরু প্রভৃতি স্নায়ুদের ও সন্ধির টাটানি, বিদীর্ণ ও ছিন্নবৎ বেদনা ও বেদনায়ুক্ত ঝাঁকির সঙ্ঘিত অসামঞ্জস্যভূত ক্রিয়া ও বলক্ষয়-বিষয়ক অসুভূতির অভাব এমন মিউতে দৃষ্ট হইয়া থাকে । আর্জেন্ট নাইতে কটিপশ্চাতে টাটানি বোধ হয় ও উত্থান করিতে তাহার বৃদ্ধি ও ভ্রমণে হ্রাস হয় ; হস্ত কাঁপে এবং রোগী রক্তনীতে উত্তেজনা প্রবণ হওয়ায় ভ্রমাবহ স্বপ্ন দেখে । দৃষ্টিশক্তিপ্রদ বা হাণ্টক স্নায়ুর ক্ষয় জন্মে । ইহা পরিস্ফুট রোগের পক্ষে অতি উপযোগী ঔষধ । অসামঞ্জস্যভূত পেশী ক্রিয়া ইহার প্রধান প্রদর্শক ।

জিঙ্কান—ইহারও কটিবেদনা ভ্রমণে উপশমিত হয় ; কিন্তু তাহা আর্জেন্টের স্নায় শয়নাবস্থা হইতে উত্থান করিতে বৃদ্ধি পায় না ।

সাল্ফার—ইহা এবং আর্জেন্ট নাই উভয়েরই স্নায়বিক লক্ষণ দিবা ১১টার সময় বৃদ্ধি পায় । ইক্কুলাস্ হাইপ ও আর্জেন্ট নাই উভয়ের কটির পশ্চাৎসন্ধির অস্থিপরস্পরার শিথিলতা বশতঃ বেদনা বোধ হয় ।

চক্ষুপ্রদাহ—কজ্জাংটিভাইটিস্ ; গ্র্যানুলার কজ্জাংটিভাইটিস্ ; অক্‌থ্যালিয়া নিওনেটরাম বা নবজাত শিশুর চক্ষুপ্রদাহ ; পুরুলেণ্ট কজ্জাংটিভাইটিস্ ; গণ্ডমালীয় বা ক্রফুলাস কজ্জাংটিভাইটিস্ ; এবং ব্লেফারাইটিস্ বা চক্ষু পত্রপ্রদাহ ।—অত্যধিক পুয়জনক চক্ষুপ্রদাহ মাত্রেরই চিকিৎসায়

আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম্ আমাদিগের একটি প্রধান সাহায্যকারী ঔষধ। ক্ষত জন্মিলেও ইহা উপকার করিয়া থাকে। ইহার পুয় ঘন, হরিদ্রাভ এবং অনুগ্রা। নবজাত শিশুর চক্ষু-প্রদাহের কথিতরূপ পুয়ের পরিমাণ অতি প্রচুর থাকে। **পাল্‌স্** এবং যে কোন প্রকার **মার্কারি** ব্যবহারে ফল না পাইলে ইহার কার্যকারিতা দৃষ্ট হয়। বয়স্কদিগের উপরিউক্তরূপ পুয়জনক চক্ষু-প্রদাহেও ইহা ফলপ্রদ। **পাল্‌সের** দ্বায় ইহার রোগলক্ষণও মুক্ত নাযুতে উপশমিত এবং উষ্ণ গৃহে অসহনীয় রূপে বদ্ধিত হয়। ফলতঃ উভয় ঔষধের লক্ষণই অনেকাংশে তুল্য। কার্যক্ষেত্রেও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পুয়জনক চক্ষুপ্রদাহে **আর্জেন্টামে** কার্য না হইলে মধ্যগামী রূপে একমাত্রা **পাল্‌সের** প্রয়োগে ইহার ক্রিয়া পুনরুদীপ্ত হয়।

রেফারাইটিন্ বা চক্ষুপত্রপ্রদাহে চক্ষুপত্রোপরি মামড়ি এবং চক্ষুপত্রোপাদানে ঘনত্ব ও পুয় জন্মিলে **আর্জেন্ট নাই** উপকারী। ইহার কালব্যাপী প্রদাহে কর্ণিয়াও আক্রান্ত হয়। **মার্কারি** রোগের দ্বায় ইহার রোগও অগ্নিতাপে অতিশয় বৃদ্ধি পায়।

গ্র্যাণুলার বা দানাবুক্ত চক্ষু প্রদাহেও ইহা উপকারী। ইহার রোগে অত্যধিক প্রদাহ জন্ম যোজকঝিল্লী অত্যন্ত লোহিত হওয়ায় চক্ষু হইতে প্রচুর পুয়বৎ স্লেয়াস্রাব হয়।

ব্লাস্টিকস্—ইহা অনেকাংশে **আর্জেন্ট নাইসহ** তুলনীয় হইলেও আক্ষেপিক লক্ষণ ইহাতে অধিকতর থাকে। চক্ষুপত্রের আক্ষেপিক মুদ্রণ ঘটে এবং তাহা সবলে উন্মোচন করিলে প্রবল বেগে প্রবৃত্ত, উগ্র স্রাব হয় ও তজ্জন্ম চক্ষুর চতুর্পার্শ্বে রসবিষ্মিকা জন্মে।

ক্রিস্‌জোটি—গ্র্যাণুলার চক্ষুপ্রদাহে প্রাতঃকালে তপ্ত ও বিদাহী অশ্রু নিঃসৃত হয়।

স্কুপ্ৰেসিয়া—ইহার গ্র্যাণুলার চক্ষুপত্রপ্রদাহ **আর্জেন্ট**
নাইরোগসহ তুলনীয় হইলেও ইহার পৃথাকার সাধের ও জলস্রাবের
হাজাকর গুণ থাকায় তাহা হইতে প্রভেদিত হয় ।

দৃষ্টিদৌৰ্বল্য বা এন্ট্রেনপাইয়া ।—চক্ষুপেশীর অসামঞ্জস্য-
ভূত ক্রিয়া (Want of co-ordination) নিবন্ধন দৃষ্টিবিভ্রাট
ঘটিলে **আর্জেন্ট নাই** উপকারী । স্থূল কার্যো চক্ষু ব্যবহার
করিলেও ইহাতে দৃষ্টিবিপর্যয় ঘটে ।

স্বরযন্ত্ররোগ—স্বরযন্ত্রের পুরাতন ও মৃদু প্রদাহ ।—
আর্জেন্টের স্বরযন্ত্রের পুরাতন প্রদাহরোগে গায়কদিগের
স্বররোধ হওয়ার অন্তর্ভূতি জন্মে । স্বরযন্ত্রের জ্বালা ও অবদরনভাব
কথা কহিলে তা অল্প প্রকারে স্বর ব্যবহার করিলে বর্দ্ধিত হয় ।
গায়ক এবং বক্তাদিগের সুরের ব্যতিক্রম ঘটিলে ইহা দ্বারা
উপকার পাওয়া যায় । গলা খাঁকর দিলে সহজেই প্রচুর পরিমাণ
পৃথাকার শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত হয় ।

ম্যাঙ্গানাম্—ইহার স্বরযন্ত্ররোগলক্ষণ **আর্জেন্টের**
লক্ষণসহ তুলনীয় । নিউমোনিয়া ও যক্ষ্মাক্রান্তের রোগীদিগের
মধ্যে ইহার গ্রায় স্বরযন্ত্র রোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে । থানা থানা শ্লেষ্মা
উঠিয়া প্রাতঃকালীন স্বরভঙ্গের উপশম হয় । ইহার রোগী চীৎকার স্বরে
পাঠ করিলে স্বরযন্ত্রের কষ্টপ্রদ গুরুতা ও কর্কশভাব জন্মে । সাধারণতঃ
শয়নে কাশির উপশম হয় ।

সিলিনিসাম্—ইহাও **আর্জেন্ট নাই**য়ের তুল্য ।

প্যারিস কোস্‌ড্রিকলিসা—প্রাতঃকালে সবুজবর্ণ
ও আটাল শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত হইলে ইহা উপকারী ।

ইঁপানি রোগ বা এজ্‌মা ।—অমিশ্র আক্কেপিক ইঁপ
রোগের পক্ষে **আর্জেন্টাম্ নাইট্রিকাম্** উপকারী ।

শ্বাসযন্ত্রপেশীর আক্ষেপ বশতঃ প্রভূত শ্বাসকৃচ্ছ। বহুজনাকীর্ণ গৃহে ইহার রোগ জন্মে বা বৃদ্ধি পায়।

এঞ্জাইনা পেট্টরিস বা হৃৎপিণ্ডশূল।—রোগীর বক্ষে এবং হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা প্রযুক্ত প্রভূত শ্বাসকৃচ্ছ জন্মিলে আজেন্ট নাই দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

আমাশয় রোগ—আমাশয়াজীর্ণ; আমাশয়শূল বা গ্যাষ্ট্রাল্জিয়া; আমাশয়ক্ষত বা গ্যাষ্ট্রিক অল্‌সার।—আমাশয়ের স্নায়ুশূল, ক্ষত এবং তদানুসঙ্গিক অজীর্ণ রোগে অনেক সময়ে আজেন্টান নাইট্রিকান ফলপ্রদ হইয়া থাকে। বাত প্রকৃতির কোমলাঙ্গি স্ত্রীলোকগণই অধিকতর সময়ে এইরূপ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহা তাহাদিগের ঋতু-স্রাব কালে উপস্থিত হয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির ভাবাদিক্য এবং অনিদ্রা বশতঃও ইহার আক্রমণের পুনরাবর্তন হইতে পারে। আমাশয়ে প্রভূত পরিমাণ বায়ুর উৎপত্তি হয় এবং তাহা সহজে উদ্গত না হওয়ায় আমাশয় ফাটি ফাটি করিতে থাকে। বহু চেষ্টার পর অবশেষে সবেগে প্রচুর বায়ুর উদ্গার উঠিলে কষ্টের কিঞ্চিৎ উপশম হয়। আমাশয়ে বস্তুখণ্ড থাকার অনুভূতিসহ কখন কখন আমাশয়োর্গগহ্বরস্থানে ক্ষতের ঞায় ও চর্ষণবৎ বেদনা চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত হইতে থাকে। সামান্য আহারেই তাহার বৃদ্ধি হয়। বেদনা বক্ষে বিস্তৃত হইলে বক্ষপেশীর অত্যন্ত আক্ষেপ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ জন্মে এবং তদবস্থায় বস্ত্রাদি মুখের নিকট লইলে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। অনেক সময় শরীর সন্মুখপার্শ্বে বক্র করিলে ও আমাশয় কঠিনরূপে চাপিলে বেদনার উপশম হয়। প্রভূত পরিমাণ বায়ুর উদ্গার উঠিলে এবং কখন কখন বমন হইলে বেদনার শেষ হয়। রোগীর বমিত ক্ষেত্রা টানিলে সূত্রাকারে পরিণত হয় ও চকচকে দেখায়। আমাশয়ের

ক্ষতরোগে সীমাবদ্ধ ও ক্ষুদ্রস্থানে চর্কনবৎ বেদনা চাপ দিলে ও আহার করিলে বর্দ্ধিত হয় । রোগী শ্লেষ্মা ও রক্ত প্রভৃতি বমন করে । আজেন্টামেনের আমাশয় রোগে শর্করাদি মিষ্ট বস্তুর প্রতি প্রবল লালসা জন্মে । কিন্তু রোগী তাহা সহ্য করিতে পারে না, উদরাময় হয় ।

বিস্ফাথ্—ইহা অনেকাংশে আজেন্ট নাইসের তুল্য । প্রভেদ এই যে ইহাতে ভুক্ত বস্তু আমাশয় স্পর্শ মাত্র বমন হইয়া যায় ।

ডাক্সকরিস্কা—উদরশূলের জন্ম বিখ্যাত হইলেও আমাশয়-রোগে ইহার উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের মুখলালাস্রাবে ইহা উপকারী ।

ইথ্রেসিস্কা—আমাশয়ে অল্প জন্মে এবং বিবিধম্বা ও বমন হয় । রোগী ক্ষুধার অনুভূতিসহ বমন করে । গুল্মবায়ুরোগ নিবন্ধন আমাশয়ের অসহিষ্ণুতার শান্তি বিধানে ইহা উপযোগী । রজনীর অথবা আহারান্তের আমাশয়শূলের পক্ষে ইহা উপকারী । শরীর চালনায় ও চাপে রোগের বৃদ্ধি হয় । রোগে, বিশেষতঃ গুল্মবায়ুরোগীর রোগে অত্যধিক উদলাগ্নান জন্মে । গুল্মবায়ু লক্ষণের বর্তমানতা ইথ্রেসিস্কা কে নাক্‌স্ হইতে প্রভেদিত করে ।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া ; নিশুকলেরা ।—উদরাময়-রোগে আজেন্টাম্ নাইটিকাম্ অনেকাংশেই আসেনিকের তুল্য । উভয়েই রক্তসংযুক্ত, সবুজ, ক্রৈদবৎ ও ছিব্ড়ে ছিব্ড়ে বিষ্ঠা থাকে । একনাইটবিষ্ঠা সবুজ ও ছিব্ড়ে ছিব্ড়ে । ক্যাক্সেরিস্কা ফসের ত্রায় ইহারও বিষ্ঠাত্যাগ-কালে পট পট করিয়া প্রভূত বায়ু নিঃসরণ হয় । মিষ্ট আহারে অত্যন্ত লালসায়ুক্ত রোগী মিছরি, ওলা প্রভৃতি মিষ্ট বস্তু অথবা অত্যধিক শর্করা ভোজন করিলে আজেন্ট নাইসের রোগ জন্মে বা বৃদ্ধি

পায় । মানসিক ভাবাবেশের উত্তেজনাকারী ঘটনাদি সত্ত্বে উদরাময়ের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ । সামান্য আহার ও পান মাত্রই উদরাময়ের বৃদ্ধি হয় ।

উক্ষীভূত মৃতমলুষ্যবৎ জীর্ণ শীর্ণ শিশুদিগের অত্যধিক মিষ্টভক্ষণ প্রযুক্ত হঠাৎ কলেরা রোগেও ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ । তরল নস্তু পান মাত্রই মলত্যাগ হওয়ায় বোধ হয় যেন শিশুর মুখ হইতে মলবাহার পর্য্যন্ত একটি স্রাজুপথ হইয়াছে । উদরাময় রজনীতে বৃদ্ধি পায় এবং সবুজ ও ক্রৈদবৎ বিষ্ঠা ও বায়ু শব্দের সহিত নির্গত হইতে থাকে ।

জেলুসিমিস্থাম্,—রোগী ভীত ও আকস্মিক আশঙ্কাক্রান্ত হওয়ায় হঠাৎ হরিদ্রাত কাদার দ্বায় মলত্যাগ করিলে ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য ।

ভীতিচকিত হওয়ায় উদরাময় জন্মিলে স্থলবিশেষে ওপিহাম্ ও ভিরেট্রাম্ এন্ড্রাম্ ও উপকার করিয়া থাকে ।

নেফ্যালুজিয়া বা বৃক্ককশূল ।—রক্তাধিক্য অথবা পাথরী ঘটিত কিডনিশূলে আজেল'টাম্ নাইট্রিকাম্ উপকারী । রোগীর মুখ কৃষ্ণবর্ণ ও শুষ্ক । মূত্রস্থলীপ্রদেশে ও কটির পশ্চাতে মৃদু কনকখানি বেদনা । মূত্রনলী ক্ষীণ বোধ হয় ও মূত্রত্যাগ করিতে জ্বালা করে । হঠাৎই মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জন্মে । মূত্র কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তবৎযুক্ত থাকে অথবা তাহাতে স্ফোমিক ঝিল্লীর উপস্থিতি ও ঘূরিক এসিডের তলানি থাকিতে পারে ।

নাই এসি—মূত্রে পাথরির প্রধান উপাদান অক্জ্যালিক এসিড থাকিলে ইহা উপকারী ।

পুয়মেহরোগ বা গনরিয়া—আজেল'টাম্ নাইট্রিকাম্ গনরিয়া রোগে ঘন, হরিদ্রাত ও পুয়াকার স্রাব হয় ।

মূত্রনালী টাটায় এবং তাহাতে ক্ষীতি থাকে । কামোদ্দীপক স্বপ্ন হওয়ায় শুক্রস্থলন হয় । রক্তনীতে লিকোচ্ছাসের বৃদ্ধি হওয়ায় মূত্রনালী গিট গিট ভাব ধারণ করার ক্ষমতাই জন্মিলে ইহা উপকারী । ক্যানাবিস ব্যবহারের পর স্রাব পুষাকার ধারণ করিলে ইহা ফলপ্রসূ ।

জরায়ুরোগ—জরায়ু গ্রীবার ক্ষত ।—জরায়ু গ্রীবার ক্ষত, বিরুদ্ধি ও দড় কচড়া ভাব হওয়ায় প্রচুর, পীতবর্ণ ও ক্ষতকর প্রদর জন্মিলে এবং ক্ষতস্থান হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব হইলে আজেন্টাইন নাই উপকারী

বহুমূত্ররোগ বা ডায়াবিটিস্ ।—মূত্রমেহ অর্থাৎ শর্করাহীন মূত্রমেহরোগে আজেন্টাইন নাই বিশেষ উপকারী ঔষধ । মহাত্মা হানিমানও এরোগে ইহার উপকারিতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । ইহাতে পুনঃ পুনঃ, প্রচুর, বোলা ও মিষ্ট গন্ধের মূত্রস্রাব হয় ।



লেকচার ৫০ (LECTURE L).

অরাম্ (Aurum) ।

প্রতিনাম ।—অরাম্ মেটালিকাম্ ।

সাধারণ নাম ।—মেটালিক গোল্ড ।

প্রয়োগরূপ ।—অধঃক্ষিপ্ত (Precipitated) ধাতুব ট্রিটুরেশন ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—কতিপয় সপ্তাহ ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম ।—৩× হইতে ২০০ ক্রম পর্য্যন্ত
সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় ।*

* লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ ঔষধের যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাঠিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা বাইতেছে, যথা—ডাঃ গেজ্—রোগীর বয়স ২১, সম্ভবতঃ বিনাহৃদযক চিন্তা (রোগীর বিধানানুসারে) ও হস্ত বৈথুন মানসিক বিকারের কারণ; রোগী বলিয়াছিল তাহার জীবন থাকিতে সে রোগমুক্ত হইবে না; কাযো অপ্রবৃত্তি এবং একাধিক বার অস্থায়ীতে আত্মহত্যার চেষ্টা; ৬×, আরোগ্য। ডাঃ এলেন্—রোগীর বয়স ৫২; সাংসারিক অনশ্চা উন্নত; রোগের প্রথমাবস্থায় রোগী ভরসাহীন থাকে পরে বিষয়চিন্তা হয়; তাহার বিশ্বাস জন্মে যে তাহার ব্যবসায় নষ্ট ধষ্টতেছে ও তাহার অবস্থা মন্দ হইবে; রোগের এই অবস্থায় সে মনে করিত যে কোন গহিত কার্যা করিয়াছে ও ভগবানের ক্ষমার অযোগ্য হইয়াছে, এই সময় তাহার প্রবল ভীতি জন্মে যে তাহার স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ও তজ্জন্ম সে ক্রন্দন করিত; ভয়কর অনিদ্রা; ১২ ট্রিট, ১১ মাত্রায় আরোগ্য। ডাঃ মিলার—অধিক বয়স্ক স্ত্রীলোকের প্রথম সম্ভাব্য প্রসবে পেরিনিয়াম ছিন্ন ও প্রসবের চতুর্থ দিবসে প্রচণ্ড প্রকৃতির হৃতিকোষ্মাদ হয়; সে মধ্যে মধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করে; রোগের তৃতীয় মাসে ৩০ ক্রম প্রয়োগে অচিরে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য। ডাঃ বার্বেট্—৪ বৎসর পূর্বে রোগীর উপদংশরোগ হয়, পায়দ সেবনের বিবরণ নাই; ২ বৎসর পূর্বে হইতে মস্তকাস্থির স্থানে স্থানে অস্থি বিবর্দ্ধন আরম্ভ হয় ও রোগীর ভর্যাবহ শীরঃশূল জন্মে; রোগী ক্রমে ভরসাহীন

উপচয়—মুক্ত বায়ুতে ; গাত্র শীতল হইলে ; শয়নাবস্থায় ; মানসিক শ্রমে । ইহার বহুবিধ রোগ শীত ঋতুতে উপস্থিত হয় ।

উপশম ।—উষ্ণ বায়ুতে ; শরীর উষ্ণ হইবার সময় ; প্রাতঃ-কালে এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে ।

সম্বন্ধ ।—অরামের কার্য্যপ্রতিষেধক—বেল্, সিঙ্ক, ক্যাম্ফর, ককুল, কফিয়া, কুপ্রাম্, মার্ক, পাল্‌স্ ও স্পিজি ।

অরাম্ গাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক ও স্পিজি ।

অরাম্ এবং সিফিলি নাম—একের পরে অপরের প্রয়োগ স্তম্ভলপ্রদ ।

প্রতিদিন হুইঙ্কি মণ্ড ব্যবহার প্রযুক্ত অন্ধরোগে উপকারী ।

তুলনীয় ঔষধ ।—এসাকি, আসর্স, বেল, ক্যাক্সে কা, সিঙ্ক, ইপ্লে, আয়ডি, মার্ক, মেজি, নাই এসি, ফস, প্ল্যাটি, পাল্‌স্, রড ও সিলিক ।

এবং বিমর্ষ হইয়া পড়ে ; গনরিয়া ছিল, রোগী রক্তহীন হইয়া যায় ; ৩×, আরোগ্য । ডাং বমন—৫২ বৎসর বয়সের রোগীর বহুকাল হইতে নিয়মিতরূপে প্রতিদিন অল্প মাত্রায় হুইঙ্কি মণ্ডপান অভ্যস্ত ছিল ; ৩ মাস হইতে দৃষ্টিমালিন্য জন্মিতে আরম্ভ করার এক্ষণে রোগী কোন বস্তুর উর্দ্ধের অর্দ্ধ ভাগ মাত্র দেখিতে পায় ; দৃষ্টি মালিন্যসহ কাল কাল দাগ দৃষ্টিপথে আইসে ; ৩, আরোগ্য । ডাং বিচাডস—গওমালা ধাতুর ৯ বৎসরের বালিকার ৩ বৎসর হইতে বামঃকণ পাকা, দুগ্ধক পুষ্পে প্রাব ; ৩, আরোগ্য । ডাং হইন—উপদংশ রোগগ্রস্ত রোগীর পিনস রোগে নাসিকান্তির ক্ষত জন্মে ; কোন চিকিৎসাত্রেহ আরোগ্য না হওয়ায় রোগী ভবনাধীন হয় ও আত্মহত্যার চেষ্টা করে ; ৩০, আরোগ্য । ডাং বুট—অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের অত্যধিক ভুঁড়ি জন্মে ও সূত্ৰাভীতি উপস্থিত হয় ; মুক্ত বায়ুর ইচ্ছা, জীবনে বীতরাগ ও ক্রন্দনশীলতা ; ৩০, আরোগ্য । ডাং গ্রস্—৬ মাসের শিশুর জলদোষ বা হাই-ড্রিসিল ; ২০০, এক মাত্রায় আরোগ্য । মেলার অস্থির ক্ষত ; ৩০, আরোগ্য ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ ।
 শোণিতসম্পন্ন ব্যক্তি, বাহাদিগের শরীর লোহিত আভাবিশিষ্ট, কেশ ও চক্ষু স্বেদন এবং বাহারা তেজস্বী, অস্থিরপ্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎবিষয়ে উৎকণ্ঠায়ু

স্থূলশরীর ও দুর্বলদৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট বৃদ্ধ ব্যক্তি, বাহারা জীবনে ক্রান্তি বোধ করে ।

পারদ এবং উপদংশের কুফলে বাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে ।

ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শীর্ণতা, স্মৃতিহীনতা, নিস্তেজকতা এবং দুর্বল স্মরণ-শক্তিযুক্ত বালক, বাহারা বয়সস্থূলভ বাবহানে বিরত থাকে এবং বাহাদিগের অণ্ডকোষ পুষ্ট না হওয়ায় শুক্র ও অকর্মণ্য হওয়া যায় ।

অবিশ্রান্ত ভাবে আত্মহত্যাবিষয়ক চিন্তায় রত ব্যক্তি
 (ঝাজা—মরিতে ভীত হয়, নাকস) ।

প্রায় সর্বপ্রকার রোগেই, বিশেষতঃ পারদের অপব্যবহারে, গভীরতর বিবাদ ; রোগী ঘৃণাব্যঞ্জক এবং কলহপ্রিয় বলিয়া বোধ করে ; আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা জন্মে ; অহোরহ জীবন ভারবহ বলিয়া বোধ হয় ।

রোগী শাস্তিহীন ও ব্যস্ত থাকে, মানসিক এবং শারীরিক কার্যতৎপরতা বিষয়ে প্রবল ইচ্ছা জন্মে ; কোন কার্যই ইচ্ছানুরূপ ত্রুস্তাসহ হয় না (আর্জে নাই) ।

দুঃখ এবং প্রেমনৈরাশ্র ঘটিত রোগে রোগী মৃত্যু কামনা করে ও আত্মহত্যা করিতে চাহে ।

হঠাৎ ভীতি, ক্রোধ, প্রতিবাদ, অপমান, বিরক্তি, ভয় অথবা অপ্রকাশিত অসন্তুষ্টি (ষ্ট্যাফি) প্রভৃতি নিবন্ধন রোগ ।

অসহিষ্ণু (কনা)—বেদনা ; ভ্রাণ, আশ্বাদ, শ্রবণ ও স্পর্শনাদি (এনাকা) সকল বিষয়েই অসহিষ্ণুতা ।

কটা বর্ষের ব্যক্তিদিগের শিরঃশূল ; রোগী হুঃখিত, হতাশ ও মৌন ; যে সকল ব্যক্তির ধাতু স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধপ্রধান এবং বাঁহাদিগের সামান্য মানসিক শ্রমেই উপরিউক্ত রোগাদি জন্মে ।

উপদংশ এবং পারদ ঘটিত রোগে কেশশ্চলন ।

অর্দ্ধদৃষ্টি জন্মিলে রোগী কৌন বস্তুর কেবল নিম্নার্দ্ধ দেখিতে পায় (বস্তুর কেবল বামার্দ্ধ দেখে, লিথিয়া, লাইক) ।

উপদংশ ও পারদঘটিত অস্থিরোগ ।

পিনস এবং কাণ পাকা রোগে নাসিকা, তালু ও ম্যাষ্টাইড্ অস্থির ক্ষত জন্মিলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ প্রাব । রজনীতে বেদনার বৃদ্ধি হইলে রোগী হতাশ হইয়া পড়ে । পারদের অপব্যবহার অথবা উপদংশরোগ ইহার কারণরূপে বর্তমান থাকে (এসাকি) ।

অত্যাচের বস্ত্র ধরিবার চেষ্টার অঙ্গাদির অতি টানাটানিসহ পরিশ্রমে (পডো. রাস্) এবং জরায়ু বিবৃদ্ধি নিবন্ধন (কনা) জরায়ুশ্চলন ও দড়কচড়া ভাব ।

ঋতুকালে ঋতু ও জরায়ু সন্ধকীয় রোগের বৃদ্ধি হওয়ায় অত্যন্ত বিষমতা জন্মে ।

বালিকাদিগের যৌবনাগমে প্রস্থাসে দুর্গন্ধ ।

অম্লভূতি যেন হৃৎপিণ্ড স্থিরহইয়া রহিয়াছে, যেন হৃৎস্পন্দন বন্ধ আছে এবং পরে হৃৎপিণ্ড হঠাৎ যেন একটিগুরু আঘাত করে (সিপিয়া) ।

প্রচণ্ড হৃৎকম্প ; পরিশ্রম করিলে মস্তকে ও বক্ষে রক্তাদিক্য হওয়ায় উৎকণ্ঠা জন্মে ; নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্বল, দ্রুত এবং অনিয়মিত হয় ; কেরটিড্ ও ললার্টপার্শ্বের ধমনীর স্পন্দন দৃষ্টিগোচর হয় (বেল, গ্রন) ।

হৃৎপিণ্ডের বসাপকৃষ্টতা (ফস্) ।

রোগকারণ।—উপদংশরোগ প্রযুক্ত জীর্ণতা এবং পারদের

অপব্যবহার নিবন্ধন স্বাস্থ্যহানি অরামের রোগের মৌলিক কারণ বলিয়া পরিগণিত । মানসিক পরিশ্রম এবং গভীর চুঃখ, নৈরাশ্র ও প্রেম বিষয়ক ভ্রাশা প্রভৃতি প্রযুক্ত মানসিক অবসাদ ইহার রোগের গৌণ কারণ বলিয়া বিবেচিত ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—অরাম অগ্নি এবং গ্রহ্মিণ্ডলী, বিশেষতঃ নাসিকা ও তালুর অস্থিনিচয় এবং চক্ষু ও নাসিকার শ্লেষ্মিকাকিল্লী ইত্যাদি অতি প্রগাঢ়রূপে আক্রমণ করে । আক্রান্ত অস্থিনিচয়ের যে অবস্থা ঘটে তাহা উপদংশ এবং পারদের অপব্যবহার অথবা গণ্ডমালা রোগ নিবন্ধন ঐ সকল শরীরাংশের অবস্থার সম্পূর্ণরূপ সমপ্রকার । ফলতঃ ইহাতে আক্রান্ত শরীরাংশের উপাদানের ধ্বংসাত্মিমুখীন গতি প্রবণতা দৃষ্টি হয় । ডাং এলেনের মতে ইহা আক্রান্ত তন্তুজালযুক্ত শরীরস্থানের বা যন্ত্রের তান্তুবোপাদান বিশেষরূপে ধ্বংস করে । স্থানিক ক্রিয়া বাতীত নৈরাশ্র ও বিষন্নতা নিবন্ধন আত্মহত্যার প্ররুতি ইহার রোগের বিশেষতা জ্ঞাপন করে ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ ।—অরামের ক্রিয়া পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাহার ব্যাপকতা অধিকতর না থাকিলেও গভীরতায় তাহা ইহার সমক্রিয় অপর কোন ঔষধ অপেক্ষা নূনতর নহে বরং অনেকাপেক্ষা তাহা গভীরতর বলিয়াই অনুমিত হয় । উপদংশ ঘটিত গভীর ও পুরাতন রোগ, পারদের অপব্যবহার নিবন্ধন রোগ, এবং সরাবিষবাস্পোঃপন্ন, অপিচ স্ক্রুফুলারোগের ক্রিয়াফল, এবং অরামের ক্রিয়াবর্তিত লক্ষণনিচয় অতি নিচুট সাদৃশ্য প্রকাশ করায় ইহা ও গভীর ক্রিয়াশালী “এন্টি সিকিলিটিক” এবং “এন্টি স্ক্রুফুলটিক” ঔষধ বলিয়া গণ্য হইলেও তাহাদিগের ত্রায় ইহার কার্যের বহুব্যাপকতা দৃষ্ট হয় না ।

ইহার সকল কার্যই উপাদানের গভীর পরিবর্তনকারী ও ধ্বংসসাধক;

এবং সকল কার্যেরই মূলে প্রভূত শোণিতোচ্ছ্রাস ও শোণিতাধিক্য বর্তমান থাকে । ইহার ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়োস্তেজনা ও বন্ধে শোণিতোচ্ছ্রাস নিবন্ধন স্বাসকৃচ্ছ, হৃৎকম্প এবং অবশেষে হৃৎপিণ্ডপেশীর বিরুদ্ধি উপস্থিত হয় । মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ শিরোবর্ণন ও শিরঃশূল প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয় । ইহার ক্রিয়ায় চিন্তাবিভ্রম ঘটে না । মানসিক-ভাবপ্রবণতাবিশিষ্ট রোগী গভীর বিষমতাগ্রস্থ হয় ; কখন কখন তাহা ধর্মোন্মাদের ভাব ধারণ করে । ফলতঃ ইহার সকল কার্যই চরম সীমা প্রাপ্ত হয় । মানসিক বিষমতার আতিশয্যে রোগীর আত্মহত্যা প্রযুক্তি জন্মে এবং অতি নির্বিক্রান্তিশয় সহকারে তাহার চেষ্টারত হয় । ইহা অস্থিমণ্ডল, বিশেষতঃ, নাসিকাঅস্থি এবং মস্তকাস্থি বিশেষরূপে আক্রমণ করায় একাদিক্রমে নাসিকাস্থির রক্তাধিক্য এবং ধ্বংসোৎপন্ন হয়, অপিচ মস্তকাস্থিতে অর্ধদুর্ভাষা থাকে । অত্যন্ত বহুমধ্যে যকৃতের রক্তাধিক্য, সিরোসিস বা ক্ষয় এবং তদানুগতিক শোথ প্রভৃতি জন্মে । কিড্‌নিতে রক্তাধিক্য নিবন্ধন দানা উৎপাদক ক্ষয় এবং তৎফলস্বরূপ এডুমিউরিয়া বা লালামেহ প্রভৃতি জন্মে । গ্রন্থিনিচয়ে ইহা রক্তাধিক্য ও ক্ষতি প্রভৃতি উৎপন্ন করিলে গণ্ডমালাবৎ লক্ষণ প্রকাশ পায় । ত্বকে ইহা কর্কট রোগ বা ক্যান্সারবৎ ক্ষত উৎপন্ন করে এবং ইহার ক্ষতোৎপন্ন পুঞ্জ হরিদ্রাত ও ছিন্ন পানীরবৎ তলানিযুক্ত থাকে ।

ফলতঃ ইহার ক্রিয়ার প্রাথমিক ভয়াবহ শোণিতোচ্ছ্রাস বশতঃ শরীরে শোণিতের মিথ্যা প্রাচুর্যলক্ষণ উৎপন্ন হয় এবং রোগী অলৌক শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্যসুখব্যঞ্জক লঘুভাব বোধ করে । কিন্তু তাহার অবশ্য-স্তাবী প্রতিক্রিয়ায় রোগী শীঘ্রই দুর্বল, অবসাদগ্রস্থ এবং অসুস্থ হইয়া পড়ে । হোমিওপ্যাথিতে অরামের একটি মাত্র সন্ট, অরাম মিউরিয়ে-টিকাম্ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কিন্তু ক্রিয়া ও ঔষধ গুণ বিষয়ে মূলধাতু হইতে তাহার বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না । তবে

চিকিৎসকগণ তাঁহাদিগের বহুদর্শিতালব্ধ জ্ঞানের অনুবর্তী হইয়া এক বা অল্পতরের যে পক্ষপাতী হইয়া থাকেন তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে । নিম্নে ইহার যত্নগত লক্ষণ বর্ণিত হইল ।

মানসিকবিকার বশতঃ রোগী জীবনে বীতশ্রদ্ধ ; আত্মহত্যায় প্রবৃত্তি । ধর্মোন্মাদে রোগিনী মনে করে তাহার উদ্ধারের কোন উপায় নাই । রোগী অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ, মনে করে সে এ সংসারে বাসের পক্ষে অনুপযুক্ত, কোন বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিবে না । হতাশ, ভগ্নহৃদয়, অসুখী এবং ক্রন্দনশীল । হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়ায় রোগী ছুটিয়া বেড়ায়, হৃৎকম্প হয় । আশঙ্কান্বিত ও ভীতিপূর্ণ রোগী কপাটের সামান্য শব্দেই ব্যাকুল হয় এবং খিটখিট করে । প্রচণ্ড মানসিক ভাবযুক্ত রোগী সামান্য প্রতিবাদেই ক্রোধাক্ত হইয়া উঠে । দুঃখ এবং প্রেমনৈরাশ হইতে রোগ জন্মে । স্মরণশক্তি দুর্বল হয় । ভ্রম দৃষ্টিতে কুকুর বা প্রাচীরোপরি একখানি হস্ত ইত্যাদি দেখে । অস্বস্তিপূর্ণ থাকে, ত্রস্ত ভাবযুক্ত হয়, মানসিক ও শারীরিক কার্যে তৎপর হইতে চাহে ; কোন কার্যই ইচ্ছানুরূপ ত্রস্ততারসহিত সম্পাদিত হয় না ।

অনুভব-শক্তি বিধ্বস্ত হওয়ায় মস্তক নত করিলে শিরোগূর্ণন হয় ও রোগী বোধ করে যেম সে চক্রবৎ ঘূণিত হইতেছে, মস্তক উত্তোলন করিলে তাল বোধ করে ; শিরোগূর্ণন হওয়ায় রোগী বোধ করে যেন সে মৃদু পান করিয়াছে ; যুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ কালে রোগী বোধ করে যেন বাম পার্শ্বে পতিত হইবে, তাহাতে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তদবস্থাতেও সামান্য শরীর চালনায় শিরোগূর্ণন পুনরাবর্তন করে ।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটিলে কোন যন্ত্রণা না থাকিলেও সমস্ত রজনী নিদ্রাহীন থাকে এবং প্রাতঃকালে আলস্য বা নিদ্রালুভাব থাকে না । দস্যু বিষয়ক জাজ্জল্যমান ও ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে, নিদ্রাকালে শব্দ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস

কেলে। অস্থি বেদনায় নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং রোগী এতাদিক যত্নণা বোধ করে যে সে আর বাঁচিতে ইচ্ছা করে না।

মস্তকে শোণিতোচ্ছ্বাস নিবন্ধন মুখের ক্ষীতি, এবং কাচের ত্রায় উজ্জল চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিশূলিকের দৃষ্ট, মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি। শয়না-বস্থায় মস্তকাস্থিনিচয়ের ভয়বৎ বেদনার অন্তর্ভূতি। মস্তকপশ্চাতের অস্থির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ছিন্নবৎ মুহূ বেদনা মস্তক ভেদ করিয়া ললাটে মায় ও মস্তক চালনায় বৃদ্ধি পায়। মূর্ধ্নায় তাপানুভূতি। মস্তকাস্থির উপরে অস্থিময় অর্কুদ জন্মে ও তাহাতে ছিদ্র করার ত্রায় বেদনা হয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিকার বশতঃ রোগীর দ্বিত্বদৃষ্টি ঘটে, বস্তু সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায়, কখন বা বস্তু সকল সমান্তরালভাবে কল্পিতবৎ দৃষ্ট হয় ; রোগী বস্তুর নিম্নার্দ্ধ দেখিতে পায়, উর্দ্ধার্দ্ধ কোন ক্রমবর্ণ পদার্থ দ্বারা আবৃত দেখায়। স্রবণেন্দ্রিয়ে উচ্চ শব্দ এবং তাহার বিশৃঙ্খল শব্দে রোগী অসহিষ্ণু থাকে। স্রাবণেন্দ্রিয়ের রোগে স্রাবণশক্তির অসহিষ্ণুতা। সকল বস্তুই উগ্র স্রাবণযুক্ত বোধ। দুই আহারের ব্যবধান কালে মুখে যেন যুগ্মালক পচা মাংসের ত্রায় পচা আশ্বাদ ; তিক্তাশ্বাদ জন্মে।

অনুভূতিদ স্নায়বিকার বশতঃ রোগী সর্বপ্রকার বেদনাতেই অসহিষ্ণু থাকে, বেদনা জন্ম নৈরাশ্র জন্মে এবং সে বাঁচিতে ইচ্ছা করে না। বেদনাপ্রবুণ রোগী বেদনার বিষয় মনে করিলেই বোধ করে তাহার বেদনা হইয়াছে। ছিদ্র করার ত্রায় বেদনা বিশেষরূপে অস্থিতে অনুভূত।

গতিপ্রদায়ার বিকার বশতঃ এককালীন নিদ্রা না হওয়ায় রোগী প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ বলহীন বোধ করে। প্রকল্পতা না থাকায় রোগীর খরখর মুহূ কম্পভাব উপস্থিত হয়। শুষ্ক বায়ুবৎ আক্কেপ পর্যায়ক্রমিক হাসি ও ক্রন্দন। গাত্রচালনার বিষয় মনে হইলে

রোগীর অজ্ঞাতসারে শরীর অল্প অল্প নড়িতে থাকে; কথা কহিতে অনৈচ্ছিকরূপে হাসিয়া ফেলে। শরীরাত্যন্তর শূন্য এবং সম্পূর্ণ শরীর দুর্বল বোধ হয়।

মুখমণ্ডল ক্ষীত ও চকচকে থাকিলে মানসিক প্রমে তাহার বৃদ্ধি হয়; মুখ নীলাভ থাকে। মুখের বামপার্শ্বে ও তাহার গভীর দেশে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা। অগ্রতর গণ্ডের ক্ষীতি, এবং সেই সময়েই উর্দ্ধ ও নিম্ন চ্যুত্রে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা, দন্ত অধিক তর দীর্ঘ বলিয়া বোধ। মুখমণ্ডলের অস্থির প্রবাহ, গণ্ডাস্থির ক্ষত এবং তাহাতে ছিন্ন ও ছিদ্র করার ঝায় এবং জ্বালাযুক্ত স্ফুটনবৎ বেদনা। গণ্ডাস্থিতে প্রচণ্ড ছিন্নবৎ বেদনা। ওষ্ঠে, মুখে এবং ললাটে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্বেদ।

চক্ষু গোলক বহির্নিষ্ক্রান্ত। চক্ষুতে বালুকাপতনবৎ অনুভূতি। চক্ষুর আততশ্য বশতঃ দেখিতে কষ্ট। তাকাইলে চক্ষু গরম বোধ হওয়ায় বোধ হয় যেন অপটিক স্নায়ুতে রক্তের চাপ লাগিতেছে। চক্ষুতে চাপ ও দুর্বলতার অনুভূতি। উর্দ্ধ হইতে অধঃ ও অভ্যন্তর অভিমুখী দক্ষিণ চক্ষুগোলকের চাপবৎ বেদনার চক্ষু চালনায় বৃদ্ধি। চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত জলস্রাব। প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে ও চক্ষুপুট জ্বালা করে; চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে (Inner canthos) স্ফুটনবৎ ও আকৃষ্টবৎ বেদনা এবং চুলকনা হইলে তাহা জ্বালা করে।

রুক্ষসাধ্য ও দুর্গন্ধ কর্ণস্রাব ও ম্যাষ্টইড অস্থির ক্ষত।

নাসিকার রোগ বশতঃ তাহা ক্ষত ও বেদনায়ুক্ত এবং বদ্ধ নাসিকারজ্ঞ পথে শ্বাসপ্রশ্বাস চলে না, নাসিকায় মামড়ি জন্মে। গুরু সর্দি থাকার ঝায় নাসিকা রুক্ষ বোধ কিন্তু বায়ুর নির্বোধ গতায়। নাসিকায় জ্বালা, চুলকনা, স্ফুটনবৎ অনুভূতি এবং চনচনি; নাসিকায় টাটানি বেদনা, বিশেষতঃ স্পর্শে তাহার অনুভূতি।

নাসিকাস্থির অভ্যন্তরে চোয়ালাভিষুখীন ছিদ্রকরার দ্বারা বেদনা । দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের এবং তাহার নিম্নের লোহিত বর্ণ ও ক্ষীতি । নাক ঝাড়িলে পচাগন্ধ পাওয়া যায় । নাসিকাস্থির ক্ষত ।

স্বরযন্ত্রে সর্দি হওয়ার দ্বারা কণ্ঠের নেকি ও কিসকিসে স্বর ; শ্বাসযন্ত্রের গভীর দেশে শ্লেষ্মাখাকায় সহজে তাহা তোলা যায় না ।

শ্বাসকৃচ্ছ্র ; অবিশ্রান্তভাবে গভীর শ্বাস গ্রহণ ; রজনীতে যথেষ্ট বায়ু গ্রহণে অসমর্থতা । শ্বাসকৃচ্ছ্র হইলে শ্বাস গ্রহণ কালে বক্ষে মৃদু বেদনা । বক্ষের আক্ষেপিক সঙ্কোচন ; বশতঃ শ্বাস রোধের আক্রমণ ; বক্ষে শোণিতাধিক্য নিবন্ধন ইপানি ; রজনীতে এবং মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ কালে বক্ষের অত্যন্ত কষ্ট হওয়ায় মুখমণ্ডল নীল-লোহিত ; এবং তাহাতে হৃৎকম্প হইলে রোগী অজ্ঞানাবস্থায় ভূপতিত ।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে কাসি হইলে কঠিন হরিদ্রাবর্ণ গয়ারের নিষ্টিবন । রজনীতে শ্বাসহীন হওয়ায় রোগী কাসিতে থাকে । দ্বীলোক-দিগের শুষ্ক, আক্ষেপিক এবং বিশেষ প্রকারের স্নায়বিক কাসি প্রত্যেক রজনীতে সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্য্যন্ত সাময়িকরূপে হয় ।

হৃৎকম্প হওয়ার পর বক্ষে তীর বেঁধার দ্বারা বেদনা । বক্ষে ভাপ ও শ্বাসকৃচ্ছ্র হওয়ায় বক্ষের উভয় পাশে তীর বেঁধার দ্বারা মৃদু বেদনার শ্বাসগ্রহণে বৃদ্ধি । প্রত্যেক দিনই প্রাতঃকালে বৃক্ষে সর্দি চাপে এবং উঠিয়া বসিয়া অতি কষ্টে রোগী সামান্য গয়ার তুলিতে পারে ।

প্রচণ্ড হৃৎকম্প হওয়ায় উৎকর্ষা এবং ভীতিকম্প উপস্থিত হয় ।

নাড়ী ক্ষুদ্র কিন্তু তাহার তর তর গতি । হৃৎপিণ্ডরোগে বহুত ইপানিতে নাড়ী দুর্বল থাকে এবং মানসিক অবসাদ ও অত্যন্ত শারীরিক দুর্বলতা জন্মে ।

পরিপাকযজ্ঞবিকার বশতঃ চোয়ালাস্থিনিঃস্রব্ধিতে ক্ষীতি ও বেদনা ।

মুখাভ্যন্তরে বায়ু টানিয়া লইলে দন্তের বেদনা। দন্তমাড়ি ক্ষীত ও কালচে লোহিত, স্পর্শে অথবা আহারে ভীতে টাটানি এবং তাহা হইতে সহজে রক্তস্রাব।

জিহ্বা শুষ্কত্ববৎ কঠিন হওয়ায় তাহা চালনা করা যায় না। মুখে এবং জিহ্বায় “জাড়ি বা”। জিহ্বায় ক্ষত।

মুখ হইতে প্রচুর, মিষ্ট মিষ্ট লালস্রাব। মুখাভ্যন্তর ফোঁকাযুক্ত। মুখ হইতে পুরাতন পনারের ঝায় দুর্গন্ধের নির্গমণ। যুবতী বালিকাদিগের মুখে দুর্গন্ধ।

টনশিলগ্রাহি লোহিতবর্ণ ও ক্ষীত। তালুতে ছিদ্র করার ঝায় বেদনা হওয়ায় গলা হইতে কষ্টে স্লেমা তোলা যায়। গলাধঃকরণ কালে কিঞ্চিৎ তাহা না করিলেও গলায় মূছ চাপবৎ বেদনা।

অত্যন্ত খাইখাই ভাব, খাদ্যবস্তু ভাল লাগে, কিন্তু আহারে ক্ষুধা মিটে না। অপরিমিত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিবন্ধন আমাশয়ে বিবমিষার ভাব। দুগ্ধ, ওয়াইন মগ্ন এবং কাফি পানে ইচ্ছা। মাংসে ঘৃণা।

উদগারে বায়ু নির্গত হইলে হৃৎকম্পের উপশম। মানসিক শ্রমে বিবমিষা।

আমাশয়স্থানে জ্বালা বোধ হইলে গরম বস্তু গলা বাহিয়া উঠে। অপরাহ্নকালে আমাশয়প্রদেশে চাপ বোধ।

দক্ষিণ কুক্ষিতে জ্বালাযুক্ত চাপ ও কর্তনবৎ বেদনা। কুক্ষিদেখে বায়ুর চাপের ঝায় চাপ আহারে, পানে অথবা শরীর চালনায় বর্ধিত।

উদরশূলে পুনঃপুনঃ বাতকর্ম্ম। উদরের আক্কেপিক সঙ্কোচন বশতঃ অত্যন্ত উৎকণ্ঠা নিবন্ধন আত্মহত্যার প্ররতি। ফিতা দ্বারা কসিয়া বাঁধার ঝায় উদরে টান টান ভাবের বেদনা। উদরের গুরুত্বে হস্তপদের শীতলতা। উদরযন্ত্রের ক্রিয়া-বিশৃঙ্খলা ঘটায় উদরী জন্মে।

কোষ্ঠবন্ধে বিষ্ঠা কঠিন ও গিট গিট ।

অবিপ্রান্ত মূত্রবেগ । গ্রাভা রোগে মূত্র অত্যন্ত ও সবুজাভ কটা, কখন বা নিশ্চল এবং শোথ জন্মিলে সোণার বর্ণ । মূত্র খোইলের জলের ন্যায় ঘোলা এবং তাহাতে প্রচুর প্লেয়ার তলানি । মূত্র শীঘ্রই পচিয়া এমনিয়ার গন্ধযুক্ত ।* মূত্রস্থালীর পক্ষাঘাতে মূত্ররোধ ঘটে । মূত্রকৃচ্ছ্র হইলে মূত্রস্থালীপ্রদেশে চাপ বোধ ।

পুংজননেত্রিয়রোগে দক্ষিণ অণ্ডকোষ স্ফীত, তাহা স্পর্শ অথবা ঘর্ষণ করিলে তাহাতে ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় আততভাবের বেদনা । অণ্ডকোষের স্ফীতি এবং দড় কচড়া ভাব । রজনীতে লিঙ্গোত্থান ও শুক্র-স্থলন ।

গ্রীজননেত্রিয় লক্ষণে কুক্ষির গ্রন্থি স্ফীত হইবার পর আঁত বিলম্বে অত্যন্ত ঋতুশ্রাব কালে উদরশূল ও সরলাস্ত্রের স্থলন আওঁভাবে জরভ্রংশ ও মানসিক বিব্রলতা । যোনি হইতে অবিপ্রান্ত রসশ্রাব, ঘন ও শুভ্র শ্বেদপ্রদর, যোনি কপাটের জ্বালা এবং ভগ্নোষ্ঠের লোহিত বর্ণ ও বৃহৎ স্ফীতি ।

গ্রীবা গ্রন্থির স্ফীতি । যেন পেশীর ঋক্সতা নিবন্ধন গ্রীবার আততভাব, মস্তক নত করিলে অধিকতর হয়, কিন্তু বিশ্রাম কালেও থাকে । ক্লান্ত হওয়ার ন্যায় কটিবেদনা । কটিদেশের কণ্ডুরা সকলের একরূপ বেদনায়ুক্ত কাঠিগ্র হয় যে উক্ক উচ্চ করিতে পারা যায় না, তাহা অবশ্য বোধ হয় ।

স্কন্ধে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা । বাহ্যর ক্লান্তিবোধ হওয়ায় কণ্ঠে চালনা করা যায়, প্রকোষ্ঠ ভারি বাধ । দক্ষিণ কনুইয়ের অস্থিতে প্রবল বেদনা । উভয় মাণবন্ধে আক্ষেপিক বেদনা । হস্তাঙ্গুলির সন্ধিতে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা । করতল চুলকায় ।

রোগীর মস্তক হইতে সমস্ত শোণিত যেন নিম্নাঙ্গে প্রধাবিত হইতেছে বলিয়া বোধ ও তাহাতে মস্তক অবশ্য বোধ হওয়ায় রোগী বসিতে

বাধ্য । বসিলে জাম্বুদ্বন্ধিতে কসিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধার জায় বেদনা ।
টিবিয়া-অস্থিতে, গুল্ফসন্ধিতে এবং পদের উপরিভাগে হিঙ্গ করার
জায় বেদনা ।

নিদ্রাভঙ্গে অঙ্গনিচয়ের কিনকিনি ও অসাড়তা এবং অল্পভূতি-
শক্তিহীনতার শরীরচালনা অপেক্ষা শয়নাবস্থায় অধিকতর বলিয়া
বোধ ; প্রাতঃকালে জাগ্রত হইলে অথবা শৈত্যসংস্পর্শে অঙ্গ-
নিচয়ের অবশ্যতায়ুক্ত আকৃষ্টভাব । প্রকোষ্ঠ এবং উরুর অস্থিবেষ্ট-
কিঙ্কার স্ফীতি । প্রাতঃকালে শয্যায় স্থিরভাবে থাকিলে মস্তক এবং অঙ্গ-
নিচয়ের বেদনা অধিকতর থাকে এবং উত্থান করিলে অন্তর্দ্বন্দ্বিতা করে ।

পারদের অপব্যবহার বশতঃ স্বকের গভীর ক্ষত অস্থি আক্রমণ
করে ; স্বকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সমল হরিদ্রাবর্ণের দাগ স্পর্শে গিট গিট
ভাবের অল্পভূতি । তাহাতে চলবেদবৎ ও জ্বালাকর বেদনার গৃহমধ্যে
ভ্রাস এবং মুক্ত বায়ুমধ্যে বৃদ্ধি ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।

নিরন্তর আত্মহত্যা করিবার চিন্তা ।—এক দিকে পরিপাক
যন্ত্রের প্রধান অঙ্গ যকৃৎ, অপর দিকে জননেন্দ্রিয়ার প্রধান যন্ত্র অণ্ডকোষ,
ওভারি ও জরায়ু আক্রমণ দ্বারা তাহাদিগের ক্রিয়াহানি উৎপন্ন করায়
অরাম অতীব সাংঘাতিক প্রকৃতির মানসিক বিকার আনয়ন করে ।
রোগী অত্যন্ত বিষন্নচিত্ত হয় । ইহকাল পরকাল উভয় সম্বন্ধেই
নৈরাশ্রের গভীরতম দেশে উপনীত রোগীর জীবন অতি
ভারবহ হইয়া উঠে । সে আপনাকে অতি নিগৃহীত বসিয়া মনে করে ।
সে সংসারে সুখের লেশ মাত্র দেখে না । অবশেষে আত্মহত্যা
অসহনীয় দুঃখ নিবারণের এক মাত্র উপায় বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস
জন্মে । রোগী নির্বন্ধাতিশয় সহকারে আত্মহত্যা দৃঢ়

প্রতিজ্ঞ ও তদ্বিষয়ে চেষ্টাশ্রিত হয় । আমার এইরূপ একটা গোপী তাহার স্থায়ীকৈ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল । রজনীতে সে নিদ্রা যাইতে পারিত না । সে সামান্য কালের জন্তও চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাহার স্ত্রী অতি সন্তুর্পণে পথ্যা ত্যাগ করিয়া উদ্বন্ধনে আত্ম-হত্যার চেষ্টা করিত ; এরূপ ঘটনা অনেক বার ঘটিয়াছিল । অনেক বার সে তাহার স্ত্রীকে উদ্বন্ধনমূর্ত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল । রোগিণীর পিতা ভাবি অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত হইয়া আমাকে উপরিউক্ত বিষয় জ্ঞাপন করেন । আমি রোগিণীকে এক মাত্রা অরাম্ মিউ ৩০ ব্যবস্থা করায় সে অচিরে মানসিক স্বৈর্য্য লাভ করে । রোগের কারণ জানা যায় নাট । উপদংশ রোগে পারদের অপব্যবহার প্রযুক্ত স্বাস্থ্যভঙ্গ হিপার, নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি অনেক ঔষদই ফলপ্রদ হয় । কিন্তু উপরিউক্ত স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণসহ প্রগাঢ় বিষমতা ও আত্ম-হত্যার প্রবল চেষ্টা বর্তমান থাকিলে অরাম তাহার এক মাত্র ঔষধ বলিয়া পরিগণিত । পারদোপদংশ ঘটত মিশ্রবিষ জনিত রোগ ব্যতীতও প্রায় অধিকাংশ রোগে “আত্মহত্যার প্রবল প্রবৃত্তি” অরাম প্রদর্শন করে । ন্যাজাতেও এই লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় । কিন্তু অন্য বিষয়ে উভয়ের কোন সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না । নাক্স আত্মহত্যা করিতে চায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা কাথ্যে পরিণত করিতে ভীত হয় ।

চিকিৎসা ।

বিষাদোন্মত্ততা বা মেলান্কলিয়া ।—অতি গভীর প্রকৃতির বিষাদোন্মত্ততারোগের ঔষধ মণ্ডো অরাম শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বিবেচিত । রোগী আপনাকে সাংসারিক কাথ্যে নিতান্তই অপটু, সকলের হেয় এবং পরকাল সম্বন্ধে অতি অল্পপযুক্ত ও আশাহীন মনে করিয়া বিষমতার চরম সীমায় উপনীত হয় । মৃত্যু ভিন্ন মানসিক শাস্তি •

বিধানে উপায়ান্তর নাই বিশ্বাস করিয়া সর্বদা আত্মহত্যার চিন্তায় রত থাকে এবং তাহার চেষ্টা করে। ডাঃ ডিউই বলেন, “রোগীর আত্মহত্যার প্রবল প্রবৃত্তি কেবল তৎবিষয়ক চিন্তাতেই পর্য্যবসিত হয়, সে কদাচিৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করে”। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন, “যদিও রোগী প্রকৃত পক্ষে আত্মহত্যার চেষ্টা না করুক, সে তৎবিষয়ক চিন্তায় রত থাকে”। ডাঃ ট্যালকট বিশ্বাস করেন, অরাম অপেক্ষা আসেনিক দ্বারা আত্মহত্যার প্রবৃত্তি অধিকতর সময়ে বিদূরিত হইয়াছে।

সিপিহ্লা এবং অরাম—উভয় ঔষধেই প্রগাঢ় বিব্রততা এবং মৃত্যুর ইচ্ছা ও আত্মহত্যার প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে। স্বজনগণের প্রেম বিষয়ে নৈরাশ্র ও আপনার অকিঞ্চিৎকরতা **অরামের**—বন্ধু বান্ধবের ঔদাস্য **সিপিহ্লার**—আত্মজীবনে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা এবং মৃত্যু কামনার কারণ। **অরামে** শোণিতোচ্ছ্বাস ও হৃৎপিণ্ডস্থান হইতে উৎকণ্ঠা জন্মে, **সিপিহ্লাতে** শোণিতোচ্ছ্বাস হওয়ায় উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হয়, কিন্তু হৃৎপিণ্ডসহ তাহার কোন সংস্রব থাকে না।

আসেনিক—রোগী আপনাকে অকর্ষণ্য মনে করিয়া চতাস্থাস হয়। মনে করে সে বন্ধুবান্ধবের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, পুনঃপ্রাপ্তির কোন আশা নাই। অরণশক্তি দুর্বল থাকে, ক্রোধ জন্মিলে অথবা বাদানুবাদ করিলে রোগী প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠে। উপরি উক্ত বিষাদলক্ষণের উপস্থিতকালে মস্তকে শোণিতের প্রবল গতি হয়। ইহাতে রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করার প্রবৃত্তি জন্মে।

আর্জেন্টাম্, নাইট্রিকাম্—ইহায় রোগী সর্বদাই ঝগাকের উপরে থাকে ও কার্য্যে ব্যস্ত হয়; ভ্রাস্ত অশুভ্ৰুতি জন্মে, কোন “নির্দিষ্ট গৃহকোণের নিকটদিয়া বাইতে ভীত হয় এবং দূরত্ববিষয়ে ভ্রান্তি জন্মে

প্লানইন্—বিশেষরূপে পরিচিত পথও নূতন বা অচেনা বলিয়া বোধ হয় ।

চক্ষুরোগ—চিত্রপত্র বা রেটিনার রক্তাধিক্য বশতঃ

দৃষ্টি ও অর্দ্ধদৃষ্টি ; গণ্ডমালীয়া বা ক্রফুলাস্ চক্ষুপ্রদাহ ; কনোণিকার বা কর্ণির অস্বচ্ছতা ; অস্বচ্ছদৃষ্টি বা গ্লকমা ; উপতারাপ্রদাহ বা আইরাইটিস্ । —চক্ষুতে অত্যধিক শোণিতাধিক্য অরাম্ চক্ষুরোগের সাক্ষ্য কারণ এবং ইহা প্রধান লক্ষণরূপে বর্তমান থাকে । চক্ষুর অবিশ্রান্ত ও অপরিমিত পরিশ্রম অথবা উষ্ণ স্থানে অধিককাল কার্য্য করা প্রভৃতি কারণে চিত্রপত্রের রক্তাধিক্যবশতঃ চক্ষুর আততাবস্থা, চক্ষুগোলক ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ন্যায় অনুভূতি এবং মুখমণ্ডলের রক্তিমাদি জন্মিলে দ্বিভৃষ্টি হয় । কখন বা এ রোগে অর্দ্ধদৃষ্টি জন্মিলে রোগী অবস্থান্তসারে বস্তুর উর্দ্ধাধঃ বা অধোঅর্দ্ধ দেখিতে পায় । তাপ প্রয়োগে রক্তাধিক্যাদি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয় । মিউ এসি, লিথি কার্ব এবং লাইকতে বস্তুর লক্ষ্যভাবে অত্যন্ত পার্শ্বমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় । ” নেট মিউ এবং ভিটেনিসামও অর্দ্ধদৃষ্টিরোগে ইহায় সহিত তুলনীয় । ডাঃ ভিলাসের মতে চক্ষুরোগে অরাম্‌এর নিম্নক্রমের ব্যবহার নিষিদ্ধ । চক্ষুতে অত্যধিক রক্তাধিক্য বশতঃ উল্লিখিত লক্ষণনিচয় বর্তমান থাকিলে গণ্ডমালীয়া চক্ষুপ্রদাহে পাল্‌স অপেক্ষা অরাম্ অধিকতর উপকারী । স্পর্শসহিষ্ণু বেদনাবৃত্ত চক্ষুর কৈশিক শিরামণ্ডল অতীব রক্তপূর্ণ থাকে এবং চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব হয় । কনোণিকা শিরাশোণিতপূর্ণ থাকায় তাহার অস্বচ্ছতা এবং অস্বচ্ছ-
জন্মে । কর্ণিয়ায় ক্ষতও উৎপন্ন হইতে পারে ।

উপদংশ রোগে, বিশেষতঃ তাহাতে অথবা পারদ ব্যবহার নিবন্ধন উপতারা প্রদাহ বা আইরাইটিস রোগ জন্মিলে চক্ষু যদি অত্যধিক স্পর্শসহিষ্ণু থাকে অরাম দ্বারা উপকার হইতে পারে। বোধ হয় যেন চক্ষুর চতুঃপার্শ্বের অস্থিতে বিশেষ প্রকৃতির বেদনা আছে। এসাফিউটারোগে ক্র-উর্কদেহস্থ জ্বালাযুক্ত বেদনা চক্ষু-গোলকে চাপ দিলে এবং অরামের তাগ তাপ প্রয়োগে উপশমিত হয়।

চিত্রপত্র বা রেটিনার শোণিতাধিক্যে অরামসহ বেল এবং সালফার তুলনীয়।

লাইকপোডিয়াম—কর্ণিয়ার ক্ষত, চক্ষুর রক্তিমতা ও অঞ্জলী, রক্তনীতে চক্ষু জুড়িয়া থাকা এবং দিবসে জলস্রাব প্রভৃতিতে ইহা উপকারী। দৃষ্টিক্ষেত্রের দক্ষিণ পার্শ্বের দৃষ্টিহীনতাও ইহার একটা বিশেষ লক্ষণ।

কাণ পাকা বা অটরিয়া।—মধ্য কর্ণের প্রতিষ্ঠায় রোগে অরাম কখন কখন প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কর্ণমধ্যে শোণিতগতির বৃদ্ধি হওয়ার নানারূপ শব্দ হইতে থাকে ও ঐ শব্দ অত্যন্ত অসহনীয় হয়। কর্ণপটাহের প্লেগ এবং দুর্গন্ধ স্রাব হয় এবং ক্রমশঃ রোগ ম্যাট্রাইড অস্থি প্রবর্ধন আক্রমণ করিলে তাহাতে ক্ষত এবং ছিদ্র করার ভায় বেদনা জন্মে। এ রোগে নাইট্রিক এসিড ইহার সহিত বিশেষ সাদৃশ্য প্রকাশ করে। অত্যাগত তুলনীয় ঔষধ মধ্যে ক্যাপসি, হিপার, মার্ক, ক্যালকে কা, কেলি বাই এবং ব্যারা কা প্রধান।

নাসিকা রোগ—নাসিকাগ্ৰের ক্ষীতি; পিন্স বা অজিনা।—পুরাতন ও অভ্যন্ত মন্যপায়িদিগের নাসিকাতে বহুকাল-

যাবৎ রক্তাধিক্য থাকায় কখন কখন নাসিকাগ্র লোহিত ও ক্ষীত হইয়া বর্জুলাকার হয়। শিশুদিগের গণ্ডমালা ঘটিত নাসিকার পুরাতন সন্ধি বা পিন্স রোগেও নাসিকাগ্রের উপর উক্তরূপ বর্জুলাকার ও লোহিত বর্ণ ক্ষীতি জন্মিতে পারে। অরান্ন ইহার উপযোগী ঔষধ।

অরান্নের পুরাতন পিন্সরোগে নাসারজমুখ ক্ষতযুক্ত ও বিদীর্ণ থাকে। নাসিকাস্থি এবং নাসিকার কোমলোপাদানাদিতে ক্ষত হওয়ায় দুর্গন্ধস্রাব হইতে থাকে ও নাসিকারজ্জভেদক উপাস্থি ছিন্ন হইয়া যায়। গণ্ডমালা, উপদংশ এবং পারদবিষ ঘটিত রোগেই ইহার বিশেষ কার্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

গলক্ষত—টন্সিলগ্রন্থিপ্রদাহ ; কণ্ঠমূল বা মাম্পস্।—
মার্কার অথবা উপদংশ ঘটিত গলক্ষত রোগে টন্সিলগ্রন্থি বেদনায়ুক্ত, ক্ষীত ও লোহিতবর্ণ হইলে অবস্থানুসারে অরান্ন দ্বারা উপকার হয়। ইহার সহিত তালুর অস্থির ক্ষত বর্তমান থাকিলে অকাট্যরূপে অরান্ন প্রদর্শন করে।

হৃদ্রোগ—হাইপার ট্রফি অব দি হার্ট বা হৃৎবিবৃদ্ধি-
রোগ।—ইতিপূর্বে বিবৃত হইয়াছে যে অরান্নের প্রাথমিক ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডে অস্বাভাবিক ক্রিয়োদ্দীপনা জন্মে, কিন্তু তাহার কোন যান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটে না। হৃৎপিণ্ড প্রবলবেগে কার্য্য করায় শরীর-যন্ত্রনিচয়ে প্রবল বেগে শোণিত প্রধাবিত হয়। একারণ হৃৎপেশীর অপরিমিত শ্রম বশতঃ সাধারণ হৃৎবিবৃদ্ধি রোগ জন্মে। ইহাতে প্রবল হৃৎস্পন্দন এং তুসুতুসে শোণিতাধিক্য নিবন্ধন ভ্রমণের বা পাশাড়ে উঠিবার চেষ্টায় কিম্বা কোন প্রকার শ্রমে রোগী বোধ করে যেন তাহার ঠোঁটায় অস্থিপশ্চাতে বন্ধবিদীর্ণকারী গুরুভার রহিয়াছে, এবং সে ভ্রমণাদিতে ক্ষান্ত না হইলে বেগে বন্ধ ফাটিয়া রক্তস্রাব হইবে।

এই অবস্থায় **অরান্ন** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ কাক্কার মতে **অরান্ন মিউ** এখানে **অরান্নমেন্ট** অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর।

এমনকার্ব—ইহাতে ষ্টার্ণাম অস্থিতে ভারি বস্তুর বিদৌৰ্ণকর চাপ থাকা লক্ষণ আছে। শিরার্শোণিতাধিক্য নিবন্ধন রোগেই ইহা অধিকতর উপকারী। রোগী তন্মাত্রান্ত থাকুক।

যকুংরোগ—যকুতে রক্তাধিক্য ; যকুংবিবুদ্ধি ; সিরসিস্ অব দি লিভার বা যকুতের ক্ষয়রোগ, যকুতের বসাপকৃষ্টতা বা ফ্যাটি ডিজেনারেশন।—উপরিউক্ত হৃদ্রোগের ক্রমিক কশস্বরূপ যকুতে রক্তাধিক্য জন্মিলে দক্ষিণ কুক্ষিদেলে জ্বালাকর বেদনা হয়। রক্তাধিক্য স্থায়ী হইলে যকুতস্থ তান্তবোপাদানের বৃদ্ধি হওয়ায় যকুং প্রথমে বর্ধিত এবং পরে অবশ্রুতাবী ফলস্বরূপ যকুতের ক্ষয় বা সিরসিস্ কিম্বা অবস্থানুসারে বসাপকৃষ্টতা জন্মে। ক্রমে ধূসর বা ছেয়ে রক্তের বিষ্ঠা ও উদরি প্রভৃতি উপস্থিত হয়। মানসিক অবসাদ বা বিষমতা ইহার একটি প্রধান লক্ষণরূপে বর্তমান থাকে। অবস্থানুসারে ইহাতে **অরান্ন** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

রুক্ক বা কিডনি রোগ—কিডনির বসাপকৃষ্টতা বা ফ্যাটি ডিজেনারেশন ; কিডনির ক্ষয় বা সিরসিস্ ; লালা মেহরোগ বা এল্‌বুমিনিউরিয়া।—গাউট বা ক্ষুদ্রবাত, কালব্যাপী পুণ্ড্রাব, অথবা পুরাতন উপদংশরোগ বশতঃ প্রথমে পূৰ্ণকথিতরূপ হৃৎপিণ্ডরোগ জন্মিলে তাহার গৌণক্রিয়ায় যদি কিড্‌নি আক্রান্ত হয় তাহাতে **অরান্ন** উপকারী।

কিডনিতে রক্তাধিক্যের প্রথম আক্রমণ অবিকৃত মূত্রের আধিক্য দ্বারা প্রকটিত হয়। রক্তাধিক্য স্থায়ী হইলে অবস্থানুসারে ক্রমশঃ

কিডনির বসাপকৃষ্টতা অথবা ক্ষয় বা সিরসিস্ রোগ জন্মে। মূত্রের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে ও তাহাতে এন্‌বুগেন দৃষ্ট হয়। কিডনির ক্ষয়রোগে **অরাম্** ও **অরাম্** তুলনীয় ঔষধ।

পুংজনেন্দ্রিয় রোগ—শুক্রেমেহ বা স্পার্মাটরিয়া ; অণ্ডকোষপ্রদাহ, একশিরা বা অর্কাইটিস্।—এ স্থলেও রোগের সাক্ষাৎ কারণ স্বরূপ পুংজনেন্দ্রিয়ে শোণিতাধিক্য প্রযুক্ত শুক্র-মেহরোগের প্রথমাবস্থায় প্রবল লিঙ্গোপান হইতে থাকে। অবশেষে ক্রমশঃ লিঙ্গের দুর্বলতা ও শিথিলতা উৎপন্ন হয় এবং রোগীর প্রগাঢ় বিষন্নভাব উপস্থিত হওয়ায় আত্মহত্যার অদম্য ও স্থায়ী প্রবৃত্তি জন্মে। **অরাম্** ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। দক্ষিণ পার্শ্বের পুরাতন একশিরা বা অর্কাইটিস্ রোগে অণ্ডকোষরজ্জুর স্নায়ুশূল থাকিলে **অরাম্** উপকারী।

রডডেণ্ডন—পুরাতন একশিরারোগে অণ্ডকোষের দড়-কচড়াভাব ও ক্রমশঃ ক্ষয় জন্মিলে এবং তাহাতে ছেঁচা লাগার স্রাব বেদনা থাকিলে ইহা ফলপ্রদ।

স্ত্রীজনেন্দ্রিয়রোগ—জরায়ুভ্রংশ বা প্রল্যাপ্সাস যুটারাই ; অণুধার বা ওভারির বিবৃদ্ধি।—জরায়ুতে পুরাতন রক্তাধিক্য বশতঃ তাহার ঐষার বিবৃদ্ধি, দড়কচড়াভাব ও গুরুত্ব জন্মিলে যে জরায়ুভ্রংশ হয় তাহা **অরাম্** আরোগ্য করিতে সক্ষম। অত্যন্ত ঔষধের স্রাব ইহাতে সাধারণ শারীরিক দৌর্বল্য ও জরায়ুধ্বংসীর শিথিলতা, রোগের কারণ হয় না ; তদ্রূপ হইলে ইহা দ্বারা ফলাশা করা যায় না। জরায়ু রোগে অনেকে **অরাম্** মিউ উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া মনে করেন। অণুধারের রক্তাধিক্য, বিবৃদ্ধি ও দড়কচড়াভাবেও **অরাম্** উপকারী ঔষধ।

অস্থিরোগ—পেরিঅস্টাইটিস্ বা অস্থিবেষ্টপ্রদাহ ; অস্থিপ্রদাহ বা অস্টি-আইটিস্ ; অস্থিকৃত বা কেরিজ ; অস্থির অর্কন বা এক্জস্টিসিস্ অব্ বোনস্ ।—পুরাতন উপদংশ রোগ এবং পারদের অপব্যবহার অস্টিঅস্টিরোগের সাধারণ কারণ । কিন্তু অনেক সময়ে রোগী তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে । রোগীর কথায় সন্দিহান হইবার উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও অস্টিঅস্টি তাহাদিগের অস্থিরোগ আরোগ্য করিয়াছে । নাসিকা, তালু এবং কর্ণের ম্যাষ্টইড অস্থির ক্রতে ইহার উপকারিতার বিষয় আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । প্রগণ্ড এবং উরুর অস্থির প্রদাহ, ক্ষতি এবং বেদনা আরোগ্যে ইহার ক্ষমতা থাকিলেও মস্তকস্থির ক্রত ও অর্কুদাদি রোগারোগ্যেই ইহার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । একটী রোগীর গণ্ডদেশের পুয়শোধের অস্ত্রচিকিৎসা করিতে যাওয়া আমি দেখিতে পাই গণ্ডস্থির ক্রতই তাহার রোগের কারণ । অস্টিঅস্টি ৩০ প্রয়োগে অচিরে রোগ আরোগ্য হইয়া যায় । অস্টিঅস্টি ইইল নামগণ্ডের ক্ষতি ও বেদনায় আক্রান্ত একটী রোগী কোন ধ্যাতনামা এলপ্যাথিক চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে ছিলেন । দৃষ্ট দস্তুর কোন রোগ না থাকিলেও দস্তুরোগই বেদনার কারণ অনুমান করিয়া তিনি বেদনায়ুক্ত গণ্ডের অধঃ চোয়ালের দুইটী দস্ত উৎপাটন করেন । কিন্তু তাহাতে কোনই উপকার হইল না অপরন্তু অনর্থক দস্তহীন হওয়ার রোগী অতি বিষম চিন্তে আমার চিকিৎসাধীনে আসিলেন । আমি দেখিলাম তাঁহার গণ্ডস্থি কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে । আরও দেখিলাম তাঁহার নাসামূলের বামপার্শ্বে মটরের ত্রায় একটী অস্থিঅর্কন দৃষ্ট হইয়াছে । আমি বুঝিলাম নাসিকা ও গণ্ডস্থির রোগজ বিবৃদ্ধিই তাঁহার রোগ । অস্টিঅস্টি ৩০ প্রয়োগে রোগ অচিরে আরোগ্য হইয়া যায় ।

